বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক
পুস্তকের প্রতিবাদ গ্রন্থ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্ম-প্রণীত।

"স্ত্রীণামধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে।।"

বেদব্যাস।

ময়মনসিংহ।
চারুযন্ত্রে—শ্রীবিধুভূষণ মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৩ সন।

উপক্রমণিকা।

ধর্ম্মেণৈব জগৎসুরক্ষিত মিদং ধর্ম্মোধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ।।

বিধবা বিবাহের কথা হিন্দুসন্তানের মধ্যে কেহই জানিত না; ইহা একটী অপূর্ব্ব এবং অশ্রুতপূর্ব্ব কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার প্রথম উদ্ভাবক। হিন্দুর সকল কার্য্যই ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে, হিন্দুসমাজ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুগত, কাহার যুক্তিপ্রামাণ্য মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ হইলে হিন্দুসমাজ কখনই তাহাতে কর্ণপাত করিবে না, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থির নিশ্চয় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। যুক্তিবলে হিন্দুসমাজকে বিধবা-বিবাহের কর্ত্তব্যতা বুঝান বিড়ম্বনা মাত্র, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ বুঝিয়াছিলেন। কাজেই যুক্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া যথাসাধ্য বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রার্থ অবলম্বন পুর্ব্বক বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে, ইহা দেখাইয়া তিনি প্রথমতঃ একখণ্ড পুস্তিকা প্রচার করেন। তৎপরে বঙ্গদেশীয় তাৎকালিক পণ্ডিত মণ্ডলী হইতে কয়েকখানি প্রতিবাদ প্রচারিত হয়। ঐ সকল প্রতিবাদ খণ্ডন করিয়া তিনি দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের পুস্তক প্রচারিত হইবার বহুকাল পূর্ব্বহইতে পাশ্চাত্য বিদ্যার আদর ও উন্নতি, এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি অনাস্থা ও অননুশীলন সমাজ মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। সুতরাং হিন্দুসমাজের অধিকাংশ লোকই কেবলমাত্র পাশ্চাত্য বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া পাশ্চাত্যভাব, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্যধন-পিপাসা ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নিজস্ব হারাইয়া পর-ধনের কুপোষ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে যেরূপ ফল অবশ্যম্ভাবী তাহা হইয়াছিল। সমাজের অধিকাংশ লোকই স্বধর্ম্মবিদ্বেষী হইয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদাদি তাহাদিগের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কাজেই ম্লেচ্ছ-দিগের আদৃত বিধবা-বিবাহ আচরণীয় বলিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে পূর্ব্বহইতেই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুসমাজের শাস্ত্রীয় বন্ধন সহসা উন্মোচন করিয়া

কেহ কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসী হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা বিবাহের অনুমতি আছে বলিয়া ঘোষণা করিলেন অমনি আধুনিক কৃতবিদ্য-দিগের **"খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট"** মনের মতন ব্যবস্থা পাইয়া মন মাতিয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার কত দূর সত্য ও সারবান্ তাহা দেখিবার তত আবশ্যকতা রহিল না। স্থূলতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছেন এই সংবাদেই অনেকের হৃদয়ে এই অবৈধ আচরণের শাস্ত্রীয়তা দৃঢ়তররূপে স্থিরীকৃত হইল। কারণ অনেক কৃতবিদ্যদিগের (এ স্থলে কৃত-বিদ্য বলিতে স্বধর্ম্ম বিদ্বেষী ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ, বিদেশীয় আচারব্যবহারানুরক্ত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদিগকে বুঝিতে হইবে) সহিত আমার এই বিচার সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছে, তাহাতে আমি দেখিয়াছি যে, কেহই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার-পুস্তক স্বচক্ষে দেখেন নাই; অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয় অশেষবিধ শাস্ত্র প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ করিয়াছেন এ সিদ্ধান্ত সকলেই স্থির করিয়া রাখি-য়াছেন। এমন কি, কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্তেও উপস্থিত হইয়াছেন যে যদি বিধবার বিবাহ দিলে সংসার ক্ষেত্রের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে অনেক স্থানে শাস্ত্রীয় ব্যবহারের সামঞ্জস্য রক্ষা না হয় তাহা হইলে নূতন শাস্ত্র অর্থাৎ নিয়ম স্থাপন করা কর্ত্তব্য। কি ভয়ানক পক্ষপাতিত্ব! কি একদেশ দর্শিতা! বিধবা বিবাহ প্রচলিত করি-বার জন্য যদি নূতন নিয়ম অথবা নূতনশাস্ত্র গঠন করিতে হয় তবে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অবহেলা করিয়া তাহাও করিতে কৃতবিদ্যগণ প্রস্তুত আছেন, কিন্তু বিদ্যা-সাগর মহাশয় যাহা একবার শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন তাহা অলঙ্ঘ্য। হিন্দুর হৃদয় এ কথায় যারপর নাই ব্যথিত হয়, মনে হয় পৃথিবী আর ভার সহিতে পারে না, হিন্দুর নাম আর থাকে না, সাগর গর্ভে বিলীন হইতে আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। এইরূপে ব্যথিতান্তঃকরণ হইয়া শাস্ত্রাদি সংগ্রহপূর্ব্বক এ পুস্তক প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার চাতুর্য্য তন্ন তন্নকরিয়া পাঠকবর্গকে বুঝাইতে সাধ্যমতে ক্রটী করি নাই। এইক্ষণে কৃতবিদ্যদিগের নিকট নিবেদন তাঁহারা ইহামনে রাখিবেন যে, আমাদিগের দেশ এতকাল পাগলের দেশ ছিল না। এবং আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরাও অপ্রকৃত চিত্ত ছিলেন না যে, তাঁহাদিগের বিধিনিষেধ শুনিলেই কাণেহাত দিতে হইবে। অথবা আমরাই যে কেবল প্রকৃত যুক্তি জানিয়াছি তাঁহারা জানিতেন না, তাঁহাদিগের বুদ্ধি আমাদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণ ছিল না এমত নহে। এই সকল আত্মগরিমা পরিহার করিয়া একবার আপনারা এখনকার নব্য যুক্তির প্রবাহ নিরোধ করিয়া অব্যাকুলচিত্তে শাস্ত্রের বিধি নিষেধগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। বুঝিয়া বিচার করিয়া যদি

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করেন তাহাহইলে আমাদ্বিগের পরিতাপের কোন কারণ থাকিবে না। নতুবা ভ্রমাত্মক আত্মমদে বিভোর হইয়া অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের প্রশ্রয় প্রদান করা বিচারও ধর্ম্মসঙ্গত নহে।

এইক্ষণ কার সমাজে দুই সম্প্রদায়ের লোক আছেন। একদল পূর্ব্বতন ঋষি দিগের উপদেশ নিষেধ অবিতর্কিতভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। অপরদল তাহা দিগের অভ্রান্ত যুক্তির সহিত শাস্ত্রাদি যতদূর অবিরোধী দেখেন তাহাই মানিতে চাহেন এবং যাহাবিরোধী তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিজ বুদ্ধি মতে নিয়ম স্থাপন করিতে বড়ই ব্যগ্র। সকলের বিদ্যা বুদ্ধি সমান নহে সুতরাং প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহার সহিত হয়ত আমার শাস্ত্রব্যাখ্যায় মতান্তর হইলে হইতে পারে, কিন্তু ফলিতার্থ যখন উভয়েরই এক, তখন আমি তাহাদিগের অনুযোগের পাত্র হইব না ইহা স্থির বিশ্বাস।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় হস্তক্ষেপ করিয়াছি এজন্য কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে হয়ত আমার উপর গ্লানি বর্ষণ করিতে পারেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আমি প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদিগের নিকটে গ্লানির পাত্র হইতে পারিনা। কারণ তাঁহারা নিজেই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণকে অবজ্ঞা করিতে ব্রতী; সুতরাং মহামতি দিগের কথার বিরুদ্ধ তর্ক করা যদি তাঁহাদিগের মতে গ্লানি জনক কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হইবে, পরে যেমন ইচ্ছা আমাকে বলিলে আমি অবনত মস্তকে নিঃশব্দে তাহা গ্রহণ করিব। কারণ আত্মদোষ বুঝিতে পারিলেই মানবাত্মা স্বভাবতই নম্র ও বিনীত হইয়া থাকে সুতরাং যুক্তিবলে বেদার্থ নিবদ্ধকার মন্বাদির বাক্য খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া দোষাবহ বলিয়া বোধ হইলেই কৃতবিদ্যগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থার প্রতিবাদ জন্য আমার দোষ আলোচনা করিবার অবকাশ পাইবেন না। এইসকল মানব-প্রকৃতি চিন্তা করিয়া জন সমাজে এই প্রতিবাদ গ্রন্থ প্রচারিত করিলাম। যদি একজনও ইহাদ্বারা বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা অনুভব করেন তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ময়মনসিংহ
ভাদ্র সন ১২৯৩।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মা।

সূচিপত্র।

বিধবাবিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

ইহা

প্রচলিত হওয়া উচিত নহে।

প্রথম অধ্যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত কি শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম ইহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কোন্ শাস্ত্র সম্মত হইলে বিধবা-বিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে এবং কোন্ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলে ইহা অকর্ত্তব্য বলিয়া বর্জ্জিত হইবে, তাহা জানা আবশ্যক। ধর্ম্ম শাস্ত্র কি তাহা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যথা।

মন্বত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী ॥
পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিতা দক্ষ গোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রযোজকাঃ।

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব; সম্বর্ত্তা, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ এই বিংশতি জন ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তা।

ইহাদিগের সঙ্কলিত ধর্ম্ম শাস্ত্রে যাহা বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের করণীয় এবং যে সকল কর্ম্ম ঐ সকল শাস্ত্রে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ এবং যাহা ঐ সকল শাস্ত্রের বিরুদ্ধ, তাহা হিন্দু মাত্রেরই অননুষ্ঠেয় এবং পরিত্যজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

উপরি উক্ত বিংশতি সংহিতাকর্ত্তা ভিন্ন পুলস্ত্য, গোভিলঃ, জাবালি, নারদ বৌধায়ন, ঋষ্যশৃঙ্গ, ব্যাঘ্রপাদঃ প্রভৃতি মুনিদিগের বচনও শাস্ত্রবৎ গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে প্রচলিত পণ্ডিতবর রঘুনন্দন শিরোমণিকৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে এই সকল মুণিগণের বহুল বচনানুক্রমে অনেক ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এবং ঐ সকল ব্যবস্থা সকলেই সম্মান পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেছেন যে, ঐ সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত কার্য্য, সকল যুগের অনুষ্ঠেয় নহে। ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম শাস্ত্র নিরূপিত আছে, কারণ, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে ক্রমান্বয়ে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হইয়া যায়, সুতরাং এক শাস্ত্র বিহিত কার্য্য অনুষ্ঠান করা সকল যুগের পক্ষে সাধ্যায়ত্ব নহে, কাজেই যুগানুসারে অর্থাৎ যে যুগে মনুষ্যের যেমন শক্তি, তাহার উপযুক্ত কার্য্যবিধান করিয়া মনীষীগণ যুগধর্ম্ম নিয়ামক সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন। যথা পরাশরঃ—

> কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
> দ্বাপরে শাঙ্খ লিখিতঃ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ॥

এই প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, কলিযুগের ধর্ম্ম পরাশর স্মৃতিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সুতরাং পরাশর স্মৃতিই কলিযুগে অবলম্বনীয়। এবং মন্বাদি অন্যান্য শাস্ত্র কর্ত্তা দিগের শাস্ত্রের ও অন্যান্য ঋষি বচনের যে যে অংশ পরাশর সংহিতায় অবিরোধী তাহা গ্রাহ্য, সুতরাং বিরোধ স্থলে পরাশর প্রণীত শাস্ত্রের বিধানই প্রামাণ্য।

এক্ষণে পাঠকগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ সিদ্ধান্তটী কতদূর ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত।

সত্য যুগে মনু ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় সংহিতা কর্ত্তা ও অন্যান্য সমস্ত ঋষিগণ মনু বাক্য বিরোধী কোন বিষয়ে এক বাক্য হইলেও মনুর বাক্য সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গ্রাহ্য হইত।

ত্রেতাযুগে গৌতম মনুকে অতিক্রম করিলেন। এযুগে মনুবাক্য আর ততদূর প্রামাণ্য নহে। অর্থাৎ গৌতম বাক্যে যদি সকলেই এক বাক্যে বিরোধী হইতেন, তথাপি ত্রেতাযুগে গৌতম বাক্যই প্রধান সুতরাং গ্রাহ্য হইত।

দ্বাপরে ও কলিতে ঐরূপ ক্রমান্বয়ে শঙ্খ, লিখিত এবং পরাশর প্রধান।

এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে এইরূপ স্থির হইতেছে যে, কলিতে

মন্বাদি সংহিতাকর্ত্তা ও অন্যান্য ঋষিগণের বিধান এক পরাশরের বিধানের বিরোধী হইলেও পরাশরের বাক্য গ্রহণীয় সুতরাং অন্যান্য শাস্ত্র এক বাক্য হইলেও তাহা অগ্রাহ্য। কিন্তু এমত বিচার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, বরং স্মৃতি সমূহের বিরোধ স্থলে বেদই প্রামাণ্য। যদি যুগধর্ম্মে বেদ-বেত্তার অভাব হয়, তবে অধিক সংখ্যক শাস্ত্রকার যে মতের সম্মান করেন, তাহাই গ্রহণীয়। প্রস্তাবানুক্রমে ইহার পর্য্যালোচনা বিশেষ রূপে করিব।

ধর্ম্ম প্রমাণ কিরূপে করিতে হয় এবং ধর্ম্ম প্রমাণ কি তাহা মনু বিশেষ রূপে বলিয়াছেন। যথা

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলেচ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥ ৬। ২
যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়োহি সঃ॥ ৭।
সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদ্যং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥ ৮
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং॥ ৯
শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ॥ ১০
যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥ ১১
বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥ ১২

সমস্ত বেদ, বেদবেত্তা, মন্বাদির স্মৃতি, তাঁহাদিগের ব্রহ্মণ্যতা, (ব্রহ্মণ্যতা, দেব-পিতৃ-ভক্ততা, সৌম্যতা, অপরোপতাপিতা † অনসূয়তা, মৃদুতা, অপারুষ্য, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা, কারুণ্য, প্রশান্তি) প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার শীল সাধুদিগের সদাচার এবং আত্মতুষ্টি এই সমুদায় ধর্ম্ম মূল বলিয়া জানিবে। ৬।

---

† পরের অনুদ্বেগ

ভগবান মনু যে কোন ব্যক্তির যে ধর্ম্ম কহিয়াছেন, অবিকল সেইরূপই বেদে প্রতিপাদিত আছে। যেহেতু মনু সকল বেদই সম্যক রূপে অবগত আছেন। ৭

শাস্ত্র সকল জ্ঞান চক্ষু দ্বারা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বিদ্বানেরা বেদ মূলক কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। ৮

যে মনুষ্য বেদোক্ত ও স্মৃতিপ্রতিপাদিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহ লোকে ধার্ম্মিকরূপে যশ ও পরলোকে স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হন। ৯

বেদকে শ্রুতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলা যায়। ঐ শ্রুতি এবং স্মৃতি বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা মীমাংসা করিবে না, যেহেতু শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই ধর্ম্ম স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হন্। ১০

যে ব্যক্তি প্রতিকূল তর্কদ্বারা মূলস্বরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রকে অবমাননা করে, সাধুলোকেরা সেই বেদ নিন্দক নাস্তিককে দ্বিজের কর্ত্তব্য অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি সকল অনুষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। ১১

বেদ স্মৃতি শিষ্টাচার ও আত্মতুষ্টি এই চারিটী ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রমাণ বলিয়া মন্বাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ১২

এই সকল মনুবাক্য বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীত হয় যে, মানব-ধর্ম্মের মূলশাস্ত্র বেদ, সুতরাং যে কার্য্য বেদে বৈধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অথবা বেদে যাহা শ্রেয়ঃ জনক বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে তাহা মনুষ্য মাত্রেরই অত্যন্ত কর্ত্তব্য, এবং যে কার্য্য বেদে অবৈধ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, অথবা যাহা অনুষ্ঠান করিলে মানব সমাজের অধঃপতন হয় বলিয়া বেদে নিন্দিত হইয়াছে, তাহা মনুষ্য মাত্রেরই পরিত্যজ্য। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য প্রত্যেককেই বেদজ্ঞ হইতে হয়, কিন্তু ইহা ব্যক্তি মাত্রেরই সাধ্যায়ত্ত নহে এবং সকল লোকের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

বেদ সমুদ্রের ন্যায় দুস্তর এবং দুর্গম। ইহার মর্ম্মজ্ঞ হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। পূর্ব্বকালে বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণ মাত্রেরই জীবনের নিত্য ক্রিয়া ছিল, তথাপি সকলেই বেদবিৎ বলিয়া আখ্যাত হইতে পারেন নাই। ইহাতে এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, ঋষি মাত্রেই বেদের গূঢ় মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন এমত নহে। ইহা আমার কল্পনা সম্ভূত কথা নহে। মন্বাদি সংহিতায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,ধ্যান পরায়ণ ভগবান্ মনু একাগ্র চিত্তে আসনে উপবিষ্ট আছেন,এমত সময় ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;

ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি ॥ ২ । ১
ত্বমেকো হ্যস্য সর্ব্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ প্রভো। ৩

ভগবন্! ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের এবং অনুলোম-প্রতিলোম-জাত শঙ্কর জাতির যথাবৎধর্ম্ম সকল আনুপূর্ব্বিক আমাদিগকে বলুন। ২। ১

প্রভো! যে বেদ বহু শাখায় বিভক্ত বলিয়া অসীমরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং মীমাংসা ও ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত যাহার প্রতিপাদ্য ভাল বুঝা যায় না; প্রত্যক্ষ বা স্মৃত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা অনুমেয় সেই অলৌকিক ও নিত্য সমগ্র বেদ প্রকাশিত যাগাদি এবং ব্রহ্মতত্ত্বে আপনিই একমাত্র প্রাজ্ঞ। ৩। ১

পরাশর সংহিতা যথা।

মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌযুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতী সুত ॥ ২ । ১
তৎশ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু সমিদ্ধাগ্ন্যর্কসন্নিভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদঃ ॥ ৩ । ১

হে সত্যবতী নন্দন! বর্ত্তমান কলিযুগে কোন্ ধর্ম্ম কিরূপ শৌচ ও কিরূপ আচার মনুষ্যের হিতকর, আপনি আনুপূর্ব্বিক তাহা বলুন। ২। ১

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও সূর্য্য তুল্যতেজঃ সম্পন্ন শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিশারদ মহাতেজা ব্যাস, ঋষিদিগের এইবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন। ৩। ১

এক্ষণে দেখুন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে, এমন কি সত্যযুগে ঋষিগণ বেদবিজ্ঞ হইয়াও ধর্ম্মার্থ মীমাংসা করিতে সকলেই সমর্থ ছিলেন না; তাঁহাদিগকেও তৎ তৎ কালের প্রধান বেদবিৎ দিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ লইতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কালে বেদ চর্চ্চা এক কালে তিরোহিত হইয়াছে। যদি কেহ বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন তাহাও আংশিক চর্চ্চা মাত্র। সমস্ত বেদের সর্ব্বশাখার সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এমন লোক এক্ষণে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কাজেই স্মৃতিই আমাদিগের এক্ষণকার বেদ। ধর্ম্ম বিষয়ক কোন প্রস্তাব মীমাংসা করিতে হইলে স্মৃতি ভিন্ন আমাদিগের আর কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু স্মৃতি একখানি নহে। মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত ইত্যাদি বচনানুসারে স্মৃতি ঊনিশখানি, এবং তদ্ভিন্ন নারদ

সংহিতা ইত্যাদি আরও কএকখানি স্মৃতি শাস্ত্র আছে। এইরূপে অনেকগুলি স্মৃতি-শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা কর্ত্তা দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক সংহিতা কর্ত্তা যে সমগ্র বেদোক্ত ব্যবস্থা সমূহের মীমাংসা করিয়া ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, এখন যদি সকল স্মৃতিই পরস্পর অবিরোধী হয়, তাহা হইলে কোন্ স্মৃতি অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে, তাহার মীমাংসা আবশ্যক হয় না। কারণ সকল স্মৃতিই এক, সুতরাং যিনি যে স্মৃতিই অবলম্বন করিয়া কার্য্য করুন্ না কেন, পরস্পরের কার্য্যগত কোন বৈষম্য থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঐ সকল সংহিতোক্ত ব্যবস্থা সকলের মধ্যে যদি পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলেই কোন্ সংহিতোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণীয়, সুতরাং কাঁহার সংহিতা প্রামাণ্য, ইহার মীমাংসা স্বতঃই আবশ্যক হইয়া উঠে।

সংহিতা কর্ত্তাদিগের প্রণীত শাস্ত্র মধ্যে স্থানে স্থানে ব্যবস্থাগত মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের উৎপত্তি স্থান বেদ এবং বেদেরই মর্ম্মার্থে যখন সংহিতা কর্ত্তাগণ আপন আপন শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তখন তাহার মধ্যে বৈষম্য দৃষ্ট হইলে স্পষ্টতঃই প্রতীত হয় যে, অবশ্যই কেহ ভ্রম প্রমাদ বশতঃ ঐ ঐ অংশে বেদের প্রকৃত মীমাংসা করিতে পারেন নাই। নতুবা এরূপ অর্থ বৈষম্য কখনই হইতে পারে না। যদি সকলেই ভ্রম প্রমাদ শূন্য হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই বেদের ব্যাখ্যা সকলেরই একরূপ হইত, কোন অংশে বিরোধ হইত না। কিন্তু যখন এরূপ বিরোধ দেখা যাইতেছে, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এতৎস্থলে কোন সংহিতা কর্ত্তার অবশ্যই ভুল হইয়াছে। কাজেই এরূপ বিরোধ স্বত্বেও সংহিতা কর্ত্তাদিগের মধ্যে যে কেহই বেদার্থ সঙ্কলনে ভ্রম প্রমাদে পতিত হন নাই একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে। অতএব এরূপ বিরোধ মীমাংসা করিতে হইলে ইহা প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক যে, কোন্ মতটা ভ্রমাত্মক। এ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যে মূল হইতে ইহা সংগৃহীত, তাহার সহিত ইহার মিল করিয়া দেখা আবশ্যক। সমস্ত স্মৃতির মূল বেদ। অতএব মন্বাদি স্মৃতির বিরোধ স্থলে বেদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণীয় হইবে। অর্থাৎ যে স্মৃতির অর্থ বেদের অবিরোধী, তাহাই গ্রাহ্য এবং যাহা বেদের বিরোধী তাহা অগ্রাহ্য। মহাত্মা মনু ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যথা।

অর্থকামেষ্বশক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥ ২। ১৩

অর্থ কামনায় অনাশক্তের প্রতিই এই ধর্ম্মোপদেশ। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তির পরম প্রমাণ শ্রুতি। (অর্থাৎ বেদ ও স্মৃতির অনৈক্য স্থলে বেদের প্রমাণই গ্রাহ্য হয়।)

তদুবাচ জাবালঃ—

শ্রুতিস্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা ॥

শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ স্থলে শ্রুতি প্রধান। অবিরোধ স্থলে স্মৃতিই বেদতুল্য, সুতরাং তদুক্ত কার্য্য করণীয় ॥

এক্ষণে উল্লিখিত শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা ইহা নিঃসংশয়িত রূপে স্থির হইল যে, স্মৃত্যাদির বিরোধ স্থলে যে স্মৃতি বেদার্থের অবিরোধী তাহাই গ্রাহ্য। কিন্তু কোন্ স্মৃতি বেদার্থের অনুযায়ী ইহা স্থির করিতে আমরা কতদূর সক্ষম, ইহা একবার দেখা উচিত। বর্ত্তমান কালে আমরা বেদ হইতে দূরে অবস্থিত, সুতরাং বেদ লইয়া স্মৃতির মীমাংসা করা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব এ প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্মৃত্যর্থ মীমাংসা করা আমাদিগের ক্ষমতাতীত কার্য্য, বরং আরো বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিবে। অতএব যদি শ্রুতিই স্মৃতির মীমাংসার স্থল, এবং যদি শ্রুতি আমাদিগের পক্ষে অগম্য, সুতরাং যখন শ্রুতি আমাদিগের অনবলম্বনীয় হইল এবং যখন বেদার্থ স্মরণ করিয়া সংহিতা কর্ত্তারা সময়ে সময়ে আপন আপন স্মৃতি প্রচার করিয়াছেন, তখন স্মৃতি সমূহ লইয়াই সকল বিরোধ মীমাংসা করিতে হইবে। ইহা এক্ষণে দুই প্রণালী ক্রমে সম্পন্ন করিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ। স্মৃতি সমূহের মধ্যে কোন্ স্মৃতি প্রধান, ইহা স্থির করিয়া তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বিরোধ স্থান অনায়াসে মীমাংসিত হইতে পারে।

কোন্ স্মৃতি প্রধান ইহা স্থির করিতে হইলে, স্মৃতি সমূহের মধ্যে কোন্ স্মৃতি ভ্রম প্রমাদ শূন্য এবং কোন্ স্মৃতি নিত্য ভ্রম প্রমাদ শূন্য বেদের আদর্শ বলিয়া আখ্যাত তাহা দেখা আবশ্যক।

এবিষয়ের মীমাংসার ভার শাস্ত্রকার দিগের হস্তে দেওয়াই কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেখুন শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়।

মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজং
ভেষজতায়া ইতি। ১।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে—

বেদার্থোপনিবদ্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং।
মন্বর্থ বিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে।
তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ।
ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে।

বৃহস্পতি বচনং। ২।

পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

মহাভারতে বেদব্যাস বচনং। ৩। *

মনুনা চৈব মেকেন সর্ব্ব শাস্ত্রানি জানতা।

১। মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ঔষধের ঔষধ স্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার বাক্য দ্বারা অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রের সত্যতা নিরূপণ করিতে হইবে। এস্থলে বেদে মনু ধর্ম্ম শাস্ত্রকে অন্যান্য শাস্ত্রের মীমাংসার স্থল বলাতে, মনু-প্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র যাবতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রধান বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

২। বেদের অর্থ মনু স্মৃতিতে নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, ইহা অন্যান্য স্মৃতি অপেক্ষা প্রধান। অন্য কৃত যে বেদার্থ মনু কৃত অর্থের বিপরীত তাহা অপ্রশস্ত।

ধর্ম্মার্থ এবং মোক্ষোপদেষ্টা মনুসংহিতা যতক্ষণ না থাকে, ততক্ষণ তর্ক শাস্ত্র ব্যাকরণ শাস্ত্র ইত্যাদি অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্র শোভনীয় হয়।

এস্থলে বৃহস্পতি যেরূপ বলিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর স্পষ্টাক্ষরে অসঙ্কোচিত চিত্তে মনুর সর্ব্ব প্রধানত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না।

৩। মনু প্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও বেদাঙ্গ চিকিৎসা শাস্ত্র ইহারা আজ্ঞাসিদ্ধ, অর্থাৎ সমুদায় লোককে ভৃত্যভাবে প্রভুর অনুজ্ঞার ন্যায় উহা মানিতে হইবে। বেদ বিরোধী প্রতিকূল তর্কদ্বারা তদুক্ত বিষয়ের বিপরীত সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না।

সকলেই জানেন বেদব্যাস বেদ বিশারদ ছিলেন; তিনি ও বলিয়াছেন যে, প্রভুর আজ্ঞা যেমন ভৃত্যের কোন বিচার না করিয়া প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র আজ্ঞাসিদ্ধ, ইহাও বিনা বিচারে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, বেদব্যাস মনুসংহিতাকে বেদ স্বরূপ প্রধান বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন।

---

* ১। ২। ৩ এই প্রমাণগুলি কুল্লুকভট্ট উদ্ধৃত করিয়াছেন। মনুসংহিতায় প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের কুল্লুকভট্টকৃত টীকা দেখ।

প্রায়শ্চিত্তন্তু তে নোক্তং গোষু চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥
পরাশর সংহিতা ৯ অ: ৫১ শ্লোঃ।

একমাত্র সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মনু বলিয়াছেন যে, গো-হত্যা মাত্রেই চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। ৫১। ৯

এস্থলে পরাশর বলিয়াছেন মনুই একমাত্র সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ। ইহাতে মনুরই শাস্ত্রজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রধানত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

এস্থলে স্বয়ং ব্রহ্মা (বেদ ব্রহ্মার মুখ বিনির্গত বলিয়া বেদবাক্যকে ব্রহ্মার বাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে) বৃহস্পতি, বেদব্যাস এবং পরাশর একবাক্যে শাস্ত্রবিৎ দিগের মধ্যে মনুকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; এবং বৃহস্পতি বেদব্যাস ও পরাশর ইহাঁরা স্বয়ং সংহিতাকারক হইয়াও মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে স্পষ্টাক্ষরে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিয়াছেন, সুতরাং ইহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে সর্ব্ব শাস্ত্রমধ্যে মনুই শ্রেষ্ঠ এবং মনু বিরোধী স্মৃতিবাক্য অগ্রাহ্য।

এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন্ প্রমাণ অথবা কোন্ যুক্তি বলে ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষি দিগের মীমাংসা খণ্ডন করিয়া মনু মহাত্মাকে, দেবদত্ত পদ হইতে বিচ্যুত করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন তাহা দেখা আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান চেষ্টা, কিসে পরাশরের প্রধানত্ব স্থাপন করিতে পারা যায়। কারণ পরাশর ভিন্ন বিধবা বিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থা আর কোথাও নাই সুতরাং পরাশরের বিধির প্রধানত্ব স্থাপন করিতে না পারিলে তাঁহার ব্যবস্থার মূল উচ্ছেদ হইয়া যায়। কাযেই সঙ্কল্প সিদ্ধির ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। এই জন্য

১। প্রথমতঃ ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের মীমাংসা অবলম্বন পূর্ব্বক বেদ মীমাংসিত মনুস্মৃতির প্রধানত্ব পরিহার করিয়া মনুষ্যের আদিপুরুষ মনুমহাত্মাকে অন্যান্য সংহিতাকারক দিগের সহিত একাসনে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

২। দ্বিতীয়তঃ কি জানি যদি কাহার মনে বেদের মীমাংসা খণ্ডন করিতে মাধবাচার্য্যের মীমাংসা বলবৎ বলিয়া বোধ না হয়, এই আশঙ্কাক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনু চারি যুগের ধর্ম্ম বলেন নাই। সত্য যুগে তিনি প্রধান ছিলেন। কলি যুগের ধর্ম্ম এক মাত্র পরাশর বলিয়াছেন, সুতরাং বর্ত্তমান কালের ধর্ম্ম-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরাশরের মতই প্রধান। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান যুগে কোন ব্যবস্থা পরাশরের অনুমোদিত হইলেই তাহা গ্রাহ্য; মনু বিরোধী হইলে তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ ইহ যুগে পরাশরই প্রধান ব্যবস্থাপক।

মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রধানত্ব পরিহার করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বেদোক্ত মীমাংসা কি প্রণালীতে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহা বলা আবশ্যক যে, বেদোক্ত মীমাংসা খণ্ডন করিতে কাহাকে কখন প্রবৃত্ত হইতে শুনা যায় নাই। বরং বেদবিরুদ্ধ হইলে মহা মহোপাধ্যায় মহর্ষি গণের মীমাংসাও পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। কারণ বেদই ধর্ম্ম-মূল, একথা সৃষ্টিকাল হইতে আর এই ঘোর ধর্ম্ম-বিপ্লব কাল পর্য্যন্ত সকলে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। বেদকে অন্য যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা দূরে থাকুক, বেদেই যদি বিরুদ্ধ মীমাংসা থাকে, তাহা হইলেও এক মীমাংসা অন্যের খণ্ডনকারী না হইয়া বরং স্থল ও অবস্থা বিশেষে উভয়ই প্রতিপাল্য, ইহা মনু বলিয়াছেন। যথা

শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।
উভাবপি হি তৌ ধর্ম্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ॥ ১৪। ২

যে স্থলে শ্রুতিদ্বৈধ হয়, তথায় মনীষিগণ উভয়কেই সম্যক ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৪। ২

এক্ষণে দেখুন, বেদে মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে মহৌষধ বলিয়াছেন (ভেষজং ভেষজতায়া) অর্থাৎ ঔষধের ঔষধ। ইহার তাৎপর্য্য এই, যেমন অন্যান্য সংহিতা-কর্ত্তা দিগের শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা অনুসেবিত হইলে ঔষধের ন্যায় মানব প্রকৃতির বিকৃতি সংশোধিত করে, অর্থাৎ ধর্ম্ম শাস্ত্র যেমন মনুষ্যের পক্ষে ঔষধ স্বরূপ, মনু-প্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রের পক্ষে সেইরূপ ঔষধ স্বরূপ। অর্থাৎ অন্যান্য শাস্ত্রগত কোন অপসিদ্ধান্ত মনুকৃত ব্যবস্থা দ্বারা সংশোধিত হইবে, ইহা অন্যান্য শাস্ত্রের ঔষধ স্বরূপ।

ইহা কেবল প্রশংসাপর বাক্য এমত নহে, মনু দ্বারা অন্যান্য শাস্ত্র সংশোধন করিয়া লইতে হইবে, ইহা বেদে মীমাংসিত হইয়াছে। সুতরাং বেদে অন্যান্য মহর্ষি গণের প্রসংশা বাক্য দ্বারা, এরূপ মীমাংসা থাকিতে, মনুর সহিত তাঁহাদিগের তুল্যত্ব সম্পাদিত হইতে পারে না।

বেদ-ব্যাসের বহুল প্রসংশা আছে, কিন্তু তিনিও অবনত মস্তকে মনু বাক্যকে আজ্ঞাসিদ্ধি অর্থাৎ প্রভুর বাক্যের ন্যায় অবিতর্কিতভাবে প্রতি পালনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কৃত মহাভারত হইতে মনুসংহিতায় টীকাকার পণ্ডিত প্রবর কুল্লুক ভট্ট মহাশয় যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব মাধবাচার্য্য মহাশয় পরাশর ভাষ্য লিখিবার সময় মীমাংসা করিয়াছেন যে, যখন বেদে পরাশরের পুত্র বলিয়া বেদব্যাসের প্রশংসা আছে।

২। পরাশর যে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন, ইহা প্রামাণ্য কি না ?

৩। যদি প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে পরাশর ও বৃহৎ পরাশর এই দুই খানি গ্রন্থের মধ্যে কোন্ খানি প্রামাণ্য ?

৪। যদি পরাশর সংহিতাই প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি বচনটী বিধবা-বিবাহ বিধায়ক কি না ?

৫। বিবাহ-বিধায়ক হইলে, ইহা মনু-বিরুদ্ধ অথবা অন্যান্য সংহিতার বিরুদ্ধ কি না ?

৬। যদি মনু ও অন্যান্য সংহিতার বিরুদ্ধ হয়, অথচ পরাশর কলিযুগে ব্যবস্থেয় বলেন, তাহা হইলেও গ্রাহ্য কি না ?

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র চারি যুগের জন্য, কি কোন বিশেষ বিশেষ যুগের, ইহা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্ম কি ? ইহা স্থির করা আবশ্যক। কারণ ইহা না জানিলে কাল বিশেষে তাহার পরিবর্ত্তন কি সংশোধন প্রয়োজন কি না ? কিরূপে বুঝা যাইবে।

যাহার সত্তানিবন্ধন কোন পদার্থের অনুভব হয়, তাহাই সেই পদার্থের ধর্ম্ম। যথা সকল পদার্থই স্থান ব্যাপিয়া থাকে। স্থান-ব্যাপকত্ব পদার্থ মাত্রেরই ধর্ম্ম।

স্থান-ব্যাপকত্ব না থাকিলে পদার্থের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। চৈতন্য আছে বলিয়া প্রাণী। চৈতন্য না থাকিলে প্রাণী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইহা প্রকৃতি, শক্তি, ভাব, গুণ, ধর্ম্ম ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হয়। অতএব আমাদিগের এমন বিশেষ ধর্ম্ম কি আছে, যাহা জগতের প্রাণী মধ্যে আমাদিগেরই আছে বলিয়া আমরা মনুষ্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, এবং যাহা না থাকিলে আমরা মনুষ্য নামের যোগ্য নহি।

মনু বলিয়াছেনঃ—

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্য মাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশ লক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৯১। ৬
ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচ মিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥ ৯২

এই চারি আশ্রমস্থ (ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ, ও যতি) দ্বিজ কর্ত্তৃকই প্রযত্ন সহকারে দশ লক্ষণান্বিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় জানিবে। ৯১। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, অক্রোধ, এই দশটী ধর্ম্ম লক্ষণ।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রাণী মাত্রেরই দেখিবার ও শুনিবার ক্ষমতা আছে, এবং সকলে কত রূপ দর্শন ও কত প্রকার শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে, কিন্তু সকল প্রাণা দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের সংস্কার যাহা দর্শন ও শ্রবণ কালে মনোমধ্যে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা মনুষ্য ভিন্ন আর কাহারও ধারণ করিবার শক্তি নাই। এ ধারণা শক্তি মনুষ্যের নিজস্ব, সুতরাং ধৃতি মনুষ্যধর্ম্ম।

২। আঘাত প্রাপ্ত হইলে প্রতিঘাত করিবার প্রবৃত্তি প্রাণী মাত্রেরই আছে (এটী ক্রোধ ও মদজ) কিন্তু প্রতিঘাত করিবার প্রবৃত্তি প্রতিনিবৃত্ত করিবার শক্তি মনুষ্যেরই আছে সুতরাং ক্ষমা মনুষ্য ধর্ম্ম।

৩। ক্ষুৎপিপাসা প্রিয় অথবা অভিষ্ট বিষয়ের বিনাশ হেতু প্রাণী মাত্রেরই চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয়। (এটী কামজ ও মোহজ) কিন্তু এরূপ চিত্ত-বিকার সংযম করিবার শক্তি মনুষ্যেরই আছে, অতএব দম শক্তি মনুষ্যের নিজস্ব, সুতরাং দম মনুষ্য ধর্ম্ম।

৪। লোভ পরতন্ত্র হইয়া অন্যায় রূপে অন্যের বস্তু অপহরণ করিবার প্রবৃত্তি প্রাণী মাত্রেরই আছে, কিন্তু ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার শক্তি মনুষ্যেরই, সুতরাং অস্তেয় মনুষ্যধর্ম্ম।

৫। মালিন্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিবার প্রবৃত্তি কেবল মনুষ্যেরই আছে। শরীর ও চিত্তের নির্ম্মল ভাব আমাদের প্রকৃতি বলিয়াই আমরা শুচি থাকিতে ভাল বাসি, সুতরাং শৌচ মনুষ্যেরই ধর্ম্ম।

৬। অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় লইয়া প্রাণীমাত্রেরই একাদশ ইন্দ্রিয় আছে, এবং ইন্দ্রিয় সকল বিষয়াসক্ত হওয়া প্রাণী মাত্রেরই স্বভাব, কিন্তু এরূপ আসক্তি হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার শক্তি মনুষ্যেরই আছে, সুতরাং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-শক্তি মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৭। পরীক্ষা দ্বারা বস্তু সকলের তত্ত্ব নিরূপণ করিবার অথবা পূর্ব্বে সম্যক পরীক্ষিত হইয়া বস্তু সকলের তত্ত্ব যাহা শাস্ত্রে নিরূপিত রহিয়াছে, তাঁহার আলোচনা করিয়া বস্তুর তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি কেবল মনুষ্যেরই আছে, সুতরাং ধীশক্তি মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৮। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিরূপ দেহ মাত্রেরই জ্ঞান হয়ত কোন কোন প্রাণীর আছে, কিন্তু ইহাদের এবং চৈতন্য রূপ অন্তরাত্মার পৃথক্ পৃথক্ জাজ্জল্যমান (যেন প্রত্যেককে পৃথক পৃথক প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে এরূপ) জ্ঞান লাভের শক্তি মনুষ্য ভিন্ন অন্য প্রাণীর নাই। সুতরাং বিদ্যা মনুষ্যেরই ধর্ম্ম।

৮। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি লইয়া দেহ, এই দেহের অস্তিত্ব মাত্র হয়ত কোন কোন প্রাণীর আছে, কিন্তু দেহ হইতে চৈতন্য রূপ অন্তরাত্মা এবং ইন্দ্রিয়গণের ভেদ জ্ঞান উপলব্ধি করিবার শক্তি মনুষ্য ভিন্ন আর কাহার নাই। অর্থাৎ চৈতন্য-রূপ পরমাত্মা এবং ইন্দ্রিয়গণকে যেন পৃথক পৃথক দেখিতেছি, এরূপ জ্ঞান লাভের শক্তি মনুষ্যেতেই আছে, সুতরাং বিদ্যা মনুষ্যেরই ধর্ম্ম।

৯। সত্য আচরণ করা সাত্বিক গুণের যে একটী ভাব, তাহা মনুষ্যেরই আছে, এই জন্য সত্য মনুষ্যেরই ধর্ম্ম।

১০। ক্রোধাভিভূত হওয়া প্রাণী মাত্রেরই ধর্ম্ম। কিন্তু কারণ সত্বে ক্রোধ-সংযম করিবার শক্তি মনুষ্যেরই আছে, সুতরাং অক্রোধ মনুষ্যের একটি ধর্ম্ম।

এখন দেখা যাইতেছে, প্রাণী জগতের মধ্যে আমাদিগের পৃথক নিজস্ব রূপে ধৃতি, ক্ষমা, দম, ইত্যাদি দশটী ধর্ম্ম আছে বলিয়াই আমরা মনুষ্য। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ইহারা দশটি ধর্ম্মের বিরোধী অর্থাৎ যখন ধৃতি, ক্ষমা দম ইত্যাদি ধর্ম্ম সকল প্রবল হয়, তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপুগণ পরাভূত হইয়া পড়ে। ফল কথা, যে আধারে ধৃত্যাদি দশটী ধর্ম্ম জাজ্জ্বল্যমান থাকে, সেখানে কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ অতীব ম্লান নির্জীব হইয়া থাকে। আবার যেখানে কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপু সকল বড়ই বলিষ্ঠ, সেখানে ধৃত্যাদি ধর্ম্ম বিলীন, একেবারে নাই বলিলেও চলে। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি ধর্ম্মগুলি অধর্ম্ম পর্য্যায় ভুক্ত।

কাম, ক্রোধ, লোভ, ইত্যাদি সাধরণতঃ প্রাণী মাত্রেরই আছে, সুতরাং ইহা-দিগকে প্রাণী অথবা পশু ধর্ম্ম বলা যায়। এবং ধৃত্যাদি দশটি আমাদিগের নিজস্ব বলিয়া ইহাদিগকে মনুষ্য ধর্ম্ম অথবা সামান্যতঃ ধর্ম্ম বলিয়া থাকি।

এখন বেশ বুঝা যাইতেছে, যেখানে মনুষ্য ধর্ম্ম প্রবল হয়, সেখানে পশুধর্ম্ম নিস্তেজ এবং যেখানে পশুধর্ম্ম প্রবল সেখানে মনুষ্য ধর্ম্ম নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যাহাতে ধর্ম্মের উন্নতি, তাহাতেই মনুষ্যত্বের অভ্যুদয়, এবং যাহাতে ধর্ম্মের অবনতি অর্থাৎ পশুধর্ম্মের (অধর্ম্মের) বৃদ্ধি, তাহাতে মনুষ্য-ত্বের অবনতি হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অনুপাতানুসারে ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে মনুষ্যত্বের অভ্যুদয় এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধির সঙ্গে মনুষ্যত্বের অবনতি অথবা (সরল কথায়) পশুত্ব প্রাপ্তি ফল স্বরূপে স্বভাবতঃ গ্রথিত।

অতএব স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মাচরণ আমাদিগের উন্নতির কারণ এবং তাহা হইলেই আমরা মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারি।

যথা হারিতঃ—

ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয় লক্ষণং।

যাহাতে উন্নতি হয় তাহাই শ্রেয়ঃ, এবং এই শ্রেয়ঃ যদ্বারা সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম।

এক্ষণে দেখুন পুর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, মহাত্মা হারিতও তাহাই বলিয়াছেন।

এখন ধর্ম্ম কি তাহা বুঝা গেল, এবং ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তাও তৎসঙ্গে উপলব্ধি হইয়াছে, কারণ ধর্ম্মের হানি করিলে যখন অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধিতে তৎফল স্বরূপ আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া ক্রমশঃ পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে অধোগামী হই, তখন ইহা বুঝিতে কি বাকী রহিল যে, মনুষ্য স্বধর্ম্মের (যাহাকে আমরা উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি) উদ্বোধন ও তাহাদের ক্রমোন্নতির চেষ্টা না করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিয়া পশুত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছা কোন কালেই করিবেনা। ইহাতে এরূপ স্থির হইতেছে যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কোন কালেই মনুষ্য স্বধর্ম্মোন্নতির চেষ্টায় বিরত হইবে না। সত্য কালে মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টা করিবে এবং ত্রেতাদি যুগে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির যাহাতে প্রশ্রয় হয় এমত কার্য্য করিয়া ক্রমশঃ কলিতে যে অধঃপতিত হইতে হইবে অর্থাৎ পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে, এমত কখনই বিচার সঙ্গত হইতে পারে না। তবে দেখিয়া শুনিয়াও যদি মনুষ্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরই সেবা করে, তাহা হইলে তাহার অধঃপতন নিশ্চয়, ইহা কোন কালের গুণে বা দোষে হয় নাই, আমাদিগের অথবা পূর্ব্ব পুরুষ দিগের কর্ম্মের ফল। কোন যুগ বিশেষের ফল নহে। কাল অনন্ত, ইহাতে সত্যও হইতেছে, দ্বাপরও হইতেছে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে সকল যুগ আসিতেছে ও যাইতেছে, কিন্তু কালের কোন ব্যতিক্রম নাই, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, তাহা অনাদি অনন্ত। আমাদিগের নিজের কার্য্যের ফল স্রোত যতকাল এক ধারে একরূপে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে আমরা একটা যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র। সেই ফল স্রোতের তারতম্যানুসারে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি ইত্যাদি যুগ ভেদ করিয়াছি মাত্র। ইহার গঠন প্রণয়ন সকল ভারই এই মনুষ্য সমাজের হস্তে। এই সমাজ বদ্ধ পরিকর হইয়া ইচ্ছা করিলে কলির বৃদ্ধি দমন করিয়া সত্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন। আবার ইচ্ছা করিলে কলির মধ্যাহ্ন সূর্য্য অতি অল্প কালের মধ্যেই উদিত দেখিতে পারেন।

ইহা কাল সাপেক্ষ নহে, ইহা সমাজের গতি সাপেক্ষ। আবার আমি তুমি, উনি এই সকল লইয়া সমাজ, কিন্তু যাঁহারা সমাজের নেতা, তাঁহারা সমাজের প্রধান অঙ্গ, অপর অঙ্গ সকল ইহাদের গতানুগতিক সর্ব্ব কালেই মুখাপেক্ষা

করিয়া রহিয়াছে, অতএব ইহাঁদের ক্রিয়া কলাপ যে পথে চলে, সমাজ সেই পথে চলিতে থাকে। কাজেই ইহাঁরা যদি আপনাদিগের দায়িত্ব না বুঝিয়া যদি সমাজে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবেশ করিবার পথ উদ্ঘাটন পূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কার্য্যের পরিণাম ফল স্বরূপ যখন সমাজ ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতে থাকিবে, তজ্জন্য তাঁহাদিগেরই প্রত্যবায় গ্রস্ত হইতে হইবে। ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে সকল আচার, ব্যবহার, আহার ইত্যাদি মনুষ্যের নিত্য আবশ্যকীয় কর্ম্ম সকল দ্বারা নিকৃষ্ট বৃত্তির দমন এবং উৎকৃষ্ট বৃত্তির উদ্বোধন এবং উন্নতি সাধন হয়, তাহাই সকল কালে সকল যুগে মনুষ্য মাত্রেরই পালনীয়। যে আচার সত্য যুগে উন্নতি কারক ছিল, তাহা যে অন্য যুগে অধঃপতন জনক অথবা যাহা সত্য যুগে অধঃপতন জনক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহা যে যুগান্তরে উন্নতি কারক হইবে, ইহা নিতান্তই অপসিদ্ধান্ত, যুক্তি বিরুদ্ধ এবং প্রলাপ বাক্য মাত্র। কিরূপ আচার ব্যবহার আহার মনুষ্যের পক্ষে অভ্যুদয় সাধক অর্থাৎ কিরূপ আচরণে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি গুলির প্রবলতা সম্পাদিত হয়, ও কিরূপ ব্যবহার মনুষ্যের অধঃপতন কারক অর্থাৎ কিসে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহাই শাস্ত্রকারগণ নিরূপণ করিয়া অভ্যুদয় সাধক আচরণের বিধি দিয়াছেন, এবং তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন ও যে আচরণে অধঃপতন হয়, তার নিষেধ এবং নিন্দা করিয়াছেন। ইহাতেই ধর্ম্ম শাস্ত্রের জন্ম।

তবে একথা বলা যাইতে পারে, যখন লোক সকল স্বভাবতঃই উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির সেবক, তখন তাহারা ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত সমস্ত বিধি রক্ষা করিতে সক্ষম এবং তাহাতে তাহাদিগের স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

যখন লোক সমাজে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলে, তখন সমাজের ধর্ম্ম শক্তি দুর্ব্বল, কাজেই সকল বৈধ আচার সর্ব্বাঙ্গীন অনুষ্ঠান করিতে অক্ষম সুতরাং শাস্ত্রোক্ত বিহিত আচার গুলির মধ্যে যে গুলি সম্পূর্ণ শক্তি সাধ্য, সে গুলি তদবস্থার অনোপযোগী বলিয়া পশ্চাৎ রাখিয়া যাহা সুলভ সাধ্য অথবা তদবস্থার উপযোগী, তাহাই আচরণীয় হইয়া উঠে। এমত স্থলে সমাজের অবস্থা-বিশেষ প্রণিধান করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিহিত কার্য্য গুলির মধ্যে যে গুলি সহজ সাধ্য এবং যাহাতে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পুনঃ সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা সমাজ সংস্কারক দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না করিয়া, একে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্রোত সমাজ মধ্যে তীক্ষ্ণ ধারে প্রবাহিত হইয়া সমাজের ধর্ম্ম বল ক্রমশঃ ক্ষয় করিতেছে, তাহাতে আবার শাস্ত্র নিন্দিত অবিহিত কার্য্যের প্রবর্ত্তনা করিলে অধোমুখীন সমাজ-

কে শীঘ্র অধঃপতিত হইবার সহায়তা করা হইল। চিকিৎসায় ভাণ করিয়া রোগীর প্রাণ নাশ করিলে যে পাতক হয়, এরূপ সমাজ সংস্কারকের তদপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক পাতক গ্রস্ত হইতে হয়। সামান্যতঃ ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন যে, যখন শরীর প্রকৃতিস্থ থাকে তখন বরং ইহা অন্যায় হইলেও একদিন অবিহিত আচরণ সবল দেহ সহ্য করিতে পারে, কিন্তু যখন অজ্ঞানতঃ শরীর অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছে তখন শরীর রক্ষার্থীর পক্ষে অবিহিত আচরণ করা দূরে থাকুক, তাহার সংস্পর্শ যাহাতে না হইতে পারে, তজ্জন্য সহস্র গুণ সাবধান হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, ইহা কে স্বীকার না করিবেন।

আজকাল লোকের মনের গতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বৈদিক আচরণের প্রতি বিদ্বেষ ও খ্রীষ্টীয় আচরণের প্রতি আদরের লক্ষণ দেখা যায়। এই গতি পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় লোকের মনে বৈদিক ধর্ম্ম ভাবের সঞ্চার করিবার জন্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, ইহাতে তাঁহাকে বর্ত্তমান কালের ধর্ম্ম প্রয়োজক বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইনি কলি যুগের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন বলিয়া কি কলির জন্য কোন নূতন ধর্ম্ম প্রণয়ন করিয়া বলিতেছেন? তাহা হইলে ইঁহার বাক্যে কি কোন বৈদিক ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি কর্ণপাত করিত? কখন ই না। ইনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সেই বেদ সম্মত, পুরা কালে মহর্ষিগণও এইরূপ বেদ স্মরণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। ইনি কলির জন্য যাহা বলিতেছেন, পূর্ব্ব কালে মহর্ষিগণও সত্য ত্রেতা দ্বাপর কালে যখন যিনি উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনিও তাহা বলিয়াছেন। যাহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে বিহিত, তাহা কলিতেও বিহিত, যাহা পুরাকালে অবিহিত নিন্দিত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান কালের জন্যও অবিহিত, বরং ধর্ম্মের মুমূর্ষু কালে বিহিত কার্য্যের কতক কঠিন অংশ বাদ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অবিহিত কার্য্য বিহিত বলা দূরে থাকুক, তাহার নাম গন্ধ করাও যাইতে পারে না।

যদি এরূপ আপত্তি উত্থাপন হয় যে, ধর্ম্মোপদেশ যদি সকল কালের নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে এত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? এক জনের ধর্ম্মশাস্ত্র হইলেই ত হইল, তাহা যথার্থ কথা। এরূপ হইবার কারণ এই যে, পূর্ব্বকালে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টাই শ্রুত্যুক্ত মীমাংসা স্মরণ করিয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু দিগকে মুখে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, এবং শ্রোতাগণ ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া আপন আপন সম্প্রদায় মধ্যে তাহা প্রচার করিতেন। যখন কালে ধর্ম্মোপদেশ বিস্মৃত হইয়া আচারগত বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইত, অথবা কাহার ও ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন বিষয়ের মীমাংসা প্রয়োজন হইত, তখন তিনি তৎকালের উপযুক্ত বেদবিৎ দিগের নিকট সমাগত হইয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইতেন

এবং ধর্ম্মবক্তা ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। এই সকল ধর্ম্মবক্তা দিগকে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক বলা যায়, কারণ, মনুষ্যমণ্ডলীর স্মৃতি পথে ধর্ম্মকথার পুনরুদ্দীপন করিয়া দিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবাপন্ন ধর্ম্মসূত্র সংযোজিত করিয়া দিতেন বলিয়া ধর্ম্ম সংযোজককর্ত্তা বলা যায়।

এখন দেখা যাইতেছে, শাস্ত্রকর্ত্তা মহর্ষিগণ ধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দেন মাত্র ; কেহ নিজে শাস্ত্র প্রণয়ন করেন না। বেদে যাহা বিহিত ও কর্ত্তব্য আচরণ উক্ত হইয়াছে, লোকহিতার্থে তাঁহারা কেবল সেই ধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন মাত্র। বেদার্থ সার্ব্ব-কালিক, ইহা কোন যুগ বিশেষের জন্য নহে। কোন ধর্ম্মবক্তা ও এরূপ বলেন নাই। সমস্ত সংহিতা হইতে নিম্নে তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে, পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুনঃ—

মনুমেকাগ্রমাসীন মভিগম্য মহর্ষয়ঃ।
প্রতিপূজ্য যথান্যায় মিদং বচনমব্রুবন্॥ ১। ১
ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথা বদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তর প্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তু মর্হসি॥ ২
ত্বমেকোহ্যস্য সর্ব্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ প্রভো॥ ৩
সতৈঃ পৃষ্টস্তথা সম্যগমিতৌজা মহাত্মভিঃ।
প্রত্যুবাচার্চ্চ্য তান্ সর্ব্বান্ মহর্ষীন্ শ্রূয়তামিতি॥ ৪

মনুসংহিতা—

ধ্যানপরায়ণ ভগবান মনু একাগ্রচিত্তে আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু মহর্ষিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যথা বিধানে পূজা বন্দনাদি করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১।

ভগবন্! ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের এবং অনুলোম প্রতিলোম জাত শঙ্কর জাতির যথাবৎ ধর্ম্ম সকল আনুপূর্ব্বিক আমাদিগকে বলুন। ২

প্রভু যে বেদ বহু শাখায় বিভক্ত বলিয়া অসীমরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং মীমাংসা ও ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত যাহার প্রতিপাদ্য ভাগ বুঝাযায় না; প্রত্যক্ষ বা শ্রুত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা অনুমেয় সেই অলৌকিক ও নিত্য সমগ্র বেদ শাস্ত্রে প্রকাশিত যাগাদি এবং ব্রহ্মতত্ত্বে আপনিই একমাত্র প্রাজ্ঞ। ৩

অমিততেজা ভগবান মনু উল্লিখিত মহানুভব মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক শ্রবণ করুণ বলিয়া প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলেন। ৪

লঘু অত্রি সংহিতা

হুতাগ্নিহোত্রমাসীন মত্রিং শ্রুতবতাং বরম্।
উপগম্য চ পৃচ্ছন্তি ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ১
ভগবন্! কেন দানেন জপেন নিয়মেন চ।
শুদ্ধ্যন্তে পাতকৈর্যুক্তা স্তং ব্রবীষি মহামুনে॥ ২
অপিখ্যাপিতদোষণাং পাপানাং মহতাং তথা।
সর্ব্বেষাং চোপপাতানাং শুদ্ধিং বক্ষ্যামি তত্বতঃ॥ ৩

ব্রতাবলম্বী ঋষিগণ কৃতাগ্নি হোত্র বেদজ্ঞবর উপবিষ্ট অত্রি মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ছিলেন। ১

হে ভগবন্! কোন্ দান, জপ এবং ব্রত দ্বারা পাতকীগণ শুদ্ধ হইতে পারে, তাহা আপনি বলুন। ২

কথিত দোষ সমস্ত মহাপাতক এবং উপপাতকের শুদ্ধি বলিতেছি। ৩

অত্রি সংহিতা—

হোতাগ্নিহোত্রমাসীনমত্রিং বেদবিদাং বরম্।
সর্ব্বশাস্ত্রবিধিজ্ঞাতমৃষিভিশ্চ নমস্কৃতম্॥ ১
নমস্কৃত্য চ তে সর্ব্বইদং বচনমব্রুবন্।
হিতার্থং সর্ব্বলোকানাং ভগবন! কথয়স্ব নঃ॥ ২
অত্রিরুবাচ॥ বেদশাস্ত্রার্থতত্বজ্ঞা! যন্মাং পৃচ্ছথ সংশয়ম্।
তৎসর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি যথাদৃষ্ট যথা শ্রুতম্॥ ৩

কৃতাগ্নিহোত্র বেদজ্ঞবর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ঋষিপূজ্য উপবিষ্ট অত্রি মুনিকে ঋষিগণ এই রূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। ১

হে ভগবন! সমস্ত লোকের হিতার্থ তাহাদের আচরণাদি আমাদের নিকট বলুন। ২

অত্রি বলিতেছেন,—

হে বেদতত্বজ্ঞ ঋষিগণ! তোমরা যেযে সংশয়স্থল আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তৎসমস্তই আমি যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুতরূপে তোমাদের নিকট বলিতেছি। ৩

তখন পরাশরের প্রশংসাই করা হইয়াছে, সুতরাং পরাশর ও মনু সমান। (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিচারের ২য় পুস্তকের ; ৬৫। ৬৬ পৃষ্ঠা দেখ) ইহা যারপর নাই অযৌক্তিক মীমাংসা, সুতরাং অগ্রাহ্য।

তিনি প্রথমতঃ বলিয়াছেন।

অস্তু বা কথঞ্চিন্মনুস্মৃতেঃ প্রামাণ্যং
তথাপি প্রকৃতায়াঃ পরাশরস্মৃতেঃ কিমায়াতং
তেন নহি মনোরিব পরাশরস্য মহিমানং
ক্বচিৎ বেদঃ প্রখ্যাপয়তি তস্মাত্তদীয় স্মৃতেদুর্নিরূপং
প্রামাণ্যম্।

"ভাল, মনু স্মৃতির প্রামাণ্য কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইল, তাহাতে পরাশর স্মৃতির কি হইবে, কারণ বেদে কোন স্থলে মনুর ন্যায় পরাশরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন না, অতএব পরাশর স্মৃতির প্রামাণ্য নিরূপণ করা কঠিন।"

(বিধবা বিবাহ বিচারের ২য় পুঃ ৬৫ পৃঃ)

ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, পরাশরের স্মৃতির প্রামাণ্য নিরূপণ করিতে মাধবাচার্য্যের বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছে। প্রমাণাভাবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে ভাষ্যকার এক অভিনব যুক্তি আবিষ্কার করিয়া স্থির করিয়াছেন।

" বেদব্যাসের মহিমা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ; যখন পরাশরের পুত্র বলিয়া বেদে সেই বেদব্যাসের মহিমা কীর্ত্তন হইতেছে, তখন পরাশরের অচিন্তনীয় মহিমা এ কথা আর কি বলিতে হইবে। অতএব পরাশর ও মনুর সমান সন্দেহ নাই। " (বিঃ বিঃ ২য় পুঃ ৬৬ পৃঃ)

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, পরাশরের পুত্র ব্যাস বলিয়া কোন প্রশংসা করিলে পরাশরের প্রশংসা করা সিদ্ধ হয় নাই। বরং ইহাই উপলব্ধি হয় যে "পরাশর পুত্র" এশব্দটী পরিচয়-বোধক। শুদ্ধ ব্যাস বলিয়া উল্লেখ করিলে অন্যান্য ব্যাসকেও বুঝাইতে পারে। পরাশরের বাক্যানুসারে ২৮ আটাইশ ব্যক্তি ব্যাস হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অষ্টাবিংশ ব্যাস বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বাচস্পত্যভিধানে বিষ্ণুপুরাণ বচন যথা

যস্মিন্ মন্বন্তরে ব্যাসা যে যে তাং স্তাং বিবোধমে।

দ্বাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ স্বয়ংবেদা স্বয়ম্ভুবা ।।
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে চৈব বেদব্যাসঃ প্রজাপতিঃ ।
তৃতীয়ে চৌশনা ব্যাসশ্চতুর্থেতু বৃহস্পতিঃ ।

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

তস্মাদস্মৎ পিতা শক্তি ব্যাস স্তস্মাদহং (পরাশর) মুনে ।
জাতুকর্ণোঽভবন্মত্তঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্ততঃ ।।
অষ্টাবিংশতি রিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ ।।
একো বেদশ্চতুর্ধাতুতৈঃ কৃতো দ্বাপরাদিষু ।।
ভবিষ্যে দ্বাপরে চৈব দ্রৌণী ব্যাসো ভবিষ্যতি ।
ব্যতীতে মম পুত্রেঽস্মিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নে মুনে ।।

যে যে মন্বন্তরে যে যে ব্যাস অর্থাৎ বেদ-ব্যাখ্যাকারক হইবেন ও হইয়াছেন, পরাশর তাহাই বলিতেছেন। প্রথমে ব্যাস (বেদ বিভাগকর্ত্তা অথবা বেদ ব্যাখ্যাকর্ত্তা) ব্রহ্মা, দ্বিতীয় ব্যাস প্রজাপতি, তৃতীয় ব্যাস ঔশনা, চতুর্থব্যাস বৃহস্পতি, পরে পঞ্চবিংশতি ব্যাস পরাশরের পিতা শক্তি, ষষ্ঠবিংশতি ব্যাস স্বয়ং পরাশর, সপ্তবিংশ ব্যাস জাতুকর্ণ, এবং অষ্টাবিংশ ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ইহাঁরা পুরাকালে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, পরে দ্রৌণী ব্যাস হইবেন।

এক্ষণে দেখুন ব্যাস বলিলে বেদব্যাখ্যাকারক মাত্রকেই বুঝায়। ব্যাস বলিলে উহাঁদিগের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায় না, ইহা উপাধি বোধক শব্দ মাত্র। পরাশর পুত্র ব্যাসকে পারাশর্য্য ব্যাস অথবা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বলিয়া উল্লেখ না করিলে শুদ্ধ ব্যাস শব্দে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হয় না।

ইহাঁর প্রকৃত নাম কৃষ্ণ, কিন্তু অনেকের নাম কৃষ্ণ থাকিতে পারে, সুতরাং বেদব্যাসকে বুঝাইতে হইলে, শুদ্ধ কৃষ্ণ বলিলে চলিবে না, সেস্থলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিতে হইবে। কোন ব্যক্তি কোন আসনে উপবিষ্ট হইয়া যখন পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তখন তাঁহার ঐ পৃথক নির্দ্দিষ্ট আসনকে পূর্ব্ব পরম্পরায় আমরা ব্যাস-আসন বলিয়া আসিতেছি। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল ঐ আসনকে বেদব্যাখ্যাকারকের আসন বলিয়া নির্দ্দেশ করাই উদ্দেশ্য।

যদি বলেন, বেদব্যাসের প্রশংসা কেবল পরাশরের পুত্র বলিয়া, তাহা হইলে পরাশরের কথঞ্চিৎ প্রশংসা সিদ্ধ হয়, কিন্তু পরাশরের প্রত্যক্ষ প্রশংসা না থাকিলে এ

মীমাংসা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে।

যদি পরাশরের পুত্র হওয়াই ব্যাসের প্রশংসার কারণ হয়, তাহা হইলে ব্যাসের এত প্রশংসা না করিয়া, বরং মূল কারণের প্রশংসা স্পষ্টাক্ষরে এবং প্রত্যক্ষরূপে হওয়াই উচিত এবং তৎপরে পরাশরের পুত্র বলিয়া ব্যাসের প্রশংসা করা সম্ভব, নতুবা যখন পরাশরের প্রশংসার নাম গন্ধও নাই, তখন ব্যাসের প্রশংসার মূল কারণ পরাশরের পুত্র বলিয়া ইহা অনুভব করা যায় না এবং এরূপ মীমাংসা বিচারসিদ্ধ নহে। পারাশর্য্য বলিতে পরাশর পুত্র ব্যাসকে বুঝায়। পরাশরের নাম উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য বুঝায় না। যেমন ভার্গব ও যামদগ্ন্য বলিলে ভৃগুপুত্র ও যমদগ্নির পুত্র ইহাই বুঝায়, ভৃগু অথবা যমদগ্নিকে বুঝায় না, তদ্রূপ প্যারাশর্য্য বলিতে বেদব্যাসকে নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্য স্বভাবতঃ অনুভূত হয়।

ইতি সত্যবতী হৃষ্টা লব্ধা বর মনুত্তমম্।
পরাশরেণ সংযুক্তা সদ্যো গর্ভংসুষাবসা ॥
যজ্ঞেচ যমুনাদ্বীপে পারাশর্য্যঃ স বীর্য্যবান।
স মাতুর অনুজ্ঞাপ্য তপস্যেব মনো দধে।

উক্ত শ্লোকে পারাশর্য্য বলিতে পরাশরের পুত্র ব্যাসকে বুঝাইয়াছে। মহাভারত আদিপর্ব্ব আদি বংশাবতারণ পর্ব্বানি ৬৩ অধ্যায়ঃ ॥

বিশেষস্তু শূদ্রাণাং প্যাবনানি মনীষিভিঃ।
অষ্টাদশ পুরাণানি চরিতং রাঘবস্যচ ॥
রামস্য কুরু শার্দ্দূল ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
তথোক্তং ভারতং বীর পারাশর্য্যেন ধীমতা।
বেদার্থং সকলং যোজ্যা ধর্ম্মশাস্ত্রানিচ প্রভো ॥
ইতি শূদ্রাহ্নিকাচার তত্ত্বোদ্ধৃত
ভবিষ্য পুরাণবচনং ॥

যদি বলেন, পরাশর পুত্র ব্যাস বলিলে পরাশর ও তাঁহার পুত্র বেদব্যাস উভয়কেই বুঝাইবে। কিন্তু কষ্ট কল্পনা দ্বারাও এরূপ অর্থ উপলব্ধি হয় না। বেদে পরাশরের প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্য হইলে তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্য হইলে তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রশংসা না করিবার ত কোন হেতু অনুভব করা যায় না। বশিষ্ঠ, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিদিগের প্রশংসা প্রত্যক্ষরূপে বেদে উক্ত হইল, কিন্তু পরাশরের প্রশংসাকালে শব্দময় ব্রহ্মার কি ভাষার অভাব হইয়াছিল? না পরাশরের "অচিন্তনীয় মহিমা"

ব্রহ্মার চিন্তা শক্তিতে কুলায় নাই, সেই জন্য তাঁহার পুত্রের প্রশংসা করিবার কালে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া পরোক্ষে মহিমার অচিন্তনীয়ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। যদি বলেন যে যখন পুত্রের প্রশংসা করা হইয়াছে, তখন পিতার প্রশংসা করা হইয়াছে; এ যুক্তিও সমান বলবান। পুত্রের প্রশংসায় যদি পিতার প্রশংসা করা হয়, তাহা হইলে ব্যাস যে বংশে জন্মিয়াছিলেন, তাহার আদি পুরুষের ও প্রশংসা সিদ্ধ না হইবে কেন? ঐরূপ ন্যায়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির কোন যুগের কাহারও প্রশংসা করা হইলে মনুরই প্রশংসা করা হইল বুঝিতে হইবে, কারণ মনুষ্য মাত্রেই মনু হইতে উদ্ভূত। এই জন্যই বলিয়াছি মাধবাচার্য্য এক অভিনব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, যাহা কোন কালের কোন বিচারকের নিকট স্থান পায় না।

ক্ষুদ্র পরাশরকে প্রামাণ্য করা মাধবাচার্য্যের নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু কোন স্থানে কোন প্রমাণ না পাইয়া শেষে নিরাশ্রয়ের ন্যায় এই কূট যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় সঙ্কল্প সাধনের নিমিত্ত নিতান্তই ব্যগ্র হইয়াছিলেন বলিয়া নির্ব্বিবাদে এরূপ যুক্তির আদর করিয়াছেন।

যদিও মাধবাচার্য্য এক জন মহান্ বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি তাঁহার মীমাংসা যে অখণ্ডনীয় এমত নহে। মাধবাচার্য্য বিধবাবিবাহবিষয়ক ব্যবস্থা যুগান্তরীয় বলিয়া যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিবার কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই মাধবাচার্য্য সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা দেখুন।

(বিঃ বিবাহ বিচার ২য় পুঃ ৫৪, ৫৫, ৫৬ পৃষ্ঠা দেখ)

"এক্ষণে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, মাধবাচার্য্য অতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তিনি যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত এ বিবেচনা না করিয়া গ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মাধবাচার্য্য অতি প্রধান পণ্ডিত ও বটেন এবং সর্ব্বপ্রকারে মান্যও বটেন, কিন্তু তিনি ভ্রম প্রমাদ শূন্য ছিলেন না এবং তাঁহার লিখিত সকল ব্যবস্থাই বেদবৎ প্রমাণ হয় না। যে স্থলে তাঁহার ব্যবস্থা অসঙ্গত স্থির হইয়াছে, সেই সেই স্থলে তদুত্তর কালের গ্রন্থকর্ত্তারা তাঁহার ব্যবস্থা খণ্ডন করিয়াছেন।"

এই প্রসঙ্গের উপসংহারকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন।

"দেখ কমলাকর ভট্ট ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন যে যে স্থলে মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা অসঙ্গত বোধ করিয়া গিয়াছেন, সেই সেই স্থলে প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা অসঙ্গত হইলেও তাহাই মান্য করিয়া তদনুসারেই চলিতে হইবেক, এ কথা কোন মতেই সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ নহে।"

এক্ষণে দেখুন মাধবাচার্য্যের মীমাংসা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কিরূপ আদৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন মাধবাচার্য্য ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য নহেন, সুতরাং তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেও তাঁহার সকল মীমাংসা যে গ্রহণ করিতে হইবে এমত নহে। তাঁহার অনেক মীমাংসা তদুত্তর কালের রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন।

পরাশরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বচন যুগান্তরীয় বলিয়া মাধবাচার্য্য যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাল লাগেনাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন বলবৎ বিরোধী প্রমাণ না দিয়া তিথিতত্ব সম্বন্ধীয় মাধবাচার্য্যের একটী অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের মীমাংসা অবতারণা করিয়া অন্যান্য পণ্ডিতের তৎবিরোধী মীমাংসা দিয়া মাধবাচার্য্যের মীমাংসা যে খণ্ডনীয়, ইহা সপ্রমাণ করিয়াই তাঁহার বিধবা-বিবাহ বিষয়ক মীমাংসা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রধান নহে ইহা কেবল মাধবাচার্য্যই বলিয়াছেন, এবং তদ্বিরুদ্ধে স্বয়ং ব্রহ্মা দেবগুরু বৃহস্পতি, বেদ বিশারদ বেদব্যাস এবং মুনিবর পরাশরও একবাক্যে মনু-প্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র যাবতীয় শাস্ত্রের শিরোভূষণ বলিয়া শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়াছেন, এক্ষণে কাহার কথা গ্রাহ্য? মাধবাচার্য্যের মত গ্রাহ্য? কি বেদপ্রণেতা ব্রহ্মা এবং বেদবিৎদিগের চূড়ামণি বৃহস্পতি ও বেদব্যাসের কথা গ্রাহ্য? ইহা বলা বাহুল্য যে, সকলকে বিনা বাক্যব্যয়ে অবনত মস্তকে বেদের, বৃহস্পতির এবং বেদ ব্যাসের মীমাংসা শিরে ধারণ করিতে হইবে।

ইহাঁদিগের কাছে যে মাধবাচার্য্যের মীমাংসা তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য, ইহা আর প্রমাণ করিতে হয় না। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত যে এরূপ প্রণালীতে ধর্ম্ম শাস্ত্রের এরূপ অপসিদ্ধান্ত করিয়া জন সমাজে প্রচার করিয়াছেন, এদুঃখেই এত কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে।

তিনি আরও বৃহস্পতির মীমংসা সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন শস্যতে।

মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি প্রশস্ত নহে।

"একথা কিরূপে হইতে পারে। আর

বেদার্থোপনিবদ্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

"মনু বেদের অর্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব মনু প্রধান। ইহাই বা কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে। কারণ, মনু সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, আর যাজ্ঞবল্ক্য

পরাশর প্রভৃতি স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করেন নাই” ইত্যাদি (বিঃ বিবাহ বিচার ২য় পুঃ ৬৪। ৬৫ পৃঃ দেখ)। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তর্ক আত্মঘাতী; তিনি বলিয়াছেন, যখন সকল ঋষিই স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, তখন সকল ঋষিকেই সমান জ্ঞান করিতে হইবে।

ভাল, তর্কানুরোধে তাহাই স্বীকার করাগেল, তাহা হইলে দেবগুরু বৃহস্পতি, বেদব্যাস, পরাশর, ইঁহারাও ত ভ্রম প্রমাদ শূন্য, সুতরাং ইহাদের কথা কি বলিয়া অসংলগ্ন বলিতে সাহসী হই, এবং ইঁহারা যাঁহাকে আপনাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা ভ্রম-প্রমাদের বশীভূত হইয়াও কি বলিয়া তাঁহাকে তোমাদের সমান বলিতে যাই? আমরা কীটাণুকীট, তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও শাস্ত্র পারদর্শিতা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে, তাঁহাদের মধ্যে কে কাহা অপেক্ষা সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞতায় ন্যূন অথবা প্রধান, ও কে কতদূর ভ্রম-প্রমাদ-শূন্যতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং কে কতদূর বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন, এ বিষয় তাঁহারা জানিতেন, সেই জন্যই তাঁহারা স্মৃতির মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করিয়া তাহার কিরূপে মীমাংসা করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়াছেন এবং সেই জন্যই আপনাদিগের মধ্যে কে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন প্রধান শাস্ত্রজ্ঞ তাহা স্থির করিয়া সায়ম্ভুব মনুকে সর্ব্বোচ্চ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদিগের আলোচনা করা নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা করা মাত্র।

এক্ষণে ইহা স্থির হইল, যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র যে অগ্রগণ্য, ও সকল শাস্ত্রের মীমাংসা স্থল এবং শাস্ত্রের শাস্ত্র, অর্থাৎ মনু-বিরুদ্ধ শাস্ত্র অগ্রাহ্য, ইহা স্বতঃসিদ্ধ রূপে সকলের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় কথা এই যে, মনুসংহিতাতে চারি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করা নাই। পরাশর সংহিতা কেবল কলি-ধর্ম্ম নির্ণায়ক, অন্য যুগের নহে। পরাশরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বচন মনু-বিরুদ্ধ নহে, এবং মনু-বিরুদ্ধ হইলেও কলিযুগ সম্বন্ধে পরাশরের ব্যবস্থা গ্রাহ্য।

এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে বক্ষ্যমান বিষয় গুলির যথাযথ ক্রমে আলোচনা করা আবশ্যক।

১। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে যে বিংশতি সংহিতা প্রচলিত আছে তাহা কি যুগ বিশেষের জন্য? না সর্ব্বকালের জন্য?

বিষ্ণুস্মৃতিঃ—

মহামতে ! মহাপ্রাজ্ঞ ! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ! ।
অক্ষীণকর্ম্ম বন্ধস্তু পুরুষো দ্বিজসত্তম ! ॥ ১
সততং কিং জপন্ জপ্যং বিবুধঃ কিমনুস্মরন্ ।
মরণে যজ্জপং জপ্যাং যঞ্চ ভাব মনুস্মরণ্ ॥ ২
যচ্চধ্যাত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পুরুষো মৃত্যুভাগতঃ ।
পরমৃপদমবাপ্নোতি তন্মে বদ মহামুনেঃ ॥ ৩

হে মহামতে ! মহাপ্রাজ্ঞ ! সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ! হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পুণ্যশীল জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বদা কি জপ করেন এবং কি স্মরণ করেন ? মরণ সময় যাহা জপ করিয়া এবং যে ভাব স্মরণ করিয়া ও যাহা ধ্যান পূর্ব্বক পুরুষগণ মরণান্তর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, হে মহামুনে ! আপনি তাহা আমার নিকট বলুন। ১-৩

শৌনক উবাচ ॥ ইদমেব মহারাজ ! পৃষ্টবাংস্তে পিতামহঃ ।
ভীষ্মং ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠং ধর্ম্মপুত্রোযুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪

হে মহারাজ ! তোমার পিতামহ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে এই কথাই ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরোবাচঃ—

পিতামহ ! মহাপ্রাজ্ঞ ! সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ ! ।
প্রয়াণকালে যচ্চিন্ত্যং স্মরিভি স্তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥
কিমনুস্মরণ কুরুশ্রেষ্ঠ ! মরণে পর্য্যুপস্থিতে ।
প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং সিদ্ধিং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বদ ॥

যুধিষ্ঠির বলিতেছেনঃ—

হে পিতামহ ! সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ ! হে মহাপ্রাজ্ঞ ! তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিরা যাহা চিন্তা করিয়া থাকেন এবং মৃত্যু সময় কি স্মরণ করিয়া সিদ্ধি পাইয়া থাকেন, তাহা আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! তাহা আমাকে বলুন।

ভীষ্মরুবাচঃ—

অদ্ভুতঞ্চ হিতং সূক্ষ্মং উক্তং প্রশ্নং ত্বয়ানঘঃ ।
শৃণুষ্বাবিহিতো রাজন্ ! নারদেন পুরা শ্রুতম্ ॥

শ্রীবৎসাঙ্কং জগদ্বীজ মনন্তং লোকসাক্ষিণম্।
পূরা নারায়ণং দেবং নারদঃ পরিপৃষ্টবান্ ॥

ভীষ্ম বলিতেছেনঃ—

হে পুণ্যাত্মন্! তুমি আমাকে অতি আশ্চর্য্যান্বিত জনক সূক্ষ্ম প্রশ্ন করিয়াছ। রাজন্! পূর্ব্বে নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। জগতের মূল কারণ সমস্ত লোকের সাক্ষী স্বরূপ অনন্ত শ্রীবৎসলাঞ্ছন নারায়ণ দেবকে পূর্ব্বে নারদ ঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

নারদ উবাচঃ—

ত্বমক্ষরং পরং ব্রহ্ম নির্গুণং তমসঃ পরম্।
আহুর্বেদ্যং পরংধাম ব্রহ্মাদিকমলোদ্ভবম্ ॥
ভগবন্! ভূতভব্যেশ! শ্রদ্দধানৈ র্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥
কথং ভক্তৈর্বিচিন্ত্যোঽসি যোগিভির্দেহ মোক্ষিভিঃ ॥
কিঞ্চ জপ্যং জপেন্নিত্যং কল্যমুত্থায় মানবঃ।
কথংযুঞ্জন্ সদাধ্যায়ন্ ব্রূহি তত্ত্বং সনাতনমং ॥

নারদ বলিলেনঃ—

হে ভগবন্! ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমাকে পরমাক্ষ নির্গুণ সপ্তকাল পরম ধাম ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। হে সর্ব্ব ভূতের মঙ্গলালয়! শ্রদ্ধা যুক্ত জিতেন্দ্রিয় মোক্ষকামী ভক্ত যৌগীগণ কর্ত্তৃক তুমি কি প্রকার চিন্তিত হইয়া থাক।

জ্ঞানী মানবগণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কিরূপ জপ করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বদা কিরূপ ধ্যান করিয়া থাকেন, ও কিরূপ যুক্ত হইয়া থাকেন, এই সমস্ত সনাতন তত্ত্ব আনার নিকট বলুন।

ভীষ্ম উবাচঃ—

শ্রুত্বা তস্য তু দেবর্ষের্বাক্যং বাচস্পতিঃ স্বয়ম্।
প্রোবাচ ভগবান্ বিষ্ণুর্নারদং বরদঃ প্রভুঃ ॥

ভীষ্ম বলিলেনঃ—

সেই দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরেশ্বর বরদাতা বিভু বাচস্পতি বিষ্ণু নারদের প্রতি বলিয়াছিলেন।

হারীত সংহিতা ।

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্নো ব্রুহি সত্তম ! ।
যেন সন্তুষ্যতে দেবো নারসিংহঃ সনাতনঃ ॥
অত্রাহং কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তমনুত্তমং ।
ঋষিভিঃ সহ সংবাদং হারীতস্য মহাত্মনঃ ॥
হারীতং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞমাসীনমিব পাবকং ।
প্রণিপত্যাব্রুবন্ সর্ব্বে মুনয়োধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ ॥
ভগবন্ ! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ! সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ! ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্নোব্রুহি ভার্গব ! ।
সমাসাদ্‌যোগশাস্ত্রঞ্চ বিষ্ণু ভক্তিকরং পরম্ ।
এতচ্চান্যচ্চ ভগবন্ ! ব্রুহি নঃ পরমো গুরুঃ ॥
হারীতস্তাণুবাচাথ তৈরেবং চোদিতো মুনিঃ ।
শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ ! সর্ব্বে ! ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্ ॥

হে মুনিসত্তম ! ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের এবং ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমের ধর্ম্ম আমাদিগের নিকট বলুন ।

যে কর্ম্ম দ্বারা সনাতন নারসিংহ দেব তুষ্টিলাভ করেন, সেই উৎকৃষ্ট পুরাবৃত্ত আমি তোমাদিগের নিকট বলিতেছি। এইরূপে মহাত্মা হারীতের সহিত ঋষি দিগের কথোপকথন হইয়াছিল ।

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ঋষিগণ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পাবকের ন্যায় তেজস্বী উপবিষ্ট হারীতকে প্রণি-পাত পূর্ব্বক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ।

হে ভগবন ! হে সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ! হে সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ ! হে ভার্গব ! সমস্ত বর্ণের এবং সমস্ত আশ্রমের ধর্ম্ম আমাদিগের নিকট বলুন ।

আপনি পরম গুরু। অতএব সংক্ষেপ ক্রমে যোগ শাস্ত্র এবং বিষ্ণুভক্তিপ্রদ শাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্র আমাদের নিকট বলুন ।

হারীত মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ঋষিগণ ! সনাতন ধর্ম্ম বলিতেছি শ্রবণ কর ।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,

যোগীশ্বরম্ যাজ্ঞবল্ক্যম্ সম্পূজ্য মুনয়ো হব্রুবন্ ।

বর্ণাশ্রমেতরাণাম্ নো ব্রুহি ধর্ম্মানশেষতঃ ।।

মুনিগণ যোগী শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে পূজা করিয়া বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদিবর্ণ ব্রহ্মার্চ্চনাদি আশ্রম ও অপর জাতির সকল ধর্ম্ম আমাদিগকে বলেন।

ঔশনসস্মৃতি

শৌনকাদ্যাশ্চ মুনয় ঔশনং ভার্গবং মুনিম্ । ১
নত্বা পপ্রচ্ছুরখিলং ধর্ম্মশাস্ত্রবিনির্ণয়ম্ ।।
ঋষীণাম্ শৃণ্বতাং পূর্ব্বমুশনা ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ । ২
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাম্ কারণম্ পাপনাশনম্ ।।
সুসমাধিহৃদো যুয়ং শৃণুধ্বঙ্গদতো মম । ৩
ভার্গবং পিতরং নত্বা উশনং ধর্ম্মমব্রবীৎ ।।

ঔশনসস্মৃতি,

শৌনকাদি ঋষিগণ ভার্গব ঔশন মুনিকে নমস্কার করিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্র নির্ণায়ক বিচার প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

শ্রবণাকাঙ্ক্ষী ঋষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম তত্ত্ববিৎ ঔশনা বলিয়াছেন, ঋষিগণ! ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের কারণ পাপ নাশন শাস্ত্র বলিতেছি, তাহা সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ২—৩

অঙ্গিরা স্মৃতি।

গৃহাশ্রমেষু ধর্ম্মেষু বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ ।
প্রায়শ্চিত্ত বিধিং দৃষ্ট্বা অঙ্গিরামুনিরব্রবীৎ ।।

চারিবর্ণের আনুপূর্ব্বিক গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মে প্রায়শ্চিত্ত বিধি অঙ্গিরা বলিয়াছেন।

আপস্তম্বস্মৃতি ।

আপস্তম্বং প্রবক্ষ্যামি প্রায়াশ্চিত্ত বিনির্ণয়ম্ ।
দূষিতাণাং হিতার্থায় বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ ।।

চারিবর্ণের মধ্যে দূষিতদিগের হিতার্থ আমি আনুপূর্ব্বিক আপস্তম্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান বলিতেছি।

সম্বর্ত্তাসংহিতা ।

সম্বর্ত্ত মেকমাসীন মাত্মবিদ্যা পরায়ণং ।

ঋষয়স্তু সমাগম্য পপ্রচ্ছু র্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ ।।

ভগবন্ ! শ্রোতুমিচ্ছামঃ শ্রেয়স্কর্ম্ম দ্বিজোত্তম্ ! ।

যথাবদ্ধর্ম্মমাচক্ষ্ব শুভাশুভবিবেচনম্ ।।

বামদেবাদয়: সর্ব্বে তম পৃচ্ছন্ মহৌজসম্ ।।

তান্‌ব্রবীন্ মুনীন্ সর্ব্বান্ প্রীতাত্মা শ্রুয়তামিতি ।।

ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ অধ্যাত্ম বিদ্যায় পারদর্শী উপবিষ্ট সম্বর্ত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া এই রূপ কহিয়াছিলেন। ১

হে ভগবান্ ! হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ অমলিন কার্য্য কি ?

তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি,যথা বিধানক্রমে শুভাশুভ বিচার আমাদিগের নিকট বলুন।

বামদেবাদি সমস্ত ঋষিগণ সেই মহাতেজা সম্বর্ত্তকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সেই মুনিদিগের নিকট বলিয়াছিলেন, ঋষিগণ শ্রবণ কর। ৩

কাত্যায়নসংহিতা

অথাতো গোভিলোক্তানামন্যেষাং চৈব কর্ম্মণাং।

অস্পষ্টানাং বিধিং সম্যগ্‌দর্শয়িষ্যে প্রদীপবৎ ।।

এখন গোভিলোক্ত কর্ম্ম এবং অন্যান্য কর্ম্মের অস্পষ্টভাব দীপের ন্যায় আমি সম্যক প্রকার প্রদর্শন করাইব।

বৃহস্পতি স্মৃতিঃ

ইষ্টাক্রতুশতং রাজা সমাপ্তবরদক্ষিণং।

মঘবান্ ! বাগ্বিদাং শ্রেষ্ঠং পর্য্যপৃচ্ছদ্‌বৃহস্পতিম।

ভগবন্ কেন দানেন সর্ব্বতঃ সুখমেধতে।

যদ্দত্তং যন্মহার্ঘং চ তন্মে ব্রুহি মহাতপঃ ! ।।

এবমিন্দ্রেণ পৃষ্টোহসৌ দেবদেব পুরোহিত।

বাচস্পতির্মহাপ্রাজ্ঞো বৃহস্পতিরুবাচ হ ।।

সুররাজ ইন্দ্র শতযজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক বাগ্মীশ্রেষ্ঠ দক্ষিণা গ্রাহক বৃহস্পতির প্রতি এইরূপ বলিয়াছিলেন।

ভগবন্ ! কোন্ দান দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুখ লাভ করা যায়, সেই দানীয় পদার্থইবা কি ? এবং মহার্ঘ্য বস্তুই বা কি ? হে মহাভাগ তাহা আমার নিকট বলুন।

দেব পুরোহিত মহাপ্রাজ্ঞ বাচস্পতি সুররাজ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বক্ষ্যমান বচন বলিয়াছেন

[illegible]সস্মৃতিঃ।

বারাণস্যাং সুখাসীনং বেদব্যাসং তপোনিধিম্।
পপ্রচ্ছুর্ম্মুনয়োহভ্যেত্য ধর্ম্মান্ বর্ণব্যবস্থিতান্ ॥
স পৃষ্টঃ স্মৃতিমান্ স্মৃত্বা স্মৃতিং বেদার্থগর্ভিতাম্।
উবাচাথ প্রসন্নাত্মা মুনয়ঃ শ্রূয়তামিতি ॥

বারাণসীতে উপবিষ্ট তপোধন বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া ঋষিগণ বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

প্রসন্নাত্মা বেদব্যাস মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া স্মৃতিকে স্মরণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, হে মুনিগণ শ্রবণ করুন্।

শঙ্খ সংহিতা।

স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য সৃষ্টিসংহারকারিণে।
চাতুর্ব্বর্ণ্য হিতার্থায় শঙ্খঃ শাস্ত্রমথাকরোৎ ॥
যজনং যাজনং দানং ইত্যাদি।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া চারি বর্ণের হিতার্থে শঙ্খ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

দক্ষস্মৃতি। ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোযতিস্তথা।
এতেষান্তু হিতার্থায় দক্ষঃ শাস্ত্রমকল্পয়ৎ ॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ এই চারি আশ্রমের হিতার্থে দক্ষ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

গৌতম সংহিতা।

বেদোধর্ম্মমূলং তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলে দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ
সাহসঞ্চ মহতাং ন তু দৃষ্ট্যার্থে৷বরদৌর্ব্বল্যাত্তুল্যবলবিরোধে
বিকল্পঃ ॥

বেদই ধর্ম্মের মূল, অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে হইলে বেদকে আশ্রয় করিতে হইবে। বেদজ্ঞ মহর্ষিগণের অনুষ্ঠিত কার্য্য ও তাহাদিগের উক্ত স্মৃতি শাস্ত্রও ধর্ম্ম বিষয়ের প্রমাণ। কিন্তু মহাত্মা দিগেরও বিহিত কার্য্যের লঙ্ঘন

ও অবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ধর্ম্ম প্রমাণ সম্বন্ধে মহাত্মাদিগের আচার নিঃসন্দেহ প্রমাণ নহে। সুতরাং তাহা স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের সঙ্গে মিল করিয়া লইতে হইবে। বিরোধ ব্যবস্থা স্থলে উভয় পক্ষে তুল্য বল হইলে বিকল্পে ব্যবহার্য্য, কিন্তু দুর্ব্বল পক্ষের মত গ্রহণীয় নহে।

বশিষ্ঠ।—

অথাতঃ পুরুষনিঃশ্রেয়সার্থং ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা।
জ্ঞাত্বা চানুতিষ্ঠন্ ধার্ম্মিকঃ প্রশস্ততমোভবতি ॥

পুরুষের শ্রেয় সাধনের জন্য ধর্ম্মানুসন্ধান আবশ্যক। ধর্ম্ম অবগত হইয়া তদনুষ্ঠান দ্বারা লোক প্রশস্ততা লাভ করে।

বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা।—

অশ্বমেধে পুরাবৃত্তে কেশবং কেশিসূদনং।
ধর্ম্মসংশয়কং দৃশ্য কিমপৃচ্ছত গৌতমঃ ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে ধর্ম্ম সংশয় দর্শন করিয়া গৌতম কেশিসূদন ভগবানকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

গৌতমঃ।—

পঞ্চমেনাপি মেধেন যদা স্নাতো যুধিষ্ঠিরঃ।
তদা রাজা নমস্কৃত্য কেশবং বাক্যমব্রবীৎ ॥

পঞ্চমেধ দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠির যখন স্নাত হইয়াছিলেন, তখন কেশবকে নমস্কার করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন;

*

যুধিষ্ঠিরঃ।—

যদি জানাসি মাং ভক্তং স্নিগ্ধস্বা ভক্তবৎসল ॥
সর্ব্বধর্ম্মাণি গুহ্যাণি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥
ধর্ম্মান্ কথয় দেবেশ ! যদ্যনুগ্রহভাগহম্।
শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা ॥
গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথা গোপালিতস্য চ।
পরাশরকৃতাঃ পূর্ব্বমাত্রেয়স্য চ ধর্ম্মতঃ ॥
উমামহেশ্বরাশ্চৈব নন্দীধর্ম্মাশ্চ পাবনাঃ।

ব্রহ্মণা কথিতা যে চ কৌমারশ্চ শ্রুতাময়া ।।
ধুম্রবর্ণাঃ কৃতা ধর্ম্মাঃ ক্রৌঞ্চবৈশ্বানরা অপি ।
ভার্গব্যা যাজ্ঞবল্ক্যাশ্চ মাণ্ডব্যা কৌশিকাস্তথা ।।
ভারদ্বাজকৃতা যে চ ব্রহ্মস্বকুকৃতাশ্চ যে ।
কৃণিনে চ কৃণীবাহী ! বিশ্বামিত্রকৃতাশ্চ যে ।।
সুমস্তুজৈমিনিকৃতাঃ শাকনেয়াস্তথৈব চ ।
পুলস্ত্য পুলহোদ্গীতাঃ পারাশর্য্যাস্তথৈব চ ।।
অগস্ত্যগীতামৌদ্গাল্যাঃ শাণ্ডিল্যাস্তলহায়নাঃ ।
বালখিল্যকৃতা যে চ সপ্তর্ষিরচিতাশ্চ যে ।
আপস্তম্ব কৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ ।
প্রাজাপত্যাস্তথা যাম্যা মাহেন্দ্রাশ্চ শ্রুতাময়া ।
বৈশ্যানরাখ্যা গীতাশ্চ বিভাণ্ডককৃতাশ্চ যে ।
নারদীয় কৃতা ধর্ম্মাঃ কাপোতাশ্চ শ্রুতা ময়া।।
তথাপি পুরবাক্যানি ভৃগোরঙ্গিরসস্তথা ।
ক্রৌঞ্চমাতঙ্গগীতাশ্চ সৌধাহারীতকাস্তথা ।।
পিঙ্গবর্ম্মকৃতাকাস্তা যে চ বা বসুপালিতাঃ ।
উদ্দালককৃতাধর্ম্মা ঔশনসাস্তথৈব হি ।।
বৈশ্যপা ধনগীতাশ্চ যে চান্যহপ্যেব মাগধাঃ ।
এতেভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যো দেবত্বাদ্যাশ্চনিশ্রিতাঃ ।।
পাবনত্বাৎ পবিত্রত্বাৎ বিশিষ্টা ইতি মে মতিঃ ।
তস্মা চ্ছ্রুত্বা প্রপন্নস্য ত্বদ্ভিন্নস্য চ মাধব ।।
যুষ্মদীয়ান্ পরান্ ধর্ম্মান্ পুণ্যান্ কথয় মেহচ্যুত ।
বৈশম্পায়নঃ । এবমুক্তস্তু ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মপুত্রেণ মাধবঃ ।
উবাচ ধর্ম্মান্ সূক্ষ্মাখ্যান্ ধর্ম্মপুত্রস্য ধীমতঃ ।

হে ভক্ত বৎসল! আমি সমস্ত গোপনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে

ইচ্ছা করিয়াছি। হে দেবেশ! আমি স্নিগ্ধ অথবা ভক্ত বলিয়া যদি আপনার অনুগ্রহপাত্র হইয়া থাকি, তবে আমাকে ঐ সমস্ত ধর্ম্ম বলুন।

আমি পূর্ব্বে মনু, বশিষ্ঠ, কাশ্যপোক্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি, এবং গার্গেয়, গৌতমীয়, গোপালিত, পরাশর ও আত্রেয় কৃত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি। অপিচ উমা মহেশ্বর ও নন্দিকৃত ধর্ম্ম, এবং ব্রহ্মা ও কার্ত্তিকের কৃত ধর্ম্ম, ধুম্র বর্ণোক্ত ধর্ম্ম, ক্রৌঞ্চ ও বৈশ্বানর কৃত ধর্ম্ম, ভার্গব, যাজ্ঞবল্ক্য, মাণ্ডব্য, কুশিক, ভরদ্বাজ, ব্রহ্মাম্বকু, বিশ্বামিত্র, সুমন্ত, জৈমিনি, শাকনের, পুলস্ত, পুলহ, ব্যাস, অগস্ত্য, মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য, হুলায়ন, বালখিল্য, প্রভৃতি কর্ত্তৃক কথিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি। এবং সপ্তর্ষিরচিত ধর্ম্ম, আপস্তম্বোক্ত ধর্ম্ম, শঙ্খ ও লিখিতোক্ত ধর্ম্ম, যম ও দক্ষোক্ত ধর্ম্ম এবং মাহেন্দ্রোক্ত ধর্ম্মও শ্রবণ করিয়াছি।

অপর বৈশ্বানর, বিভাণ্ডক, নারদ, কপোত, ভৃগু, অঙ্গিরা, ক্রৌঞ্চ, মাতঙ্গ, সৌধ, হারীত, পিঙ্গবর্ণ, বসুগণ, উদ্দালক, ঔশনস, প্রভৃতি কর্ত্তৃক কৃত ধর্ম্ম এবং অন্যান্য কৃত ধর্ম্ম আমি সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি।

হে মাধব! তদ্ভিন্ন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আমাকে বলুন।

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতিঃ, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, সাতাতপ, বশিষ্ঠ] ইঁহারা যে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কতক কতক অংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, কেহই কোন যুগ বিশেষের জন্য ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন নাই। ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম অনুলোম প্রতিলোম জাত শঙ্কর জাতির ধর্ম্ম জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তিনিও যথাশ্রুতি বলিতেছি বলিয়া জিজ্ঞাসুদিগকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন। ইহা সত্য যুগের জন্য বলিতেছি, এমত কোনস্থানেই বলেন নাই। ভগবান্ অত্রি অন্যান্য ঋষি কর্ত্তৃক কি নিয়মে, কিরূপ জপে, কিরূপ দানে, পাতকীগণ বিশুদ্ধ হইতে পারে, ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাই আনুপূর্ব্বিক বলিয়াছেন। ইহাতেও যুগের কথা কিছুই নাই, বরং সাধারণতঃ সর্ব্বলোকের হিতের জন্য ধর্ম্মের লক্ষণ এবং বেদ সম্মত বিহিত কার্য্য কি, তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রে, কোন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা কারক, কোন বিশেষ কালের জন্য বলিতেছি, এরূপ বলেন নাই। কোন বিশেষ ধর্ম্ম শাস্ত্র কোন বিশেষ কালের জন্য হইলে অবশ্যই কোন না কোন কথা প্রসঙ্গে যাবতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে এক জনের মুখে একবারও একথা প্রকাশিত হইত।

ধর্ম্ম শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে হইলে সকল শাস্ত্রের এক বাক্যতা সম্পাদন করিয়া

সিদ্ধান্ত করিবার যে চিরন্তন প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে এত কাল পর্য্যন্ত পণ্ডিত মণ্ডলীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কি ধারণা ছিল, তাহা স্পষ্টতঃ দেখা যাই-তেছে। তাঁহারা সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রকে সকল কালের নিমিত্ত বলিয়া জানিতেন, এই জন্যই বিশেষ যুগে বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বন না করিয়া যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অব-লম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, কলিযুগে রঘুনন্দন শিরোমণি তাঁহার ধর্ম্ম শাস্ত্র সংগ্রহে যাবতীয় শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠেয় কার্য্যের প্রণালী ও বিহিত প্রায়শ্চিত্তাদির মীমাংসা করিয়াছেন, তিনিও তাঁহার গ্রন্থের অন্তর্গত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের কোন স্থলে ঘুণাক্ষরেও কোন যুগ বিশেষের জন্য বিশেষ ধর্ম্ম শাস্ত্রের উল্লেখ করেন নাই। প্রত্যুত: আদ্যন্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের মত আদর পূর্ব্বক অবলম্বন করিয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন।

এখন দেখা যাইতেছে যে, যত কাল মনুষ্য থাকিবে, ততকাল তাহাদের জন্য ঐ একই ধর্ম্ম শাস্ত্র; এবং প্রলয় কাল পর্য্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। এত কাল এই রূপই পণ্ডিত গণ বুঝিয়া আসিতেছেন, এখনও সকলের এইরূপই ধারণা। কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই চির প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রতিকূলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাঁহার প্রতিজ্ঞা শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং সমাজ বিপ্লব কারী, সুতরাং মূল হইতেই সমস্ত প্রচলিত সমগ্র পণ্ডিত গণের আদৃত মতের বিপ্লব সাধন করিবার জন্য ও কলির জন্য বিশেষ ধর্ম্ম শাস্ত্রের স্থাপন এবং প্রমাণ সমূহের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য তাঁহাকে নূতন পথ করিতে হইয়াছে। এমন বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের এরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করিবার প্রবৃত্তিই কলির ধর্ম্ম। সত্য যুগে এরূপ একেবারেই ছিল না। ত্রেতায়, তৎপরে দ্বাপরে, তৎপরে কলিতে ক্রমান্বয়ে মনুষ্যের প্রবৃত্তি দূষ্য ও প্রকৃত ধর্ম্ম বিরোধী হইয়াছে, ইহাকেই যুগের ধর্ম্ম বলে, নতুবা ভিন্ন ভিন্ন যুগে মনুষ্যের জন্য যে পৃথক ধর্ম্ম শাস্ত্র আছে, ইহার কোন তাৎপর্য্য নাই। মনুষ্যের কর্ত্তব্যও বিহিত কর্ম্ম চিরকালই এক, একথা ধর্ম্মশাস্ত্র চিরকালই বলিতে থাকিবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কিরূপে ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম শাস্ত্র নিরূপণ করিয়াছেন, একবার বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখুন।

বিঃ বিঃ ২য় পুঃ ১৭৪। ১৭৫ এবং ১৭৬ পৃঃ "মনুসংহিতাতে চারিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করা নাই"। (এই প্রস্তাব দেখ)।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগেনৃনাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ।। ৮৫ । ১ মনু ।
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞান মুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেকং কলৌ যুগে ।। ৮৬ । ১

ঐ সকল মনু বচনের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যা—"যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হেতু সত্য যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, কলি যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য। ৮৫

সত্য যুগের প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতা যুগের প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগের প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ, কলি যুগের প্রধান ধর্ম্ম দান। ৮৬"

এক্ষণে এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে অবিকল উদ্ধৃত না করিয়া, যাহাতে পাঠকবর্গের আলোচ্য বিষয়ের মর্ম্ম বোধ হইতে পারে, এমত অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"ধর্ম্মশাস্ত্র কাহাকে বলে যাজ্ঞবল্ক্যবচনানুসারে (১) তাহার নিরূপণ করিয়া আমি কহিয়াছিলাম, এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে, এই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, সকল যুগেই সে সমুদয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কি না? মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ের মীমাংসা আছে যথা"

"অন্যে কৃত যুগে" ইত্যাদি বচনটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে মনুই মীমাংসা করিয়াছেন যে "যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হেতু সত্য যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, কলি যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য"।

মনু সংহিতার এই বচনটীর যথার্থ ব্যাখ্যা না করিয়া পাঠকবর্গকে ভ্রম প্রমাদে পতিত করিয়াছেন। যুগে যুগে মনুষ্যের ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন, ইহা দেখাইয়াই (বিস্তৃত করিয়া বুঝাইতে গেলে পাছে মনুবচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় অতি সাবধানের সহিত বেশী কথার অবতারণা না করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে স্বতঃসিদ্ধান্তস্বরূপ) একেবারেই স্থির করিয়াছেন যে, যখন মনু বলিতেছেন যে যুগে যুগে মনুষ্যের ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন সুতরাং প্রত্যেক যুগের জন্য পৃথক পৃথক ধর্ম্ম শাস্ত্র। তদানিন্তন কালের পাঠকবর্গের মন বাল্যাবধি পাশ্চাত্য

(১) মন্বত্রিবিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোসনাঙ্গিরা যমাপস্তম্ব সংবর্ত্তা ইত্যাদি।

শিক্ষায় বৈদেশিক ভাবে অভিভূত ছিল সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিষয়ের পক্ষপাতী তাহা তাঁহাদিগের বড়ই মিষ্ট বোধ হইয়াছিল। তিনিও এক জন বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজী ভাষার আলোকে সুন্দর রূপে আলোকিত বলিয়া জন সাধারণের নিকট পরিচিত সুতরাং তাঁহার মুখ হইতে যাহা বহির্গত হইবে বিশেষতঃ ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা বলিবেন তাহা সূক্ষ্ম বিচারদ্বারা নিষ্পাদিত হউক বা তাঁহার মনঃকল্পিতই হউক বিনা বিরোধে যে পাঠকবর্গের হৃদয় গ্রাহী হইবে তাহার বিচিত্র কি? এক্ষণে এক বার বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় মনু মহাত্মায় যে বচন উদ্ধৃত করিয়া যুগে যুগের জন্য পৃথক পৃথক ধর্ম্ম শাস্ত্র নিরূপণ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম প্রমাদপূর্ণ এবং এই কারণেই তিনি উদ্ধৃত বচনদ্বয়ের প্রথমটীর সঙ্গে দ্বিতীয়টীর কোন সংস্রব দেখিতে পান নাই।

ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে উক্ত দুই বচনের অব্যবহিত পূর্ব্ব বর্ত্তী কয়েকটী তদানুসঙ্গিক বচন উদ্ধৃত করা আবশ্যক। তাহাহইলে এই দুই বচনের অর্থ আরো বিশদ হইবে।

চতুষ্পাৎ সকলো ধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাধর্ম্মেনাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতি বর্ত্ততে ।৮১।১
ইতরেষ্বাগমাদ্ধর্ম্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ।
চৌরিকানৃতমায়াভির্ধর্ম্মশ্চাপৈতি পাদশঃ॥ ৮২
আরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ॥ ৮৩
বেদোক্তমায়ুর্মর্ত্ত্যানামাশিষশ্চৈব কর্ম্মণাম্।
ফলন্ত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাং॥ ৮৪
অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলি যুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥ ৮৫
তপঃ পরং কৃত যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞান মুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেকং কলৌ যুগে॥ ৮৬

সত্য যুগে সকল ধর্ম্মই চতুষ্পাদপূর্ণ। মনুষ্য মাত্রেই সম্পূর্ণ রূপে সত্যাচরণ করিয়া থাকেন। অধর্ম্মাচরণদ্বারা ধন বিদ্যাদির উপার্জ্জন করেন না। ৮১

অনন্তর ত্রেতা দ্বাপর এবং কলিযুগে ক্রমশঃ চৌর (অনাস্তেয়) অনৃত (অসত্য), কপটতা (বিসদৃশ প্রতীতি সাধনং মায়াং অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া) ইত্যাদি অধর্ম্মাচরণদ্বারা ধন বিদ্যা উপার্জ্জিত হইতে থাকে। সুতরাং ধর্ম্ম যুগে যুগে এক এক পাদ হীন হইতে থাকে। ৮২

সত্যযুগে সকলে অরোগী ও সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ ছিল এবং মনুষ্যের চারিশত বৎসর পরমায়ু ছিল পরে ত্রেতাদি যুগে ক্রমশঃ এক এক পাদ পরমায়ু হ্রাস হইতে থাকে। ৮৩

ইহলোকে মনুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ, কাম্য কর্ম্মের ফল, অভিসম্পাতের ফল এবং অনুগ্রহাদির প্রভাব যুগানুরূপ ফলিয়া থাকে। ৮৪

সত্যযুগে মনুষ্যের ধর্ম্ম একরূপ থাকে, পরে ত্রেতাদিরূপে যেমন যুগাপচয় হইতে থাকে সেইরূপ ধর্ম্ম বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। ৮৫

সত্যযুগে তপস্যা ত্রেতাযুগে আত্মজ্ঞান লাভ দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিতে কেবল দানই মনুষ্য দিগের প্রধান ধর্ম্ম হইয়া থাকে। ৮৬

এই সকল বচনের তাৎপর্য্য এই যে সত্যযুগে মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রবল থাকে অধর্ম্ম অর্থাৎ নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল এক কালেই জীত সুতরাং ক্ষীণও দুর্ব্বল; কামনা, সঙ্কল্প ও অনুষ্ঠান সমস্তই উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল দ্বারা প্রণোদিত সুতরাং নিষ্পাপ। অধর্ম্মের ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিতে পারিত না। সকলেই দান যজ্ঞ আত্মজ্ঞান লাভ ও তপস্যা এই প্রধান ধর্ম্ম চতুষ্টয় সম্পূর্ণরূপে সমাধান করিত।

যাবতীয় সুলভ সাধ্য ধর্ম্মাচরণের মধ্যে দান প্রধান। দানাপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠান অধিকতর শক্তি সাধ্য। আত্মজ্ঞান লাভ করা তদপেক্ষা আয়াস সাধ্য। এবং তপস্যা সর্ব্বোপরি আয়াস সাধ্য। কিন্তু সত্যযুগে লোকের শক্তি সম্পূর্ণ থাকে সুতরাং অল্পা-য়াস সাধ্য হইতে বহুল আয়াস সাধ্য ধর্ম্মাচরণ পর্য্যন্ত সকল ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। এইরূপ অক্ষুণ্ণ ধর্ম্মাচরণদ্বারা লোকে ধর্ম্ম সাধনের ব্যাঘাতকারী রোগ সকল হইতে এককালে মুক্ত থাকিত, সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হইত এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হইত।

সত্য, ত্রেতা দ্বাপরাদিতে ক্রমশঃঃ হ্রাস হইতে থাকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বভা-বতঃ লোকের ক্রমশঃ নিকৃষ্ট বৃত্তির স্ফুরণ এবং ধর্ম্ম অথবা উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল হ্রাস হইতে থাকে কাজেই পরস্বাপহরণ, মিথ্যাচরণ, কপটতা ইত্যাদি অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ধর্ম্মাচরণের মধ্যে ত্রেতাযুগে আত্মজ্ঞান লাভ, যজ্ঞ, দান এবং অন্যান্য সুলভ সাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আত্মজ্ঞান লাভাপেক্ষা অধিকতর আয়াস সাধ্য অপস্যা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তখন-

কার লোকের শক্তিতে কুলায় নাই সুতরাং ইহার অনুষ্ঠান করিলেও উচিত ফল লাভ করিতে পারিত না। তখনকার শক্তি অনুসারে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় আত্মজ্ঞান লাভ সম্পূর্ণরূপে হইতে পারিত সুতরাং আয়াস ও অনায়াস-সাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান সমূহের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ পর্য্যন্ত উঠিতে পারিত কাজেই ত্রেতাযুগে জ্ঞানই প্রধান ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইত এবং ধর্ম্ম হানি ও অধর্ম্ম প্রবেশ জন্য লোকে ক্রমশঃ রোগপ্রবণ, যত্নে অসিদ্ধকাম, এবং অল্পায়ু হইয়া পড়ে।

অনন্তর দ্বাপরে ও কলিযুগে ধর্ম্মভাব হীনবল হইয়া উঠে, সুতরাং লোকে আর দ্বাপর যুগের ন্যায় জ্ঞানোপার্জ্জন পর্য্যন্তও উঠিতে পারে না। শক্তি-হীনতা বশতঃ দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিতে দান পর্য্যন্ত ধর্ম্মাচরণের সীমা হইয়া দাঁড়ায় এবং যুগ ক্রমানুসারে লোকে বহুল রোগাপন্ন, বহুযত্নেও নিষ্ফলকাম এবং অল্পায়ু হইয়া পড়ে। এখন স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে—

সত্যের হ্রাসাবস্থা—ত্রেতা
ত্রেতার হ্রাসাবস্থা—দ্বাপর
এবং দ্বাপরের হ্রাসাবস্থা—কলি

এবং ঐ হ্রাসের ক্রমানুসারে তত্তৎকালের লোকের ধর্ম্ম ভাবের হ্রাস অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য হয় এবং কৃতকার্য্যের ফল প্রাপ্তিরও বৈলক্ষণ্য হয়। কুল্লুক ভট্টও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা

কৃতযুগে অন্যধর্ম্মা ভবন্তি ত্রেতাদিষ্বপি যুগোপচয়ানুরূপেণ ধর্ম্ম বৈলক্ষণ্যং।

এখন স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে উল্লিখিত বচন গুলির পরস্পর বিশেষ সংস্রব আছে এবং ইহার মধ্যে কোন বচনই বিধি বা নিষেধ বাচক নহে। ইহাতে কেবল সত্যাদি যুগ চতুষ্টয়ের লোকদিগের ধর্ম্মভাবের তারতম্য, ধর্ম্মানুষ্ঠানোপযোগী শক্তির তারতম্য এবং তৎতৎকালে স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য অবস্থার তারতম্য স্বভাবতঃ কিরূপ হইয়া থাকে তাহাই বর্ণন করিয়াছেন মাত্র। স্থানান্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় অবিকল এইরূপ অর্থ করিয়াছেন (বিঃ বিঃ পুং ১৫৯ পৃ)। যথা অন্যে কৃত যুগে ধর্ম্মাঃ ইত্যাদি বচনে "পরাশর (পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন এ গুলি মনু বচন পরাশর কেবল মনূক্ত কথাই বলিয়াছেন) এইরূপে যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হয় হেতু প্রত্যেক যুগের ধর্ম্ম সকল ভিন্ন ভিন্ন এই ব্যবস্থা করিয়া যুগে যুগে মনুষ্যের শক্তি হ্রাসের ও প্রবৃত্তি ভেদের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত পরবর্ত্তী

কতিপয় বচনে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগের কথা লিখিয়াছেন।

যথা—

তপঃপরং কৃতে যুগে ত্রেতায়াং ইত্যাদি

"সত্য যুগের লোক দিগের ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, এই নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট সাধ্য তপস্যা ঐ যুগের প্রধান ধর্ম্মছিল। কিন্তু পর পর যুগে মনুষ্যের শক্তি যথা ক্রমে হ্রাস হওয়াতে যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত অল্পকষ্ট সাধ্য জ্ঞান ও দান প্রধান ধর্ম্ম হইয়াছে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই ব্যাখ্যায় স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হইয়া স্বভাবতঃ ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বৈলক্ষণ্য এবং সত্যাদি চারিযুগে তপস্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রধান হয় ইহা ব্যবস্থা নহে কেবল যুগহ্রাসানুসারে মনুষ্যের ধর্ম্ম বৈলক্ষণ্য ঘটে ইহা কেবল তাহারই উদাহরণ মাত্র। এক্ষণে ঐ দুই বচনের পরস্পরের যে নিগূঢ় সংস্রব আছে তাহা স্পষ্টতঃ দেখাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৭৫ পৃষ্ঠায় আবার বলিতেছেন "পূর্ব্ব বচনে (অর্থাৎ অন্যে কৃত যুগে ইত্যাদি বচনে) প্রত্যেক যুগের ধর্ম্ম সকল ভিন্ন এই নির্দ্দেশ আছে, পর বচনে (অর্থাৎ তপঃপরং কৃত যুগে ইত্যাদি বচনে) কোন্ যুগের প্রধান ধর্ম্ম কি তাহারই নিরূপণ আছে সুতরাং পর বচনের পূর্ব্বে বচনের সহিত কোন সংস্রব দৃষ্ট হইতেছে না। পাঠক বর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন দুই বচনে সংস্রব আবার কিরূপে থাকিতে পারে। পূর্ব্ব বচনে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম হয় বলিয়া সেই ধর্ম্ম বৈলক্ষণ্য যখন পর বচনে বিশেষ করিয়া উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক দেখান হইয়াছে তখন আবার সংস্রব নাই কিরূপে? পূর্ব্ব বচনে স্থূলতঃ ধর্ম্ম বৈলক্ষণ্য হয় বলিয়াছেন, এবং পরবচনে ধর্ম্ম বৈলক্ষণ্যের স্পষ্টীভূত উদাহরণ দিয়াছেন।

এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে "অন্যে কৃত যুগে ধর্ম্মাঃ— ইত্যাদি বচনে ভগবান মনু ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।" (বিঃ বিঃ পুঃ ১৭৫ পৃঃ) ইহা উক্ত বচনের তাৎপর্য্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে যুগভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ব্যবস্থা করেন নাই, কেবল যুগ ভেদে মনুষ্য দিগের স্বভাবতঃ ধর্ম্ম ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় এই মাত্র বলিয়াছেন। এরূপ বৈলক্ষণ্য যে বৈধ তাহা তিনি বলেন নাই। এরূপ বৈলক্ষণ্য বৈধ হইলে আর ধর্ম্ম শাস্ত্রের আবশ্যকতা থাকেনা। সত্য যুগে সকলে সর্ব্বাংশে ধর্ম্মপ্রতিপালক এবং কলি যুগে লোকে শঠ কপট মিথ্যাবাদী ও অধার্ম্মিক হইয়া থাকে এরূপ বলিলে যদি এই ধর্ম্ম বৈলক্ষণ্য বৈধ বলা হয় তাহা হইলে কলি যুগে লোকের শঠ কপট মিথ্যাবাদী

এবং সর্ব্বাংশে অধার্ম্মিক হওয়াই উচিত এবং যে অধার্ম্মিক হইতে না পারিবে তাহাকে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে, এইরূপ অর্থ হইয়া দাঁড়ায় সুতরাং যাবতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে একটা তুমুল বিপ্লব ঘটিয়া উঠে। অতএব এরূপ অর্থ নিতান্তই হেয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য এই যে "অন্যে কৃত যুগে ধর্ম্মাঃ" ইত্যাদি মনু বচনে মনু স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু কোন যুগে কি ধর্ম্ম তাহা ব্যবস্থা করেন নাই। ইহা বুঝাইতে পারিলে ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্য পৃথক পৃথক ধর্ম্ম শাস্ত্র থাকা সঙ্গত এই রূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়া পরাশরের।

কৃতেতু মানবাঃ ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতাঃ কলৌপারাশরাঃ স্মৃতাঃ।

এই বচন দেখাইয়া মনুধর্ম্ম শাস্ত্র সত্য যুগের জন্য এবং পরাশর ধর্ম্ম শাস্ত্র কলি যুগের জন্য ইহা নিরুপণ করিবেন। কিন্তু মনু বচন দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। কারণ পূর্ব্বে যে রূপ দেখান হইয়াছে তাহাতে মনু মহাশয় যুগভেদে মনুষ্যের স্বভাবতঃ ধর্ম্ম ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় এই মাত্র বলিয়াছেন, ইহাতে মনু মহাশয় তাঁহার ধর্ম্ম শাস্ত্রে যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন অথবা যাহা অনুষ্ঠানের যোগ্য নয় বলিয়া বিধি বদ্ধ করিয়াছেন তাহা কলি কি অন্য যুগে থাটে না, ইহা তাঁহার এই বচন দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে না। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিঃ বিঃ পুঃ ১৭৬ পৃষ্ঠায় তাহা একরূপ স্বীকার করিয়াছেন যথা "বস্তুত তপস্যা প্রভৃতি সকলই সকল যুগের ধর্ম্ম কেবল তপস্যা প্রভৃতি এক একটী সত্য প্রভৃতি এক এক যুগের প্রধান ধর্ম্ম ইহা মনু বচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য"। তাহা হইলে পাঠক বর্গ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন যে মনু নির্দ্দিষ্ট তপস্যাদি সমস্ত ধর্ম্ম সকল যুগের পক্ষেই বিহিত হইতেছে, এবং যথন মনু প্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রে তপস্যাদি বহু আয়াস সাধ্য ধর্ম্ম হইতে অতি অনায়াস সাধ্য সমস্ত বিহিত ধর্ম্ম সম্যক রূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তথন মনু প্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র যে কলি যুগের পক্ষে নহে অথবা কলি যুগের উপযোগী ধর্ম্ম মনু মহাশয় বলেন নাই এ কথা আর বলা যায় না।

যদি বলেন তপস্যাদি কলি যুগেরও ধর্ম্ম বটে কিন্তু ইহা অতি কষ্ট সাধ্য। কলিযুগের শক্তিতে অতদুরূহ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া উঠে না সুতরাং কলি যুগের উপযোগী অনায়াস সাধ্য ধর্ম্ম নিরুপণ করা আবশ্যক। এ স্থলে

পাঠকবর্গকে বিশেষঅনুরোধ এই যে মনুসংহিতাখানি একবার বিশেষ করিয়া আদ্যো-পান্ত দেখুন, ইহাতে কি কেবল কষ্টসাধ্য অতি দুরূহ ধর্ম্মাচরণের কথাই আছে ? কি সম্পূর্ণ শক্তি সাধ্য অতি কঠোর তপস্যা হইতে ক্রমান্বয়ে শক্তি অনুসারে পর পর অতি সামান্য শক্তিসাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে ? দেখিতে পাইবেন যে, সোপানশ্রেণীর ন্যায় অতি অনায়াস সাধ্য সামান্য আচার রক্ষা রূপ ধর্ম্মাচরণ হইতে তপস্যাদি চরম-সীমা পর্য্যন্ত অতি সুন্দররূপে সমস্ত ধর্ম্ম বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। কলির ধর্ম্ম বলা হয় নাই, একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে ? এই তর্কের নিরাকরণ করিবার জন্য মনু মহাশয় প্রয়াস পাইয়াছেন।

উল্লিখিত বচন সমূহে ভিন্ন ভিন্ন যুগে মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বৈলক্ষণ্য হয়, এবং অধর্ম্ম প্রবেশ হেতু লোকে ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়ে, সুতরাং বহুল আয়াস সাধ্য তপস্যাদি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে অক্ষম হয়, ইহা বলিয়া মনু মহাশয় নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, তিনি পরে বলিয়াছেন—

অস্মিন্ ধর্ম্মেঽখিলেনোক্তো গুণ দোষৌ চ কর্ম্মনাং।
চতুর্ণামপি বর্ণনামাচার শ্চৈব শাশ্বতঃ ॥ ১০৭। ১

এই ধর্ম্মশাস্ত্রে সমস্ত ধর্ম্মই অবিচ্ছন্নরূপে অভিহিত হইয়াছে, বিহিত কর্ম্মের গুণও নিন্দিত কর্ম্মের দোষ বর্ণিত হইয়াছে। এবং চাতুর্বর্ণের পারম্পার্য্যগত সম্যগ্ আচার বর্ণিত হইয়াছে।

ইহাতে কি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না যে, মনু সকল কালের উপযোগী ধর্ম্ম বলিয়াছেন অর্থাৎ সহজ ও কঠিনসাধ্য বিহিত কার্য্য সকলের বিধান করিয়া গিয়াছেন ? যদি কেবল সত্য যুগেরই ধর্ম্ম বলা তাঁহার উদ্দেশ্য হইত তাহাহইলে যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ কষ্টসাধ্য, তাহাই বলিতেন, কারণ তৎকালে সকলেই সম্পূর্ণ শক্তিবান ছিলেন, এবং কাহারও অধর্ম্ম প্রবৃত্তি ছিল না; সুতরাং অবিহিত কার্য্যের উল্লেখ ও তাহার নিন্দাবাদ করাতে মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র খানি অসম্বদ্ধ প্রলাপপূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু এ কথা কখনই বলিতে পারা যায় না। এ কথা বলিলে শাস্ত্র নিন্দা জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।

নিম্নলিখিত কয়েকটী উদাহরণ মনু সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করি-তেছি, পাঠকবর্গ বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনুশাস্ত্র চারিযুগের বলিয়া যে মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার সার্থকতা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

মনু বলিয়াছেন—

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ।। ২৮ । ২

বেদাধ্যয়নদ্বারা, মধুমাংস বর্জ্জনাদি নিয়ম রূপ ব্রতদ্বারা, সাবিত্রিচরু আদিহোম দ্বারা, ত্রৈবিদ্য নামক ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা, দেবর্ষিপিতৃতর্পণরূপ গৃহস্থাবস্থায় পুত্রোৎপাদনদ্বারা, ব্রহ্ম যজ্ঞাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞদ্বারা, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা, দেহকে ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য করিবে।

আবার বলিয়াছেন—

ওঙ্কার পূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং।। ৮১ । ২
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্ ।। ৮২ । ২
একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরং তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে ।।৮৩ । ২

ওঁকার পূর্ব্বিকা মহাব্যাহৃতিযুক্তা অব্যয়া ত্রিপদা গায়ত্রীকে ব্রহ্ম লাভের কারণ বলিয়া জানিবে। ৮১

যে ব্যক্তি প্রতিদিন পবিত্র হইয়া বৎসরত্রয় প্রণব ও ব্যবহৃতি যুক্তা ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করে, সে বায়ুবৎ কামচারী হইতে ও ব্রহ্মতত্ব পাইতে পারে।

একাক্ষর প্রণব পরম ব্রহ্ম স্বরূপ, প্রাণায়াম পরম তপস্যা, গায়ত্রী হইতে উৎকৃষ্ট মন্ত্র নাই, এবং মৌনাবলম্বন অপেক্ষা সত্যই বিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রণব, প্রাণায়াম, ব্যাহৃতি সংযুক্ত ত্রিপদা গায়ত্রী ও সত্য বাক্য এই চারিটির উপাসনা করিবে।

পূর্ব্ব বচনে যে সকল কার্য্য অতি কাঠোর এবং বিশেষ শক্তি সাধ্য, তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠানদ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং তাহার পরে অতি অল্প শক্তিসাধ্য গায়ত্রী মাত্র জপ, প্রাণায়াম ও সত্য বাক্যানুশালনদ্বারা মোক্ষ হইতে পারে বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, পূর্ব্ব ও পর বচনের মধ্যে যে কার্য্যানুষ্ঠানের তারতম্য আছে, তাহা কি অনুষ্ঠান কর্ত্তার শক্তির তারতম্যানুসারে

বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না? যাঁহার কঠোর তপস্যাদি দ্বারা চরম উন্নতি লাভের শক্তি নাই, তিনি যদি প্রণব ও ব্যাহৃতি সংযুক্তা গায়ত্রী জপ এবং সতত সত্যানুশীলন করেন, তাহাহইলেও পরম মোক্ষ লাভ করিবেন।

সাবিত্রী মাত্র সারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥ ১১৮। ২

গায়ত্রী মাত্র পরিজ্ঞাত নিয়মবান্ বিপ্রও বরং মাননীয়, কিন্তু সর্ব্বভোজী সর্ব্ববিক্রয়ী অযন্ত্রিত ব্যক্তি ত্রিবেদজ্ঞ হইলেও শ্রেষ্ঠ হন না। অর্থাৎ ত্রিবেদজ্ঞ না হইতে পারিলেও ক্ষতি নাই, বরং গায়ত্রী মাত্র অবগত হইয়া সদাচারী হইবে।

যে সত্য যুগে সকল ধর্ম্ম চতুষ্পাদপূর্ণ ছিল, যখন অধর্ম্মের ছায়া মাত্র ছিল না, তখনকার কি এই কথা সম্ভবে? যখন মনুষ্য হীনবল হইয়াছে এবং যখন পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তখনকার জন্য এ কথা বলা হইয়াছে বলিয়া কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না? কারণ যখন সম্পূর্ণ ধর্ম্মভাব বিরাজমান, তখন অধর্ম্ম আশঙ্কা করা নিতান্তই অসবন্ধ প্রলাপ বাক্য হইয়া উঠে।

ত এব হি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ।
ত এব হি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। ২৩০। ২।
পিতা বৈ গার্হপত্যোঽগ্নির্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী॥ ২৩১। ২
ত্রিষপ্রমাদ্যন্নেতেষু ত্রীন্ লোকান্ বিজয়েদ্‌গৃহী।
দীপ্যমানঃ স্ববপুসা দেববদ্দিবি মোদতে॥ ২৩২। ২

* * * *

ত্রিষ্বেতেষ্বিতিকৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে।
এষ ধর্ম্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে॥ ২৩৭। ২

তাঁহারাই (পিতা, মাতা এবং আচার্য্য) তিন লোক, তাঁহারাই তিন আশ্রম, তাঁহারাই তিন বেদ, এবং তাঁহারাই তিন অগ্নি বলিয়া জানিবে।

পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি, এবং গুরু অহবনীয় অগ্নি, এই তিন অগ্নিই শ্রেষ্ঠ জানিবে।

এই তিনের প্রতি সতত মনোযোগী গৃহী, দেবতার ন্যায় স্বশরীরে স্বর্গে সুখ ভোগ করেন।

ইঁহাদিগের তিন জনের শুশ্রূষা করিলেই পুরুষের সমস্ত কাজ করা হয়, অতএব ইহাই সাক্ষাৎ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অন্যগুলি উপধর্ম্ম মাত্র বলা যায়।

শেষ বচনে যে পিতা মাতা ও আচার্য্য শুশ্রূষা করিলেই যে সমস্ত ধর্ম্মাচরণ করা হইল, এ কথা বলার তাৎপর্য্য কি, একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন পিতামাতার ও আচার্য্যের সেবা শুশ্রূষা করিলেই যে আর অন্য ধর্ম্ম করিতে হইবে না, এ কথা ইহার তাৎপর্য্য নহে। পিতা মাতার ও আচার্য্যের সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। ধর্ম্ম সাধনের জন্য পিতা মাতা ও আচার্য্যের উপেক্ষা অথবা তাহাদিগের সেবায় ত্রুটী করিবে না, তাহা হইলে অন্য কোন ধর্ম্ম সাধন বৃথা হইবে।

পিতা মাতা গুরু শুশ্রূষা অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা প্রধান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি ইহাঁদিগের সম্যক্ শুশ্রূষা করিয়া অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের শক্তি না হয়, তাহা হইলে ইহাঁদিগের সেবা শুশ্রূষা করাই শ্রেয়ঃ, তাহা হইলেই সমস্ত ধর্ম্ম সাধন করা হইল। ইহাঁদিগের সেবায় পরাঙ্মুখ হইয়া আত্মোন্নতির জন্য অন্য ধর্ম্ম উপার্জ্জনে ব্রতী হইবে না। এখন দেখুন সত্য যুগের লোকদিগকে কি এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ আবশ্যক? তখন কি লোকে পিতা মাতা ও আচার্য্যের প্রতি অবহেলা করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে যাইত? তখন অধর্ম্ম প্রবৃত্তি লোকের স্বভাবতঃ ছিল না। ইহা মনু মহাত্মা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। অতএব সত্য যুগের লোকের জন্য এরূপ ধর্ম্মোপদেশ নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। যখন অধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রবল, যখন লোকের ধর্ম্মজ্ঞান দুর্ব্বল, তখনকার জন্যই এই সকল ধর্ম্মোপদেশ প্রয়োজন। আমরা প্রতি দিন এরূপ অধর্ম্ম প্রবৃত্তি দেখিতেছি। পিতা মাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কত শত লোক আত্মোন্নতির ভাবে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইতেছেন। ইহারা বাস্তবিক এই উপদেশের উপযুক্ত পাত্র। স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবল হইয়া যখন পুরুষ স্ত্রীজিত হইয়া পড়িবে, তখন কলি ধর্ম্মের আত্মোন্নতি হইবে। সেই সময়ে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই মনু বাক্য যথার্থই এই কালের উপযুক্ত উপদেশ। সত্যযুগের ধর্ম্মাত্মাদিগের জন্য ইহা বিধিবদ্ধ হয় নাই। পক্ষপাতশূন্য হইয়া দেখিলে মনুসংহিতায় যে সকল অবস্থার উপযোগী ধর্ম্মোপদেশ আছে, তাহা কখনই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পূর্ব্ব কালের মহামহোপাধ্যায় ঋষিগণও ইহাতে কলিকালের নিমিত্ত বিধি দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন; যথা,—

ততঃপ্রভৃতি যোমোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ং।

নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ ॥ ৬৮ । ৯

কুল্লুক ভট্টের টীকা।

তত ইতি। বেণকালাৎ প্রভৃতি যো মৃত ভর্ত্তৃকাদিস্ত্রিয়ং শাস্ত্রার্থাজ্ঞানাদপত্য নিমিত্তং দেবরাদৌ নিয়োজয়তি তং সাধবো নিয়তং গর্হয়ন্তে। অয়ঞ্চ স্বোক্তনিয়োগনিষেধ কলিযুগবিষয়ঃ; তদাহ বৃহস্পতিঃ। উক্তোনিয়োগোমনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেব তু। যুগহ্রাসাদশক্যোহয়ং কর্ত্তুমন্যৈর্ব্বিধানতঃ। তপোজ্ঞান সমাযুক্তাঃ কৃত ত্রেতাযুগে নরাঃ। দ্বাপরে চ কলৌনৃণাং শক্তিহানির্হি নির্ম্মিতা। অনেকধাকৃতাঃ পুত্রা ঋষিভির্যৈঃ পুরাতনৈঃ। ন শক্যন্তেহধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনৈরিদন্তনৈঃ। অতো যদ্গোবিন্দ রাজেন যুগবিশেষ ব্যবস্থামজ্ঞাত্বা সর্ব্বদৈব সন্তানাভাবে নিয়োগাদনিয়োগপক্ষঃ শ্রেয়ানিতি স্বমনীষয়া কল্পিতং তন্মুনি ব্যাখ্যা বিরোধান্নাদ্রিয়ামহে। প্রায়শো মনুবাক্যেষু মুনিব্যাখ্যা মহং লিখন। নাপরাধ্যোহস্মিবিদুষাং কাহং সর্ব্ব বিদঃ কুধীঃ ॥

অনপত্য স্থলে বিধবা স্ত্রীকে নিয়োগধর্ম্মানুসারে দেবরাদি দ্বারা ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের বিধি দিয়া মনু আবার বলিয়াছেন যে, এরূপ প্রথা সাধুদিগের নিকট নিন্দনীয়। ইহা পশুধর্ম্ম; বেণ রাজার কাল হইতে প্রবর্ত্ত হইয়াছে। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে মনুষ্যগণ তপজ্ঞান যুক্ত ছিল। যুগহ্রাসানুসারে কলিযুগে মনুষ্য শক্তিহীন হইয়াছে, অতএব এতৎকালে ক্ষেত্রজাদি সন্তান গ্রহণে অশক্ত, এ জন্য ঔরস ভিন্ন অন্য সন্তান নিষেধ করিয়াছেন। অতএব মনু নিয়োগ ধর্ম্ম বৈধ বলিয়া আবার যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহা কেবল কলির জন্য। গোবিন্দরাজ যুগ বিশেষের ব্যবস্থা না বুঝিয়া নিয়োগধর্ম্মাপেক্ষা নিয়োগ না করা যে সকল কালের জন্য শ্রেয়ঃ বলিয়াছেন, তাহা বৃহস্পতির ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ; সুতরাং আমি (কুল্লুকভট্ট) মুনি ব্যাখ্যানুসারে লিখিলাম। সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মুনিতে আর আমাতে অনেক প্রভেদ, সুতরাং গোবিন্দরাজের ব্যাখ্যা অনাদর করাতে আমার অপরাধ হইতে পারে না।

এখন মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল কালের ধর্ম্ম বর্ণিত আছে, ইহাতে বৃহস্পতির ব্যাখ্যা দ্বারা আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেও ঘটনাক্রমে একরূপ প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন, তবে ইহা তাঁহার মীমাংসার প্রতিকূল প্রমাণ বলিয়া ওকথার আর দ্বিরুক্তি করেন নাই।

তিনি নারদ সংহিতাকে মনুসংহিতার সমতুল্য প্রমাণ করিতে গিয়া নারদেরই বাক্য দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে,—

"ভগবান মনু প্রজাপতি সর্ব্বভূতের হিতার্থে আচার রক্ষার হেতু স্বরূপ শাস্ত্র করিয়াছিলেন। সেই শাস্ত্র লক্ষ শ্লোকে রচিত। মনু প্রজাপতি সেই শাস্ত্র সহস্র অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়া বহু বিস্তৃত গ্রন্থ মনুষ্যের অভ্যাস করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সার সংগ্রহ করেন, এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ তিনি ভৃগুবংশীয় সুমতিকে দেন। সুমতি দেবর্ষির নিকট অধ্যয়ন করিয়া এবং আয়ুহ্রাস সহকারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হইতেছে দেখিয়া চারি সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সার সংগ্রহ করিলেন। মনুষ্যেরা সেই সুমতি কৃত মনুসংহিতা অধ্যয়ন করে ইত্যাদি।" (বিঃ বা পুঃ ৮২ পৃষ্ঠা দেখ)

এ স্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয়, যে পাঠ নারদ সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কিছু বৈলক্ষণ্য আছে, এই বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন তাৎপর্য্যের কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসায়িটী হইতে যে নারদ সংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে উক্ত অংশটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, সুমতি প্রোক্ত মনুসংহিতা যাহা এক্ষণে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা ইহযুগের উদ্দেশে সঙ্কলিত হইয়াছে কিনা?

"ইহ হি ভগবান্ মনুঃ প্রথমং সর্ব্বভূতানুগ্রহার্থমাচারস্থিতি হেতুভূতং শাস্ত্রং চকার। যত্র লোকস্থিতির্ভূত প্রবিভাগঃ সদ্দেশপ্রমাণং পর্ষলক্ষণম্ বেদবেদাঙ্গযজ্ঞবিধানমাচারো ব্যবহারঃ কণ্টকশোধনং রাজবৃত্তং বর্ণাশ্রমবিভাগৌ বিবাহন্যায়ঃ স্ত্রী পুংসবিকল্পো দায়ানুক্রমঃ শ্রাদ্ধবিধানং শৌচাচারবিকল্পো ভক্ষ্যাভক্ষ্য লক্ষণং বিক্রেয়াবিক্রেয়মীমাংসা পাতকভেদাঃ স্বর্গনরকানু দর্শনং প্রায়শ্চিত্তান্যুপনিষদো রহস্যস্থানানি। এবং চতুর্ব্বিংশতি প্রকরণানি। ১। তদেতদত্র শ্লোকশতসহস্রেণ সাশীতিনাধ্যায়সহস্রেণ চ ভগবান্মনুরুপনিবধ্য দেবর্ষয়ে

নারদায় প্রাযচ্ছৎ। স চ তস্মাদধীত্য মহত্বান্নায়ং গ্রন্থঃ সুকরো মনুষ্যোরেব ধারয়িতুমিতি দ্বাদশভিঃ সহস্রৈঃ সংচিক্ষেপ তং চ মহর্ষয়ে মার্কণ্ডেয়ায় প্রাযচ্ছৎ। ২। স চ তস্মাদধীত্য তথৈবায়ুঃ শক্তিমপেক্ষ্য মনুষ্যাণামষ্টভিঃ সহস্রৈঃ সংচিক্ষেপ তং চ সুমতয়ে ভার্গবায় প্রাযচ্ছৎ। ৩। সুমতিরপি ভার্গবস্তস্মাদধীত্য তথৈবায়ুর্হ্রাসাদল্পীয়সী শক্তির্মনুষ্যাণামিতি চতুর্ভিঃ সহস্রৈঃ সংচিক্ষেপ। ৪।

এক্ষণে দেখুন, সুমতিকৃত মনুসংহিতা কোন্ কালের জন্য হইল ? মনু লক্ষ শ্লোকে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যখ্যা করেন, ঐ লক্ষ শ্লোক সহস্র অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়া নারদকে পড়ান। নারদ আবার ঐ লক্ষশ্লোক হইতে সারোদ্ধার করিয়া মনুষ্যে যাহাতে সহজে স্মরণ রাখিতে পারে, এই জন্য দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সংহিতা ব্যাখ্যা করেন, এবং ইহা মার্কণ্ডেয় ঋষিকে প্রদান করেন। মার্কণ্ডেয় মনুষ্যের শক্তি ও আয়ু যুগানুক্রমে হ্রাস হইতেছে দেখিয়া অষ্ট সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া, ইহা ভৃগুবংশীয় সুমতিকে অধ্যয়ন করান, তৎকাল হইতে ঐ অষ্ট সহস্র শ্লোকাত্মক সংহিতা (যাহাকে আমরা এক্ষণে বৃহন্মনু বলি) চলিয়া আসিতেছিল, পরে যখন যুগ হ্রাসানুসারে মনুষ্যের শক্তি ও আয়ু এতই অল্প হইল যে, ঐ অষ্ট সহস্র শ্লোকাত্মক বৃহন্মনু আর লোকে অধ্যয়ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন সুমতি আবার তাহার সারসংগ্রহ করিয়া অল্পায়ু লোকদিগের অধ্যয়নার্থে চারি সহস্র শ্লোকে সংহিতা ব্যাখ্যা করিলেম এবং এই সুমতিকৃত সারসংগ্রহ এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত, এখন স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান প্রচলিত মনুসংহিতোক্ত ধর্ম্ম অত্যল্পায়ু ও হীন শক্তি বিশিষ্ট মনুষ্যদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহার আর সংশয় নাই। সুতরাং মনু প্রোক্ত শাস্ত্র যে কেবল সত্য যুগের জন্য, একথা প্রমাণ বিরুদ্ধ। বরং নারদ মনুষ্যের ধারণ করিবার যোগ্য করিয়া যে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে মনুসংহিতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা একদিন সত্যযুগের জন্য বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু যখন মার্কণ্ডেয় মুনি যুগহ্রাসানুসারে আয়ু ও শক্তি ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া আরও সহজ করিবার জন্য ৮ হাজার শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া সুমতিকে প্রদান করিলেন, তখন বৃহন্মনুই যে সত্য যুগাপেক্ষা যুগান্তরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে। সুমতি যখন আবার যুগ হ্রাসানুরূপ মনুষ্য হীন শক্তি ও অল্পায়ু হইয়াছে ও তাহারা ৮ হাজার শ্লোকের গ্রন্থ ধারণা করিবার যোগ্য নহে দেখিলেন, তখন ৪ হাজার শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া উহা মনুষ্য দিগকে দিলেন, অতএব ইহা যে

আরও যুগান্তরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা স্বতঃই বুঝা যাইতেছে, এবং এই নারদ বচনে আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, সত্যযুগ হইতে যুগ যুগান্তরে ঐ মনুসংহিতা ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে চলিয়া অসিতেছে, যুগ যুগান্তরের জন্য পৃথক পৃথক ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সকল কালের জন্য। মন্বত্রি ইত্যাদি সকল শাস্ত্র সকল যুগেরই আলোচ্য এবং সকল যুগের আচরণীয়। ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র ইহা বড়ই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত।

নারদ বলিয়াছেন,—

ধর্ম্মৈকতানাঃ পুরুষা যদাসন্ সত্যবাদিনঃ।
তদা ন ব্যবহারোঽভূন্ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ ॥ ১। ১
নষ্টে ধর্ম্মে মনুষ্যাণাং ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে।
দ্রষ্টা চ ব্যবহারাণাং রাজা দণ্ডধরঃ স্মৃতঃ ॥ ২। ১

যে কালে মনুষ্যের ধর্ম্মবল সম্পূর্ণ, সকলেই সত্যবাদী, তখন দ্বেষ ও মাৎসর্য্য থাকেনা, সুতরাং ব্যবহার শাস্ত্র অর্থাৎ বিচারালয়ের কার্য্যবিধি থাকে না। ১

যখন মনুষ্য ধর্ম্মহীন, তখন বিচার কার্য্যের আবশ্যকতা উপস্থিত হয়, এবং রাজা দোষ হরণার্থ দণ্ডধর হন। ২

এখন দেখা যাইতেছে যে, মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র কেবল সত্য যুগের জন্য, ইহা কোন মতেই বলিতে পারা যায় না। সম্পূর্ণ ধার্ম্মিকমণ্ডলীর মধ্যে অধর্ম্ম হরণার্থ দণ্ডাদির নিয়ম করিবার কারণ কিছুই নাই; সুতরাং মনু সংহিতার ব্যবহার প্রকরণে যে বিস্তৃত রূপে অবিহিত কার্যের দণ্ড নিরূপিত আছে, তাহা কখনই সত্যযুগের জন্য নহে, অবশ্যই অধর্ম্মপূর্ণ কালের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা স্বতঃ প্রমাণিত।

এইরূপ মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল যুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে বিবৃত রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ অশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি প্রকরণে বহুল পরিমাণে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, এবং আজি পর্য্যন্ত শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ তাহা অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে স্বীকার করিয়া ইহযুগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধানানুসারে মীমাংসা করিয়া আসিতেছেন।

যদি বল যে, বিধবা বিবাহের বিচার পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয় মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রে কলি ব্যবহার্য্য ধর্ম্ম উক্ত হয় নাই এমত কথা বলেন নাই। তিনি এই মাত্র বলিয়াছেন যে, মনুশাস্ত্রে চারি যুগের পৃথক পৃথক রূপে ধর্ম্ম নিরূপণ করা নাই

অর্থাৎ মনু এইগুলি সত্য যুগের, এই গুলি ত্রেতা যুগের, এই গুলি দ্বাপর যুগের, এবং এই গুলি কলি যুগের জন্য, এরূপ পৃথক পৃথক করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে যুগানুরূপ ধর্ম্ম পৃথক পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখান নাই। যদি ইহাই তাঁহার বলা উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে বিঃ বিঃ পুঃ ৫ম পৃষ্ঠায় ২ নং টীকাতে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে মৃদু-মন্দ ভাবে এরূপ বলা উচিত ছিল না।

যথাঃ—

"এস্থলে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, যদি সত্য যুগে কেবল মনু প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, ত্রেতা যুগে কেবল গৌতম প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, দ্বাপর যুগে কেবল শঙ্খ ও লিখিত প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র, আর কলি যুগে কেবল পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রই গ্রাহ্য হয়; তবে অন্যান্য ঋষির প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র কোন্ কালে গ্রাহ্য হইবেক। ইহার উত্তর এই যে, যথা ক্রমে মনু, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত ও পরাশর প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি যুগের শাস্ত্র। ঐ ঐ যুগে ঐ ঐ শাস্ত্রই প্রধান প্রমাণ। অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রের যে যে অংশ ঐ ঐ প্রধান শাস্ত্রের অবিরোধী, তাহা ঐ ঐ যুগে গ্রাহ্য।"

মনু ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল যুগের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে উক্ত হইয়াছে, তবে পৃথক পৃথক করিয়া দেখান নাই, ইহা বলা এক কথা; আর সত্য যুগের জন্য মনু, ত্রেতা যুগের জন্য গৌতম, দ্বাপরের জন্য শঙ্খ, লিখিত; এবং কলি যুগের জন্য পরাশর প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র, ইহা বলা আর এক কথা। এই যে একটু তারতম্য আছে, ইহাতে সমাজ মধ্যে অতি ভয়ানক বিসদৃশ ফল ফলিয়াছে। পরাশর সংহিতোক্ত "কৃতেতু মানবোধর্ম্ম" ইত্যাদি বচনের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তিনি যে শেষ সিদ্ধান্তটী করিয়াছেন, তাহা পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট কখন আদরণীয় হইতে পারে না, ইহা ক্রমশঃ স্পষ্ট করিয়া দেখান যাইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

:ম অধ্যায়ে বিস্তৃত রূপে দেখান হইয়াছে যে, মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র যাবতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের শিরোভূষণ এবং এক্ষণে সপ্রমাণিত হইল যে, মনু ধর্ম্ম শাস্ত্রে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি সকল যুগের উপযোগী সমস্ত ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত ও পরাশর ইহাঁরা যুগানুসারে পৃথক পৃথক করিয়া তত্তৎ কালোপযোগী ধর্ম্ম লিখিয়াছেন, যদি ইহাই সত্য হয়, তবে মনু ধর্ম্ম শাস্ত্রে যাহা আছে; গৌতম, শঙ্খ, লিখিত ও পরাশর ধর্ম্ম শাস্ত্রে অবিকল সেই সকল না থাকুক, তাৎপর্য্যার্থে সেই সকল কথাই আছে। ইহাদের কার্য্য কেবল যুগানুরূপ ধর্ম্ম বাছিয়া বাহির করা মাত্র। ইহাতে তাঁহাদের প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র মনু প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরোধী, একটী কথাও থাকিতে পারে না এবং থাকিলেও তাহা গ্রাহ্যযোগ্য নহে। কারণ, বেদে যেমন উক্ত হইয়াছে, মনু অবিকল তাহার মর্ম্মার্থ সকল যুগের আচরণের নিমিত্ত যখন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, একথা যখন স্বয়ং বেদ এবং দেবগুরু বৃহস্পতি, বেদব্যাস ইত্যাদি মহর্ষিগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, তখন যুগানুরূপে ঐ সকল ধর্ম্ম পৃথক করিয়া বলিতে গেলে মনু শাস্ত্রের অনুগত হইয়া বলাই ন্যায় সিদ্ধ, নতুবা ইহার বিপরীত কোন কথা উক্ত হইলে, বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া অবশ্যই অগ্রাহ্য হইবে, তাহার আর সংশয় মাত্র নাই।

"কৃতেতু মানবো ধর্ম্মাঃ" পরাশর সংহিতোক্ত এই বচনটীর যে অর্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় করিয়াছেন, তাহাতে গৌতমস্মৃতি ত্রেতা যুগের জন্য, এবং শঙ্খ লিখিত দ্বাপর যুগের জন্য এবং পরাশরস্মৃতি কলিযুগের জন্য স্থির হইয়াছে, এবং ঐ ঐ যুগে যথাক্রমে ইহাঁদিগের শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ নিশ্চিত করা হইয়াছে। এস্থলে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, গৌতম ঋষির সংহিতা ব্যাখ্যা করা কেবল ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। যদি তিনি জানিতেন যে, যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র হওয়া আবশ্যক, এবং যখন তিনি সেই যুগানুরূপ ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তখন অবশ্যই কোন্ কালের জন্য তিনি ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তাহার সংহিতার কোন না কোন স্থলে প্রকাশ থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহা না হইলে তিনি অবশ্যই জানিতেন যে, যে যুগ বিশেষের জন্য ধর্ম্ম নিরূপণ করিতেছেন, তাহা তিনি নিজে নির্দ্দেশ না করিলে ইহা কখন প্রামাণিক হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার মূল উদ্দেশ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। অতএব গৌতমস্মৃতি যে,

ত্রেতাযুগের ধর্ম্মনিয়ামক, তাহা উক্ত স্মৃতি কর্ত্তার মুখে না শুনিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ অর্থের বিশিষ্ট প্রমাণাভাব বলিতে হইবে। এক্ষণে গৌতম স্মৃতির আদ্যোপান্ত প্রত্যেক পংক্তি অথবা প্রত্যেক অক্ষর তন্ন তন্ন করিয়া দেখুন, কোন স্থলেও ত্রেতাযুগের কথা দূরে থাকুক, কোন যুগের নাম গন্ধও নাই। প্রত্যুতঃ গৌতম মহাত্মা ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার প্রথমেই বলিয়াছেন,

বেদো ধর্ম্মমূলং তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলে দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাং ন তু দৃষ্টোঽর্থোবরদৌর্ব্বল্যাত্তুল্য বলবিরোধে বিকল্পঃ।

বেদই ধর্ম্মের মূল। অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে হইলে বেদকেই আশ্রয় করিতে হইবে। বেদজ্ঞ মহর্ষিগণের অনুষ্ঠিত কার্য্য ও তাঁহাদিগের উক্ত স্মৃতিশাস্ত্রও ধর্ম্ম বিষয়ের প্রমাণ। কিন্তু মহাত্মাদিগেরও বিহিত কার্য্যের লঙ্ঘন ও অবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়; ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ধর্ম্ম প্রমাণ সম্বন্ধে মহাত্মাদিগের আবার নিঃসন্দেহ প্রমাণ নহে। সুতরাং তাহা স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের সঙ্গে মিল করিয়া লইতে হইবে। স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ ব্যবস্থা স্থলে উভয় পক্ষ তুল্যবল হইলে বিকল্পে ব্যবহার্য্য। দুর্ব্বল পক্ষের মত গ্রহণীয় নহে।

এস্থলে গৌতম ঋষি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঋষিবর বলিতেছেন বেদ হইতেই ধর্ম্ম নিরূপণ করিবে। বেদবিদ্দিগের প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র সকল ধর্ম্মের প্রমাণস্থল বলিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে, যাবতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুমোদিত যে আচরণ, তাহাই বৈধ ও অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিধি দিয়াছেন এবং এই সকল শাস্ত্রের মতদ্বৈধ থাকিলে অধিকাংশ ঋষি যে পক্ষে মত দিতেছেন, তাহাই গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গৌতমস্মৃতি ত্রেতাযুগের জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং ঐ যুগের এক মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র। অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রের যে যে অংশ গৌতম স্মৃতির অবিরোধী, তাহা ঐ যুগে গ্রহনীয় এবং বিরোধ স্থলে ত্রেতা যুগে গৌতম স্মৃতিই প্রামাণ্য। ইহা কখনই আদরণীয় হইতে পারে না। যিনি শাস্ত্র প্রণেতা তিনি যখন ঘুণাক্ষরেও একথা স্বীকার করেন না যে, তাঁহার ধর্ম্ম শাস্ত্র কোন যুগ বিশেষের জন্য প্রণীত হইয়াছে এবং ব্যবস্থার-বিরোধ স্থলে ঐ যুগে যাবতীয় শাস্ত্রের উপর তাহার প্রণীত শাস্ত্রই প্রামাণ্য হইবে। বরং অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত বিধান লইয়া এবং বিরোধ স্থলে দুই পক্ষের বলাবল বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

স্থির করিতে আদেশ দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ব্যাখাত কোন ব্যবস্থা অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী হইলে, ঐ ব্যবস্থা যদি দুর্ব্বল পক্ষ হয়, তাহা যখন খণ্ডনীয় হইবে বলিয়া স্পষ্টতঃ বিধান দিতেছেন,—তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ত্রেতাযুগে গৌতম স্মৃতিই অবলম্বনীয় এবং বিরোধী স্থলে ঐ যুগে ঐ স্মৃতিই প্রধান প্রামাণ্য ইহা গৌতম বাক্যেই অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। শঙ্খ ও লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাপরের কি অন্য কোন যুগের কোন কথাই নাই।

স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য সৃষ্টিসংহারকারিণে।
চাতুর্ব্বর্ণ্য হিতার্থায় শঙ্খঃ শাস্ত্রমথাকরোৎ ॥

ব্রহ্মা ও শিবকে নমস্কার করিয়া চতুর্ব্বর্ণের মঙ্গলার্থে শঙ্খ শাস্ত্র বিধান করিলেন। এই মাত্র বলিয়া যজনং যাজনং দানং ইত্যাদি ধর্ম্ম বলিয়াছেন। স্বভাবতঃ যেরূপ অর্থ বুঝা যায়, তাহাতে লিখিত প্রণীত শাস্ত্রে (লিখিত সংহিতার আরম্ভে কোন গ্রন্থারম্ভ সূচক বাক্য নাই) শঙ্খ প্রণীত শাস্ত্রেরই যেন স্রোত বহিয়া গিয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। লিখিতসংহিতার প্রথম শ্লোক এই:—

ইষ্টাপূর্ত্তে তু কর্ত্তব্যে ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥

সকল কালের জন্যই চাতুর্ব্বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। বিশেষ কোন নির্দ্দেশ না থাকিলে সকল কালের জন্য বলিয়া নিরূপণ করাই ন্যায় সঙ্গত। সুতরাং শঙ্খ লিখিত সংহিতা কর্ত্তারা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত মীমাংসার পক্ষ সমর্থনকারী হইতেছেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "কৃতেতু মানবো ধর্ম্মাঃ" ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যানুসারে মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র সত্যযুগের, গৌতম ত্রেতাযুগের, শঙ্খ ও লিখিত দ্বাপর যুগের ও পরাশর কলিযুগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, অত্রি বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি আর ১৬ খানি সংহিতা কোন্ কালের জন্য তাহার কিছু মীমাংসা করেন নাই। তাঁহারা হয়, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের জন্য, না হয়, কোন যুগ বিশেষের জন্য ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন "মনু, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত ও পরাশর প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের শাস্ত্র।" ঐ ঐ যুগে ঐ ঐ

ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রধান প্রমাণ। অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে যে যে অংশ ঐ ঐ প্রধান শাস্ত্রের অবিরোধী তাহা ঐ ঐ যুগে গ্রাহ্য।" ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই অবলম্বনীয়; তবে মত বিরোধ স্থলে সত্য যুগে মনু, ত্রেতা যুগে গৌতম, দ্বাপর যুগে শঙ্খ, লিখিত ও কলিতে পরাশরোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রধান প্রামাণ্য। কোন যুগানুসারে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধানত্ব জন্মায় এ মীমাংসা গৌতম ঋষি স্বয়ং খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র যে চারি যুগের জন্য তাহার আর কোন সংশয় নাই। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই সকল যুগের শক্য অশক্য বিধায়ে সমস্ত ধর্ম্মই বিস্তারিত রহিয়াছে।

বস্তুতঃ পরাশরোক্ত সংহিতা ভিন্ন যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ যত্নের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র যুগ বিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় না। সংহিতাগুলির মধ্যে কেহ বা কোন বিষয় সংক্ষেপে, কেহ বা কোন বিষয় বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন, কেহ বা কেবল প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলিয়াই বক্তৃতা সমাপন করিয়াছেন। কোন আচার ধর্ম্ম ইত্যাদি অন্য কোন সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। এইরূপ যাহা কিছু প্রভেদ দেখা যায়। নতুবা ব্যবস্থার তাৎপর্য্যগত কি প্রায়শ্চিত্তগত কোন প্রভেদ দেখা যায় না। বিধি সকলের নিয়োগ স্থল নির্ণয় করিতে পারিলে আর শাস্ত্রদ্বৈধ স্বীকার করিতে হয় না। এইরূপ নিয়োগস্থল নির্ণয় করাই প্রকৃত মীমাংসা, নতুবা প্রয়োজন অনুসারে শাস্ত্র গড়িয়া মত স্থাপন করা কেবল শাস্ত্র দ্রোহীতা এবং তৎফলস্বরূপ সমাজ উৎশৃঙ্খল করা হয় মাত্র।

যুক্তি অনুসারে বিচার করিতে গেলেও ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, যুগানুসারে শক্তি বিবেচনা করিয়া বিহিত কার্য্যগুলির মধ্যে সাধ্যাসাধ্য নির্ব্বাচন করিয়া বিধিবদ্ধ করা ধর্ম্মোপদেষ্টার কার্য্য নহে। নিষিদ্ধ কার্য্যের ত কথাই নাই, যাহা সত্যযুগে নিষিদ্ধ, তাহা যুগান্তরে বিধি হইতে পারে না। যাহাতে লোকের অধোগতি হয় তাহা সত্য যুগে যেরূপ অনমুষ্ঠেয়, অধর্ম্ম প্রবল কলি যুগেও তাহা সেইরূপ অনমুষ্ঠেয়, ইহা চিরকালই বলিতে হইবে। কালবশে লোকের মন অধোমুখী হয় বলিয়া যে, তৎকালে অবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানই বৈধ হইবে, ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ বরং ধর্ম্মশীল, ধর্ম্ম পরায়ণ লোকের সমাজের মধ্যে কোন নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠা প্রচলিত থাকিলেও যখন লোক স্বভাবতঃ অধর্ম্ম পরায়ণ হয়; তখন যত্নপূর্ব্বক সকল কার্য্য বর্জ্জন করা একান্ত বিধেয়, নতুবা অগ্নিতে দহমান কাষ্ঠ প্রয়োগে ন্যায় অধর্ম্ম প্রবৃত্তি উদ্বেল হইয়া সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে।

এক্ষণে বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান লইয়া কথা হইতেছে। মনুষ্যের চরমোন্নতি সাধন করিতে হইলে বহুল কঠোর তপস্যাদি সাধন করিতে হয়, কিন্তু সকল কালে সকল লোকের তৎ তৎ কার্য্যানুষ্ঠানের উপযোগী শক্তি স্বভাবতঃই থাকে না। সুতরাং যুগানুসারে শক্তি হ্রাসানুরোধে সকল প্রকার বৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রায় সমস্ত লোক একরূপ অনধিকারী হইয়া পড়ে, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া একথা স্বীকার করা যাইতে পারে না যে, ত্রেতা যুগে সত্য যুগের ন্যায় একটী লোকেরও জন্ম হইবে না, অথবা দ্বাপর কিম্বা কলিতে যে একজন ও এমন লোক জন্মিতে পারে না যে, সে তপস্যা কি আত্মজ্ঞানোপার্জ্জন কি যজ্ঞাদি করিতে সক্ষম। কলি যুগে বেদব্যাসপুত্র শুকদেব, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ যুধিষ্ঠির, চৈতন্য, তৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করাচার্য্য ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কলিযুগে যে কেহই ধর্ম্মানুরাগী নাই, অথবা কলি যুগে তপস্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কেহই সক্ষম নহে, একথা বলিতে পারা যায় না। উল্লিখিত ধর্ম্মাত্মাগণ যে কলিযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ই দিয়াছেন, আমি তাহাই পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(বিঃ বিঃ পুঃ ১৩৩ পৃঃ)

শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥

কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা ভূতলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কহলণরাজ তরঙ্গিনী। প্রথম তরঙ্গ।

ত্রিষু বর্ষসহস্রেষু কলের্যাতেষু পার্থিব।
ত্রিশতে চ দশ ন্যূনে হ্যস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি।
শূদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধসত্তমঃ।
নৃপান্ সর্ব্বান্ পাপরূপান্ বর্দ্ধিতান্ যো হনিষ্যতি।
চর্বিতায়াং সমারাধ্য লপ্স্যতে ভূভরাপহঃ।
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিকা শতত্রয়ে।
ভবিষ্যং নন্দরাজঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি।
শুক্লতীর্থে সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তিং যোঽভিলপ্স্যতে।

ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যধিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতে ॥

কলিযুগের ৩২৯০ বৎসর গত হইলে এই পৃথিবীতে শূদ্রক নামে এক রাজা হইবেন। তিনি মহাবীর ও অতি প্রধান সিদ্ধ পুরুষ হইবেন। পাপিষ্ঠ প্রবল প্রতাপান্বিত সমস্ত রাজাদিগকে বধ করিবেন, এবং চর্বিতাতে আরাধনা করিয়া সিদ্ধ হইবেন। তৎপরে বিংশতি বৎসর অতীত হইলে নন্দ বংশীয়েরা রাজা হইবেন। চাণক্য এই নন্দবংশ নিপাত করিবেন এবং শুক্লতীর্থে আরাধনা করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। তৎপরে ৬৯০ বৎসর গত হইলে বিক্রমাদিত্য রাজা হইবেন।

কুমারিকা খণ্ডযুগ ব্যবস্থাধ্যায়।

অথ বারাণসীং গত্বা কৃতকাষায়সংগ্রহঃ।
সর্ব্বংসন্ন্যস্য সুকৃতী মাতৃগুপ্তোঽভবদ্‌যতিঃ। ৩২২ ॥

কহলণরাজতরঙ্গিণী। তৃতীয় তরঙ্গ। অনন্তর কাশ্মীরাধিপ পুণ্যবান্ রাজা মাতৃগুপ্ত সমুদয় সাংসারিক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী গমন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া যতি ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।

আজন্ম ব্রহ্মচারী দিগমলবসনঃ সংযতাত্মা তপস্বী
শ্রীহর্ষারাধনৈকব্যসনশুভমতিস্ত্যক্তসংসারমোহঃ।
আসীদ্‌যো লব্ধজন্মা নবতরবপুষাং সত্তমঃ শ্রীসুবস্তু-
স্তেনেদং ধর্ম্মবিত্তৈঃ সুঘটিতবিকটং কারিতং হর্ষহর্ম্ম্যং ॥

যে সুবস্তু যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী দিগম্বর সংযত তপস্বী হর্ষদেবের আরাধনে একান্তরত, সংসার মায়া শূন্য সার্থক জন্মা ও সুপুরুষ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মার্থে হর্ষ দেবের সুগঠন প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

উপরে যে সকল উদাহরণ দেখান হইল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান কলিযুগে ও ধর্ম্মানুরাগী এবং বিশিষ্ট শক্তি সম্পন্ন লোক জন্মিয়াছিলেন, যাঁহারা সম্যক দুরূহ কষ্ট সাধ্য ধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে ও ভারত মধ্যে খুঁজিলে অনেক ধর্ম্মাত্মাকে তপমগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ধর্ম্মব্যাখ্যা পুস্তকে বলিয়াছেন "যদি ইতিহাস বিশ্বাস না কর, তবে চল চন্দ্রনাথ, বারাণসী, হরিদ্বার, হিমালয়াদির কন্দরে যাই, আজও শত শত তপোময় দেবোপম মহাপ্রভাব মহাত্মা আত্মদর্শী সম্পূর্ণ মনুষ্য সকল দেখাইব।"

যদি সংহিতা কর্ত্তারা কলিযুগে শক্তিহ্রাস হয় বলিয়া শক্তি অনুসারে ধর্ম্মব্যবচ্ছেদ করিয়া কলিযুগের জন্য অতি সহজ সাধ্য ধর্ম্মাচরণ বিহিত বলিয়া পৃথকরূপে বিধিবদ্ধ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে ঐ সকল মহাপুরুষদিগের ধর্ম্মোন্নতির পথ রুদ্ধ হইত। অধর্ম্ম প্রবল ব্যক্তিদিগের সুবিধার জন্য ধর্ম্মেচ্ছুদিগের উন্নতির পথ সঙ্কোচ করিয়া দেওয়া যে যুক্তি ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ,তাহা সংহিতা কর্ত্তারা বেশ বুঝিতেন। কাজেই কোন বিশেষ কালের জন্য ধর্ম্মাচরণের কেহ পরিমাণ স্থির করিয়া দেন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মোন্নতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। যাঁহার যতদূর শক্তি, তিনি ততদূর চরমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সতত যত্নবান হউন, ইহাই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। কোন সংহিতায় যুগ বিশেষের পৃথক ধর্ম্ম নিরুপণ করিয়া না দিবার ইহাই প্রধান কারণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও যে এইরূপ বুঝিয়াছেন, তাঁহার এই কথাতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যথা,—

"কলিযুগের ইদানীন্তন কালের লোক অপেক্ষা পূর্ব্বতন লোকেরা অধিক শাস্ত্র জানিতেন, অধিক শাস্ত্র মানিতেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।" বিঃ বিঃ পুঃ ১৩৫ পৃঃ ৬ হইতে ৮ম পংক্তি পর্য্যন্ত।

এক্ষণে দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের কথাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ব্বতন কালের লোকেরা কেবল পরাশরোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র কলিযুগের বলিয়া তাহারই আশ্রয় লইতেন না, অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রও অবলম্বন করিয়া চলিতেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, যেখানে বিরোধ নাই, সে স্থলে যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র হউক না কেন,তাহা অবলম্বন করিলেই হইল; কিন্তু বিরোধস্থলে সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যার বলাবল বিবেচনায় সামঞ্জস্য করিয়া যাহা স্থির হইবে, তাহাই গ্রাহ্য। আচার বিধির মধ্যে কতকগুলি কার্য্য এমত আছে যাহা, যখন লোক সমাজে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অতীব প্রবল, তখন তাহা অনুষ্ঠিত হইলে কাহাকে বিপথগামী করিতে পারে না, সুতরাং তখন ততদূর দোষাবহ হয় না। কিন্তু যখন সমাজের গতি স্বতঃই অধর্ম্মাভিমুখে ধাবিত, তখন তাহা আচরিত হইলে অধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বিগুণতর প্রবল হইয়া উঠে। পূর্ব্বতন কালে মনীষিগণ সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সমাজ সংস্করণার্থ ঐ সকল কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য সাময়িক নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

বৃহন্নারদীয় পুরাণে,

সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥

দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা ॥
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ ॥
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥

অথাচ আদিত্য পুরাণে,—

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দ্দত্তাকন্যা প্রদীয়তে ॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধে নিহিংসনম্ ॥
বাণপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধি দেশিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায় সাপেক্ষ মঘসঙ্কোচনং তথা।
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাস গোপাল কুল মিত্রার্দ্ধসীরিণাম্ ॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থ সেবাতিদূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদি ক্রিয়াপি চ ॥
ভৃগ্বগ্নি মরণঞ্চৈব বৃদ্ধাদি মরণং তথা।

ইত্যাদিন্যভিধায়,—

এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥

সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণা কন্যা বিবাহ, দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি, মধুপর্কে পশুবধ, মাংসশ্রাদ্ধ, বাণপ্রস্থাশ্রম, দত্তা কন্যাকে পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাপ্রস্থান গমন এবং

গোমেধ যজ্ঞ এই সমস্ত ধর্ম্ম কলিযুগে বর্জনীয়, পণ্ডিতগণ ইহা বলিয়া গিয়াছেন।

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, কমণ্ডলু ধারণ, দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি, দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত অসবর্ণা কন্যার বিবাহ, আততায়ী ব্রাহ্মণাদির ধর্ম্মযুদ্ধে হিংসা করা, বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন, বৃত্ত (অগ্নি হোমাদি) এবং স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) অপেক্ষা করিয়া অশৌচের হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া এবং পাপ গোপন করা, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাপের সংসর্গদোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন অন্য বিধ পুত্রকে পুত্ররূপে গ্রহণ, শূদ্রজাতি মধ্যে দাস, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসিরী, ইহাদিগের সহিত ভোজ্যান্নতা, গৃহস্থের অতি দূরদেশে তীর্থ পর্য্যটন, শূদ্রের আহারের নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পাককরা, পর্ব্বতের যে উচ্চস্থান হইতে জলপ্রপাত হয়, সেই স্থানে এবং অগ্নিতে প্রাণ পরিত্যাগ করা, বৃদ্ধাদির স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মরণ, কলির প্রথমে লোক রক্ষার্থ মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই সমস্ত কার্য্য ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বচনে মনীষিগণ যাহা নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনটীই ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধী নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াই এ নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন কালে অর্থাৎ কলির প্রথম ভাগে বীর্য্যবান ধর্ম্মাত্মাদিগকে এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, তাঁহারা আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ না মানিয়া অশ্বমেধ অগ্নি প্রবেশাদি করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালীন লোকেরা পুরাণের নিষেধের অনুরোধে স্মৃতি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেননা। "সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবৎ ভবেৎ।" সাধু দিগের ব্যবস্থাও বেদবৎ প্রমাণ হয়। এরূপ শাসন সত্বেও যখন পূর্ব্বকালীন লোকেরা পুরাণের নিষেধে অনাদর করিয়া অশ্বমেধাদির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তখন ঐ সকল নিষেধ যে নিষেধ বলিয়া গণ্য ও মান্য ছিলনা; তাহার কোন সংশয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া কেবল আপন উদ্দেশ্য সাধনে ব্যগ্র; সুতরাং পদে পদে অন্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে সকল ধর্ম্মাত্মা এ নিয়মানুসারে কার্য্যকরেন নাই, তাঁহারা জানিতেন যে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, এবং কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ঐ সমুদয় নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহারা ঐ সমস্ত নিয়মানুসারে কার্য্য না করায় ঋষিবাক্য অগ্রাহ্য বা অমান্য করিয়াছেন, এরূপ বলা যাইতে পারেনা। শাস্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে যাহারা এ নিয়মের অন্তর্ব্বর্ত্তী; তাহারা এ নিয়মানুসারে না চলিলে অবশ্যই নিয়ম উল্লঙ্ঘন জন্য ঋষিবাক্য অমান্য করিয়াছে

এরূপ বলিতে পারা যায়; কিন্তু যাঁহাদিগের জন্য এ নিয়ম স্থাপিত হয় নাই, তাঁহারা তদনুসারে না চলিলে তাহাদিগকে পুরাণ অমান্য করিয়াছেন এরূপ বলা যাইতে পারে না। পুরাণ শাস্ত্রে যে সমস্ত নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ইন্দ্রিয়সংযত ধর্ম্মরত মহাত্মাদিগের জন্য নহে। কলিতে জন্মিলেই যে এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইতে হইবে, ইহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। এ সকল ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের জন্য, সুতরাং বেদ-ব্যাসের ন্যায় সংযত তপস্বীর পক্ষে এবং ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরাদির পক্ষে এ নিয়ম নহে। বেদব্যাস দ্বারা কলিযুগে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করা হইয়াছে দেখিয়া,অথবা সিদ্ধ পুরুষ শূদ্রক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন দেখিয়াই তাঁহারা পুরাণ মানিতেননা বলা নিতান্ত অন্যায়। এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া প্রচার করায় শুদ্ধ মহাত্মাদিগের প্রতি অযথা দোষারোপ করা হইয়াছে এইমাত্র নহে, শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক দিগের কর্ণে এ মন্ত্র দিয়া সমাজের বিশিষ্ট ক্ষতি করা হইয়াছে।

দেখুন নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করিতে মনু কিরূপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আবশ্যক বলিয়াছেন।—

বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাক্‌যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন ।৬০।৯
বিধবায়াং নিয়োগার্থে নির্ব্বৃত্তে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্ত্তেয়াতাং পরস্পরম্।৬২।৯
নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্ত্তেয়াতান্তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌস্যাতাং স্নুষাগগুরুতল্পগৌ ।৬৩।৯

নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে যে ব্যক্তি বিধবার গর্ভে সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত গুরুজন দ্বারা নিযুক্ত হন, তিনি ঘৃতাভ্যঙ্গ হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে (নিযুক্তা বিধবার সহিত কথা কহিতে পারিবেনা।) ঋতু কালের রাত্রিতে এক মাত্র পুত্র উৎপাদন করিবেন। দ্বিতীয় পুত্র কদাচ উৎপাদন করিবেননা।

যথাবিধি পুত্রোৎপাদন কার্য্য সম্পন্ন হইলে নিযুক্ত ব্যক্তি ও নিযুক্তা স্ত্রী পরস্পর গুরুবৎ ও পুত্র বধুবৎ মান্য করিবে।

নিয়োগ ধর্ম্মের যে বিধি আছে তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া কাম বশতঃ যদি পরস্পর অভিগমন করে, তাহা হইলে তাহারা গুরুগমন ও পুত্রবধূ গমন পাপে পতিত হয়।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন অন্যের ক্ষেত্রে যদৃচ্ছাগমন করিয়া সন্তান উৎপাদন করিলেই যে ক্ষেত্রজ সন্তান হয় তাহা নহে। যে নিয়ম রক্ষা করিয়া সন্তানোৎপাদন করিলে ধর্ম্মতঃ ক্ষেত্রজ সন্তান বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, তাহা কি প্রবলেন্দ্রিয়দিগের পক্ষে সম্ভব ? বেদব্যাসের ন্যায় সংযতেন্দ্রিয় ভিন্ন আর একার্য্য কেহই বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন করিতে পারেনা। একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, যখন যে সমাজে কি পুরুষ কি স্ত্রী ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য লোলুপ, তখন তাহাদিগের মধ্যে নিয়োগ প্রথা, বৈধ প্রমান করিয়া, প্রবর্ত্ত করিয়া দিলে গুরুগমন ও পুত্রবধু গমন পাপে পতিত ব্যক্তির সংখ্যা কি গণনা দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে ? কাজেই প্রবলেন্দ্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা যখন সমাজে অধিক হইয়া পড়ে তখন সমাজ রক্ষার জন্য নিয়োগ প্রণালী দ্বারা সন্তানোৎপাদন প্রথা এক কালে উঠাইয়া দিতে হয়। অতএব উল্লিখিত পুরাণোক্ত "লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ,, ইত্যাদি বচনে যে সকল কার্য্য হইতে সমাজ নেতৃ মহর্ষিগণ বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রবলেন্দ্রিয় শক্তি হীন দিগের জন্য। কলিতে প্রবলেন্দ্রিয় লোকই অধিক। সুতরাং পুনঃ পুনঃ শক্তি হীন, প্রবলেন্দ্রিয়, ইত্যাদি লোকদিগের জন্য না বলিয়া সামান্যত কলিযুগের জন্য বলিলেই হীন শক্তি দিগের কথাই বলিয়া বুঝাযায় ;- ধর্ম্মাত্মাদিগর জন্য নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পরাশরোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন আর যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র কোন কাল বিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া সাধারণতঃ লোক হিতের জন্য দুর্ব্বলের উপযোগী, সময়ের উপযোগী সকল প্রকার বিহিত আচার ধর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি ধর্ম্মাচরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং কেহই কোন শাস্ত্রকে কোন কাল বিশেষের জন্য প্রধান করেননাই, বরং সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে মনু প্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সাধারণতঃ আজ্ঞাসিদ্ধ বলিয়া মান্য করিয়াছেন। এক্ষণে পরাশর সংহিতা কি কেবল অশক্ত লোকদিগের জন্যই নিদ্ধারিত, না ইহাতে অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় সকল কালের ও সকল অবস্থার ধর্ম্ম ব্যবস্থিত রহিয়াছে, তাহা এক বার আলোচনা করা আবশ্যক।

এক্ষণে আমরা দুইখানি পরাশর সংহিতা প্রাপ্ত হইতেছি। একখানি ক্ষুদ্রায়তনের ও অপর খানি তদপেক্ষা বৃহৎ। ক্ষুদ্রখানি পরাশর ও বৃহৎ খানি বৃহৎ পরাশর নামে অভিহিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন ক্ষুদ্রখানি পরাশরের নিজের প্রণীত এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ বৃহৎ পরাশরখানি পরাশরের অনুমত্যানুসারে সুব্রত নামে একজন তপস্বী করিয়াছেন। তাঁহার মীমাংসা প্রমাণসহ নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করা হইল, পাঠকবর্গ দেখিবেন ঐ মীমাংসা বিচার সঙ্গত কিনা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন (বি, বি, পুঃ ১২১ পৃঃ) "পরাশর সংহিতাতে লিখিত আছে যে,—

ব্যাস বাক্যাবসানেতু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ ॥

ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর বিস্তারিতরূপে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও স্থূল নির্ণয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে পরাশর ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যাসদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—

শৃনুপুত্র প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বন্তু মুনয়স্তথা।

হে পুত্র! আমি ধর্ম্ম বলি শ্রবণ কর এবং মুনিরাও শ্রবণ করুন।

ইহাদ্বারা পরাশর সংহিতা যে পরাশরের স্বয়ং প্রণীত, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু, বৃহৎ পরাশর সংহিতাতে লিখিত আছে,—

পরাশরো ব্যাস বচোঽবগম্য যদাহশাস্ত্রং চতুরাশ্রমার্থম্।
যুগানুরূপঞ্চ সমস্তবর্ণ-হিতায় বক্ষ্যত্যথ সুব্রতস্তৎ।

পরাশর ব্যাসবাক্য শ্রবণ করিয়া চারি আশ্রমের নিমিত্ত এবং চারিবর্ণের হিতের নিমিত্ত বর্ত্তমান কলিযুগের উপযুক্ত যে শাস্ত্র কহিয়াছিলেন এক্ষণে সুব্রত তাহা কহিবেন।

শক্তিসূনোরনুজ্ঞাতঃ সুতপাঃ সুব্রতস্ত্বিদম্।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্রমথাব্রবীৎ ॥

পরাশরের অনুজ্ঞা পাইয়া তপস্বী সুব্রত চারি আশ্রমের হিতকর এই শাস্ত্র কহিয়াছেন।

ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৃহৎ পরাশর সংহিতা পরাশরের স্বয়ংপ্রণীত নহে। পরাশর ব্যাসদেবকে যে সকল ধর্ম্ম কহিয়াছিলেন, সুব্রতনামা এক ব্যক্তি পরাশরের অনুজ্ঞা পাইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্ম কহিয়াছেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে লঘু সংহিতাখানি পরাশরের নিজের কৃত এবং বৃহৎ সংহিতা খানি বেদব্যাসকে পরাশর যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই পরাশরের অনুজ্ঞাক্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে এবং পরে এ পর্য্যন্তও বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে পরাশর

যে ধর্ম্ম বলেন নাই সুব্রত তাহাও বলিয়াছেন। ইহা বলিবার অভিপ্রায় এই যে সুব্রত আপন ইচ্ছামত পরাশর বাক্যের অধিকও বলিয়াছেন, অবশেষে বৃহৎ পরাশর সংহিতা আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই স্বীকার করেন নাই বলিয়া ইহা অপ্রামাণিক গ্রন্থ স্থির করিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কিরূপে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিতে পারি না। তিনি এ গ্রন্থখানি পরাশরোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ "নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি বচন পরাশর যে বিধবাবিবাহ বৈধ বলিয়া বিধিবদ্ধ করিবার উদ্দেশে বলিয়াছেন, ইহা প্রমাণ করিতে পারেন না, এজন্য বৃহৎপরাশরকে অপ্রামাণিক, অপ্রচলিত ইত্যাদি বাক্যে যে কোন প্রকারে অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্ন অদ্যাবধি যে আর কেহই ইহাকে অগ্রাহ্য করেন নাই এবং সকলেই পরাশরের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা গ্রন্থান্তরে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে ; কেহবা বৃদ্ধ পরাশর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেহ বা বৃহৎ পরাশরোক্ত বচন কেবল পরাশরের বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—

লঘু পরাশর সংহিতার ভাষ্যে মাধবাচার্য্য বৃদ্ধ পরাশর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে মাধবাচার্য্যের ভাষ্য সহিত পরাশর মাধব নামে যে পরাশর সংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ১২৭ পৃঃ ১১ পংক্তি হইতে দেখ।

মুনিভিস্তত্তৎ যুগ সামর্থ্যং বিধি নিষেধাভ্যাং বিশেষেণ ভাবিতম্, তথা, বিহিতাতিক্রম নিষিদ্ধাচরণয়োঃ প্রায়শ্চিত্তমপি চিরন্তনেন পরাশরেণোক্তম্। পঠ্যন্তেহি বৃদ্ধ পরাশরস্য বচনানি,—

জরায়ু জাণ্ড-জাশ্চৈব জীবাঃ সংস্বেদজাশ্চ যে।
অবধ্যাঃ সর্ব্বএবৈতে বুধৈঃ সমনুবর্ণিতম্॥ ইত্যাদি।

উক্ত গ্রন্থে ২১৬ পৃষ্ঠায় দেখ—

বৃদ্ধ পরাশরঃ—

উপবিষ্টস্তু বিণ্মূত্রং কর্ত্তুর্যস্তু ন বিন্দতি।
ন কুর্য্যাদর্দ্ধশৌচন্তু স্বস্য শৌচস্য সর্ব্বদা॥ ইতি।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে মাধবাচার্য্য বৃহৎ পরাশর সংহিতা প্রমাণ স্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন সুতরাং ইহা যে পরাশরোক্ত সংহিতা, তাহা আর বলিতে বাকী রহিল না।

পরন্তু আরও দেখান যাইতেছে যে, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতি সংগ্রহে পরাশরের বচন বলিয়া বৃহৎ পরাশরের বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ সকল বচন লঘু সংহিতায় নাই।

রঘুনন্দন স্মৃতি সংগ্রহে শুদ্ধিতত্ত্বে সদ্যঃ শৌচ প্রকরণে,—

তথাচ পরাশরঃ। উপসর্গমৃতে চৈব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে।

বৃহৎ পরাশরে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে।

দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রভঙ্গেচ আপৎকাল উপস্থিতে।
উপসর্গামৃতে বাপি সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥

পুনরপি।—

শুদ্ধিতত্ত্বে দান প্রকরণে,—

শাতাতপ পরাশরৌ।

সন্নিকৃষ্ট মধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ।
ভোজনে চৈব দানে চ দহত্যা সপ্তমং কুলম্॥

বৃহৎ পরোশরের চতুর্থ অধ্যায়ে।

অত্যাসন্ন মধীয়ানান্ ব্রাহ্মণান্ যো ব্যতিক্রমেৎ।
ভোজনে চৈব দানেচ হিনস্ত্যাসপ্তমং কুলম্॥

আরও দেখুন দত্তক চন্দ্রিকা এক খানি প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক গ্রন্থ। স্বর্গীয় পণ্ডিতবর ভরত চন্দ্র শিরোমণি ইহার বাল সম্বোধনী নামে টীকা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বৃহৎ পরাশর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়া উক্ত গ্রন্থস্থ বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

অপুত্রের পুত্র প্রতিনিধি গ্রহণ প্রকরণে—

অপুত্রস্য পিতৃব্যস্য তৎপুত্রো ভ্রাতৃজো ভবেৎ।
স এব তস্য কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধ পিণ্ডোদক ক্রিয়ামিতি
বৃহৎপরাশর স্মরণাৎ॥

এই বচন অবিকল বৃহৎপরাশরের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে।

যথা

অপুত্রস্য পিতৃব্যস্য তৎপুত্রৈ ভ্রাতৃজো ভবেৎ।

স এব তস্য কুর্ব্বীত পিণ্ডদানোদক ক্রিয়াঃ ॥

এ বচন লঘু পরাশরে নাই। লঘু পরাশরে কেবল শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত নিবদ্ধ হইয়াছে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার কথা মাত্রও নাই। অতএব বৃহৎপরাশর গ্রন্থ যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে সকলে পরাশরের শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় ভরত চন্দ্র শিরোমণি আমাদিগের দেশে একজন প্রসিদ্ধ নব্য ও প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি দত্তক শিরোমণি নামে যে গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন, ঐ বৃহৎপরাশরের বচন যেমন দত্তকচন্দ্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে তিনিও নিজগ্রন্থে অবিকল ঐরূপ বৃহৎপরাশরের বচন বলিয়া ঐ বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। (দত্তক সিরোমণিঃ। বিধান ব্যতিরেকে পুত্র গ্রহণ নিষেধঃ এই প্রবন্ধে ১০২ পৃষ্ঠা দেখ।)

দত্তক মিমাংসাকার নন্দ পণ্ডিতও লিখিয়াছেন—

অপুত্রস্য পিতৃব্যস্য তৎপুত্রো ভ্রাতৃজো ভবেৎ।
স এব তস্যকুর্ব্বীত শ্রাদ্ধ পিণ্ডোদক ক্রিয়ামিতি বৃহৎপরাশর স্মরণাৎ ॥

অতএব দেখুন পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিবন্ধ কারেরাও বৃহৎপরাশর মান্য করিয়াছেন। সুতরাং বৃহৎপরাশর গ্রন্থ যে অপ্রচলিত, অপ্রামাণিক গ্রন্থ, কেহ কখন গ্রাহ্য করে নাই, বিদ্যাগর মহাশয়ের একথার আর স্থল থাকিতেছেনা।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, কুবের, নন্দ পণ্ডিত ও ভরত শিরোমণি প্রভৃতি বৃহৎ পরাশর স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, এবং ইহা যে চির প্রচলিত ও নিবন্ধকারদিগের সকলেরই আদৃত গ্রন্থ তাহার আর সংশয় নাই। অধুনা বৃহৎ পরাশরবোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। অতএব কেবল যে বঙ্গ দেশস্থ পণ্ডিত দিগের নিকট বৃহৎ পরাশর গ্রন্থছিল, এমত নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও ইহা পূর্ব্বাবধি এখন পর্য্যন্ত বিশেষ প্রচলিত আছে, তাহার আর কোন সংশয় রহিল না।

মূল গ্রন্থের বচনের সহিত স্মৃতি সংগ্রহ কর্ত্তার উদ্ধৃত বচনের যে কিছু শব্দগত বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কেবল আদর্শ দৃষ্টে লিখন সময়ে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পূর্ব্বতনকালে ধর্ম্মশাস্ত্র মুদ্রিত হইয়া লোক সমাজে অধিকারী অনধিকারী সকলের হস্তে বিন্যস্ত হইত না। আদর্শদৃষ্টে হস্তে লিখিয়া লোক পরম্পরায় শাস্ত্র অধীত হইত। কাজেই মধ্যে মধ্যে শব্দ বিপর্য্যয় ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

পাঠকবর্গ দেখুন, উল্লিখিত বচন গুলির মধ্যে শব্দ বৈষম্য এক রূপ কিছুই নাই বলিলে হয়। নিম্ন লিখিত পরাশরের বচনগুলি দেখিলে এক গ্রন্থের বচন বলিয়া বোধ হয় না।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিসংগ্রহের প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে গো-প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে পরাশরঃ—

ধূর্য্যেষু বহমানেষু দণ্ডেনাভি হতস্যচ।
কাষ্ঠেন লেষ্টুনা বাপি পাষাণেন তু তাড়িতঃ।
মূর্চ্ছিতঃ পতিতশ্চৈব মৃতোবা সদ্য এবচ।
এবং গতানাং ধূর্য্যানাং প্রবক্ষ্যামি যথা বিধি।
উত্থিতস্তু পদং গচ্ছেৎ পঞ্চ সপ্ত দশাথবা।
গ্রাসম্বা যদি গৃহ্ণাতি তোয়ম্বা পিবতি স্বয়ং।
পূর্ব্বব্যাধি বিনষ্টানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

মূলগ্রন্থে।

কামাকামকৃত ক্রোধো দণ্ডৈর্হন্যাদথোপলৈঃ।
গ্রহতা বা মৃতা বাপি তদ্ধিহেতুর্নিপাতনে॥ ৯।৯
মূর্চ্ছিতঃ পতিতোবাপি দণ্ডেনাভি হতঃসতু।
উত্থিতস্তু যদা গচ্ছেৎ পঞ্চ সপ্ত দশৈব বা॥ ১০।৯
গ্রাসং বা যদি গৃহ্ণীয়াত্তোয়ং বাপি পিবেদ্ যদি।
পূর্ব্ব ব্যাধ্যুপ স্পৃষ্টশ্চেৎ প্রায়শ্চিত্তং নবিদ্যতে॥

এখন দেখুন রঘুনন্দন যে পরাশর সংহিতা হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং অধুনা যে সংহিতা মুদ্রিত হইয়াছে, উভয়ের বচন মধ্যে শব্দগত কত বিভিন্নতা!

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে লঘু সংহিতা খানি পরাশরের নিজের প্রণীত। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে চক্ষে দেখেন নাই এবং তাঁহার এ মীমাংসা করিবার কোন বিশেষ প্রমাণ ও নাই তাঁহার এক মাত্র প্রমাণ এই—

শৃনুপুত্র প্রবক্ষেঽহং শৃণ্বন্তু ঋষয় স্তথা।
কল্পে কল্পে ক্ষয়োৎপত্তৌ ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ॥

হে পুত্র আমি ধর্ম্ম বলিব শ্রবণ কর এবং মুনিগণও শ্রবণ করুন।

ইহাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, লঘু সংহিতা খানি পরাশরের নিজের প্রণীত। ভাল, বুঝিলাম, একথা পরাশরের নিজের ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব বচনে—

ব্যাস বাক্যাবসানান্তু মুনি মুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ॥

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদ,

ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর বিস্তারিত রূপে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও স্থূল নির্ণয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কি ইহাকেও পরাশরের নিজের কথা বলেন? ইহা কি স্পষ্টতঃ পরাশর ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা বলিয়া বুঝাইতেছে না? বাস্তবিক ইহা পরাশরের নিজের কথা নহে। বেদব্যাস ও তৎসমভিব্যাহারী ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু দিগকে পরাশর যে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ লইয়া ঐ শ্রোতৃ বর্গের মধ্যে এক জনই হউক, অথবা অন্য কেহ অতি সংক্ষেপে এই সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন। পরাশরের উপদেশ বাক্য অবলম্বন করিয়া যে সংহিতা হইয়াছে, তাহা পরাশরের প্রণীত সংহিতা বলিয়া আখ্যাত। নতুবা বৃহৎ পরাশরই বলুন,আর পরাশর সংহিতাই বলুন, ইহার কোন খানই পরাশরের নিজের প্রণীত নহে। পরাশরের কথিত ধর্ম্মোপদেশ কি বৃহৎ পরাশরে কি লঘু পরাশরে এ উভয় সংহিতায় দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা নিবদ্ধ হইয়াছে। পরাশর সংহিতায় যে পরাশর ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা তাঁহার উপদেশ সকল নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আরও প্রমাণ দেখুন।

যুগেযুগেচ সামর্থ্যং শেষং মুনিভির্ভাষিতং।
পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং প্রধীয়তে॥১।৩৩।
অহমদ্যৈব তদ্ধর্ম্মমনুস্মৃত্য ব্রবীমিবঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাচারং শৃণুধ্বং মুনি পুঙ্গবাঃ॥১।৩৪॥
পরাশর মতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্।
চিন্তিতং ব্রাহ্মণার্থায় ধর্ম্ম সংস্থাপনায়চ॥১।৩৫।

অনন্তর দ্বিতীয় অধ্যায়ে,

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।

ধর্ম্ম সাধারণং শক্যং চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমাগতম্ ।।
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্বপরাশরবচো যথা ।২।১

যুগে যুগে লোকের শক্তি হীন হয়, মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন। পরাশর যে রূপ প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান করুন। মুনিগণ! আমি সেই পরাশরোক্ত চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। পরাশরের মত পবিত্র, পুণ্যজনক ও পাপ নাশক। ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ও ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য আমি তাহা স্মরণ করিলাম। ১।৩৩।৩৪।৩৫।

পরন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে লিখিত আছে। অতঃপর কলিযুগে আশ্রম চতুষ্টয়ার্থ নির্দ্দিষ্ট ও বর্ণচতুষ্টয়ার্থ নির্দ্দিষ্ট এবং সাধারণের অনায়াস সাধ্য গৃহস্থের ধর্ম্মাচার পরাশর মতানুসারে বলিব।২।১

অথাতো দ্রব্যশুদ্ধিঃ পরাশর বচো যথা ।৭।১

পরাশর সংহিতা

অতঃপর পরাশর যেমন বলিয়াছেন, তদনুসারে দ্রব্যশুদ্ধি বলিতেছি।

দশগো মিথুনং দদ্যাচ্ছুদ্ধি পরাশরোঽব্রবীৎ। ১০। ১২

পরাশর সংহিতা

দশটি বৃষ ও দশটী গাভী দান করিলে শুদ্ধ হয়। পরাশর এইরূপ বলিয়াছেন।

পরাশর সংহিতার উপরিউক্ত বচনগুলি দৃষ্ট করিলে নিঃসংশয়িত রূপে বুঝা যাইতেছে, কোন ঋষি পরাশরের প্রমুখাৎ অথবা পরম্পরায় তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ অবগত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য পরাশরের মতাবলম্বন পূর্ব্বক এই সংহিতাকারে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, এবং ইহাতেই এই লঘু সংহিতার সৃষ্টি। ইহা পরাশরের নিজের কৃত, কোন মতেই এরূপ বলা যাইতে পারেনা। পরাশরের মত পবিত্র, পুণ্য জনক ও পাপ নাশক ব্রাহ্মণদিগের জন্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য আমি তাহা স্মরণ করিয়া কলিযুগের সাধারণের অনায়াসসাধ্য গৃহস্থের ধর্ম্মাচার পরাশরের মতানুসারে বলিব। ইহা যে পরাশর ভিন্ন অন্য ব্যক্তির কথা তাহা ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। অতএব এখন দেখাযাইতেছে যে, বৃহৎ পরাশর সংহিতায় তপস্বী সুব্রত যেমন পরাশরোক্ত ধর্ম্ম নিবদ্ধ করিয়াছেন, লঘু সংহিতায় ও তেমনই কোন ঋষি পরাশরোক্ত ধর্ম্ম অতি সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার কোন খানিই পরাশরের নিজের প্রণীত নহে। তবে দুই খানি গ্রন্থের মধ্যে প্রভেদ

এই যে, বেদব্যাসকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া পরাশর লোক হিতার্থে তপস্বী সুব্রতকে আপনার ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিবার জন্য সংহিতা প্রণয়ন করিতে দেন; এবং তিনি সেই অনুমত্যনুসারে স্বকর্ণেশ্রুত ধর্ম্মোপদেশ বৃহৎ সংহিতায় নিবদ্ধ করেন; কিন্তু লঘু সংহিতা খানি যে কে প্রণয়ন করিয়াছেন; এবং কাহার ইচ্ছামত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কোন নিদর্শন নাই। এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, কোন্ সংহিতা খানি বিশুদ্ধ, এবং যথার্থ পক্ষে পরাশরের মতানুযায়ী হওয়া যুক্তি-সঙ্গত? লঘু সংহিতায় গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই, তিনি কি শ্রোতৃবর্গের কোন এক জন, কি অন্য কোন ব্যক্তি, তৎসময়ে কি বহুকাল পরে সংক্ষেপ করিয়া পরাশর সংহিতা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কিছুই নিদর্শন নাই সুতরাং ইহাতে যে পরাশরের প্রকৃত ব্যবস্থা সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহার কেহ সাক্ষী নাই, কিন্তু পরাশর নিজের শাস্ত্রমত ব্রাহ্মণদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্য তপস্বী সুব্রতকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি তদুদ্দেশে বৃহৎ পরাশর প্রণয়ন করেন।

বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে;—

দৃষ্টঞ্চ তৎপরং ধেয়ং সর্ব্বমেতৎ পরাশরঃ।
প্রোক্তবান্ ব্যাস মুখ্যানাং শেষং মুনিবিভাষিতং ॥
নিযুক্তঃ সুব্রতঃ শেষং বিপ্রাণাং খ্যাপনায় চ।
পরাশরো ব্যাসবচো নিশম্য যদাহ শাস্ত্রং চতুরাশ্রমার্থম্ ॥
যুগানি রূপঞ্চ সমস্তবর্ণা হিতায় বক্ষ্যত্যথ সুব্রতস্তৎ ॥
শক্তি সুনো রনুজ্ঞাতঃ সুতপাঃ সুব্রতস্ত্বিদম্।
চতুর্বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্রমথাব্রবীৎ ॥ ১ম। অ।

বৃঃ পরাশর ॥

পরাশর, ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া জ্ঞান চক্ষুঃ দ্বারা অবলোকন করতঃ ব্যাসাদি মুনির নিকট বলিয়াছিলেন। সুব্রত মুনি ঐ সকল ধর্ম্ম বলিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরাশর ব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুগধর্ম্ম; ধর্ম্মস্বরূপ, সর্ব্ব বর্ণের ধর্ম্ম ও চতুরাশ্রমী দিগের যে ধর্ম্মশাস্ত্র লোক-হিতার্থে বলিয়াছিলেন, সুব্রত তৎসমস্ত বলিয়াছেন। মহাতপা সুব্রত শক্তিপুত্র পরাশর কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের হিতার্থে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন।

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, বেদব্যাসকে পরাশর ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহা সাধারণ ব্রাহ্মণ সমাজে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য তপস্বী সুব্রতকে নির্ব্বাচন করিয়া আপনার ধর্ম্ম-মত প্রচার করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার কথিত ধর্ম্মকথার প্রকৃত মর্ম্মার্থ সংগ্রহ করিতে তৎকালে সুব্রত ঋষিই যে একমাত্র যথার্থ উপযুক্তপাত্র ছিলেন, তাহার আর কোন সংশয় নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে একজন সামান্য লোকের ন্যায় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "পরাশর ব্যাসদেবকে যে সকল ধর্ম্ম কহিয়াছিলেন, সুব্রত নামক এক ব্যক্তি অনুজ্ঞা পাইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্ম কহিয়াছেন।" ইহা শুনিতেও কষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল যুগ-ধর্ম্ম যুগ-ধর্ম্ম চিন্তা করিতে করিতে যুগ ধর্ম্মে এতই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এক জন তপোধন ঋষিকেও তিনি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যাহাই কেন বলুন না, আমরা সুব্রত ঋষির কোন কথাই মিথ্যা প্রবঞ্চনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা। তপস্বীর সত্যই ধর্ম্ম। অতএব একজন তপস্বীর কথা মিথ্যা বলিয়া বৃহৎ পরাশরকে অপ্রামাণিক গ্রন্থ বলিতে কেহ সাহস করিতে পারেন না। বরং যে লঘু সংহিতার গ্রন্থকর্ত্তার নিশ্চয় নাই, তাহা অপেক্ষা সুব্রত প্রণীত বৃহৎ পরাশর যে সহস্র গুণে বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য ও প্রামাণ্য ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে পরাশর সংহিতায় ও বৃহৎ পরাশরে বিপরীত ব্যবস্থা আছে। অতএব যদি সুব্রত পরাশরোক্ত ধর্ম্ম অবিকল সংগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ব্যবস্থাগত বিপর্য্যয় কেন ঘটিবে? এ সংশয় যুক্তিযুক্ত বটে। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তের মূলে যে অপসিদ্ধান্ত রহিয়াগিয়াছে, তাহা নিরাকরণ না করাতে তিনি প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তিনি পরাশরের লঘু সংহিতা খানিকে যেন পরাশরের হস্ত লিখিত গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ইহার কোন প্রমাণ নাই, বিচার নাই, এক কালেই স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। সুতরাং যে যে অংশে ইহার সহিত বৃহৎ পরাশরের অনৈক্য দৃষ্ট হইয়াছে, অথবা যাহা লঘু পরাশরে নাই, অথচ বৃহৎ পরাশরে আছে, তাহা পরাশরোক্ত নহে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা বিচারসিদ্ধ নহে। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে লঘু পরাশর কোন ব্যক্তি বিশেষের সংগৃহীত এবং বৃহৎ পরাশর পরাশরোক্ত ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ দিগের জন্য ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত সুব্রত পরাশর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া প্রস্তুত

করিয়াছেন। সুতরাং লঘু পরাশর বৃহৎ পরাশরের আদর্শ স্থল না হইয়া বরং বৃহৎ পরাশর লঘু সংহিতার আদর্শস্থল হওয়াই উচিত। এবং লঘু পরাশরের যে যে অংশ বৃহৎ পরাশরের বিপরীত তাহা পরাশরের মতবিরুদ্ধ এবং প্রমাদ বশতঃ লঘু সংহিতায় সন্নিবেশিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। এবং যাহা বৃহৎ পরাশরে আছে, অথচ লঘু সংহিতায় নাই, তাহা সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করা যুক্তি সঙ্গত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন (বিঃ বিঃ ২য় পৃঃ ১২৫পৃষ্ঠ) —

"পরাশর সংহিতাতে নাম মাত্র ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ বৃহৎ পরাশর সংহিতাতে দ্বাদশাহ অশৌচ বিধান আছে।,, যথা;—

পরাশর সংহিতা বিদ্যাসাগর উদ্ধৃত বচন ও ব্যাখ্যা।

জন্ম কর্ম্ম পরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসন বর্জ্জিত।
নামধারক বিপ্রস্তু দশাহং সূতকী ভবেৎ।।৩ অ।

জাত কর্ম্মাদি সংস্কার বিহীন সন্ধ্যোপাসনাশূন্য নাম মাত্র ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ হইবেক।

বৃহৎ পরাশর সংহিতায়।

সন্ধ্যাচার বিহীনেতু সূতকে ব্রাহ্মণেধ্রুবম্।
অশৌচং দ্বাদশাহং স্যাদিতি পরাশরোহ ব্রবীৎ।।

পরাশর কহিয়াছেন সন্ধ্যোপাসনা ও সদাচারহীন ব্রাহ্মণের দ্বাদশাহ অশৌচ হইবেক।

কিন্তু বৃহৎ পরাশরে এরূপ বচন নাই, বৃহৎ পরাশরে প্রকৃত বচন এই,—

সন্ধ্যাচার বিহীনানাং সূতকং ব্রাহ্মণাধ্রুবম্।
অশৌচং বা দশাহং স্যাদিতি প্রাহ পরাশরঃ।।
রাজ্ঞস্তু দ্বাদশাহংস্যাৎ পক্ষৌ বৈশ্যস্য পাবনঃ।
বৃষভস্য তথা মাসং এ্যহাদপ্যাতি ধর্ম্মতঃ।।৬ অ।

সন্ধ্যাচার বিহীন ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ পরাশর বলিয়াছেন। ধর্ম্মতঃ ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের ১৫ দিন ও শূদ্রের এক মাস অশৌচ।

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, এসম্বন্ধে লঘু সংহিতার ব্যবস্থার সহিত বৃহৎ পরাশরের অনুমাত্র প্রভেদ নাই। ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা পর বচনে আছে, বোধ হয় ঐ

বচনের "দ্বাদশাহ,, শব্দটী প্রমাদ বশতঃ প্রথম বচনে প্রবিষ্ট হওয়ায় এরূপ অর্থবিপর্য্যয় ঘটীয়াছে। নতুবা বৃহৎ পরাশরে ব্রাহ্মণের দ্বাদশাহ অশৌচের ব্যবস্থা নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু মনোনিবেশ করিলে প্রকৃত ভুল কোথায় হইয়াছে জানিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত পক্ষপাত শূন্য ছিলনা; সুতরাং সুব্রতেরই ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন।

পরাশর সংহিতা,—

ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নানাং গোবন্দী গ্রহণে তথা।
আহবেষু বিপন্নানামেক রাত্রস্তু সূতকঃ।। ৩ অ।।

ব্রাহ্মণার্থে অথবা গো এবং বন্দী গ্রহণার্থে অথবা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হত হইলে এক রাত্রি অশৌচ হইবেক।

বৃহৎ পরাশর সংহিতায়।

গোদ্বিজার্থে বিপন্না যে আহবেষু তথৈবচ।
তে যোগিভিঃ সমাজ্ঞেয়াঃ সদ্যঃ শৌচংবিধীযতে।।

যাহারা গো ব্রাহ্মণার্থে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইবেক তাহারা যোগীর তুল্য, তাহাদের মরণে সদ্যঃ শৌচ।

এস্থলে গোব্রাহ্মণার্থে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলে পরাশর সংহিতাতে এক রাত্রি অশৌচ, বৃহৎপরাশর সংহিতাতে সদ্যঃ শৌচ বিহিত আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ দুইখানি সংহিতায় মতবৈপরীত্য দেখাইয়াছেন। ইহাতে এইমাত্র বুঝা যাইতেছে যে, পরাশর মৃত্যু বিশেষে যেরূপ অশৌচ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা লঘু সংহিতা কর্ত্তা একরূপে এবং সুব্রত ঋষি অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক জনের মুখে শুনিয়া দুইজনে দুইরূপ বলিয়াছেন। বুদ্ধির তারতম্যানুসারে এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। বক্তার প্রকৃত অভিপ্রায় যিনি যেরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সংহিতায় তিনি সেইরূপই প্রকটন করিয়াছেন। লঘু সংহিতা কর্ত্তা কে এবং তিনি নিজে পরাশরোক্তি শ্রবণ করিয়া সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, কি পরম্পরায় শ্রুত হইয়া বহুকাল পরে সংহিতাকারে ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুব্রত স্বয়ং পরাশর মুখে ধর্ম্ম উপদেশ শ্রবণ করিয়া বৃহৎ-সংহিতা লিখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কহিত ব্যাখ্যা পরাশরের মতানুযায়ী বলিয়া স্বতঃই বিশ্বাস জন্মে। এবং আরও দেখুন, অন্যান্য সংহিতা কর্ত্তাদিগের মতে সুব্রতোক্ত ব্যাখ্যার একবাক্যতা আছে। মনু বলিয়াছেন,—

উদ্যতৈরাহবে শস্ত্রৈঃ ক্ষত্রধর্ম্ম হতস্যচ।
সদ্যঃ সন্তিষ্ঠিতে যজ্ঞস্তথা শৌচমিতি স্থিতিঃ।। ৯৮।৫

ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে উদ্যত শস্ত্র কর্ত্তৃক হত ব্যক্তির সদ্যঃ যজ্ঞফল প্রাপ্তি হয়, এবং সদ্যঃ শুদ্ধি হয়, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

শুদ্ধিতত্ত্বোদ্ধৃত বৃহস্পতি বচনং,—
ডিম্বাহবে বিদ্যুতাচ রাজ্ঞা গোবিপ্রপালনে।
সদ্যঃ শৌচং মৃতস্যাহু স্ত্র্যহঞ্চান্যে মহর্ষয়ঃ।।

নৃপতিরহিত যুদ্ধে সম্মুখঅস্ত্রাঘাতে হত ব্যক্তির সদ্যঃশৌচ, বজ্রাঘাতে মরিব এরূপ ইচ্ছা করিয়া বজ্রাহত হইয়া মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ, অপরাধ জন্য রাজা বধ করিলে হত ব্যক্তির জন্য সদ্যঃশৌচ এবং গো-বিপ্র রক্ষণে হত ব্যক্তির জন্য সদ্যঃ শৌচ। এই সকল কারণের অন্যথা স্থলে ত্রিরাত্রাশৌচ।

এস্থলে সুব্রতোক্ত পরাশরমত মনু ও বৃহস্পতির ব্যবস্থার সহিত একবাক্য হইতেছে এবং আমরাও তদনুসারে চলিতেছি। কিন্তু লঘু সংহিতায় পরাশরের মত যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরোধী, সুতরাং তাহা অনাদৃত ও অপ্রচলিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, বৃহৎপরাশরে ও লঘুসংহিতায় ব্যবস্থাগত অনেক বৈষম্য আছে, ইহা সত্য। লঘুসংহিতায় "নষ্টে মৃতে—"ইত্যাদি বচনে সধবা ও বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা বৃহৎপরাশরে নাই, তা বলিয়া কি বৃহৎপরাশর কে অপ্রামাণ্য গ্রন্থ বলিতে হইবে? অবশ্যই দেখিতে হইবে সুব্রত পরাশরের নিকট সাক্ষাৎ ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব তিনি যেরূপ পরাশরোক্ত ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছেন বরং তাহাই পরাশর বাক্যের প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; নতুবা অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরাশর বাক্যের ব্যাখ্যা অন্য শাস্ত্রের বিরোধী হইলেও যে তাহা পরাশরের বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা নিতান্তই অসঙ্গত ও অন্যায় কথা। এরূপ সিদ্ধান্তে কোন বিবেচক ব্যক্তি সম্মত হইতে পারেন না।

বিধবা বিবাহ পুস্তকের আদ্যোপান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, পরাশর কেবল কলিধর্ম্ম বলিয়াছেন, তাঁহার এ কথার যে কি অর্থ তাহা ভগবান ও তিনিই জানেন। ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া নানা কথা উপস্থিত হইয়াছে এবং বিচারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে তিনি কতদূর সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহা একবার এ স্থলে আলোচনা করা আবশ্যক।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে, পরাশর সংহিতা কেবল কলিধর্ম্ম নির্ণায়ক, অন্যান্য যুগের ধর্ম্ম নির্ণায়ক নহে। এ সম্বন্ধে বিচার করিতে বিধবা বিবাহ পুস্তকের ১২৮ পৃঃ হইতে ১৬৮ পৃঃ পর্য্যন্ত তিনি ব্যয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আপত্তি করিয়াছিলেন যে, পরাশর সংহিতায় অশ্বমেধ, শূদ্র জাতির মধ্যে দাস নাপিত গোপালাদির অন্ন ভক্ষণ, চরিত্র ও বেদাধ্যয়নাদি কারণে ব্রাহ্মণাদির অশৌচ সঙ্কোচ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের বিধি আছে। আদি পুরাণ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণে ঐ সকল বিধি কলিযুগে অনাচরণীয় বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং পরাশর সংহিতা কেবল কলিধর্ম্ম নিয়ামক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেনা। এ আপত্তি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। কিন্তু, বিদ্যাসাগর মহাশয় আনুপূর্ব্বিক কলিধর্ম্মের অপসিদ্ধান্ত করিয়া অনর্থক বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কলিযুগে মহাত্মাগণ যে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাও অশাস্ত্রীয় নহে, এবং পুরাণোক্ত নিষেধও অশাস্ত্রীয় নহে। পরাশরের বিধি ও পুরাণোক্ত নিষেধ যে কোন্ স্থলে প্রয়োজ্য তাহা স্থির করিতে না গিয়া বৃথা ন্যায়-বিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক বিতণ্ডা করা হইয়াছে। যদি কলিযুগের নষ্টধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রবল ও ধর্ম্মাচরণে অশক্ত ব্যক্তিদিগের জন্যই অতি সহজসাধ্য সামান্য সামান্য আচরণের বিধান করাই আচার্য্য পরাশরের উদ্দেশ্য হইত, এবং কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলেই তৎকাল হইতে যত ব্যক্তি কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিবে, সে সকলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট, আচারহীন, এবং যুগ হ্রাসানুসারে সম্যক ধর্ম্মাচরণে অশক্ত হইবে, এইরূপই প্রকৃত সিদ্ধান্ত হইত; তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে পরাশর সংহিতায় ধর্ম্মাত্মা সদাচারীদিগের আচরণীয় কার্য্যের ব্যবস্থা এবং অশৌচাদির ভেদ ব্যবস্থা করা নিতান্তই অসম্বদ্ধ বাক্য হইয়া উঠে। কাজেই বলিতে হইবে যে, পরাশর সংহিতোক্ত নিম্নোদ্ধৃত বচন গুলি কলিযুগসম্বন্ধীয় নহে, অবশ্যই যুগান্তর সম্পর্কীয় বাক্য; সুতরাং কলিধর্ম্ম (অর্থাৎ কলিযুগোপযোগী ধর্ম্মাচরণ। নতুবা সামান্যতঃ কলিধর্ম্ম বলিতে কলিযুগে মনুষ্যের স্বভাবতঃ যে রূপ প্রকৃতি, তাহা ভিন্ন অন্য কিছুই বুঝায় না) বলিব বলিয়া আচার্য্য পরাশর যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কলিযুগে লোকের প্রবৃত্তি কিরূপ হইবে, তাহা তিনি তৎসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন, এবং পরে সাধারণ ধর্ম্মাচরণ যাহা লোক-সাধারণের পক্ষে বিহিত তাহা বলিয়াছেন।

অপূর্ব্বঃ সুব্রতী বিপ্রঃ অপূর্ব্বো বাতিথিস্তথা।

বেদাভ্যাসরতো নিত্যং ত্রয়োঽপূর্ব্বা দিনে দিনে ॥ ৪৩ । ১
পরাশর সংহিতা

যতী চ ব্রহ্মচারী চ পক্কান্নস্বামিনাবুভৌ ।
তয়োরন্নমদত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৪৫ । ১
যতিহস্তে জলং দদ্যাদ্ভৈক্ষ্যং দদ্যাৎ পুনর্জ্জলম্ ।
তদ্ভৈক্ষ্যং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম্ ॥ ৪৬ । ১
যতয়ে কাঞ্চনং দত্ত্বা তাম্বূলং ব্রহ্মচারিণে ।
চৌরেভ্যোঽপ্যভয়ং দত্ত্বা দাতাপিনরকংব্রজেৎ ॥ ৫০ । ১

কলিযুগের গৃহস্থের ধর্ম্মাচার এবং চতুর্ব্বর্ণের ও চারি আশ্রমের অনায়াস সাধ্য ধর্ম্ম বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন ।

জপ্যং দেবার্চ্চণং হোমং স্বাধ্যায়ঞ্চৈবমভ্যসেৎ ।
একদ্বিত্রিচতুর্ব্বিপ্রান্ ভোজয়েৎ স্নাতকান্ দ্বিজঃ ॥ ৬ । ২
একাহাচ্ছুদ্ধ্যতে বিপ্রোঽথাগ্নিবেদসমন্বিতঃ ।
ত্র্যহং কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ ॥ ৫ । ৩ ।
বেদবেদাঙ্গবিদুষাং ধর্ম্মশাস্ত্রং বিজানতাম্ ।
স্বকর্ম্মনি রত বিপ্রাণাং স্বকং পাপং নিবেদয়েৎ ॥ ২ । ৮ ।
সচেলং বাগ্যতঃ স্নাত্বা ক্লিন্নবাসাঃ সমাহিতঃ ।
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ততঃ পর্ষদমাব্রজেৎ । ৯ । ৮ ।
উপস্থায় ততঃ শীঘ্র মার্ত্তিমান্ ধরণীং ব্রজেৎ ।
গাত্রৈশ্চ শিরসা চৈব নচ কিঞ্চিদুদাহরেৎ ॥ ১০ । ৮
সাবিত্র্যাশ্চাপি গায়ত্র্যাঃ সন্ধ্যোপাস্ত্যগ্নিকার্য্যয়োঃ ।
অজ্ঞানাৎ কৃষিকর্ত্তারো ব্রাহ্মণা নামধারকাঃ ॥ ১১ । ৮ ।
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্ ।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে ॥ ১২ । ৮ ।
মুনীনামাত্মবিদ্যানাং দ্বিজানাং যজ্ঞযাজিনাম্ ।
বেদ ব্রতেষু স্নাতানামেকোঽপি পরিষদ্ভবেৎ ॥ ২০।৮।

যিনি পূর্ব্বে কখন আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই, তাদৃশ অতিথি ঐরূপ ব্রত পরায়ণ ব্রাহ্মণ এবং নিয়ত বেদাভ্যাসে নিরত ব্রাহ্মণ ইঁহারা তিন জন অপূর্ব্ব অতিথি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।৪৩।১

যতি এবং ব্রহ্মচারী ইহারা উভয়ে পকান্নের অধিকারী। ইহাঁদের উভয়কে অন্নদান না করিয়া ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।৪৫।

যতি হস্তে জলদান পূর্ব্বক ভিক্ষাদ্রব্য দান করিয়া পুনর্ব্বার জল প্রদান করিবে। এরূপ করিলে সেই ভিক্ষার দ্রব্য সুমেরু সদৃশ ও সেই জল সাগর সদৃশ সমধিক হইয়া উঠিবে।৪৬।

যিনি সন্ন্যাসীকে সুবর্ণ দান করেন, যিনি ব্রহ্মচারীকে তাম্বূল দান করেন, যিনি চোরকে অভয় দান করেন, তিনি দাতা হইলেও নিরয়গামী হইয়া থাকেন।৫০।

তাহার পর (কৃষিকার্য্য সমাধা হইলে স্নান করিবার পর) জপ, দেবার্চ্চনা, হোম ও স্বাধ্যায় পাঠ করিবে। এবং এক দুই তিন বা চারিটী স্নাতক (১) ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। ৬। ২।

সাগ্নেয় ও বেদাধ্যয়নে নিরত ব্রাহ্মণের একদিন মাত্র অশৌচ হয়। যে ব্রাহ্মণ নিরগ্নি ও কেবল মাত্র বেদাধ্যয়নে রত, তিনি তিন দিবসে শুদ্ধি লাভ করেন। যে ব্রাহ্মণ অগ্নি ও বেদ পাঠ রহিত, তাঁহার সম্পূর্ণ দশদিন সূতকাশৌচ হয়। ৫। ৩

এইরূপ ঘটনা হইলে (গাভী বা বৃষ বন্ধন স্তম্ভে অকামতঃ মৃত হইলে ঐ অকামতঃ গোবধ জনিত পাপ মোচনের বিধি কথিত হইতেছে) বেদবেদাঙ্গে (শিক্ষাশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, নিরুক্ত, জ্যোতিষশাস্ত্র ও ছন্দশাস্ত্র) পারগ, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, সকর্ম্ম নিরত ব্রাহ্মণের নিকট আপনার পাপের বিষয় নিবেদন করিতে হইবে। ২। ৮

ক্ষত্রিয় হউক, বা বৈশ্য হউক, পাতকী হইবা মাত্র বাক্য সংযম পূর্ব্বক সেই বস্ত্রেই স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে সমাহিত হৃদয়ে পরিষদের নিকট গমন করিবে। ৯। ৮

যত শীঘ্র হইতে পারে, পরিষদের নিকট গমন করিয়া কাতর হৃদয়ে মস্তক দ্বারা ও সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা ধরণী তলে বিলুণ্ঠিত হইবে, কোন কথা কহিবেনা। ১০। ৮

যে ব্যক্তি বেদ ও গায়ত্রী অবগত নহে, যে ব্যক্তি সন্ধ্যোপাসনা করেনা এবং অগ্নিতে আহুতি দেয়না, যে ব্যক্তি কৃষিকার্য্য করে, সে নাম মাত্র ব্রাহ্মণ; ফলতঃ

---

(১) স্নাতক—স্নাতক তিন প্রকার। যিনি গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন সমাপনান্তর গুরু কর্তৃক স্নাত হইয়া গৃহাশ্রম অবলম্বন করেন, তিনি ব্রত-স্নাতক। এবং যিনি ঐরূপ অধ্যয়ন সমাপনান্তর গৃহী না হইয়া গুরুকুলে থাকেন, তিনি বিদ্যাস্নাতক। আর যিনি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন, তিনি উভয় স্নাতক।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারেনা। ১১। ৮

যেসকল ব্রাহ্মণ ব্রত রহিত, মন্ত্র রহিত ও জাতি মাত্রোপজীবী, তাঁহার সহস্র ব্যক্তি একত্র মিলিত হইলেও পরিষদ শব্দে বাচ্য হয় না। ১২। ৮

যেসকল ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ও যাঁহারা যজ্ঞনিষ্ঠ এবং দেবব্রত পরায়ণ, তাঁহাদের এক ব্যক্তিও পরিষদ হইতে পারেন। ২০। ৮

বেদব্যাস পিতৃ সন্নিধানে যেরূপ কালের উপযোগী সদাচার ব্যাখ্যা শুনিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন; এবং পরাশর তৎকালের লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্মাবস্থা যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত বচন গুলি তৎকালের উপযোগী বলিয়া কখনই বোধ হয়না। কারণ, ব্যাস জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পরাশরসংহিতায় যথা,—

সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌযুগে।
চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥ ১৭। ১

সকল ধর্ম্মই সত্যযুগে ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, এবং তৎ সমুদয় কলিযুগে নষ্ট হইয়াছে। অতএব চারি বর্ণের আচরণীয় ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ বলুন।

ইহার পর পরাশর ধর্ম্ম-নির্ণয় বলিব বলিয়া সর্ব্বাগ্রে একবার কলিযুগের লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কিরূপ, তাহা কলি-ধর্ম্ম বর্ণনায় বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন।

ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রাম মুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারঞ্চ কলৌযুগে ॥ ২৪। ১
কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ।
দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা ॥ ২৫। ১

সত্য যুগে পতিতের সহিত কথা কহিলে, আপনাকে লোকে পাপী জ্ঞান করিত, এবং যে দেশে পতিতের বসতি, লোকে সে দেশই পরিত্যাগ করিত। ত্রেতায় লোকে পতিতের সঙ্গে সন্দর্শন হইলেই আপনাকে পাপী জ্ঞান করিত, এবং যে গ্রামে পতিত বাস করিত, লোকে সেই গ্রাম ত্যাগ করিত। দ্বাপরে পতিতের অন্ন খাইলে পাপ হয়, এইরূপ জ্ঞান করিত এবং যে কুলে পতিত ব্যক্তি থাকিত, সেই কুল মাত্র ত্যাগ করিত। এবং কলিযুগে পতিতের সহিত ওরূপ সংস্রব করিলে আর লোকে আপনাকে পাপী বলিয়া মনে করে না। যে পাপজনক কর্ম্ম করে, সেই পাপী এবং তাহাকেই মাত্র ত্যাগ করে।

ইহাদ্বারা দেখান হইল যে, কলি যুগের লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অতীব দুর্ব্বল, এমন কি, অধর্ম্ম জ্ঞান একরূপ নাই বলিলেও চলে ; বরং, তাহাদের অবিহিত কার্য্যে আসক্তিই প্রবল।

অতঃপর,—

কৃতেতু তৎক্ষণাচ্ছাপ স্ত্রেতায়াং দশভির্দ্দিনৈঃ।
দ্বাপরে মাস মাত্রেণ কলৌ সংবৎসরেণ তু ।। ২৭ । ১

সত্য যুগে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতের ফল অভিসম্পাত প্রদান করিবা মাত্র, ত্রেতায় দশ দিনের পর, দ্বাপরে মাসাতীত হইলে ফলিত, এবং কলিতে বৎসরান্তে ফলে।

ইহাতে কলি যুগে ব্রাহ্মণের অধর্ম্মাসক্তি জন্য তেজ ও শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ইহা দেখান হইয়াছে।

তৎপরে—

অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ ।। ২৭ । ১
অভিগম্যোত্তমং দানমাহূতঞ্চৈব মধ্যমম্।
অধমং যাচ্যমানং স্যাৎ সেবাদানঞ্চ নিষ্ফলম্ ।। ২৮ । ১

সত্যযুগে দাতা প্রতিগৃহীতার নিকট যাইয়া, ত্রেতায় প্রতিগৃহীতাকে আহ্বান করিয়া এবং দ্বাপরে প্রতিগৃহীতা দাতার নিকট যাইয়া যাচ্ঞা করিলে দান করিতেন। কিন্তু, কলিতে যাচ্ঞা করিলেও হয় না, দানপ্রার্থী হইয়া দাতার নিকট আনুগত্য করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি করিলে, দান প্রাপ্ত হয়। ২৭

অযাচক গৃহীতার নিকট যাইয়া দান করাই শ্রেয়ঃ। অযাচক গৃহীতাকে আহ্বান করিয়া দান করা মধ্যম, যাচ্ঞা করিলে দান করা অধম এবং সেবায় সন্তুষ্ট হইলে দান করা নিষ্ফল। ২৮

ইহাদ্বারা আচার্য্য পরাশর দেখাইয়াছেন যে, দ্বাপরেই লোকের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি হ্রাস হইয়াছে, এবং কলিতে তাহা অপেক্ষাও হ্রাস হইয়া এরূপ নিকৃষ্ট হইয়াছে যে, ধর্ম্মে আসক্তি নাই এরূপ বলিলেও চলে। কারণ ধর্ম্মকার্য্য এত নিরাসক্তভাবে সম্পাদিত হয় যে, তাহার ফল প্রাপ্তি হয় না।

তৎপরে,—

কৃতে চাস্থিগতাঃ প্রাণা স্ত্রেতায়াং মাংস সংস্থিতাঃ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলাবন্নাদিষু স্থিতাঃ ॥ ২৯ । ১

সত্য যুগে অস্থিগত প্রাণ; ত্রেতায় মাংসগত প্রাণ; দ্বাপরে রুধিরগত প্রাণ এবং কলিতে অন্নগত প্রাণ। ২৯

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সত্য যুগে লোকে এতদূর সংযতাত্মা এবং শক্তিমান ছিল যে, অস্থি শোষণ পর্য্যন্তও প্রাণধারণ করিতে পারিত; ত্রেতায় শরীরের মাংস ক্ষয় হওয়া পর্য্যন্ত জীবিত থাকিত; দ্বাপরে রক্ত শোষণ পর্য্যন্ত সীমা এবং কলিতে ভক্ষ্যদ্রব্যের অভাব হইলেই আর জীবন রক্ষা হয় না। ইহাদ্বারা বলা হইল যে, কলির লোক সংযমক্ষম নহে, তাঁহাদিগের সহিষ্ণুতা নাই, ও তাহারা এত হীনশক্তি যে, না খাইলে বাঁচে না। সুতরাং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শক্তি-সাধ্য নিয়ম পালনে অক্ষম।

অনন্তর,—

ধর্ম্মোজিতোঽধর্ম্মেণ জিতঃ সত্যোঽনৃতেন চ।
জিতাভৃত্যৈস্তু রাজানঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষা জিতাঃ। ৩০। ১
সীদন্তি চাগ্নিহোত্রাণি গুরুপূজা প্রণশ্যতি।
কুমার্য্যশ্চ প্রসূয়ন্তে তস্মিন্ কলিযুগে সদা ॥ ৩১। ১

ধর্ম্ম হইতে অধর্ম্মের প্রবলতা, সত্যাপেক্ষা অসত্যের প্রাধান্য, প্রজাতন্ত্র রাজা; স্ত্রীর অনুগত পুরুষ, নিরগ্নি ব্রাহ্মণ, গুরুসেবার লোপ, কুমারী স্ত্রীর গর্ভধারণ কলি যুগে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ইহাতে একরূপ স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে যে, কলিযুগে ধর্ম্ম নাই, ধার্ম্মিক নাই, এবং সকলেই সর্ব্বদা অধর্ম্মাচরণে রত।

আচার্য্য পরাশরের এই বচনগুলির তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিলে আপাততঃ এইরূপই বুঝায় যে, কলিতে সকল ধর্ম্মই নষ্ট হইয়াছে; এবং কলিকালের লোকের নিকট ধর্ম্মের গৌরব এতই লঘু হইয়াছে যে, পাপজনক কর্ম্মচারীদিগের প্রতি ঘৃণা হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা অক্ষুণ্ণভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের তেজস্বীতা ও শক্তি এককালে হ্রাস হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু ধর্ম্ম আচরিত হইয়া থাকে, তাহাও এতদূর অশ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হয় যে, তাহা ফলপ্রদ হয় না। নিয়মপরায়ণ সংযত লোক এক কালে নাই। সংক্ষেপে

বলিতে হইলে ধর্ম্ম নাই; অধর্ম্মেরই সম্যক বৃদ্ধি, বলিতে হইবে। সত্যাচরণ হইতে লোক এক কালে বিমুখ ও মিথ্যাচারীরই অভ্যুদয়; পুরুষ স্ত্রীজিত ও ব্রাহ্মণগণ নিরগ্নি হইয়া পড়িয়াছে। যদি কলিযুগের ধর্ম্মই এইরূপ হয়, এবং কলিযুগের যাবতীয় লোক এইরূপ অধর্ম্মাচারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে "কঠোর ধর্ম্মনিষ্ঠ" "যতি" "ব্রহ্মচারী" "সন্ন্যাসী" "সাগ্নেয় বেদাধ্যায়ননিরত ব্রাহ্মণ" "বেদবেদাঙ্গপারগ ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ সধর্ম্মনিরত ও স্নাতক ব্রাহ্মণ" আত্মজ্ঞান সম্পন্ন যজ্ঞনিষ্ঠ ও দেবব্রতপরায়ণ ইত্যাদি ধর্ম্মব্রত সদাচারী লোক কলিযুগে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই দেখাইয়াছেন;

তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেব কলৌযুগে॥ মনুঃ১।৮৬
এবং পরাশর ১।২২

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যা,—

সত্য যুগে প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতা যুগে প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগে প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ ও কলি যুগে প্রধান ধর্ম্ম দান।

"সত্য যুগের লোক দিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ছিল, এই নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য তপস্যা ঐ যুগের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু পর পর যুগে মনুষ্যের শক্তি অপেক্ষাকৃত হ্রাস হওয়াতে যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্টসাধ্য জ্ঞান, যজ্ঞ, দান প্রধান ধর্ম্ম হইয়াছে"। (বিঃ বিঃ ২য় পুস্তক ১৫৯ পৃঃ)

সুতরাং পরাশরোক্ত পূর্ব্ব বচন গুলি কলি যুগ সম্বন্ধীয় বলিতে পারা যায় না। কাজেই বলিতে হয় যে পরাশর কলি যুগের ধর্ম্মই কেবল বলেন নাই, চারি যুগের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। তাহা হইলে পরাশর সংহিতায় আর অবশিষ্ট একোনবিংশতি সংহিতায় আর কোন প্রভেদ থাকিতেছে না। যদি বলেন যে কলি যুগের যাবতীয় লোকই যে অধর্ম্মাচারী হইবে, আত্মজ্ঞানোপার্জ্জনক্ষম-স্ববৃত্তি নিরত যতি ব্রহ্মচারী দিগের কঠোর নিয়মপালনপটু লোক কলিযুগে হইবে না, পরাশরের এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং সমধিক কষ্ট সাধ্য ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দিগের অশৌচাদির ক্রম এবং স্ববৃত্তি পরায়ণ বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, স্নাতক, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ধর্ম্মব্রতী দিগের প্রসঙ্গ কলিযুগের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা কালে উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কলিযুগের ধর্ম্মাচরণ

বলিতে হইলে কেবল অল্পায়াস সাধ্য ধর্ম্মাচরণের বিধান করিলেই শাস্ত্র সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং কষ্টসাধ্য ও অল্প আয়াস সাধ্য সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মাচরণ কলিযুগের ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও পরাশরোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিতেছে না। অতত্রব এক্ষণে স্পষ্টতঃ দেখা যাই-তেছে যে, হয় বলিতে হইবে যে, যদি যুগহ্রাসানুরূপ শক্তি হ্রাসানুসারে ধর্ম্মভেদ ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে পরাশরোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র কেবল কলিযুগের নহে, ইহাতে চারি যুগের ধর্ম্ম কথিত আছে; আর না হয় বলিতে হইবে যে, যুগে যুগে ধর্ম্মভেদ হয় বলিয়া যুগভেদে ধর্ম্মাচরণ ভেদ হয় না, সকল ধর্ম্মই সকল যুগের অাচরণীয়, কেবল শক্তি গোপন না করিয়া যথাসাধ্য ধর্ম্মাচরণ করিবে; এবং কলিযুগে যখন সকল প্রকার লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং করিতে পারে, তখন আচার্য্য পরোশরোক্ত ধর্ম্ম কলিযুগের বলিয়া একটা পৃথক ধর্ম্ম হইতে পারে না। সুতরাং মন্বাদি বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র একই। ইহাদের মধ্যে ভেদজ্ঞান নিতান্তই প্রমাদ-সূচক ও ভ্রমাত্মক। এই জন্য কোন ব্যবস্থা নির্ণয় কালে সকল শাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়া ব্যবস্থা স্থির করা পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে অপ্রতিহত রূপে কল্পান্ত হইতে আজি পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে।

অতএব পরাশরোক্ত ধর্ম্ম সংগ্রহ কর্ত্তা যে বলিয়াছেন,—

কৃতেতু মানবোধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরেশঙ্খ লিখিতঃ কলৌপারাশরঃ স্মৃতঃ॥ ২৩।

এ বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে,—

আচার্য্যগণ মধ্যে মধ্যে যে লোক হিতার্থে ধর্ম্মশাস্ত্র স্মরণ করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে সত্যযুগের প্রথমে মনুই প্রথম ধর্ম্মশাস্ত্র করেন, এবং তৎপরে অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ ধর্ম্ম স্মরণ করিয়াছেন। ত্রেতাযুগে যত ধর্ম্মশাস্ত্র আচার্য্যগণ দ্বারা স্মৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গৌতম প্রথম, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত প্রথম এবং কলিযুগে পরাশর প্রথম ধর্ম্ম স্মরণ করিয়াছেন।

যদি সত্য যুগের জন্য মনু স্মৃতি, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি যুগের ক্রমান্বয়ে গৌতম, শঙ্খ লিখিত ও পরাশর স্মৃতি নির্দ্দিষ্ট হইত, এবং ঐ ঐ যুগে ঐ ঐ স্মৃতি প্রধান বলিয়া কথিত হইত, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত প্রকৃত হইত। কিন্তু পরাশর স্মৃতি প্রচারিত হইবার পরে কলিযুগে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তর ভগবানের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু হইলে,

ভগবান কালযুগে ধর্ম্মোপদেশ দিবার কালে মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রকে অবিতর্কিত ভাবে মান্য করিতে বলিয়াছেন। এই ভগবানপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা নামে অভিহিত। পাঠকবর্গের সংশয় অপনোদনের জন্য ঐ সংহিতার কয়েকটী বচন নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, পরাশরপ্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রচারিত হইবার পরে কলিযুগে ভগবান ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, এবং তৎকালে পরাশর সংহিতা প্রধান না বলিয়া বরং মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অলঙ্ঘনীয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা ১ম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরঃ।

যদি জানাসি মাং ভক্তং স্নিগ্ধম্বা ভক্ত বৎসল!
সর্ব্ব ধর্ম্মাণি গুহ্যানি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
ধর্ম্মান্ কথয় দেবেশ! যদ্যনুগ্রহভাগহম্।
শ্রুতা মে মানবাধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা॥
গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথা গোপালিতস্য চ।
পরাশর কৃতাঃ পূর্ব্ব-মাত্রেয়স্য চ ধর্ম্মতঃ॥

বৈশম্পায়নঃ।

এবমুক্তস্তু ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মপুত্রেণ মাধবঃ।
উবাচ ধর্ম্মান্ সূক্ষ্মাখ্যান্ ধর্ম্মপুত্রস্য ধীমতঃ॥

হে ধর্ম্ম বৎসল! আপনার নিকট সকল ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য শুনিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে, আপনি যদি আমাকে আপনার ভক্ত অথবা স্নেহের পাত্র বলিয়া জানেন, হে দেবেশ! তবে অনুগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম বলুন। আমি মনু প্রোক্ত ধর্ম্ম, কাশ্যপ, গার্গ, গৌতমী, বিষ্ণু, পরাশর, ও অত্রিকৃত ধর্ম্ম সকল শ্রবণ করিয়াছি।

এস্থলে নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, ব্যাস ইত্যাদি যাবতীয় সংহিতা গীতা ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র উল্লেখ করিয়া ধর্ম্ম পুত্র বলিয়াছেন যে, আমি সমস্ত ধর্ম্মশ্রুত হইয়াছি। বাহুল্য ভয়ে পরের বচন গুলি উদ্ধৃত করিলাম না।

বৈশম্পায়ন। এইরূপ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু হইলে ভগবান ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বলিতে লাগিলেন।

ধর্ম্ম তত্ত্ব বলিবার কালে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা তৃতীয় অধ্যায়।

ভারতং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গ বেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ।।

ভারত, মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম, বেদাঙ্গ সমন্বিত বেদ, ও আয়ুর্ব্বেদ এই চারিটী আজ্ঞাসিদ্ধ; অর্থাৎ প্রভুর আজ্ঞার ন্যায় অতর্কিতভাবে প্রতিপাল্য, যুক্তিদ্বারা খণ্ডনীয় নহে।

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, যখন যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে আমি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, গীতা ও পুরাণাদি শ্রবণ করিয়াছি, এবং ভগবান নারায়ণ ইহা অবগত হইয়াও মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অখণ্ডনীয় ও বিনা বিচারে পালনীয় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন, তখন, কলিযুগেও পরাশরাদি সংহিতার মধ্যে মনুশাস্ত্র যে সর্ব্ব প্রধান, এবং যুগভেদে যে শাস্ত্র ভেদ নাই, তাহা ভগদ্বাক্যে নিঃসংশয়িত-রূপে স্থিরীকৃত হইতেতেছে কিনা।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, আচার্য্য পরাশর কলিযুগের ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ও হীনশক্ত ব্যক্তিদিগের আচরণীয় ধর্ম্ম বলিয়াছেন। কলিযুগের অধিকাংশ লোক শক্তিহীন, সুতরাং তাঁহার ব্যবস্থা কলিযুগের জন্য বলা যাইতে পারে। কলিযুগে ধর্ম্মাত্মার সংখ্যা অতি অল্প। সুতরাং তাঁহাদের আচরণীয় ধর্ম্ম সম্যক রূপে না বলিয়া সংক্ষেপে স্থানে স্থানে সামান্য রূপে দুই চারিটী ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এ সিদ্ধান্তও প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পরাশর যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা বৃহৎ পরাশরে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে শক্তি-হীন ও শক্তিবান উভয়বিধ লোকের ধর্ম্মাচরণ বিশিষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাকে বরং একদিন্ন সকল প্রকার লোকের উপযোগী সম্পূর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত ও ন্যায়যুক্ত। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বৃহৎ পরাশর সংহিতাকে এক কালে উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং লঘু সংহিতাকে, আচার্য্য পরা-শরের ধর্ম্মব্যাখ্যা ইহাতে সম্যক সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ গ্রন্থ খানি এতই অসম্পূর্ণ যে ইহাতে হীন শক্তি বিশিষ্ট লোকের আচরণীয় ব্যবস্থাও প্রায় নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক সংগ্রহ কর্ত্তার প্রতিজ্ঞা বাক্যে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, তিনি আচারধর্ম্ম সম্যক রূপে বলিতে প্রবৃত্ত হন নাই, পরাশরোক্ত শুদ্ধিতত্ত্ব বলাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

প্রথমাধ্যায়ে আচার্য্য পরাশরের নিকট গমন ও তাঁহার নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা এবং কলিযুগের ধর্ম্মের অবস্থা বর্ণন করিয়া গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন।

যুগে যুগে সামর্থ্যং শেষং মুনিভির্ভাষিতং।
পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং প্রদীয়তে ॥ ৩৩.১

বিদ্যাসাগর মহাশয় মাধবাচার্য্যের ভাষ্য বড়ই আদর করেন (যদিও সকল স্থানে নহে। তাহার বিচারের মূল বিষয়ের মীমাংসা যাহা মাধবাচার্য্য করিয়াছেন তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং অন্য সকল স্থলে ভাষ্যকারের অর্থ অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন) সুতরাং ভাষ্যকার এই বচনের অর্থ কিরূপ করিয়াছেন পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ভাষ্যকারের অর্থ।

"শেষম্" অবশিষ্টং তত্তদ্‌যুগ-সামর্থ্যং মুনিভিরন্যৈর্ব্বিশেষেণ ভাষিতম্।

মুনিগণ যুগে যুগে সামর্থ্য ক্ষয় হয় বলিয়াছেন এবং কলিযুগে যে শেষাবশিষ্ট সামর্থ্যানুযায়ী পরাশর যে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি। কলিতে যে শেষাবশিষ্ট সামর্থ্য আছে, তাহা মুনিগণ কিরূপে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ ভাষ্যকার যে সকল পূর্ব্ব মুনিগণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কতক গুলি উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত যে সকল কার্য্য সাধন করিতে বিশেষ সামর্থ্য প্রয়োজন, কলিযুগের সামর্থ্যহীন লোকেরা তাহা নিয়ম পূর্ব্বক আচরণ করিতে সক্ষম হইবে না, সুতরাং মুনিগণ তাহা নির্ব্বাচন করিয়া কলিতে বর্জ্জনীয় বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

ব্রহ্মপুরাণে,—

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
গোত্রান্মাতৃ সপিণ্ডাত্তু বিবাহো গোবধস্তথা ॥
নরাশ্বমেধৌ মদ্যঞ্চ কলৌ বর্জ্জং দ্বিজাতিভিঃ।

ক্রতুরপি,—

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তি র্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃকার্য্যঃ কলৌ ন চ কমণ্ডলুঃ ॥

পুরাণেঽপি,—

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধস্তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্ ॥

তথা, অন্যেঽপি ধর্ম্মজ্ঞ-সময়-প্রমাণকাঃসন্তি —

বিধবায়াং প্রজোৎপত্তৌ দেবরস্য নিয়োজনম্।
বালিকাঽক্ষতযোন্যোশ্চ বরেনান্যেন সংস্কৃতিঃ ॥
কন্যানাম সবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়ি-দ্বিজাগ্র্যানাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনম্।
দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নির্যাণং শোধিতস্যাপি সংগ্রহঃ।
সত্রদীক্ষা চ সর্ব্বেষাং কমণ্ডলু বিধারণম্।
মহাপ্রস্থান.গমনং গো সংজ্ঞপ্তিশ্চ গো-সবে।

* * * * *

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ।
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ।

ভাষ্যকার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং যাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন, তাহাতে এইরূপ স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে,পরাশর স্মৃতি-সংগ্রহ-কর্ত্তার শুদ্ধি সংন্ধে বিস্তারিতরূপে বলাই উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে ঋষিগণ কর্ত্তৃক যে সকল ধর্ম্মাচরণ উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে সকল কার্য্য প্রকৃত ধর্ম্মভাবে ও সংযত চিত্তে অনুষ্ঠিত না হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহা নির্ব্বাচন করিয়া মুনিগণ শক্তিহীন অধর্ম্মপ্রবল ব্যক্তিদিগকে তাহা হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইতে পূর্ব্বেই বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে সংগ্রহকর্ত্তা বিশেষ করিয়া কিছুবলেন নাই। তবে প্রসঙ্গক্রমে অতীব সংক্ষেপে মধ্যে মধ্যে দুই একটী ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। পরাশর সংহিতার আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া অনুভূত হয়। এবং যে সকল কার্য্য কলিযুগে অর্থাৎ শক্তিহীন লোকদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা পরাশর সংহিতার সংগ্রহকর্ত্তা যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ইহাদ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে। ইহাদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মুনিগণ সমবেত হইয়া অবশ্যম্ভাবী অনিষ্ট নিবারণের জন্য অধর্ম্ম-প্রবল-শক্তিহীন লোকদিগের পক্ষে যে সকল কর্ম্ম অনাচরণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সকল কর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত আর সকল বিহিত কার্য্যই অনুষ্ঠেয় এবং শক্তিবান ব্যক্তিদিগের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত সমস্ত কার্য্যই অনুষ্ঠেয়, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত নিষেধ ব্যবস্থাপিত হয় নাই। এক্ষণে

পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কলিযুগের ধর্ম্মাত্মাগণ পুরাণোক্ত মুনিগণের ব্যবস্থা মানিতেন না, সেইজন্য এরূপ নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহারা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, অগ্নিপ্রবাশে, ক্ষেত্রজ সন্তানোৎপাদন, কমণ্ডলু ধারণ ইত্যাদি কলিনিষিদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা নিতান্ত ভুল সিদ্ধান্ত, এরূপ শাস্ত্রের অযথা মীমাংসা ব্যক্তিমাত্রেরই অগ্রাহ্য।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে পাঠকগণ স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইবেন যে, পরাশর-সংহিতা-সংগ্রহকর্ত্তা চতুর্ব্বর্ণের আশ্রম ধর্ম্ম বলিতে প্রবৃত্ত হন নাই, পরাশরোক্ত শুদ্ধিতত্ত্ব সংগ্রহ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

পরাশর সংহিতা।

১ম অধ্যায়ে—৬৪টী শ্লোক। ইহার মধ্যে ৩৬টী শ্লোক মুনিগণের ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও কলিযুগের স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব বর্ণনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ২৮টী শ্লোক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের আচার, ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম বিষয়ে স্থূলতঃ এক একটী কথা বলা হইয়াছে।

২য় অধ্যায়ে—সর্ব্বশুদ্ধ ১৬টী শ্লোক। ইহাতে চতুর্ব্বর্ণের গৃহস্থের পক্ষে কার্য্যাকার্য্যের ব্যবস্থা, এবং তাহা কিরূপে সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা ব্যবস্থিত হইয়াছে।

৩য় অধ্যায়ে—৫৪টী শ্লোক। সমস্তই শুদ্ধি ব্যবস্থা। অর্থাৎ অশৌচাদির ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে এই কবিতা,—

অতঃ শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি জননে মরণে তথা।
দিনত্রয়েণ শুদ্ধ্যন্তি ব্রাহ্মনাঃ প্রেত সূতকে ॥ ১। ৩

অর্থাৎ অতঃপর জন্মাশৌচ ও মরণাশৌচ কীর্ত্তন করিতেছি।

৪র্থ অধ্যায়ে—৩০টী শ্লোক। এই অধ্যায়ের ১ম হইতে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া ১৮। ১৯। ২০ এই তিনটী শ্লোকে পুত্র ও পুত্রসংগ্রহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং অবিবাহিত অগ্রজ বর্ত্তমানে অনুজের বিবাহ নিষিদ্ধ এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে ৪টী শ্লোকে বিধবার আচার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৫ম অধ্যায়ে—২৬টী শ্লোক। সমুদয় শুদ্ধিতত্ত্ব সম্বন্ধীয়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে—৭১টী শ্লোক। সমুদয় শুদ্ধিব্যবস্থা সম্বন্ধীয়।

৭ম অধ্যায়ে—৪৩টী শ্লোক। সমুদয় শুদ্ধি সম্বন্ধীয়। কেবল বৃষলী সেবার প্রায়শ্চিত্ত বলিতে গিয়া বৃষলী কাহাকে বলে, ইহা ব্যাখ্যা করা হই-

য়াছে এবং তৎসঙ্গে "অষ্টবর্ষা ভবেৎগৌরী" ইত্যাদি বচনটী উল্লিখিত হইয়াছে, ও কন্যাদানের পূর্ব্বে রজস্বলা হইলে তাহার পিতা, মাতা ও ভ্রাতা কিরূপ পাপে লিপ্ত হয়, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এ সমুদয় বর্ণন করিতে ৪টী কবিতা মাত্র ব্যয়িত হইয়াছে।

৮ম অধ্যায়ে—৪৯টী শ্লোক সমস্তই গোবধ প্রায়শ্চিত্ত নির্ণায়ক।

৯ম অধ্যায়ে—৬২টী শ্লোক সমস্তই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

১০ম অধ্যায়ে—৭২টী শ্লোক ঐ ঐ ঐ

১১শ অধ্যায়ে—৫৪টী শ্লোক ঐ ঐ ঐ

১২শ অধ্যায়ে—৭৫টী শ্লোক ঐ ঐ ঐ

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, লঘু পরাশর সংহিতা আচার নির্ণায়ক কি প্রায়শ্চিত্ত বিধায়ক। ইহাতে জাত কর্ম্মাদির কোন ব্যবস্থা নাই। দ্বিজাতির সর্ব্বপ্রধান সংস্কার উপনয়ন, তাহারও কোন ব্যবস্থা নাই। কন্যার বিবাহের কাল নিয়ম ভিন্ন আর কোন বিবাহবিধি নাই। বস্তুতঃ আচার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে লঘু সংহিতায় প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে দুই একটী বিষয় যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আর কোন কথাই নাই। এই সংহিতা প্রণয়ন কর্ত্তার প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক ব্যবস্থা সকল সংগ্রহ করাই প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং আচার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছুই বলেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে উক্ত স্থূল ব্যবস্থা লইয়া বিধি-নিষেধ-বিষয়ে নিশ্চয় মীমাংসা হইতে পারে না। এরূপ মীমাংসা প্রণালী কেবল শাস্ত্রানভিজ্ঞ আধুনিক নব্য দলের পক্ষে সম্ভবে। হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ কোন ব্যক্তিই এরূপ প্রণালীতে ব্যবস্থা নির্ণয় করেন না, চিরকালই বচনের পূর্ব্বাপর দেখিয়া গ্রন্থান্তরের সঙ্গে এক বাক্যতা রাখিয়া, বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য, তাহার স্থল ও প্রয়োগ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। আজ কাল যেরূপ শাস্ত্র মীমাংসার সহজ প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে, এরূপ প্রণালী পূর্ব্বে প্রচারিত হইলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি সংগ্রহ করিতে এত শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিতে হইত না। সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের এক বাক্যতা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রণিধান করিতে না পারিয়া আমরা অনেক স্থলে অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকি। প্রকৃত তাৎপর্য্য মীমাংসা করিবার জন্য টীকাকারের ব্যাখ্যা যেমন দেখিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সংহিতায় এক বিষয়ের ব্যবস্থা যে যে রূপে উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোন সংহিতায় হয়ত

কোন বিষয়ের স্থূলতঃ কোন ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অন্য সংহিতায় ঐ বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখা আছে, সুতরাং দ্বিতীয় সংহিতা পূর্ব্বোক্ত সংহিতার টীকাস্বরূপ হইল। সুতরাং যে ব্যবস্থা স্থূলতঃ বর্ণিত হইয়াছে, গ্রন্থান্তরের বিস্তৃত ব্যবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য মীমাংসা করিতে হয়। এই জন্যই পূর্ব্বাপর এই কথা চলিয়া আসিতেছে,— "গ্রন্থস্য গ্রন্থান্তরং টীকা" অর্থাৎ এক গ্রন্থ অন্য গ্রন্থের টীকাস্বরূপ। অতএব কোন্ শাস্ত্রের ব্যবস্থা কোন্ স্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হইবে, তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে শাস্ত্রান্তরের সহিত একবাক্য করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু, পাছে গ্রন্থান্তরের সঙ্গে একবাক্য করিতে গেলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, এইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশরবচন কলিযুগের জন্য সর্ব্বোপরি বিধেয় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বিচার প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই, কিন্তু পরাশর সংহিতা প্রচারের পর কলিযুগে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্ম উপদেশ কালে ভগবান বলিয়াছেন, বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা যথা,—

ভারতং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গ বেদ শ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞা সিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

ভারত, মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, সাঙ্গবেদ ও আয়ুর্ব্বেদ ইহারা আজ্ঞাসিদ্ধ, কোন যুক্তিদ্বারা ইহাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিবে না।

এই মীমাংসাদ্বারা পরাশরোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কল্পিত গুরুত্ব আর রক্ষা হইতেছে না। সুতরাং পরাশরোক্ত কোন ব্যবস্থা মনু বিরুদ্ধ হইলে কলিযুগেও যে অগ্রাহ্য হইবে তাহা স্থির নিশ্চয়। সর্ব্ব কালজ্ঞ অন্তর্যামী ভগবান নারায়ণ, বোধ হয়, কলিযুগে এইরূপ বিতণ্ডা উপস্থিত হইবে জানিয়া অবতরণ পূর্ব্বক এই বাক্য যুধিষ্ঠিরকে বলিবার ছলে জনসাধারণের অবগতির জন্য বলিয়া গিয়াছেন, নতুবা কলির পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্ম ব্যাখ্যার স্রোতে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অকূলে ভাসিয়া যাইত। কালের এমনই বিচিত্র গতি যে, ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের মত মাত্র অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আজ পরাশরের বচন মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও কলিযুগে তাহা গ্রাহ্য, এই কল্পিত বাক্যে বেদ, ভগবান বিষ্ণু, বৃহস্পতি ও ব্যাস প্রভৃতির মীমাংসা খণ্ডন করিতে সাহসী হইয়াছেন, এবং লোক সকল এমনই গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছে যে, কয়েক বৎসর এই মীমাংসারই আদর করিয়া অনেকে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছেন। ইহা আর কিছুই নহে, কেবল "ধর্ম্মজিতোহ্যধর্ম্মেণ" ইত্যাদি বচনোক্ত কলিমাহাত্ম্যের সার্থকতা হইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশর বাক্য মনুবিরুদ্ধ হইলেও তাহা মানিতে হইবে, ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; বিঃ বিঃ ২য় পুস্তকের ৫৮ হইতে ৬৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র মনু বিরোধী হইলে ও তাহা প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং মনু বিরোধী হইলেই যে ব্যবস্থা অগ্রাহ্য হইবে এমত নহে। বাস্তবিক এ মীমাংসা ভ্রান্তিমূলক; এক এক করিয়া ঐ ঐ স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে।

প্রথমতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন,—

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎকন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্ট-বর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ ৯। ৯৪॥

বিদ্যাসাগর কৃত অনুবাদ—

যাহার বয়স ত্রিশ বৎসর সে দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবেক। কিম্বা যাহার বয়স চব্বিশ বৎসর সে অষ্টবর্ষবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবেক। এই কাল নিয়ম অতিক্রম করিয়া বিবাহ করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়।

"এস্থলে মনু বিবাহের দুই প্রকার কাল নিয়ম করিতেছেন, এবং এই দ্বিবিধ কাল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় তাহাও কহিতেছেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় মনু বচনের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতেই ভ্রম রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহার মীমাংসাও দূষ্য হইয়াছে।

ত্রিশবর্ষীয় পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে এবং চব্বিশ বর্ষীয় পুরুষ অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে বলিয়া মনু কোন কাল নিয়ম করেন নাই, এবং এ নিয়ম লঙ্ঘনে যে ধর্ম্ম নষ্ট হয় ইহাও বলেন নাই। তিনি কেবল বয়স উল্লেখ করিয়া বিবাহের যোগ্য কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র, অর্থাৎ ৩০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের পক্ষে ১২ বৎসর বয়স্কা কন্যা বিবাহের যোগ্য এবং ২৪ বৎসর বয়স্ক পুরুষের পক্ষে ৮ম বর্ষীয়া কন্যা বিবাহের যোগ্যা। এইরূপ যোগ্য বিবাহে "ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ" অর্থাৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্মে শীঘ্র গতি হয়। উক্ত কাল অতিক্রম করিলে ধর্ম্ম হানি হয়, ইহা বচনের তাৎপর্য্য নহে। আমরাও এইরূপ দেখিয়া আসিতেছি যে, পাত্রের বয়স কিছু বেশী হইলে, তৎপক্ষীয় লোকেরা একটু বড় কন্যা অনুসন্ধান করিয়া থাকে এবং কন্যা অল্প বয়স্কা হইলে যোগ্য কন্যা নয় বলিয়া অপ্রশস্ত জ্ঞান করিয়া থাকে। বয়োধিকের জন্য অল্প বয়স্কা কন্যা বিবাহে অযোগ্য বলিয়া কিছু বয়স্থা কন্যার

অনুসন্ধান হইয়া থাকে। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, বর ও কন্যা সত্বর গার্হস্থ্য ধর্ম্মে আবদ্ধ হইবে এবং ইহা মনুর অনুমোদিত।

এ ব্যাখ্যা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে, কুল্লুক ভট্ট ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা —

ত্রিংশদ্বর্ষঃ পুমান্ দ্বাদশ বর্ষবয়স্কাং মনোহারিণীং কন্যা মুদ্বহেৎ চতুর্ব্বিংশতি বর্ষোবাষ্টবর্ষাং গার্হস্থ্য ধর্ম্মেহবসাদং গচ্ছতি ত্বরাবান। এতচ্চ যোগ্যকাল প্রদর্শনপরং নতু নিয়মার্থং প্রয়োনৈতাবতা কালেন গৃহীত বেদো ভবতি, ত্রিভাগ বয়স্কা চ কন্যা বোঢুর্যূনো যোগ্যেতি। গৃহীতবেদশ্চোপকুর্ব্বাণকো গৃহস্থাশ্রমং প্রতি ন বিলম্বতেতি সত্বর ইত্যস্যার্থঃ। ৯৪।

পাঠকবর্গ দেখুন, কুল্লুকভট্ট স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, এই মনু বচন বিবাহের কাল নিয়ামক নহে। কিরূপ বয়স্ক পাত্রের কিরূপ বয়স্কা কন্যা বিবাহ-যোগ্য এবং এইরূপ, পাত্রের বয়ক্রমানুসারে উপযুক্ত বয়স্কা কন্যার পরিণয় হইলে উভয়ে অনতি বিলম্বে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে নিবিষ্ট হয়। ইহাতে মনু বিবাহের কাল নিয়ম করেন নাই, সুতরাং নিয়ম লঙ্ঘনের পাপও বলেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনর্থক অযথা অর্থ কল্পনা করিয়া শাস্ত্র বিরোধ দেখাইয়াছেন।

ভাল, এক্ষণে দেখা উচিত কন্যাবিবাহের কাল নিয়ম সম্বন্ধে আমরা কোন্ শাস্ত্র অনুসারে চলিয়া থাকি। অতএব মনু, কাত্যায়ন ও পরাশর ইহাঁদের প্রত্যেকের ব্যবস্থা কি তাহা আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

মনু কন্যা সম্প্রদানের কোন কাল নিয়ম করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন।

বৃষলীফেনপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্যচ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতি ন বিধীয়তে।১৯।৩

রজঃ প্রবৃত্তা কন্যাকে গ্রহণ করিয়া যে তাহার অধর রস পান করে, অথবা একত্রে শয়ন করে কিম্বা তদ্গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে, তাহার পাপের নিষ্কৃতি শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই।

ইহাতে এই বুঝাইতেছে যে, সম্প্রদানের পূর্ব্বে যে কন্যা রজস্বলা হইয়াছে, সে অবিবাহ্যা। অজ্ঞাতে বিবাহ হইলে তাহাকে ভার্য্যারূপে ব্যবহার করিবে না। অতএব ঋতু প্রবৃত্ত না হইতে কন্যা পাত্রস্থ করাই বিধি। ইহাতে বয়সের নিয়ম নাই। যত বয়সই কেন হউক না, রজঃ প্রবৃত্ত হইলেই আর সে কন্যা গ্রহণীয় নহে।

অতএব কত কালে কন্যার রজঃ প্রবৃত্ত হইতে পারে, ইহা নিশ্চয় করা স্বতঃই কর্ত্তব্য বলিয়া উপলব্ধি হয়, এই জন্য অঙ্গিরা বলিয়াছেন।

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা।
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ ॥
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কাল দোষতঃ ॥

অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী, নবমবর্ষীয়াকে রোহিণী, দশম বর্ষীয়াকে কন্যা এবং ইহার ঊর্দ্ধ বয়স্কা হইলে রজস্বলা বলে। অতএব দশম বর্ষ উপস্থিত হইলে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কন্যাকে পাত্রস্থ করিবেন, তখন আর কাল দোষ জনিত দোষ নাই।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দশ বৎসরের মধ্যে রজঃ প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং দশ বৎসরের পর রজঃ প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং দশ বৎসরের মধ্যে সকলের কন্যা পাত্রস্থ করিবার যত্ন করা উচিত, কিন্তু এস্থলে পাঠক বর্গ স্মরণ রাখিবেন যে, কন্যার বয়স দেখিয়া বিবাহাহ্যা কি অবিবাহাহ্যা তাহা স্থির করিতে হইবে না। মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, কন্যার রজঃ প্রবৃত্তি হইবার পূর্ব্বে কন্যা সম্প্রদান বিধেয়। যদি কাহার দশ বৎসরের পূর্ব্বেই রজঃ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে কন্যা গ্রহণীয় নহে। এবং দ্বাদশ বৎসরের অধিক বয়স্কা কন্যা ও রজঃ প্রবৃত্তা না হইলে গ্রহণীয়া।

উদ্বাহতত্ত্বধৃত ব্যাস বাক্য মহাভারতে যথা,—

ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নিগ্নিকাম্।
অতোঽপ্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ।
মহা দোষঃ স্পৃশেদেন মন্যথৈষ বিধিঃ সতাম্।

অপ্রবৃত্ত রজসা ত্রিশ অথবা ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যাকে ভার্য্যার্থে বিধিবৎ গ্রহণ করিবে। অতএব ঋতুমতী না হইতেই পিতা কন্যা সম্প্রদান করিবেন। ইহার অন্যথাচরণ করিলে অত্যন্ত দোষ হয়, সাধুগণ এই বিধি করিয়াছেন। কিন্তু পাছে রজঃ প্রবৃত্ত হয়, এই আশঙ্কায় দশ বৎসরের মধ্যেই যে কন্যা অপাত্রে ন্যস্ত করিতে হইবে এমত নহে। উক্ত কালের মধ্যে সুপাত্রে সম্প্রদান করিবার জন্য সকলে যত্নবান হইবে। যত্ন করিয়াও যদি সুপাত্র না পাওয়া যায়, তাহাহইলে সুপাত্রের জন্য অপেক্ষা করিবে, ইহাতে দশবৎসর উত্তীর্ণ হইলে অথবা কন্যা ঋতুমতী হইলেও দোষ নাই। এরূপ কারণ সত্বে দশম বর্ষাতীত বয়স্কা ঋতুমতী কন্যাও

গ্রহণীয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মনুবচনে যে বৃষলী পতির দোষের কথা উক্ত হইয়াছে সে দোষ এমত স্থলে ঘটিবেক না।

মনু বলিয়াছেন।

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যার্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥৮৯।৯
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥ ৯০।৯।

ঋতুমতী হইয়াও কন্যা আমরণ পিতৃগৃহে অবস্থান করিবে, তথাপি ইচ্ছা পূর্ব্বক গুণহীন বরকে কন্যাদান করিবে না।৮৯

কুমারী ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে, পরে ঊর্দ্ধ অথবা সদৃশ পতি গ্রহণ করিবে।৯০

কিন্তু পরাশর বলিয়াছেন।

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নব বর্ষাতু রোহিনী।
দশ বর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥৬।৭অ।
প্রাপ্তেতু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্ ॥৭।
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥ ৮।
যাস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞান মোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স বিপ্রোবৃষলীপতিঃ ॥৯।

অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী, নবম বর্ষীয়াকে রোহিণী ও দশম বর্ষীয়াকে কন্যা বলা যায়। দশম বর্ষ অতীত হইলে রজস্বলা হইয়া থাকে। কন্যার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলেও যে পিতা কন্যা দান না করেন, তিনি স্বয়ং কন্যার আর্ত্তব পান করেন। অদীয়মানা কন্যাকে রজঃপ্রবৃত্ত দেখিলে পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরকে পতিত হন। এবং যে অজ্ঞান মুগ্ধ ব্রাহ্মণ এমত কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনি বৃষলীপতি নামে অভিহিত হন এবং তিনি সম্ভাষণের যোগ্য নহেন এবং তাঁহার সহিত একপংক্তিতে ভোজন করিতে নাই।

পরাশর কোন বিশেষ বিধি না বলিয়া সাধারণতঃ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে দশ

বর্ষের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করিবে, অন্ততঃ দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কন্যা অবিবাহিতা রাখিতে পারিবে। যে কোন কারণে হউক দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে যদি কন্যা অবিবাহিতা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কেহ বিবাহ করিবে না, করিলে তাহাকে বৃষলীপতি বলা যাইবে এবং তাহার সহিত কেহ কথা কহিবে না, কেহ তাহার সহিত একত্র ভোজন করিবে না, সে কন্যার পিতা মাতা সকলেই পাতকী হইবে।

যদি পরাশরের ব্যবস্থা শাস্ত্রান্তরের সহিত সামঞ্জস্য না করা যায়, কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ে বলেন যে, পরাশর কলিযুগের জন্য প্রধান শাস্ত্র, ইহাকে অন্য শাস্ত্রের বিরোধী ব্যবস্থা থাকিলেও তাহাই গ্রাহ্য, তাহা হইলে এইরূপ বুঝা যায় যে, সুপাত্র পাওয়া যাউক বা নাই যাউক, কন্যা দ্বাদশ বর্ষের অতীতকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিলে পিতা মাতা ভ্রাতা নরকস্থ হইবে এবং দ্বাদশবর্ষাতীত বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে যে গ্রহণ করিবে সেও পতিত হইবে। কিন্তু মনু বলেন, তাহা নহে। সুপাত্র প্রাপ্ত হইলে অথবা সুপাত্র পাইবার যত্ন না করিয়া যদি কেহ কন্যা আপনার গৃহে অবিবাহিতা রাখে এবং তাহাতে যদি কন্যা ঋতুমতী হয় তাহা হইলে সে কন্যাকে কেহ গ্রহণ করিবে না, কিন্তু যদি যত্ন করিয়াও সুপাত্র পাওয়া না যায়, তাহা হইলে বরং ঋতুমতী হইলেও অবিবাহিতা রাখিবে, তথাপি অপাত্রে সম্প্রদান করিবে না। সুপাত্র পাইবার অনুরোধে কন্যা ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে, পরে উৎকৃষ্ট না হউক, সমান গুণসম্পন্ন পাত্রে কন্যা ন্যস্ত করিবে, তথাপি গুণহীন পাত্রে দিবে না। এখন পাঠকগণ দেখুন আমরা কোন্ মতে চলিতেছি? সকলেই জানেন যে, কুলীন মহাশয়েরা উপযুক্ত পাত্র না পাইলে কন্যা আমরণ অবিবাহিতা রাখিয়া থাকেন, এবং 'উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইলেই ঋতুমতী দ্বাদশ বর্ষাতীত বয়স্কা অনেক কন্যা পাত্রস্থ করিয়া থাকেন। পরাশরের ব্যবস্থানুসারে কন্যাদাতা সপরিবারে নরকগামী ও যে পাত্রের সহিত এরূপ কন্যার বিবাহ হয় সে পতিত, সম্ভাষণের অযোগ্য এবং অপাংক্তেয়। কিন্তু পরাশরের ব্যবস্থা আমরা কতদূর প্রতিপালন করিতেছি, একবার তাহা স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন। যাঁহারা পরাশরের ব্যবস্থানুসারে অসম্ভাষ্য ও অপাংক্তেয়, তাঁহারাই আমাদের সমাজের প্রধাননেতা, তাঁহাদিগকে লইয়াই সমাজ, তাঁহারা যে সমাজে পদার্পণ না করেন, তাহা অপ্রতিষ্ঠিত। অতএব দেখুন, আমরা পরাশরের ব্যবস্থানুসারে চলিতেছি, কি মনুর ব্যবস্থা মতে চলিতেছি? আমার বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এস্থলে আমরা সকলেই মনুর মতানুসারে চলিতেছি। অতএব এরূপ বিবাহ বিষয়ে মনুর মত উপেক্ষা

করিয়া শাস্ত্রান্তরের মত লইয়া আমরা চলিয়া থাকি, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা নিষ্ফল হইতেছে। প্রত্যুতঃ ইহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কলিযুগে যে পরাশরের শাস্ত্র তিনি প্রধান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, ইহযুগে লোকে তাঁহারই ব্যবস্থা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া মনুপ্রোক্ত ব্যবস্থানুসারেই চলিয়া আসিতেছে। অতএব মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র যে পরাশর কি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধী হইলেও যে কলিযুগে আদৃত ও গ্রাহ্য হইয়া থাকে, ইহা স্থির নিশ্চয়, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, মনু বলিয়াছেন,

> এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্র্যস্য বসুনঃ প্রভুঃ।
> শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনম্ ॥৯।১৬৩।
> ষষ্ঠন্তু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাদ্ধনাৎ।
> ঔরসো বিভজন্ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা ॥৯।১৬৪।
> ঔরসক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিতৃ রিকৃথস্য ভাগিনৌ।
> দশাপরে তু ক্রমশো গোত্র রিকৃথাংশ ভাগিনঃ ॥৯।১৬৫।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যা,—

এক ঔরস পুত্রই সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী; সে দয়া করিয়া অন্যান্য পুত্র দিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দিবেক। কিন্তু ঔরস পুত্র পিতৃধন বিভাগকালে ক্ষেত্রজ ভ্রাতাকে পৈতৃক ধনের ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম অংশ দিবেক।

এইরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন যে, ঔরস ও ক্ষেত্রজাদি সন্তান বর্ত্তমানে ঔরস পুত্রই পিতৃধনের অধিকারী। ক্ষেত্রজ সন্তান কেবল পঞ্চম অথবা ষষ্ঠাংশ মাত্রের অধিকারী এবং দত্তক প্রভৃতি সন্তান গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী। দত্তকাদি আর দশবিধ পুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে গোত্র ধনাংশ ভাগী হইবেক। পরে দেখাইয়াছেন যে, কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—

> উৎপন্নে ত্বৌরসে পুত্রে তৃতীয়াংশহরা সুতাঃ।
> সবর্ণা অসবর্ণাস্তু গ্রাসাচ্ছাদন ভাগিনঃ ॥

ঔরস পুত্র উৎপন্ন হইলে সজাতীয় ক্ষেত্রজ দত্তকাদি পুত্রেরা পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবে ও অসজাতীয়েরা গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইবেক।

ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, দত্তক পুত্র গ্রহণান্তর ঔরস পুত্র জন্মিলে, ঔরস ও দত্তক পুত্রের মধ্যে পিতৃধনের বিভাগ সম্বন্ধে মনুর মতের

সহিত কাত্যায়ণের ব্যবস্থা ভেদ আছে এবং আমরা মনুর ব্যবস্থা না মানিয়া কাত্যায়ন স্মৃতির মত অবলম্বন করিয়া চলিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ উদ্দেশ্যানুসারে বচনের অর্থ ও মীমাংসা করিয়াছেন। এরূপ নিরপেক্ষ বিচার আর কখনও দেখা যায় নাই। জীমূতবাহন দায় ভাগে এই বচনের কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন এবং তিনিইবা কেন বিরোধ লেখেন নাই, তাহা দেখুন। অবশ্যই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা অপেক্ষা জীমূতবাহনের ব্যাখ্যা আদরনীয় হইবে, তাহার সংশয় নাই। সামান্য বুদ্ধিতে ইদানীন্তন কালের মনুষ্যগণ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সমূহের যে বিরোধ সংঘটনা করিয়া থাকেন তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য জীমূতবাহন দায়-ভাগ প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন।

মন্বাদিবাক্যান্যবিমৃষ্য যেষাং যস্মিন্ বিবাদো বহুধা বুধাণাং।
তেষাং প্রবোধায় স দায়ভাগো নিরূপণীয়ঃ সুধিয়ঃ শৃণুধ্বং।

মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রকার দিগের বাক্য সম্যক আলোচনা না করিয়া বুধগণের মধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা নিরাকরণ জন্য এই দায়ভাগ নিরূপণ করিব, সুধীগণ শ্রবণ করুন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মনু ও কাত্যায়ন বচনে যে বিরোধ দর্শাইয়াছেন, জীমূতবাহন তাহার কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন দেখুন।

দেবলঃ। সর্ব্বে হ্যনৌরসস্যৈতে পুত্রা দায় হরাঃ স্মৃতাঃ।
ঔরসে পুনরুৎপন্নে তেষু জ্যৈষ্ঠং ন বিদ্যতে।
তেষাং সবর্ণা যে পুত্রাস্তে তৃতীয়াংশ ভাগিনঃ।
হীনাস্তমুপজীবেয়ুর্গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভৃতাঃ।

ঔরসাদয়ঃ ষট্ ন কেবলং পিতৃদায়হরাঃ কিন্তু বন্ধুনামপি সপিণ্ডাদীনাং দায়হরাঃ ন সপিণ্ডানাং ঔরস পুত্র শূন্যস্য পিতুঃ সর্ব্বহরাঃ ঔরসে সতি যে পিতৃ সবর্ণাস্তে তৃতীয়াংশ হরাঃ। পুত্রি-কায়া অপি ঔরস পুত্রাচ্চোক্তসবর্ণাস্তে ঔরসস্য পঞ্চমং ষষ্ঠং বাংশং গুণবদগুণ তয়া গৃহ্নীয়ুঃ।

যথা মনুঃ।
ষষ্ঠন্তু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈত্রিকাদ্ধনাৎ।
ঔরসো বিভজন্ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা ৯।১৬৪।

দেবল বচনেন সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ তুল্যত্বাভিধানাৎ মনুবচনে ক্ষেত্রজ পদমুপলক্ষণং। ১১১।

যেতু পিতু রৌরসাদ্য ভ্রাতুর্হীনবর্ণাস্তে গ্রাসাচ্ছদন মাত্রাধিকারিণঃ।

তদাহ মনু।

এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্রস্য বসুনঃ প্রভুঃ।
শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনং।৯।১৬৩

তথা কাত্যায়নঃ।

উৎপন্নে ত্বৌরসে পুত্রেস্তৃতীয়াংশ হরাঃ স্মৃতাঃ॥
সবর্ণা অসবর্ণাস্তু গ্রাসাচ্ছাদন ভাগিনঃ॥

মনুবচনে শেষপদং কাত্যায়ন বচনেচাসবর্ণ পদং হীনবর্ণ পরং দেবলেনৈক বাক্যত্বাৎ।

ঔরস পুত্র নাথাকিলে সকল পুত্রই পিতার সকল ধন পায়, ঔরস পুত্র জন্মিলে অন্য পুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব থাকে না। ঔরস সত্বে ক্ষেত্রজাদি পুত্রেরা যদি পিতার সবর্ণ হয়, তবে তাহারা ঔরসের তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হয়, আর হীন জাতীয় হইলে কেবল অন্নাচ্ছাদন পাইবে। পুত্রিকাপুত্রীরও ঔরস তুল্যত্ব প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে বিভাগেরও অনুষ্ঠান ঐরূপ, অর্থাৎ পুত্রিকার সহিত ক্ষেত্রজাদি পুত্রের বিভাগ স্থলে ক্ষেত্রজাদি পুত্রেরা পুত্রিকার তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবে। আর যাহারা পিত্রপেক্ষা হীনবর্ণ হইয়া ঔরস পুত্রাপেক্ষা উত্তম বর্ণ হয়, তাহারা সগুণ হইলে ঔরস পুত্রের পঞ্চমাংশ এবং নির্গুণ হইলে ষষ্ঠাংশ পাইবে। ফলতঃ পিতার হীন বর্ণ অথচ ঔরসাপেক্ষা উত্তম বর্ণ হইলে পঞ্চম ভাগ এবং পিত্রপেক্ষা নীচ কিন্তু ঔরস পুত্রের সমান বর্ণ হইলে ষষ্ঠাংশ পাইবে। যথা মনু, ঔরস পুত্র পিতৃ ধন বিভাগে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্ধন হইতে ক্ষেত্রজাদি পুত্রকে সগুণ নির্গুণাদি ভেদে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ ভাগ দিবে। দেবল বচনে সকল পুত্রের ক্ষেত্রজ তুল্যত্ব বলিয়াছেন বলিয়া মনু বচনে ক্ষেত্রজপদ উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। ১১১।

যে ক্ষেত্রজাদি পুত্র, পিত্রপেক্ষা এবং ঔরস পুত্রাপেক্ষা হীন বর্ণ হয়, সে কেবল অন্নাচ্ছাদন মাত্র পায়। যথা মনু, এক ঔরস পুত্রই পিতার সমস্ত ধনের প্রভু, অবশিষ্ট পুত্রগণের কৃপা করিয়া জীবিকা প্রদান করিবে। তথা কাত্যায়ন, ঔরস পুত্র জন্মিলে প্রতিনিধি পুত্রেরা তৃতীয়াংশ ভাগী হয়। যদি তাহারা সমান জাতীয়

হয়, আর পিতা এবং ঔরস পুত্র অপেক্ষা হীন জাতীয় হয়, তবে অংশ পায় না, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র পায়। উক্ত মনু বচনে "শেব" এই শব্দটী এবং কাত্যায়ন বচনে "অসবর্ণ" এই শব্দটী হীন জাতীয় বুঝায়, যে হেতু দেবল বচনে ঐরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে এক বাক্যতা করায় ঐ অর্থ হইল।

এখন পাঠকবর্গ দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে মনু বচনে ও কাত্যায়ন বচনে বিরোধ ঘটাইয়া লোক সমাজে যাহা প্রচার করিয়াছেন, জীমূতবাহন কিরূপে ঐ বচনের সামঞ্জস্য করিয়াছেন; ইহাতে পরস্পর কোন বিরোধ থাকিতেছে না। বাস্তবিক, বিরোধ দেখাইব বলিয়া চালিত হইলে এইরূপই মীমাংসা ঘটাইতে হয়। আর প্রকৃত মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে শাস্ত্র ভিন্ন চক্ষে দৃষ্ট হয়, সুতরাং বিবাদও থাকে না। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, জীমূতবাহনের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ, সুতরাং প্রত্যেকেই উদ্দেশ্যা-নুরূপ মীমাংসায়ও উপনীত হইয়াছেন।

তৃতীয়তঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, মনু বলিয়াছেন।
(বি, বি ২য় পুঃ ৬২। ৬৩ পৃষ্ঠা)

যস্যাম্রিয়েত কণ্যায়া বাচা সত্যেকৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ। ৯। ৬৯।
যথা বিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচি ব্রতাম্।
মিথো ভজেদাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ। ৯। ৭০।
নদত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দ্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বাপুনঃ প্রযচ্ছন্‌হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতম্॥ ৯। ৭১।

যে কন্যার সঙ্কল্প পূর্ব্বক বাক্যদ্বারা দানের পর পতির মৃত্যু হয়, সেই কন্যাকে নিজ দেবর এইরূপ বিধানানুসারে বিবাহ করিতে পারিবে যে, সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত ঋতুকালে এক এক বার মাত্র ঐ বৈধব্য লক্ষণ ধারিণী কন্যা তাহার সেব্য হইবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি একবার কন্যাদান করিয়া অন্যকে আর দান করিবে না। এক জনকে একবার দান করিয়া পুনরায় অন্য বরে দান করিলে কন্যাদাতা মিথ্যা-বাদী বলিয়া নিন্দিত হয়।

কিন্তু বশিষ্ঠ কহিয়াছেন—

অদ্ভির্ব্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথো বরো যদি।
নচ মন্ত্রোপনীতাস্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥

যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈবিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা ॥

জলস্পর্শ পূর্ব্বক সম্প্রদান বাক্য দ্বারা দান করা হইয়াছে, অথচ পাণি গ্রহণিকা মন্ত্র দ্বারা পরিণয় সম্পন্ন হয় নাই, এমত কালে যদি বরের মৃত্যু হয় তাহা হইলে সেই কন্যা পিতারই থাকিবে। পিতা যথাবিধি সেই কন্যাকে অন্য পাত্রে দান করিতে পারেন। ইহাতে কন্যার কন্যাত্ব যায় না।

এস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, মনুর মতে বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্‌দান হইলে যদি বরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কন্যা বিধবা হইবে, কিন্তু বশিষ্ঠ বচনানুসারে কন্যা বিধবা না হইয়া বরং পিতারই থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ পিতার, কন্যা পাত্রস্থ করিবার অধিকার ছিল, এখনও সেইরূপ থাকিবে, সুতরাং তিনি যদৃচ্ছা পাত্রান্তরে বিধি পূর্ব্বক দান করিতে পারিবেন। সুতরাং মনু বাক্যে ও বশিষ্ট বাক্যে পরস্পর বিরোধী ব্যবস্থা হইল। কিন্তু এই বিরোধ স্থলে আমরা বশিষ্টের বচন গ্রহণ করিয়া চলিয়া থাকি, কাজেই মনু বাক্য অনাদৃত হইতেছে। এ বিষয়ের বিচার করিতে হইলে বাগ্দত্তা কি, এবং মন্ত্রোপনীতা কি, ইহা বিশদরূপে বুঝা আবশ্যক। বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের লিখন ভঙ্গীতে ইহার প্রকৃত অর্থবোধ হয় না, এবং বিবাহে পর্য্যায়-ক্রমে কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, এবং শাস্ত্রোক্ত "বাচাদত্তা" "অদ্ভির্দত্তা" "কৃতকৌতুকমঙ্গলা" "পাণী গৃহিতিকা" এবং "অগ্নিপরিগতা" এই সকল বাক্য বিবাহের কোন্ কোন্ কার্য্যের উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা আবশ্যক, নতুবা শাস্ত্রের প্রকৃত বিধান কি, তাহা পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহাদিগের শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা নাই, তাহাদিগের পক্ষে বুঝিতে কষ্ট হইবে, এবং হয়ত ভ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হইবেন। অতএব বিবাহ পরিপাটী কিছু বলা আবশ্যক।

সংস্কার তত্ত্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিবাহ বিষয়ের ব্যবস্থা লিখিবার প্রথমেই বাগ্‌-দান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যথাঃ—

তত্রপূর্ব্বং যদি বাগ্‌দানং ক্রিয়তে যদা আদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্যারোগিণো ব্যঙ্গস্যা পতিতস্যা ক্লীবস্যা বিবাহামুক গোত্রা-মমুকীং দেবীং কন্যাং দাতুংত্বাহং প্রতি জানে ইতি পিতাব্রুয়াৎ।

বিবাহের পূর্ব্বে যদি বাগ্দান করিতে হয়, তাহাহইলে কন্যার পিতা "অদ্য ইত্যাদি" মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বরের সম্মুখে কন্যা দান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিবেন।

"যদি বাগ্দান করিতে হয়" ইহা বলাতে বোধ হইতেছে যে, সকলকেই বাগ্দান করিতে হইবে এমন নহে, ইহা লোকের ইচ্ছাধীন; ইচ্ছা হয়, বাগ্দান করিবে, ইচ্ছা না হয় করিবে না ; ইহাই এ বাক্যের তাৎপর্য্য। সামবেদীদিগের কর্ম্ম পদ্ধতি ভবদেব ভট্ট সামবেদানুযায়ী-নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বাগ্দানের কথা নাই। সুতরাং সামবেদীগণ বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্দান করেন না। ঋক বেদীদিগের কর্ম্মপদ্ধতি আশ্বলায়নগৃহ্যোক্ত বিধানানুসারে বাসুদেব নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বাগ্দানরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ নাই ; সুতরাং ঋগ্বেদীদিগের মধ্যে বাগ্দান নাই।

পশুপতি কৃত জযুর্ব্বেদীদিগের কর্ম্ম পদ্ধতির মধ্যে বাগ্দান উক্ত হইয়াছে ; যথা—

অথ জযুর্ব্বেদিনাং দশ কর্ম্ম পদ্ধতি লিখ্যতে। তত্রাদৌ বিবাহ কর্ম্মাভিধীয়তে। ততঃ কতিপয় দিবস ভাবিনি বিবাহে স্ত্র্যাচার সিদ্ধ মবিঘ্নকর্ম্মাদিকং কৃত্বা পূর্ব্বোক্ত কালে বিবাহ লগ্ন দিবসং বা প্রতির্নির্বর্ত্তিত নিত্যকৃত্যো বরপিতা কন্যাপিতা চ গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কুর্য্যাৎ। ততঃ শুভে মুহূর্ত্তে হস্তোদকার্থং যথা স্ত্র্যাচারসিদ্ধং ফলকুসুমাদিকং গৃহীত্বা ব্রাহ্মণাদয়ো জামাতৃগৃহং গচ্ছেয়ুঃ। তত্র গত্বা পশ্চিমাভিমুখঃ কন্যাসম্বন্ধী ব্রাহ্মণঃ পূর্ব্বাভিমুখবরসম্বন্ধি-ব্রাহ্মণায় সতিলকুশোদকৈর্হস্তোদকং দদ্যাৎ। ততঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি শুভে লগ্নে অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রস্য অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রস্য অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রস্য অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুক গোত্রস্যামুক প্রবরস্য অমুক দেব শর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুক গোত্রাং অমুক প্রবরাং শ্রীমতী অমুকী দেব্যাভিধানাং কন্যাং শুভ বিবাহেন দাতুং তবাহং জানে। ইতি জামাতা বাঢ়মিতিব্রুয়াৎ। ততঃ শুভে লগ্নে বরং অর্চ্চয়েৎ।

যজুর্ব্বেদীদিগের বিবাহ দিবসের কতিপয় দিবস পূর্ব্বেই হউক, অথবা বিবাহ দিবসে বর ও কন্যাকর্ত্তার গৃহে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন হইলে কন্যার পিতা স্ত্রীলোকদিগের আচারানুসারে ফল পুষ্পাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক কতিপয় ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে জামাতার গৃহে গমন করিবেন। পরে বরপক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ফল পুষ্পাদি দান করিবেন এবং জামাতার প্রপিতামহাদির নাম গোত্র প্রবর এবং কন্যার ঐরূপ প্রপিতামহাদির নাম গোত্র প্রবর উল্লেখ করিয়া বলিবেন যে, আমি তোমাকে কন্যা দান করিব। জামাতা "বাঢ়" ইতি স্বীকার সূচক বাক্য বলিবেন। এই রূপ কার্য্যকে বাগ্দান বলে। ইহা কেবল যজুর্ব্বেদীদিগের অনুষ্ঠেয়, সাম ও ঋগ্বেদীদিগের পক্ষে নহে; সুতরাং আমরা বাগ্দান করি না। অতএব এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ভবদেব পদ্ধতি অনুসারে বিবাহের প্রথমে জামাতৃ অর্চ্চনা, তৎপরে অর্হনান্তর জলদ্বারা সম্প্রদান (অদ্ভির্দত্ত্বা) এই দুইটী ক্রিয়া অবিচ্ছেদে সম্পন্ন হয়।

পর দিবসের ক্রিয়া।

প্রথমে,—অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক সপ্তপদীগমন এবং প্রজাপতি ঋষি স্ত্রিষ্টুপছন্দো ভগাদয়ো দেবতা গৃহীত কন্যাপাণেঃ পতুর্জপে বিনিয়োগঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠে পাণিগ্রহণ, এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে কন্যাকে "পাণিগৃহিতিকা" বলা যায়। তৎপরে,—হোমাদি করিয়া বিবাহ নিষ্পত্তি হয়।

ঋগ্বেদীদিগের সামবেদীদিগের ন্যায় কর্ম্ম পরিপাটী প্রায়ই একরূপ। তাহাদেরও অর্চ্চনাই প্রথম। কেবল যজুর্ব্বেদিদিগের বাগ্দান ক্রিয়াটী অতিরিক্ত, আর সমস্ত ক্রিয়া পর্য্যায়ক্রমে অপর দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমান। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যজুর্ব্বেদী দিগের মধ্যে ইচ্ছাক্রমে দান দুই বার হয়। প্রথম দান বাগ্দান, দ্বিতীয় দান কুশ হস্তে জল দ্বারা দান। জলদ্বারা দানই প্রশস্ত ও মুখ্য দান। মনু এইরূপ বলিয়াছেন,—

অদ্ভিরেব দ্বিজাগ্র্যাণাং কন্যা দানং বিশিষ্যতে।
ইতরেষান্তু বর্ণানামিতরেতর কাম্যয়া॥ ৩৫। ৩।

কুল্লুক ভট্টের টীকা—

উদকদান পূর্ব্বকমেব ব্রাহ্মণানাং কন্যাদানং প্রশস্তং ক্ষত্রিয়াদীনাং পুনর্ব্বিনাপ্যুদকং পরস্পরেচ্ছয়া বাঙ্‌মাত্রেণাপি কন্যাদানং ভবতি উদকপূর্ব্বকমপীত্যনিয়মঃ।

ব্রাহ্মণদিগের জলদ্বারা কন্যাদানই প্রশস্ত, ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়দিগের পরস্পর কামনামূলক বিবাহে বাক্যমাত্র দ্বারা কন্যাদান সিদ্ধ হয়, তথাপি সকলের পক্ষে জলদ্বারা দানই (আমরা যাহাকে সাধারণতঃ সম্প্রদান বলিয়া থাকি) নিয়ম। সুতরাং বাগ্দান যে করিতেই হইবে, না করিলে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে এমত নহে। এই জন্য ভবদেবভট্ট ও বাসুদেব বাগ্দানের কোন ক্রিয়া পদ্ধতির কথা উল্লেখই করেন নাই। তবে কাহার ইচ্ছা হইলে বাগ্দান করিতে পারেন এইজন্য পশুপতিই কেবল জযুর্ব্বেদীয় বিবাহপদ্ধতির সঙ্গে বাগ্দানের ক্রিয়াপদ্ধতি লিখিয়াছেন। এক্ষণে দেখুন জযুর্ব্বেদি দিগের বাক্দানের বাক্য আর সম্প্রদানের বাক্য প্রায়ই এক, ফলতঃ কার্য্যগত বড় বৈষম্য নাই। তথাপি মনু বচনানুসারে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে জলদ্বারা দানই প্রশস্ত ও নিয়ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; সুতরাং পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বাগ্দান করিলেও পুনরায় জলদ্বারা সম্প্রদান করিতে হয়।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে বিবাহে প্রকৃত দান একই। যজুর্ব্বেদিরা তাঁহাদিগের কর্ম্ম পদ্ধতি অনুরোধে একবার বাক্য দ্বারা প্রতিশ্রুত হন বলিয়া ইহাদিগের বিবাহে দুইটী দান, প্রথম বাগ্দান, দ্বিতীয় সম্প্রদান, চলিয়া আসিতেছে। সাম ও ঋকবেদীরা বাগ্দান না করিয়া এককালে প্রশস্ত ও মুখ্য সম্প্রদানই করিয়া থাকেন।

পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক জল দ্বারা সম্প্রদান করা হইলে কন্যার পিতার বিবাহসম্বন্ধে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা নিষ্পন্ন হইল; ইহাতে বরের পতিত্ব নিষ্পন্ন হইল এবং কন্যাকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ স্বীকার করা হইল, কিন্তু ইহাতে কন্যার ধর্ম্ম পত্নীত্ব নিষ্পন্ন হয় না সুতরাং তৎপরে সপ্তপদী গমন দ্বারা গৃহীত কন্যাকে পতিকূলে আনিয়া পাণিগ্রহণ মন্ত্রদ্বারা ধর্ম্ম্যভার্য্যাত্ব সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। বাগ্দান তৎপরে সম্প্রদান দ্বারা পতিত্ব ও ভার্য্যাত্ব সম্বন্ধ জন্মায় এবং সপ্তপদী গমন ও পাণিগ্রহণ মন্ত্র দ্বারা ধর্ম্মপত্নীত্ব নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এই মীমাংসা নিম্নোদ্ধৃত মনু বচন দ্বারা সিদ্ধহইতেছে। যথা

মঙ্গলার্থং সস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্ ॥ ১৫২। ৫
পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তংদার লক্ষণম্।
তেষাং নিষ্টা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃসপ্তমেপদে ॥ ২২৭। ৮

মঙ্গলার্থমিতি-যদাসাং স্বস্ত্যয়নং শান্ত্যর্থ মন্ত্র বচনাদিরূপং

যশ্চাসাম্প্রজাপতিযাগঃপ্রজাপত্যুনেশেশ্মাজ্যহোমাত্মকো বিবাহেষু ক্রিয়তে, তন্মঙ্গলার্থমুভীষ্ট সম্পাত্যর্থংকর্ম্ম। যৎপুনঃ প্রথম সম্প্রদানং বাগ্‌দানাত্মকং তদেবভর্ত্তুঃ স্বাম্যজনকং ততশ্চ বাগ্‌দানাদারভ্য স্ত্রী ভর্ত্তৃপরতন্ত্রা। তস্মাত্তং শুশ্রূষতেতি পূর্ব্বোক্ত শেষঃ। যত্তু নবমে বক্ষ্যতে তেষাংনিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ইতি ভার্য্যাত্ব সংস্কারার্থ মিত্যবিরোধঃ।

পাণিগ্রহণিকা।—বৈবাহিকামন্ত্রানিয়তং নিশ্চিতং ভার্য্যাত্বে নিমিত্তং তৈর্ম্মন্ত্রৈ র্যথা শাস্ত্রংপ্রযুক্তৈর্ভার্য্যাত্ব নিষ্পত্তেঃ তেষান্তু মন্ত্রাণাং সখা সপ্তপদী ভবেতি মন্ত্রেণ কন্যায়াঃ সপ্তমে দত্তে পদে ভার্য্যাত্ব নিষ্পত্তেঃ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সমাপ্তির্ব্বিজ্ঞেয়া এবঞ্চ সপ্তপদীদানাৎ প্রাক্ ভার্য্যাত্বা নিষ্পত্তিঃ সত্যনুশয়ে জহ্যান্নোর্দ্ধম্॥

বিবাহে দান দ্বারা (বাগ্‌দান ও জল দ্বারা সম্প্রদান) স্বামিত্ব সম্বন্ধ জন্মে এবং পাণিগ্রহণ মন্ত্র ও সপ্তপদী গমন দ্বারা ভার্য্যাত্ব সম্বন্ধ নিষ্পন্ন হয়; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল মন্ত্র পাঠ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা দম্পতির মঙ্গলার্থ। অতএব বাগ্‌দান হইতেই স্বামী পরতন্ত্রতা এবং স্বামী সেবা আরম্ভ হয়।

এক্ষণে মনু যখন বলিয়াছেন যে দান দ্বারা স্বামীত্ব জন্মায়, তখন যথা বিধি বাগ্‌দানের পর, কন্যার পতি বিয়োগ জন্য বৈধব্য হইবে ইহা বিধি সঙ্গত এবং "যস্যাম্রিয়েত কন্যয়া বাচা সত্যে কৃতেপতিঃ" ইত্যাদি বচনে তাহা উক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে বাগ্দানের পর বরের মৃত্যু হইলে বাগদত্তা কন্যা বিধবা হয় ইহা যখন বিধি ও যুক্তিসঙ্গত দেখা যাইতেছে, তখন তৎপরবর্ত্তী ক্রিয়ান্তে বরের মৃত্যু হইলে যে কন্যা বিধবা হইবে ইহাও ঐ বচনদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং জামাতার অর্চ্চনার পর বরের মৃত্যু হইলে, অথবা সম্প্রদানের পর বরের মৃত্যু হইলে, বা কুশণ্ডিকায় অগ্নি সংস্থাপন ও হোম ক্রিয়াদির পর বরের মৃত্যু হইলে, কিম্বা সপ্তপদী গমনের পর বরের মৃত্যু হইলে, বা পাণিগ্রহণান্তর বরের মৃত্যু হইলে কন্যা বিধবা হইবে, ইহা মনুর "বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ" এই বচনেই নিশ্চিত হইতেছে। কিন্তু বশিষ্ঠ বলেন যে, বাক্যদ্বারা দান করিবার পর (বাচাদত্তা) জলদ্বারা অর্থাৎ সম্প্রদান করিবার পর (অদ্ভির্দ্দত্তা) বরের মৃত্যু হইলে কন্যার কন্যাত্ব যায় না; সেই কন্যা তাহার পিতারই থাকিবে। অর্থাৎ বাক্যদ্বারা দান, অথবা জলদ্বারা দান

করিবার পূর্ব্বে পিতার যেমন যে পাত্রে ইচ্ছা হয় দান করিবার ক্ষমতা ছিল, এরূপ স্থলেও পিতা সেইরূপই দান করিতে পারিবেন। কিন্তু, মন্ত্রোপনীতা হইলে পর বরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার আর সে অধিকার থাকিবে না। বশিষ্ঠ বচনানুসারে ইহাই বুঝা যায় যে, কন্যা যত ক্ষণ পর্য্যন্ত মন্ত্রোপনীতা না হইবে, অর্থাৎ পাণি-গ্রহণ মন্ত্র দ্বারা সংস্কারবতী না হইবে, ইহার মধ্যে যদি বরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অন্য পাত্রে পূর্ব্ববৎ অর্পণ করিবার অধিকার পিতারই থাকিবে। অর্থাৎ বাগ্‌দত্তাই হউক অথবা জলস্পর্শ পূর্ব্বকসম্প্রদান বাক্যদ্বারাই দত্তা হউক, বরের মৃত্যু হইলে, সেই কন্যা পূর্ব্ববৎ অন্য পাত্রে বিধি পূর্ব্বক প্রদত্ত হইতে পারিবে; কিন্তু পাণি-গ্রহণ-মন্ত্র-সংস্কৃতা হইলে পর যদি পতির মৃত্যু হয় তাহা হইলে আর পিতা দান করিতে পারি-বেন না। কিন্তু পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন বিবাহের মন্ত্র গুলির মধ্যে অর্চ্চনা হইতে সম্প্রদান বাক্য পাঠ পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা কন্যার পিতার কর্ত্তব্য। তৎপরে পাণিগ্রহণ ইত্যাদি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা বরের কর্ত্তব্য। সুতরাং যখন পিতার সম্প্রদানকার্য্য সমাপন হইয়াছে, তখন ইহার পর কোন কারণে পিতার পুনর্দ্দান করিবার অধিকার হইতে পারে না। কারণ পূর্ব্বোদ্ধৃত মনু বচন দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রাহ্ম্য বিবাহে সম্প্রদান স্বামীত্বের কারণ এবং পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন দ্বারা ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয়। সম্প্রদান দ্বারা পতিত্ব নিষ্পন্ন হয়; কিন্তু পাণিগ্রহণ মন্ত্র যোগ না হইলে ধর্ম্ম পত্নীত্ব নিষ্পন্ন হয় না। মনে করুন, যদি কোন স্থলে ব্রাহ্ম্য বিবাহে সম্প্রদানের পর যথা বিধি পাণিগ্রহণ না হয়, সেস্থলে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে? কন্যার সম্বন্ধে, পিতা তাহাকে যে পাত্রে সম্প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে পতিরূপে শুশ্রূষাদি করিতে হইবে, ইঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিতে হইবে। এবং তাঁহার মৃত্যু হইলে ঐ কন্যাকে বৈধব্যাচরণ করিতে হইবে। কিন্তু বরের সম্বন্ধে এরূপ বিবাহিতা কন্যা তাহার ধর্ম্ম পত্নী বলিয়া গণ্য হইবে না, তদ্গ-র্ভজাত সন্তান ঔরস পুত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। দেখুন সবর্ণাস্ত্রী ভিন্ন ধর্ম্ম-পত্নী হইতে পারে না। সুতরাং পাণিগ্রহণ মন্ত্র সবর্ণা স্ত্রী বিবাহেই প্রযোজ্য, অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হয় না। কাজেই অসবর্ণা স্ত্রী ধর্ম্ম পত্নী বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু কন্যা তাহার পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় বলিয়া, যাহাকে প্রদত্ত হয়, সে কন্যার পতি বলিয়া সিদ্ধ হয়, অন্য কাহাকে আর পিতা সে কন্যা দান করিতে পারেন না, ঐ পতির মৃত্যুতে দত্তা কন্যা বিধবা হয়, এবং ঐ পতির প্রতি পতিব্রতা স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। কুল্লুক ভট্টের পূর্ব্বোদ্ধৃত

"মঙ্গলার্থ" ইত্যাদি বচনের টীকায় এইরূপই ব্যখ্যা করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,—

পাণিগ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহ কর্ম্মণি ॥ ৩। ৪৩।
শরঃ ক্ষত্রিয়য়াঃ গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে ॥ ৩। ৪৪।

পাণীতি। সমান জাতীয়াসু গৃহ্যমাণাসু হস্তগ্রহণলক্ষণঃ সংস্কারো গৃহ্যাদি শাস্ত্রেণ বিধীয়তে বিজাতীয়াসু পুনরুহ্যমানাসু বিবাহকর্ম্মণি পাণিগ্রহণস্থানে অয়মনন্তরশ্লোকে বক্ষ্যমানো বিধির্জ্জেয়ঃ।

শর ইতি। ক্ষত্রিয়য়া পাণিগ্রহণস্থানে ব্রাহ্মণবিবাহে ব্রাহ্মণ-হস্ত-পরিগৃহীত-কাণ্ডৈক-দেশো গ্রাহ্যঃ। বৈশ্যয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিবাহে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিধৃত প্রতোদৈক দেশোগ্রাহ্যঃ। শূদ্রয়া পুনর্দ্বিজাতিত্রয়বিবাহে প্রাবৃতবসনদশা গ্রাহ্যা ॥

সবর্ণা স্ত্রীতে পাণিগ্রহণ সংস্কার করিবে। অসবর্ণা বিবাহ কর্ম্মে পাণিগ্রহণের পরিবর্ত্তে বক্ষ্যমান বিধি জানিবে।

অনুলোম ক্রমে বিবাহে ক্ষত্রিয় কন্যা শর গ্রহণ, বৈশ্য কন্যা প্রতোদ (গবাদি তাড়ন দণ্ড) গ্রহণ এবং শূদ্র কন্যা বসন দশা গ্রহণ করিবে।

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করুন, অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহে পাণিগ্রহণ নাই। সুতরাং পাণিগৃহীতা সবর্ণা স্ত্রীর ন্যায় অসবর্ণা স্ত্রীর ধর্ম্ম পত্নীত্ব নিষ্পন্ন হয় না; কাজেই উভয়ই সমান ভাবের পত্নী নহে। কিন্তু, গৃহীতায় পতিত্ব সম্বন্ধে উভয়ের পক্ষে সমান। সবর্ণা স্ত্রীর পক্ষে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম যেরূপ প্রতিপালনীয়, অসবর্ণা স্ত্রীর পক্ষেও সেইরূপ ইহার কোন অন্যথা নাই।

এখন দেখুন যদি সম্প্রদানেই স্বামিত্ব নিষ্পন্ন হয়, তবে পানিগ্রহণ না হইবার পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে দত্তা কন্যাকে অবশ্যই বিধবা বলিতে হইবে। মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের এই মত।

পাণিগ্রহণে কন্যার পিতার কার্য্যগত কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার কার্য্য সম্প্রদান

পর্য্যন্ত, সুতরাং তাঁহার দান কার্য্য একবার সম্পন্ন হইলে, তিনি আর দানের অধিকারী হইতে পারেন না।

মনুবলিয়াছেন,—

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎকন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীন্যেতানি সতাংসকৃৎ। ৯। ৪৭।

ধন বিভাগ কালে একবার মাত্র অংশ বিভাগ হইতে পারে। কন্যা একবার মাত্র দান করিবে। "দান করিলাম" এই বাক্য একবার মাত্র বলিতে পারিবে। সৎলোকে এই তিনটী কার্য্য একবার মাত্র করিবেন।

অতএব কন্যাদান একবার মাত্র করা হইলে, আর দান হইতে পারে না। কন্যা সম্প্রদান হইলে পিতার দান কার্য্য সমাপন হইয়াছে, এবং বর প্রতি গ্রহণ করিয়াছেন বলিতে হইবে। সুতরাং সে কন্যার পাণিগ্রহণ হউক, বা না হউক, পিতার আর দান করিবার অধিকার থাকিতেছে না। কিন্তু, এ কথা স্বতঃই উপস্থিত হইতে পারে যে, একবার দান করিলে অথবা "দিলাম (দদানি)" এই বাক্য একবার বলিলে সৎলোকে আর দান করিতে পারেন না। কিন্তু, যাহা দান করা হয় নাই, অথবা যাহা দিলাম বলিয়া উক্ত হয় নাই, তাহা দান কর্ত্তারই থাকিতে পারে, অর্থাৎ তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দান করিতে পারেন, অথবা নাও করিতে পারেন। বাগ্‌দান কালে সম্প্রদান করা হয় নাই, কারণ জল দ্বারা দান করা যখন নিয়মবদ্ধ হইয়াছে, তখন বিধি পূর্ব্বক জলদ্বারা দান না করিলে দান সিদ্ধ হইতেছেনা। কেবল "দাতুং তবাহং প্রতিজানে" এই বাক্যদ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে আমি অমুকী কন্যা তোমাকে দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি এই কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে দান কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে না। সুতরাং "সকৃদাহ দদানি" এবং "সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে" এই বাক্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, বাগ্দানন্তর বিশেষ হেতু বশতঃ পিতা বাগ্‌দত্তা কন্যাকে পত্রান্তরে অর্পণ করা মনুর অনভিমত নহে। তবে যখন লোকের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল (যথা সত্যাদি যুগে), তখন তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করাকেই কার্য্যের সদৃশ বিবেচনা করিয়া থাকেন, তখন বাগ্‌দান করা হইলেই কন্যা সম্প্রদানের তুল্য বিবেচনা করিতেন, সুতরাং ধর্ম্ম প্রবল কালে বাগ্‌দান হইলে যদিও জলস্পর্শ দ্বারা নিয়মানুরোধে দান করিতে হইত, তথাপি বাগ্‌দানে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলে পর বরের মৃত্যু হইলে ধর্ম্মাত্মা সাধু ব্যক্তিরা কন্যাকে অন্য পাত্রে অর্পণ করিতেন না এবং স্ত্রীলোক দিগেরও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রবল হেতু পিতা বাগ্‌দানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে পর, বরের মৃত্যু হইলে কন্যা পত্যন্তর গ্রহণ না

করিয়া বৈধব্যাচরণ করিতেন। এক্ষণে বাগ্দান নাই, সকলেই এমনকি, যজুর্ব্বেদীরাও এক্ষণে বিবাহের পূর্ব্বে যথাবিধি বাগ্দান করেন না। "অদ্ভিরেব দ্বিজাগ্র্যাণাং" ইত্যাদি মনু বচনানুসারে এককালে জল দ্বারা কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব বাগ্দান প্রচলিত না থাকিলেও জলদ্বারা কন্যা একবার দত্তা হইলে আর দ্বিতীয় বার সেই দত্তা কন্যাকে দান করিতে পারা যায় না, এবং সম্প্রদানের পর বরের মৃত্যু হইলে, কন্যা পতি বিয়োগ জন্য বৈধব্যাচরণ করিবে ইহা নিশ্চিত, তাহার আর কোন সংশয় নাই। কিন্তু, বশিষ্ঠের বচনানুসারে দেখা যাইতেছে যে, অদ্ভির্দত্তা অর্থাৎ জলদ্বারা যে কন্যাকে একবার দান করা হইয়াছে, সে কন্যার বরের মৃত্যু হইলে পিতা অন্য পাত্রে যথাবিধি অর্পণ করিতে পারেন। অতএব পাঠকবর্গ এখন দেখুন, আমরা বশিষ্ঠের বিধানানুসারে চলি, কি মনুর বিধানানুসারে চলিতেছি। অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বশিষ্ঠের উপদেশ আমরা গ্রহণ না করিয়া মনুর বিধানুসারেই চলিতেছি।

এক্ষণে বাগ্দান নাই। বাগ্দান প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার কারণ কি? ইহা অনুসন্ধান করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে, মনুর অনুশাসনই ইহার কারণ। বাগ্দান করিতেই হইবে, এমত বিধি উক্ত হয় নাই। অথচ বাক্দান করিলে পর বরের মৃত্যু হইলে কন্যা বিধবা হইয়া এইরূপ শাসনের অনুগত হইতে হইবে। সুতরাং এ প্রথা এককালে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি লোকে মনুপ্রোক্ত শাসনের অনুগত না হইত, এবং বশিষ্ঠের বিধান বলবৎ বিবেচনা করিত, তাহাহইলে বাগ্দান করিবার কোন আশঙ্কা থাকিত না; সুতরাং ইহাতে লোকে বিমুখ হইত না। কেহ কেহ একথা বলিতে পারেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে যে লগ্নপত্র হইয়া থাকে, ইহাতেই বাগ্দান সিদ্ধ হয়। কিন্তু, ইহা সকলেই জানেন যে, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক যে কার্য্য নিষ্পন্ন না হয়, তাহা সিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। মনে করুন, কন্যার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম গোত্র ও প্রবর উল্লেখ করিয়া এবং ঐ রূপে বরের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম, গোত্র ও প্রবর উল্লেখ করিয়া কন্যা দান করা শাস্ত্রে বিধি আছে, কিন্তু, ওরূপ না করিয়া যদি বিবাহ কালে কেবল কন্যার ও বরের নাম উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, অমুকী কন্যা অমুক বরে দান করা গেল। তাহাহইলে কি ব্রাহ্ম্য বিবাহের বিধানানুযায়ী সম্প্রদান সিদ্ধ হইবে? বোধ হয় কেহই এ কথা স্বীকার করিবেন না। কেবল যাহাদের হিন্দুশাস্ত্রে আস্থা অথবা দর্শন নাই, বিজাতীয় বৈষয়িক যুক্তি সমূহে যাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, যখন বাক্যের তাৎপর্য্যগত কোন বৈষম্য নাই, তখন কেবল ভাষার বৈষম্য জন্য

কেন উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইবে না? কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে এ যুক্তি গ্রাহ্য নহে। শাস্ত্রানুসারে যাহার পর যে ক্রিয়ার বিধি আছে ও যে কার্য্যে যে সকল ঋষি-বাক্য অথবা বেদ-বাক্য উচ্চারণ করিয়া অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে, তাহার আংশিক অন্যথা হইলেও ক্রিয়া হীনাঙ্গ বলিয়া অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। নতুবা এখনকার যুক্তিবলে দুই কথায় বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারিত। এই কন্যা এই বরে অর্পণ করিলাম, এই কথায় পিতার সম্প্রদান করা হইত এবং বর এই কন্যাকে ভার্য্যার্থ গ্রহণ করিলাম ইহা বলিলেই বিবাহ করা সম্পন্ন হইত। কিন্তু হিন্দুর বিবাহে তাহা হয় না। অতএব লগ্নপত্র প্রতিজ্ঞা সূচক হইলেও ইহা শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বাক্য প্রয়োগ না করিয়া নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ইহাকে বাগ্দান বলা যাইতে পারে না। কিন্তু মনুর "যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ" এই অনুশাসন হিন্দু সমাজে এত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; যে, পাছে লগ্নপত্রে কোন প্রতিজ্ঞাবাক্য থাকিলে উক্ত শাসনের অধীন হইয়া পড়ে, এই জন্য "যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে" এইরূপ বাক্য-সঙ্কোচ লগ্নপত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

যদিও এরূপ লগ্ন পত্র শাস্ত্রোক্ত বাগ্দানের তুল্য নহে, এবং ইহাতে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিলে পূর্ব্ববৎ যদৃচ্ছা কন্যা দান সম্বন্ধে কোন দোষ ঘটে না, তথাপি মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের শাসন হিন্দুদিগের হৃদয়ে অদ্যাপিও এতদূর প্রবল ভাবে বিরাজ করিতেছে যে, লগ্ন পত্র স্থির হইবার পর যদি কোন পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে সমাজ সহজে সে কন্যার সম্প্রদান নিষ্পন্ন করিতে দেন না, এমত কন্যাকে অন্যপূর্ব্বা বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। এমত স্থলে কেমন করিয়া বিদ্যা-সাগর মহাশয় বলিলেন যে, এক্ষণে আমরা মনু বাক্য না মানিয়া বশিষ্ঠের বচনানুসারে চলিয়া থাকি। ইহা চিন্তার অতীত। পরন্তু, পাঠকবর্গ আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, বশিষ্ঠ বলিয়াছেন সম্প্রদানের পর পতি মরিলেও দত্তা কন্যা বিধবা হয় না। কিন্তু, এরূপ ব্যবহার এখনও, এমত অধর্ম্ম প্রবল কালেও, কোন হিন্দু চক্ষে দেখা দূরে থাকুক, কর্ণেও শুনেন নাই। ঈশ্বর ইচ্ছায় এরূপ বিঘ্ন প্রায়ই ঘটে না; সুতরাং ইহার উদাহরণ পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু, অনেক দেশের লোকের নিকট আমি অনুসন্ধান করিয়াছি; সকলেই বলিয়াছেন যে, সম্প্রদানের পর পতি বিয়োগে কন্যা অবিধবার ন্যায় আচরণ করিতে অথবা তাহাকে পুনর্দ্দান করিতে কেহ কখন দেখেন নাই ও শুনেন নাই। ইতিহাসেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে এই মাত্র আমরা শ্রুত আছি যে, বৈশ্যকন্যা বেহুলার পতি বাসর গৃহে সর্পদষ্ট হইয়া পরলোক গত হইয়াছিলেন। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান আচারানুসারে

এরূপ বোধ হয় যে, সম্প্রদানের পর বেহুলার পতি বিয়োগ হইয়াছিল। কিন্তু, বেহুলা পুনর্দ্দত্তা হন নাই, এবং মৃত পতির দেহ লইয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদনের জন্য তিনি যত্নবতী ছিলেন, পত্যন্তর গ্রহণ করেন নাই। এই ইতিহাস বাক্য অনেক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিলেন যে, বিরোধ স্থলেও মনুপ্রোক্ত বিধান অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণদ্বারা কখনই খণ্ডন হয় নাই, এবং এখনও হইতেছে না। রঘুনন্দনকৃত স্মৃতি সংগ্রহে, যাহা ইহ যুগে বঙ্গ শাসন করিতেছে, উদ্বাহতত্ত্বে ভূয়োভূয়ঃ এই বাক্য লিখিত হইয়াছে যে, "মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে" মন্বর্থের বিরুদ্ধ যে স্মৃতি বাক্য তাহা প্রশস্ত নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পূর্ব্বে যাহা দেখান হইল, ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, কলিযুগে মনুর ব্যবস্থা অপ্রচলিত নহে, বরং যে শাস্ত্র মনুশাস্ত্রের বিরোধী তাহা অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখুন পরাশরের ব্যবস্থা অন্যান্য শাস্ত্রের বিরোধস্থলে কলিযুগে অগ্রাহ্য হইতেছে।

পরাশর বলিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নানাং বন্দিগোগ্রহণে তথা।
আহবেষুর্বিপন্নানাং এক রাত্রেস্তু সূতকম্ ॥ ৩। ৩৬

ব্রাহ্মণ রক্ষার্থে মরিলে, বন্দীকৃতা গাভীর উদ্ধারের নিমিত্ত প্রাণ ত্যাগ করিলে এবং সংগ্রামে বিপন্ন হইলে এক রাত্রি অশৌচ হয়, অর্থাৎ এক অহোরাত্র অশৌচ হয়। (রঘুনন্দন স্মৃতির শুদ্ধিতত্ত্ব দেখ)।

কিন্তু মনু বলিয়াছেন,—

ডিম্বাহবহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবেন চ।
গোব্রাহ্মণস্য চৈবার্থে যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ ॥৯৫। ৫

কুল্লূক ভট্টের টীকা।

ডিম্বাহবো নৃপরহিত যুদ্ধং, তত্র হতাণাং, বিদ্যুতা বজ্রেণ, পার্থিবেন বধার্হেঽপরাধে হতে, গোব্রাহ্মণ রক্ষণার্থং বিনাপি যুদ্ধং জলাগ্নি ব্যাঘ্রাদিভির্হতানাং যস্য পুরোহিতাদেঃ, স্বকার্য্য বিঘাতার্থং নৃপতিরশৌচাভাবমিচ্ছতি তস্যাপি, সদ্যঃ শৌচম্॥৯৫

নৃপ বিহীন যুদ্ধে হত, বিদ্যুৎ বা রাজ কর্তৃক নিহত ও গোব্রাহ্মণের রক্ষার্থ (সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়াও) যাহারা হত হয় এবং নৃপতি যাহার অশৌচাভাব ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের সদ্য শৌচ হয়।৯৫।

তথাচ বৃহস্পতি।

ডিম্বাহবে বিদ্যুতা চ রাজা গোবিপ্রপালনে।
সদ্যঃ শৌচং মৃতস্যাহুস্ত্র্যহঞ্চান্যে মহর্ষয়ঃ।

শুদ্ধিতত্ত্বধৃত বচনং

নৃপতি বিহীন যুদ্ধে, বজ্রাঘাতে, বধ যোগ্য অপরাধ জন্য নৃপতি কর্তৃক হত ; গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার্থে হত, ইহাদের জন্য সদ্যঃ শৌচ। এতদ্ভিন্ন স্থলে ত্রিরাত্রি অশৌচ।

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, পরাশর গোব্রাহ্মণ রক্ষার্থে এবং সংগ্রামে মরিলে এক অহোরাত্র অশৌচ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু মনু ও বৃহস্পতি একবাক্যে ঐ ঐ স্থলে সদ্য শৌচ বিধি দিতেছেন। কিন্তু দেখুন আমরা কোন্ ব্যবস্থানুসারে চলিতেছি ? রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যাঁহার স্মৃতি মীমাংসা লইয়া বঙ্গদেশ শাসিত হইতেছে, তিনিও, শুদ্ধিতত্ত্বে ঐ সকল বচন প্রমাণ দিয়া সদ্য শৌচ ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং তদনুসারে আমরা চলিতেছি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহ যুগেও পরাশরের ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া বিরোধ স্থলে মনু ও অন্যান্য ঋষির ব্যবস্থা, যাহা মন্বর্থের বিপরীত নহে, এমত ব্যবস্থা লইয়া সকলে আচার ও ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

পরাশর বলিয়াছেন।

দন্তজাতেঽনুজাতেচ কৃতচূড়ে চ সংস্থিতে।
অগ্নিসংস্করণং তেষাং ত্রিরাত্রং সূতকং ভবেৎ। ২১। ৩

যে বালক দন্ত সহিত জন্মিয়াছে, অথবা যাহার জন্ম হইবার পর দন্ত উঠিয়াছে, অথবা যাহার চূড়াকরণ হইয়াছে, এমত বালকের মৃত্যু হইলে তাহার অগ্নি সংস্কার করিবে এবং তাহার জন্য তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে।

ইহা দ্বারা এরূপ ব্যবস্থা স্থির হইতেছে যে, বালকের দন্ত উঠিলে (গর্ত্তে থাকা কালেই দন্ত উঠুক, অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই উঠুক) যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার অগ্নি সংস্কার করিতে হইবে। সকলেই জানেন যে, সাধারণতঃ ৬ মাসের পর বালকের দন্তোদ্ভেদ হইয়া থাকে। সুতরাং পরাশরের ব্যবস্থানুসারে ভূমিষ্ঠ হইবার ৬ মাসের পর বালকের মৃত্যু হইলে অথবা যদি দন্ত সহিত জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভূমিষ্ঠ হইবার পর ৬ মাসের মধ্যে মৃত্যু হইলে তাহার অগ্নি-সংস্কার করিতে হইবে।

কিন্তু মনু বলিয়াছেন।

ঊনদ্বিবার্ষিকং প্রেতং নিদধ্যুর্ব্বান্ধবা বহিঃ।
অলঙ্কৃত্য শুচৌ ভূমাবস্থিসঞ্চয়নাদৃতে ॥৬৮।৫
নাস্য কার্য্যোঽগ্নিসংস্কারো নচ কার্য্যোদকক্রিয়া।
অরণ্যে কাষ্ঠবত্ত্যক্ত্বা ক্ষপেয়ুস্ত্র্যহমেব চ ॥৬৯।৫

দুই বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক মরিলে, বান্ধবেরা গ্রামের বাহিরে শব লইয়া গিয়া তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া অস্থিসঞ্চয়ন ব্যতিরেকে শুদ্ধ স্থানে পুতিয়া রাখিবে।

এইরূপ বালকের অগ্নিসংস্কার ও জল পিণ্ড দানাদি উদকক্রিয়া করিবে না, উক্ত প্রকারে কাষ্ঠবৎ অরণ্যে ত্যাগ করিয়া ত্রিরাত্রান্তে অশৌচ ত্যাগ করিবে।

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, পরাশরের মতে বালকের দন্ত উঠিলে অর্থাৎ ৬ মাসের পর মৃত্যু হইলে বালকের অগ্নি সংস্কার করিবে এরূপ বলিয়াছেন। এবং মনু বলিয়াছেন যে, বালকের দুই বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইলে যদি ইহার মধ্যে চূড়াকরণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এমত বালকের মৃত্যু হইলে, তাহার অগ্নিসংস্কার করিবে না। এক্ষণে আমরা পরাশরের ব্যবস্থানুসারে কি মনুর ব্যবস্থানুসারে চলিতেছি তাহা দেখা আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে আমরা মনুর ব্যবস্থানুসারে চলিয়া থাকি এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শুদ্ধিতত্ত্বের বালাদ্যাশৌচ প্রকরণে মনুর মতানুসারে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং আবহমান কাল হইতে এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। পরাশরের ব্যবস্থা মনুবিরোধী বলিয়া এস্থলে কেহই আদর করেন নাই।

পরাশর পর্ণনর প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা,—

> ষট্‌ শতানি শতং চৈব পলাশনাঞ্চ বৃন্তকম্।
> চত্বারিংশচ্ছিরে দদ্যাৎ ষষ্ঠিং কণ্ঠে বিনির্দ্দিশেৎ॥১৬।৫
> বাহুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাদঙ্গুলীষু দশৈব তু।
> শতঞ্চোরসি সংদদ্যাত্রিংশচ্চৈবোদরে ন্যসেৎ॥
> অষ্টৌ বৃষণয়োর্দ্দদ্যাৎ পঞ্চ মেঢ্রে চ বিন্যসেৎ।
> একবিংশতিমূরুভ্যাং জানুজঙ্ঘে চ বিংশতিম্॥
> পাদাঙ্গুল্যোঃ শতার্দ্ধঞ্চ পত্রাণি চ তথা ন্যসেৎ।
> শম্যাং শিশ্নে বিনিঃক্ষিপ্য অরণীং বৃষণে তথা॥

আশ্বলায়ন গৃহে পরিশিষ্ট,—

> অস্থিনাশে পলাশবৃন্তানাং ত্রীণি ষষ্ঠিশতানি চ।
> পুরুষপ্রতিকৃতিং কৃত্বাঽশীত্যর্দ্ধন্তু শিরসি গ্রীবায়াং দশ যোজয়েৎ॥

উরসি ত্রিংশতং দদ্যাদ্বিংশতিং জঠরে তথা।
বাহুভ্যাঞ্চ শতংদদ্যাদ্দদ্যাদঙ্গুলিভির্দ্দশ ॥
দ্বাদশার্দ্ধং বৃষণয়োরষ্টার্দ্ধং শিশ্ন এব চ।
উরুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাত্রিংশতং জানুজঙ্ঘয়োঃ ॥
পাদাঙ্গুলীষু চ দশ এতৎ প্রেতস্য লক্ষণম্

পর্ণনর প্রতিকৃতি করিবার পরাশরের ব্যবস্থা।			ঋকবেদীয় আশ্বলায়ন-গৃহ্যোদ্ধৃত ব্যবস্থা।	
মস্তকে	৩৪ পলাশ পত্র।		মস্তকে	৪০
কণ্ঠে	৬০ ”		কণ্ঠে	১০
বাহুদ্বয়ে	১০০ প্রত্যেক হস্তে।		বাহুতে	১০০
অঙ্গুলীতে	১০ প্রত্যেক অঙ্গুলীতে।		অঙ্গুলীতে	১০
বক্ষঃস্থলে	১০০		বক্ষঃস্থলে	৩০
উদরে	৩০		উদরে	২০
কোষে	৮		কোষে	৬
উপস্থে	৫		উপস্থে	৪
উরুদ্বয়ে	২১ প্রত্যেকে		উরুতে	১০০
জানু এবং জঙ্ঘাদ্বয়ে	২০ ঐ		জানু জঙ্ঘায়	৩০
চরণাঙ্গুলী সমুদয়ে	৫০		পদাঙ্গুলীতে	১০

এস্থলে আশ্বলায়নের ব্যবস্থা ও পরাশরের ব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর বৈষম্য রহিয়াছে; কিন্তু রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পরাশরের ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া ঋগ্বেদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাই সর্ব্বত্র প্রচলিত।

সংসর্গদোষজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা পরাশর কিরূপ করিয়াছেন, তাহা দেখুন। পরাশর বলিয়াছেন,—

আসনাচ্ছয়নাদ্‌যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দু রিবাম্ভসি ॥ ৭২। ১২

জলে এক বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করিলে যেমন সময়ে ক্রমশঃ সঞ্চরিত হইয়া

সমস্তই আবৃত করে, সেই রূপ পাতকীর সঙ্গে একত্র উপবেশন, একত্র শয়ন, একত্র গমন, একত্র ভোজন ও একত্র সম্ভাষণ দ্বারা পাপ সকল শরীরান্তরে সঞ্চরিত হয়। এই বচনের সহজে যে অর্থ উপলব্ধি হয়, তাহাতে এইরূপ বুঝা যায় যে, পতিতের সহিত একত্র শয়ন ভোজনাদি সংসর্গ করিলে সংসর্গকারীর শরীরে পাপ জলে প্রক্ষিপ্ত তৈল বিন্দুর ন্যায় ক্রমশঃ সঞ্চরিত হয়। সুতরাং কতক কাল এইরূপ সংসর্গ করিলে পতিতের তুল্য হইবারও আভাস থাকিতেছে। জলে তৈল বিন্দু নিক্ষেপ করিবা মাত্র যেমন চারি দিকে সঞ্চরিত হয় না, কালে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন সংসর্গ দ্বারা কালে সংসর্গীর শরীরে পাপ সম্যক সঞ্চরিত হয়। পরাশর উক্ত কালের নির্ণয় করিয়া দেন নাই, কারণ অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। যথা,—

মনুঃ—

সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরণ্।
যাজনাধ্যাপনাদ্যৌনান্নতু যানাসনাশনাৎ । ১৮১ । ১১ অ

পতিতের সহিত যাজন, অধ্যাপনা এবং যোনি সম্বন্ধরূপ সংসর্গদ্বারা সদ্যই পতিত হইতে হয়; এবং একত্র গমন, উপবেশন ও ভোজনরূপ সংসর্গ একবৎসর করিলে পতিত হয়।

দেবলঃ—

যাজনং যোনি সম্বন্ধং স্বাধ্যায়ং সহভোজনং।
কৃত্বা সদ্যঃ পতন্ত্যেতে পতিতেন ন সংশয়ঃ ॥

বিষ্ণুঃ—কুল্লূকভট্টোদ্ধৃত পাঠঃ—

আসংবৎসরাৎ পততি পতিতেন সহাচরণ্।
সহযানাসনাভ্যাসাৎ যৌনাত্তু সদ্য এব হি ॥

বিষ্ণুস্মৃতি ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে যথা,—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণং গুরুদারগমনমিতি মহাপাতকানি। তৎসংযোগশ্চ।

সম্বৎসরেন পততি পতিতেন সহাচরণ। একযান ভোজনাশন শয়নৈঃ। যৌনস্রৌবমৌখসম্বন্ধাৎ সদ্যএব।

বৌধায়নঃ—

সংবৎসরেন পততি পতিতেন সহাচরণ্ ।
যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনাৎ সদ্যোন শয়নাসনাৎ ।।

ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, যে সকল সংসর্গ দ্বারা সদ্যঃ পতিত হইবার বিধি রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিয়া পরাশর যেরূপ সংসর্গে এক বৎসর কালে পাপ সঞ্চরিত হইয়া সংসর্গীকে পতিত করে, ঐ সকল সংসর্গ-উল্লেখ করিয়া কিরূপে কালে পতিত হয়, তাহার উাহরণ স্বরূপ জলে প্রক্ষিপ্ত তৈল বিন্দুবৎ বলিয়াছেন।

পরাশরোক্ত বচনের সহজ প্রতিপাদ্য অর্থ গ্রহণ করিলে উল্লিখিত মুনিদিগের বাক্যের কোনটীর সহিত বিরোধ হয় না; বরং একবাক্যতা সংস্থাপিত হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরন্তন পথের পথিক নহেন। তিনি একবার

"ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারঞ্চ কলৌ যুগে ।। ২৪।১অঃ ।।
কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ ।
দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা ।। ২৫।১অ"

পরাশরোক্ত অথবা পরাশর ব্যাখ্যাত শাস্ত্রের সংগ্রহকর্ত্তার রচিত এই দুই বচনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, সত্যযুগে যে দেশে পাপা বাস করিত, সে দেশ ত্যাগ করা বিধি ছিল, ত্রেতাযুগে যে গ্রামে পাপী বাস করিত সে গ্রাম ত্যাগ করা বিধি ছিল, দ্বাপরে পাপীর কুল পরিত্যাগ করা বিধি ছিল, এবং কলিতে পাপীকেই ত্যাগ করা বিধি। সত্যযুগে পতিতের সহিত বাক্যালাপ করিলে পতিত হইত, ত্রেতাযুগে পতিতের সহিত দেখা হইলেই পতিত হইত, দ্বাপরে পতিতের অন্ন ভোজন করিলে পতিত হইত, এবং কলিতে যে পাপ করে সেই পতিত হয়, এইরূপ বিধি। সুতরাং এক্ষণে

আসনাচ্ছয়নাদ্ যানাৎ ইত্যাদি

পরাশরোক্ত বচনের আর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া কাজেই বলিয়াছেন যে, পতিতের সহিত সংসর্গ জন্য কলিতে পতিত হয় না, কেবল পতিতের সহিত সংসর্গ করিলে কিছুপাপ স্পর্শ হয় মাত্র। (বিঃ বিঃ পুঃ পৃঃ).

পরাশরোক্ত বচনে "কিছু পাপ স্পর্শ" করে এরূপ অভিপ্রায় ত কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। "সংক্রামন্তি হিপাপানি" ইহাতে কিছু পাপ স্পর্শ করা

বুঝায় না। যখন আমরা কোন রোগকে সংক্রামক বলি, তখন কি বুঝি? তখন এইমাত্র স্বভাবতঃ বুঝা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তি এমত রোগগ্রস্থ হয় যে ঐ রোগীর সঙ্গে সংসর্গ করিলে সংসর্গকারী ঐ রোগাক্রান্ত হয়, তখন আমরা বুঝি যে ঐ রোগ সংক্রামক অর্থাৎ এক শরীর হইতে বিকীর্ণ হইয়া অন্য শরীরে স্বভাবতঃ প্রবেশ অথবা সঞ্চরিত হয়, ইহাতে উহা কিছু পরিমাণে সঞ্চরিত হয় এরূপ বুঝা যায় না; শরীরান্তরে সম্পূর্ণ রূপে প্রবেশ করে এইরূপ বুঝায়। অতএব কিছু পাপ স্পর্শ হয়, এরূপ বলা যদি পরাশরের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই সংসর্গীর শরীরে কত পরিমাণে পাপ প্রবেশ করে তাহা বলিতেন, নচেৎ প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হয় না। যখন কিছুপাপ স্পর্শ হয় এরূপ বলিতে হইয়াছে, তখন অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিও বলিতে হইবে। পরাশর এরূপ কোন ব্যবস্থা বলেন নাই এবং তাহারা কোন্ ব্রতাচরণে শুদ্ধি হইবে তাহাও কিছু বলেন নাই সুতরাং পূর্ব্বে ঋষি বাক্যানুসারে যেরূপ শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তাহাই পতিতের সংসর্গীদিগের পক্ষে ব্যবস্থেয় ইহাই বুঝাইতেছে। "কৃতে সম্ভাষণাৎ ইত্যাদি" বচনে পরাশর কেবল কালে লোকের কিরূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং হীনতা হয়, ইহার তারতম্য দেখাইয়াছেন মাত্র। কলিতে কেবল পাপকারীই পতিত, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তার্হ পতিতের কোন প্রকার সংসর্গ করিলে যে পতিত হয় না ইহা বলেন নাই, সুতরাং "আসনাচ্ছয়নাদ্" ইত্যাদি বচনের সহিত ইহার বিরোধ হইতেছে না। যদি পরাশরের "কৃতে সম্ভাষণাৎ" বচন বিধিবোধক হইত, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে সত্যযুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে এবং ত্রেতাযুগে পতিতকে দর্শন করিলে সম্ভাষণকারী ও দর্শনকারী পতিত হইত, এইরূপ বুঝিতে হইবে, এবং তাঁহার মতে মনুস্মৃতি ও গৌতম স্মৃতি সত্য ও ত্রেতাযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র, সুতরাং মনুসংহিতায় পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে ও গৌতম স্মৃতিতে পতিতকে দর্শন করিলে পতিত হইবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই ঐ ঐ গ্রন্থে উক্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু দেখুন, মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, মনু পতিতের সঙ্গে একত্র গমন, একত্র উপবেশন ইত্যাদিরূপ আচরণ এক বৎসর করিলে ঐরূপসংসর্গকারী পতিত হয় বলিয়াছেন, এবং গৌতম পতিতকে দর্শন করিলেই পতিত হয় একথা কোন স্থলেই বলেন নাই, বরং মনুবাক্যানুযায়ী ব্যবস্থা দিয়াছেন যথা,—

—পতিতাঃ পাতকসংযোগাশ্চ তৈশ্চাব্দং সমাচরণ্।

গৌতম স্মৃতিঃ। ২২ অঃ।

পতিতের সহিত এক বৎসরকাল আচরণ করিলে পাতক সংযোগ হইয়া পতিত হয়।

যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসাই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আমরা পরাশরের ব্যবস্থানুসারে চলি না। পূর্ব্বোক্ত ঋষি বচনানুসারে আমরা চলিয়া আসিতেছি।

পরদারাভিগামীর উদ্দেশে স্কান্দে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যথা,—

এতৈঃসহ সমাযোগং যঃ করোতি দিনে দিনে।
তুল্যতাং যাতি বিপ্রেন্দ্র কলৌ সংবৎসরে গতে ॥

ইহাদের সহিত যে প্রতিদিন সংসর্গ করে কলিতে এক বৎসরে সে তাহাদের তুল্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

প্রায়শ্চিত্ত বিবেককার বলিয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব দেখুন,—

ব্রতন্তু দ্বাদশবার্ষিকাদতিরিক্তকালিকং ন ভবতি। যচ্চ যাবজ্জীবব্রতং তদাপি দ্বাদশ বার্ষিক দ্বৈগুণ্যেন সংকল্পিতং অন্যথা তৎসংসর্গিনো জীবনকালানিয়তত্বেন প্রায়শ্চিত্ত কল্পনাহনধ্যবসয়োপত্তেঃ।

ব্রত মাত্রেই দ্বাদশ বর্ষাধিক কাল কল্পনা করা যাইতে পারে না। যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য যাবজ্জীবন ব্রতাচরণের বিধি আছে, তৎসংসর্গ কারীর ও শাস্ত্রানুসারে মূল পাপীর জীবনকাল পর্য্যন্ত সেই ব্রতাচরণ করিতে হয়; কিন্তু কোন ব্যক্তির জীবন কাল নির্দ্দিষ্ট নাই, সুতরাং তৎসংসর্গীর ব্রতাচরণের কাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। প্রায়শ্চিত্তবিবেককার বলিয়াছেন যে, সংসর্গীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ব্রতাচরণের একটা সময় নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, অতএব মূল পাপীর বার বৎসরের দ্বিগুণ কাল ব্রতাচরণের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং তৎসংসর্গীরও ঐ ব্রতাচরণের ঐ কাল নির্দ্দিষ্ট হইল।

কারণ মনু বলিয়াছেন,—

যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ।
স তস্যৈব ব্রতং কুর্য্যাৎ তৎসংসর্গ বিশুদ্ধয়ে ॥

যে পতিতের সহিত এইরূপ সংসর্গ করিবে, (এক বৎসর কাল আসন ভোজনাদিরূপ সংসর্গ) মূল পতিতের শুদ্ধির জন্য যে ব্রত অনুষ্ঠেয়, সে সেই ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। মনুর এই বচনানুসারে প্রায়শ্চিত্ত বিবেককার ব্যবস্থা লিখিয়াছেন।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন, যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতানুসারে কলিতে পতিতের সংসর্গীর পাতক হয় না, এ মীমাংসা অপ্রকৃত হয়, তাহা হইলে পরাশরের ব্যবস্থার সহিত কোন ঋষি বাক্যের বিরোধ হয় না। এবং যদি এ মীমাংসা প্রকৃত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রায়শ্চিত্ত বিবেক প্রণেতা পরাশরের বচন অন্যান্য শাস্ত্রের বিরোধী বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং আমরাও পরাশরের ব্যবস্থামতে চলিতেছি না। কিন্তু যাহাতে শাস্ত্রান্তরের সহিত বিরোধ না জন্মে, এরূপ মীমাংসা করিবার উপায় থাকিতে অর্থান্তর দ্বারা বিরোধ ঘটান কর্ত্তব্য নহে।

যখন প্রায়শ্চিত্ত বিবেক প্রণেতা সংসর্গজাত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত মনু প্রোক্ত ব্যবস্থানুসারে লিখিয়াছেন এবং বঙ্গের প্রধান স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও তদনুসারে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন যে কোন মতেই পরাশরের উক্ত বচনের অর্থ করুন না কেন, কোন মতেই মনুপ্রোক্ত ব্যবস্থা ইহযুগে অগ্রাহ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, বরং আদৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

পূর্ব্বে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, পাঠকবর্গ তাহা আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন যে, কলিযুগেও পরাশরের কি অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা মনুপ্রোক্ত ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। এখন আচার-ব্যবহারে মনু নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার প্রাধান্য প্রতিনিয়ত লক্ষিত হইতেছে। যে যে স্থানে যে শাস্ত্র মনু বিরুদ্ধ হইয়াছে, সেইখানেই তাহা অনাদৃত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ইহা বুঝিয়াছিলেন, এই জন্য বিধবা বিবাহ মনু বিরুদ্ধ নহে, বলিয়া বিচার করিয়াছেন। যদি তিনি এমতই স্থির করিয়াছিলেন যে, পরাশর মনু বিরুদ্ধ হইলেও তাহা কলিযুগে গ্রহণীয়, তাহা হইলে বিধবা বিবাহ যখন পরাশরের মত সিদ্ধ দেখাইয়াছেন, তখন আর মনুবিরুদ্ধ কি মনু-সম্মত, তাহা উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা ছিল না। প্রত্যুত, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মনু বিরুদ্ধ হইলে কেবল পরাশরের ব্যবস্থা লইয়া বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিতে গেলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, এই জন্য ইহা যে মনু বিরুদ্ধ নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি এত যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহা যে মনু বিরুদ্ধ নয় বলিয়া বাগাড়ম্বর করিয়াছেন, তাহা বক্ষ্যমান প্রমাণাদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, তিনি পদে পদে মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র তাঁহার মনোহারী লিখন ভঙ্গীতে ভিন্ন রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া লোক সমাজে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার বিচার ভ্রান্ত, বাকচাতুর্য্য পূর্ণ এবং অসার।

সপ্তম অধ্যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় "বিধবা বিবাহ মনু বিরুদ্ধ নহে" ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া মনু শাস্ত্রোক্ত যে সকল বচনে বিধবার দ্বিতীয় পতি হইতে পারে না বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার একটীও স্পর্শ না করিয়া একেবারে মনু মহাত্মা পৌনর্ভবের পুত্রের পরিভাষা যে বচনে বলিয়াছেন, তাহাই বিধি বাক্যে কল্পনা করিয়া বিচার প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

(বিঃ বিঃ পুঃ ৬৭ পৃঃ দেখ)

এক্ষণে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ মনু-সংহিতার অথবা অন্যান্য সংহিতার বিরুদ্ধ কি না।

মনু কহিয়াছেন,—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥৯।১৭৫।

বিদ্যাসাগর কৃত অনুবাদ,—

যে নারী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ হয় অর্থাৎ অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে পৌনর্ভব বলে।

এইবচনেই বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থির করিলেন "এইরূপে মনু, বিষ্ণু, ইত্যাদি মুনিগণ পুনর্ভূ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ পতি পতিত, ক্লীব অথবা উন্মত্ত হইলে কিম্বা মরিলে অথবা ত্যাগ করিলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কারের বিধি দিয়াছেন।"

এ বিচার মন্দ নহে। মনু বলিয়াছেন, যে বিধবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অন্য পতি গ্রহণ করিলে, তাহার গর্ভে ঐ পতির উৎপাদিত সন্তানকে পৌনর্ভব বলে। ইহাতে যদি বিধবার পুনঃপতি গ্রহণের বিধি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে নিম্নোদ্ধৃত স্থলেও বিধি দেওয়া হইয়াছে বলিতে হইবে।

মনু কহিয়াছেন।

পরদারেষু জায়েতে দ্বৌসুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতী কুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরিগোলকঃ ॥১৭৪।৩।

পরদার হইতে কুণ্ড ও গোলক দুই পুত্র জন্মে। পতি জীবিত থাকিতে ব্যভি-

চার দ্বারা যে পুত্র জন্মে তাহাকে কুণ্ড এবং পতি অবিদ্যমানে যে পুত্র হয় তাহাকে গোলক বলে।

এক্ষণে পাঠক গণ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার প্রণালী ও ব্যাখ্যা চাতুর্য্য অবলম্বন করিলে ইহা বলা যাইতে পারে কি না যে, এই বচনে মনু পরদার ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং স্ত্রীদিগকে কি সধবা কি বিধবা উভয় অবস্থাতেই পরপুরুষ সহযোগের বিধি দিয়াছেন। এরূপ উপহাস জনক শাস্ত্রার্থ করিলে কোন কার্য্যই আর অবৈধ থাকে না, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া একটা পদার্থ না থাকিলেও চলে এবং স্বর্গ ও নরকের আর কোন ভেদ থাকে না।

আরও দেখুন, মনু বলিয়াছেন,

ভ্রাতুর্ম্মৃতস্য ভার্য্যায়াং যোহনুরজ্যেত কামতঃ।
ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়াদিধিষুপতিঃ ॥ ১৭৩।৩অ

যে ব্যক্তি মৃত ভ্রাতার স্ত্রীতে নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে নিযুক্ত হইয়া কামতঃ অনুরক্ত হয়, তাহাকে দিধিষুপতি বলে।

ঐ রূপে ইহারও এইরূপ মীমাংসা হইতে পারে যে, মনু এইরূপে বিধবার দেবরানুরাগ-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে নিযুক্ত হইয়া আজীবন অনুরক্ত থাকিবার বিধি দিয়াছেন।

এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসার বলে ধর্ম্মশাস্ত্র কম্পিত কলেবরে লয় প্রাপ্ত হইতে পারে।

পাঠকবর্গ কখনই এরূপ বিচারের পক্ষপাতী হইবেন না এবং এরূপ মীমাংসা যে হেয় বলিয়া স্বীকার করিবেন তাহার কোন শংসয় নাই।

অনেকে বলিতে পারেন যে, পরদারেষু জায়তে ইত্যাদি" বচন বিধি বাক্য নহে, কারণ পরদার নিন্দিত কার্য্য সুতরাং সামান্যতঃ ইহা বিধি বাক্য নয় বলিয়া বুঝায়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, পরদার যে অবিহিত কার্য্য ইহা কোথা হইতে জানিলেন? এই শাস্ত্রই স্থানান্তরে বলিয়াছে, পরদার করিবে না, ইহাতে নরক হয়, এবং স্থানে স্থানে ইহার বহুল নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং স্থানান্তরে যে কার্য্যের এতদ্দোষ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কখনই বিধি হইতে পারে না।

পূর্ব্ব হইতেই এই শাস্ত্র হইতে শিখিয়াছেন যে, পরদার অবিহিত কার্য্য, সুতরাং সেই জ্ঞানানুসারে আপনার সহজেই উপলব্ধি হয় যে, পরদার পাতিত্য জনক কার্য্য সুতরাং তাহা বিধি হইতে পারে না, কাজেই "পরদারেষু জায়তে" ইত্যাদি বচন পারিভাষিক ইহা বিধি বাক্য নহে ইহা সহজে বুঝিতে পারিলেন ;কিন্তু "যা পত্যা বা

পরিত্যক্তা" ইত্যাদি বচনের মীমাংসা কি ঐরূপ বিচার দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে না? প্রবল পক্ষ পাতিত্ব থাকিলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না এবং স্বভাবতঃ সুবিচারের প্রণালী হইতে এইরূপে স্খলিত হইতে হয়।

ভাল, একথা আমরা আদরের সহিত স্বীকার করি। পৌনর্ভব কাহাকে বলে মনুর এই পারিভাষিক বচন লইয়াই একেবারে বিধবা বিবাহ মনু সম্মত ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। স্থানান্তরে ইহার কোন কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে কিনা? পুনর্ভূ হওয়া নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয়। পৌনর্ভব পুত্র বর্জ্জনীয় কি গ্রাহ্য, এসব সম্বন্ধে মনু কি বলিয়াছেন তাহা একবার আলোচনা করা আবশ্যক। অতএব মনু সকল বর্ণের স্ত্রী দিগের ধর্ম্ম কিরূপ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া পরে পুনর্ভূ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইব। তাহা হইলে পাঠকবর্গ কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে বিধবার বিবাহ সম্পূর্ণরূপে মনু বিরুদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় জগৎবিখ্যাত পবিত্র হিন্দু সমাজে কলঙ্ক প্রবিষ্ট করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন।

সর্ব্ববর্ণের স্ত্রী দিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—

এষ শৌচবিধিঃ কৃৎস্নো দ্রব্যশুদ্ধিস্তথৈবচ।
উক্তো বঃ সর্ব্ববর্ণানাং স্ত্রীনাং ধর্ম্মান্নিবোধত ।। ১৪৬।৫অ
বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি ।। ১৪৭।
বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পানিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রানাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বাতন্ত্রতাম্ ।। ১৪৮।
পিত্রাভর্ত্রা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাংহি বিরহেণ স্ত্রী গর্হে্য কুর্য্যাদুভে কুলে ।। ১৪৯।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ।। ১৫০
যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ ।। ১৫১
মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্ ।। ১৫২

অনৃতাবৃতুকালেচ মন্ত্রসংস্কার কৃৎপতিঃ।
সুখস্য নিত্যং দাতেহ পরলোকে চ যোষিতঃ॥ ১৫৩
বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুনৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎপতিঃ॥ ১৫৪
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞোন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ ১৫৫
পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভিপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্। ১৫৬
কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূল ফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥ ১৫৭
আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যোধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥ ১৫৮
অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিবংগতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্॥ ১৫৯
মৃতেভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ১৬০
অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতি লোকাচ্চহীয়তে॥ ১৬১
নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ভর্ত্রোপদিশ্যতে॥ ১৬২
পতিং হিত্বাপকৃষ্টং সমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে॥ ১৬৩
ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগাল যোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥ ১৬৪
পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে। ১৬৫

অনেন নারীবৃত্তেন মনোবাগ্‌দেহ সংযতা।
ইহাগ্র্যাং কীর্ত্তিমাপ্নোতি পতিলোকং পরত্র চ॥ ১৬৬

জন্ম মৃত্যুর শৌচাশৌচ ও দ্রব্য শুদ্ধির বিধান বলা হইল, এক্ষণে সকল বর্ণের স্ত্রীধর্ম্ম বলিতেছি, সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ১৪৬।

রমনীগণ বালিকা হউন, কি যুবতী হউন, অথবা বৃদ্ধাই হউন, তাঁহারা কখনই স্বাতন্ত্র্য ভাবে গৃহ কার্য্যও কিছু করিবেন না। ১৪৭।

বাল্যকালে কন্যা পিতার অধীনে, যৌবনে স্ত্রী স্বামীর অধীনে, বিধবা হইলে পুত্রের অধীনে থাকিবেন, কখনই স্বাধীনভাব অবলম্বন করিবেন না। ১৪৮।

পিতা, স্বামী, পুত্র ইহাদিগের নিকট হইতে স্ত্রীগণ কখনই পৃথক থাকিতে ইচ্ছা করিবেন না, ইহাঁদিগের হইতে বিযুক্তা হইলে পিতৃকুল ও পতিকুল নিন্দিত হয়। ১৪৯।

সর্ব্বদা পরিতুষ্ট মনে দক্ষতার সহিত গৃহ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে, এবং গৃহ সামগ্রী সকল পরিষ্কৃত রাখিবে ও ব্যয় বিষয়ে কৃপণা হইবে। ১৫০।

পিতা যাঁহাকে কন্যা দান করিয়াছেন, অথবা ভ্রাতা পিতার অনুমতিক্রমে যাঁহাকে ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন, সেই রমণী ঐ স্বামীর জীবমানে তাঁহার সেবা করিবে এবং মৃত্যু হইলে মৃত স্বামীকে উল্লঙ্ঘন করিবে না। ১৫১।

কন্যা-বিবাহ সময়ে যে স্বস্ত্যয়ন ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা দম্পতীর মঙ্গলার্থ জানিবে। সম্প্রদান হইলেই দত্তা কন্যার উপর গ্রহিতার পতিত্ব জন্মে। ১৫২।

পতি স্ত্রীর ঋতু কালে ও অঋতু কালে স্ত্রীতে উপগত হইতে পারিবে। পতিই কেবল স্ত্রীর ইহলোক পরলোকের সুখদাতা। পতি দুর্ব্বৃত্ত, পরদারগামী ও গুণহীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রী পরম আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে তাঁহার সেবা করিবে। ১৫৩।১৫৪।

স্ত্রীদিগের ভিন্ন যাগ, যজ্ঞ, ব্রত কি উপবাস কিছুই নাই, কেবল স্বামীসেবা দ্বারাই তাহারা স্বর্গে গমন করিতে পারেন। ১৫৫।

যে সাধ্বী স্ত্রী পরলোকে পতিলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তিনি স্বামীর জীবমানেই হউক, অথবা পরলোকান্তেই হউক, কখনই তাঁহার অতি সামান্য অপ্রিয় কার্য্যও করিবেন না। ১৫৬।

পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী পবিত্র, মূল ও পুষ্প ভোজন করিয়া দেহ ক্ষীণ করিবেন এবং পতির মরণান্তে অন্য পুরুষের নাম মাত্রও গ্রহণ করিবেন না। ১৫৭।

পাতিব্রত্য ধর্ম্মাভিলাষিনী স্ত্রীদিগের পতির পরলোক হইলে, তাঁহাদের নিয়মবতী হইয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করাই উত্তম। ১৫৮।

নেক কুমার ব্রহ্মচারী সন্ততি লাভ না করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

অতএব স্বামী বিয়োগ হইলে অপুত্রা বিধবাগণ ব্রহ্মাচর্য্যাবলম্বন করিয়া দেহ ত্যাগ করিলে উক্ত ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গগামিনী হন। ১৫৯।

অপত্য কামনায় যে স্ত্রী পতি উল্লঙ্ঘন করে, সে নিন্দাপ্রাপ্ত ও পরলোকে পতিলোক হইতে বিচ্যুত হয়। পতিভিন্ন অন্যের দ্বারা উৎপন্ন পুত্র শাস্ত্র সম্মত পুত্র নহে, এবং অন্যের পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তানও উৎপাদকের শাস্ত্র সম্মত সন্তান হয় না। কারণ, সাধ্বী স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পতি গ্রহণের ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রে নাই। যে স্ত্রী অপকৃষ্ট পতি পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পতি গ্রহণ করে, লোকে তাহাকে নিন্দা করে এবং সকলে তাহাকে "পূর্ব্বে ইহার আর এক পতি ছিল" এই কথা বলে। ১৬০।১৬১।১৬২।১৬৩।

যে স্ত্রী ব্যভিচারদ্বারা ভর্ত্তাকে উল্লঙ্ঘন করে, সে ইহলোকে নিন্দিত হয়, এবং পর জন্মে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয় ও পাতকজনিত পীড়া সমূহ দ্বারা প্রপীড়িত হয়। ১৬৪।

যে স্ত্রী মনে, বাক্যে এবং দেহে পতিকে অতিক্রম না করেন, তিনি দেহান্তে পতিলোক প্রাপ্ত হন, আর সাধুগণ তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ১৬৫।

যে রমণী কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া এক পতীত্ব ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম না করেন, তিনি ইহ জগতে সুখ লাভ ও পরলোকে পতিলোক প্রাপ্ত হন। ১৬৬।

কোন বিশেষ অভিসন্ধি প্রতিপন্ন করিবার জন্য কূটতর্কের পক্ষপাতী না হইয়া ঐ সকল মনু বচনের সহজ সাধ্য অর্থ গ্রহণ করিলে স্পষ্টতঃ ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী, পিতা যাহাকে একবার সম্প্রদান করিয়াছেন, দেহান্তর পর্য্যন্ত সেই পতিরই পত্নী হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহারই সেবা শুশ্রূষা করিবেন, কখনই পতির অপ্রিয় কার্য্য করিবেন না। পতি লোকান্তর হইলেও মনোবাক্ দেহ সংযত করিয়া সেই পতিরই পত্নী থাকিবেন; এবং তাঁহার অনুমাত্রও অপ্রিয় কার্য্য করিবেন না। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বৈধ ফলমূলাহারদ্বারা দেহ ক্ষীণ করিবেন, এবং পতিপ্রাণা সাধ্বী মৃতপতিরই অনুধ্যান করিবেন, কখনই অন্য পুরুষের নাম মাত্রও গ্রহণ করিবেন না। যদি পুত্র না হইতেই পতি পরলোক গত হন, তাহা হইলে সাধ্বীর পুত্রের প্রয়োজন নাই। অপুত্রতা স্বর্গ গমনের প্রতিবন্ধক মনে করিয়া পুত্রলিপ্সু হইবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, অকৃতদার ব্রহ্মচারীগণ সন্তানোৎপাদন না করিয়াও স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অতএব অপুত্রতা স্বর্গগমনের প্রতিবন্ধক বলিয়া আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। অপত্যলিপ্সু হইয়া পতি ভিন্ন অন্য পুরুষদ্বারা পুত্রোৎপাদিত হইলে সে পুত্র শাস্ত্রীয় পুত্র হয় না;

সুতরাং, প্রকৃত পক্ষে এমত পুত্রদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তির অভিলাস নিষ্ফল হইবে। অতএব অন্য পুরুষদ্বারা সন্তান লাভে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। বরং ইহলোকে নিন্দিত হইয়া দেহান্তে পতিলোক হইতে বিচ্যুত হইবে। যাঁহার পতি পরলোক-গত হইয়াছে, তাঁহার পতির ঔরসে সন্তান প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আকাশ কুসুমবৎ। আর যখন কোন শাস্ত্রেই পতিব্রতা স্ত্রীর দ্বিতীয় পতি হইবার ব্যবস্থা নাই, তখন কোন প্রকারেই অপুত্রা সাধ্বী বিধবার শাস্ত্রীয় পুত্র পাইবার আশা ফলবতী হইতে পারে না। অতএব অপুত্রা সাধ্বী স্ত্রী পতি লোকান্তর হইলে নিষ্ফল পুত্রলালসা পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে মৃত পতির প্রিয়চর্য্যা করিবেন, এবং ব্রহ্মচর্য্যা-বলম্বন করিয়া ক্ষীণ দেহে মৃত্যু পর্য্যন্ত কাল অতিবাহিত করিবেন। অন্য পতি গ্রহণ দূরের কথা, বিধবা স্ত্রী পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের নামও গ্রহণ করিবেন না। এইরূপ আচরণ করিলে বিধবা ইহলোকে যশঃলাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গগামিনী হইবেন। এইসকল বচনে মনু কি সধবা কি বিধবা সকল স্ত্রীর পক্ষেই যে কোন বিধানেই হউক, পতি ভিন্ন অন্য পুরুষসংসর্গ নিষেধ করিয়াছেন এবং পরপুরুষ সংসর্গ হইলে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট হয়, ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। এক্ষণে এক এক করিয়া ঐ সকল বচন আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি যে, শব্দদ্বারা যতদূর পরিষ্কার করিয়া উদ্দেশ্য প্রকাশ করা যাইতে পারে, মনু বক্ষ্যমান বচনাদিদ্বারা পুনঃ পুনঃ সধবা ও বিধবাদিগের অন্য পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ১৫১।৫ অ

পিতা যাহাকে কন্যা অথবা পিতার অনুমতিক্রমে ভ্রাতা যাহাকে ভগিনী দান করিয়াছেন, তিনি যত দিন জীবিত থাকিবেন, পরিণেতা স্ত্রী তাঁহারই শুশ্রূষা করিবে এবং তাঁহার মৃত্যু হইলেও তাঁহাকে অতিক্রম করিবে না।

পতি মরিলেও তাহাকে অতিক্রম করিবে না, এরূপ বলাতে স্বভাবতঃ এইরূপই বুঝা যায় যে, বিধবা দেহান্ত পর্য্যন্ত তাহার মৃত পতিরই অনুধ্যান করিবেন, এবং কায়মনোবাক্যে তাহাকে অতিক্রম করিবে না, অর্থাৎ কখনই বাক্যদ্বারা মৃত পতিকে অবজ্ঞা করিবে না, তাহা হইলে বাক্যদ্বারা তাঁহাকে অতিক্রম করা হইবে; আর মনেও তাঁহার কোন অনিষ্ট চিন্তা করিবে না, বা তাঁহা হইতে আপনাকে ভিন্ন ভাবিবে না, অথবা তাঁহাকে ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তা করিবে না, তাহা হইলে মনে মৃত পতিকে অতিক্রম করা হইবে এবং দেহে অর্থাৎ প্রকৃত কার্য্য দ্বারা মৃত পতিকে অতিক্রম করিবে না, অর্থাৎ কোনরূপেই পর পুরুষ সংসর্গ করিবে

না এইরূপে মনোবাগদেহ সংযত হইয়া সেই মৃত পতিরই শুশ্রূষায় রত থাকিবে অর্থাৎ পরলোকে তাঁহার ইষ্ট সাধনার্থ পিণ্ডোদকাদি প্রদান ও তর্পনাদি করিবে, ইহাই মৃত পতির শুশ্রূষা। এই মনু বচন দ্বারা স্পষ্টতঃ বিধবার অন্যপতি গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষিদ্ধ হইতেছে।

বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী মহাশয়েরা কূটতর্কানুবর্ত্তী হইয়া বলিতে পারেন যে, মনু মৃত পতিকে অতিক্রম করিবে না এরূপ বলিয়াছেন, ইহাতে বিধবা ব্যভিচার করিবে না ইহাই বলা হইয়াছে; কিন্তু বিধিমতে অন্যপতি গ্রহণ করিলে মৃত পতিকে অতিক্রম করা হয় না। এখন পাঠকবর্গ অনুধাবন করিয়া দেখুন যে একথা নিতান্তই অযৌক্তিক ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ। বিধবা পুনরায় পতিগ্রহণ করিলে তিনি পুনঃ সধবা হইলেন; পূর্ব্বপতির প্রতি শুশ্রূষাদি যাহা কিছু কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল তাহা সমস্তই এই দ্বিতীয় পতিতে বর্ত্তিল। এক্ষণে ইহাঁকে ভিন্ন অন্য পুরুষ মনোমধ্যে চিন্তা করিলে তাঁহার পতি উল্লঙ্ঘন জনিত দোষে দূষিত হইতে হইবে। সুতরাং মৃত পতিকে আর স্মরণ করিতেও পারেন না; জীবিতপতি সম্পূর্ণরূপে মৃত পতির স্থানীয় হইলেন, ইহাতে মৃত পতির পতিত্ব এক কালে লোপ হইল তিনিও আর মৃত পতির ভার্য্যা রহিলেন না। মৃত পতি তাহার সম্বন্ধে এক্ষণে পর পুরুষের তুল্য হইলেন এবং তাঁহাকে এক্ষণ হইতে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হইবে। এক কথায় বলিতে হইলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে পুনঃ সংস্কার দ্বারা মৃত পতির সহিত বিধবার যে পতি ও ভার্য্যা সম্বন্ধ এত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা সমস্তই এককালে বিচ্ছিন্ন হইল। ইহাতে কি মৃত পতিকে উল্লঙ্ঘন করা হইল না? বোধ হয় কোন ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিই ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিলে মৃত পতিকে সম্পূর্ণরূপে উল্লঙ্ঘন করা হয়। অতএব বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ উক্ত মনু বচনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই।

মনু পুনরায় বলিয়াছেন,—

পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্ ॥১৫৬॥৫ মঃ অ

দেহান্তে পতি লোক গমনেচ্ছু সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার পাণিগ্রহণকারী পতির জীবমান কালে এবং তাঁহার পরলোকান্তেও পতির অণুমাত্র অপ্রিয়াচরণ করিবে না। ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে স্ত্রী পতির প্রীতিকর কার্য্যে সর্ব্বদা রত থাকিবেন, পতি জীবিতই থাকুন অথবা মৃতই হউন কখনই কোন প্রকারে তাঁহার কিঞ্চিৎমাত্রও অপ্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেনা। শাস্ত্রকার দিগের মতে পিণ্ডোদকাদি

প্রদান ও তর্পণাদি ক্রিয়া স্বর্গীয় দিগের প্রীতিকর সুতরাং যাহাতে মৃত পতির তর্পণাদি ক্রিয়া লোপ হয় এমত কার্য্য স্ত্রী কখনই করিবে না।

স্বামীর জীবতমান কালে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে যেরূপ অপ্রীতিকর কার্য্য করিবে না অর্থাৎ তাঁহার নিন্দা, অবমাননা বা অনিষ্ট চিন্তা এবং অন্যপতি গ্রহণ ইত্যাদি অপ্রীতি জনক কোন কার্য্য করিবে না সেইরূপ পতির মৃত্যু হইলে ও তাঁহার অবমাননা সূচক বাক্য বলিবে না, অবজ্ঞা সূচক কার্য্য করিবে না এবং তাঁহার স্বর্গ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রেত তৃপ্তিকর তর্পণাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে সর্ব্বদা রত থাকিবে, কিন্তু পুনঃ পতি গ্রহণ করিলে মৃত পতির সহিত সমস্ত সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায় সুতরাং মৃত পতির স্বর্গ সাধন ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবার অধিকার থাকে না স্থূলতঃ মৃত পতির পক্ষে স্ত্রীর কুল পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচার বৃত্তি অবলম্বন করা আর অন্য পতি গ্রহণ করা উভয়ই সমান। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রী মৃত পতির কিঞ্চিন্মাত্র অপ্রিয় কার্য্য করিবে না ; পতি গ্রহণ করিলে এ বাক্যের আর কিছু মাত্র সার্থকতা থাকে না। অতএব মনু বচনানুসারে চলিতে হইলে, বিধবা কোন মতেই পুনঃপতি গ্রহণ করিতে পারেন না। মনু উক্ত বচনে বিধবা স্ত্রীকে মৃতপতির ভার্য্যাত্ব সম্বন্ধ রক্ষা করিতে উপদেশ দিতেছেন কিন্তু, পুনঃ পতি গ্রহণে মৃত পতির সহিত সকল সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সুতরাং পুনঃ পতি গ্রহণ যে মনু বচনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। পতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে পুনঃ পতি গ্রহণ ত দূরের কথা, ইহার পরেই মনু বলিতেছেন,—

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্প মূল ফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু ॥ ১৫৭।৫অঃ।

পতি লোকান্তর গত হইলে বিধবা স্ত্রী বৈধ ফল, মূল ভোজন ও অল্পাহার দ্বারা দেহ ক্ষীন করিবে এবং পুরুষ সংসর্গেচ্ছু হইয়া পর পুরুষের নামও গ্রহণ করিবে না।

মনু এই বচনে আরও সহজ করিয়া বলিয়াছেন যে স্ত্রী স্বামীর পরলোক গমন হইলে অন্য পুরুষের নাম মাত্রও গ্রহণ করিবেন না। ইহাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, যিনি পাণি গ্রহণ করিয়া একবার পতি হইয়াছেন, তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলেও তিনিই পতি এবং বিধবার মন তাঁহারই প্রতি নিবিষ্ট থাকিবে এবং কোন মতে তাঁহা হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া যেন অন্য পুরুষ তাঁহার মনে স্থান না পায়। বিধবার মন মৃত পতি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্যের প্রতি ধাবিত হইলে, তাহাকে অবশ্যই ব্যভিচারিণী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব এখন ইহাই

বিবেচ্য যে, বিধবার পুনঃ বিবাহের মূলে অন্য পুরুষ সংসর্গেচ্ছা আছে কি না? অন্য পুরুষ সংসর্গ প্রবৃত্তি না জন্মিলে, বিধবার অন্যপতি গ্রহণেচ্ছা হইতেই পারে না। যদি মৃত পতির প্রতি মন একান্ত অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলে অন্যপতি গ্রহণেচ্ছা কি কখন উপস্থিত হইতে পারে? তাহা কখনই নহে। বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণের মূলে পর পুরুষসংসর্গেচ্ছা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এই ইচ্ছা হইতে ব্যভিচার প্রণোদিত হয় এবং ইহা হইতেই বিধবার পুনঃ সংস্কারের সূত্রপাত হইয়া থাকে। পুনর্ভূ ও স্বৈরিণী ইহারা উভয়ে এক গর্ভ সম্ভূতা, উভয়ই কামতঃ পর পুরুষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, এক ভগিনী অধীরা ও প্রবলা এবং অন্যটী শান্তা। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টি-এক পথে। প্রকৃতি ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলে দুই জনেরই হৃদয়ে ব্যভিচার জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই "নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে—" ইত্যাদি বচনের প্রণেতা নারদ মহাত্মা নিজ সংহিতায় ইহাদিগকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

যথা,—

পরপূর্ব্বাঃ স্ত্রিয়স্ত্বন্যাঃ সপ্ত প্রোক্তা যথাক্রমম্।
পুনর্ভূস্ত্রিবিধা তাসাং স্বৈরিণী চ চতুর্ব্বিধা।। ৪৫
নারদ স্মৃতিঃ দ্বাদশ ব্যবহার পদম্।

পরপূর্ব্বা স্ত্রী সাত প্রকার, তন্মধ্যে তিন প্রকার পুনর্ভূ এবং চারি প্রকার স্বৈরিণী।

এক্ষণে পাঠক বর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে বিধবার পুনঃ সংস্কার সম্পূর্ণ রূপে ব্যভিচার মূলক, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। অতএব পতির মৃত্যু হইলে বিধবা স্ত্রী অন্য পুরুষের নাম গ্রহণ করিবে না। ইহা বলাতে বিধবার অন্য পতি গ্রহণের ব্যবস্থার যে মূলোচ্ছেদ হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কামতঃ পরপুরুষ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বিধি অনুসারে অকামতঃ পর পুরুষ সংসর্গ যাহাতে ঘটিতে পারে, মনু বিধবার পক্ষে এমত বিধি দিতেও স্বীকৃত নহেন।

এক্ষণে দেখুন ব্যবহার শাস্ত্রে এমত বিধি কি আছে যাহাতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্ম্ম বুদ্ধিতে সধবা অথবা বিধবা স্ত্রীর পর পুরুষ সহযোগ ঘটীতে পারে।

পতি কোন কারণ বশতঃ পুত্রোৎপাদনে অশক্ত হইলে অথবা পুত্র প্রসব করিবার পূর্ব্বে পতি বিয়োগ হইলে পুত্রলাভ প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য পতি ভিন্ন

অন্য পুরুষ সহযোগ লোকাচার বশতঃ আবশ্যক হইয়া উঠে তজ্জন্য ব্যবহার শাস্ত্রে নিয়োগ ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

যথা মনুঃ—

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়াসম্যঙ্নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ॥ ৫৯। ৯ অ
বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তোবাগযতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন ॥ ৬০
দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনির্ব্বৃত্তং নিয়োগার্থং পশ্যন্তোধর্ম্মতস্তয়োঃ ॥ ৬১
বিধবায়াং নিয়োগার্থে নির্ব্বৃত্তে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্ত্তেয়াতাং পরস্পরম্ ॥ ৬২
নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্ত্তেয়াতান্তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতাং স্নুষাগগুরুতল্পগৌ ॥ ৬৩

সন্তানের অভাব স্থলে, অপত্যকামা সম্যক্ নিযুক্তা স্ত্রী; দেবরের বা ভর্ত্তৃ-সপিণ্ডদ্বারা অভিগমন করিবে। কিন্তু বিধবাতে নিযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্ব গাত্রে ঘৃতাক্ত হইয়া নিযুক্তা বিধবার সহিত কোন কথা না কহিয়া মৌনভাবে রাত্রিতে একটী মাত্র সন্তান উৎপাদন করিবে দ্বিতীয় পুত্র উৎপন্ন করিবে না। ৬০।

এতদ্বিৎ পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন এক পুত্র পুত্রাভাব মধ্যেই গণনীয়। অতএব ধর্ম্মতঃ নিয়োগার্থে সেই দেবর বা ভর্ত্তৃ সপিণ্ডদ্বারা দ্বিতীয় পুত্র জন্মাইতে পারিবে। ৬১

বিধবাতে পুত্রোৎপাদনার্থে নিযুক্ত ব্যক্তি যথাবিধি কার্য্য সম্পাদন করিলে পর গুরুবৎ ও পুত্রবধুবৎ পরস্পর মান্য করিবে। ৬২

যে কনিষ্ঠ অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরস্পরের স্ত্রীতে পূর্ব্বোক্ত নিয়োগ বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কামবশে স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া অভিগমন করে তাহারা উভয়েই পতিত হয়। এবং পুত্রবধু ও গুরুপত্নী গমন পাপে পাপী হয়।
কারণ মনু প্রথমেই বলিয়াছেন।

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা ॥ ৫৭। ৯

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী কনিষ্ঠের গুরুপত্নী এবং কনিষ্ঠের স্ত্রী জ্যেষ্ঠের পুত্রবধু তুল্য জানিবে।

এক্ষণে পাঠকবর্গ উপরে যেরূপ নিয়োগ বিধি বর্ণিত হইয়াছে ইহা বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন যে ইহাতে দুইটী কথা স্থিরসিদ্ধান্ত হইতেছে। এক কথা এই যে, নিয়োগ ধর্ম্মের পুত্রলাভেচ্ছাই মূল ইহাতে ঘুনাক্ষরে কাম প্রবৃত্তি থাকিলে ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন হয় এবং তাহা ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়া নিযুক্ত ব্যক্তি পতিত হয়। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই ধর্ম্মানুসারে নিযুক্ত হইলে নিযুক্তা স্ত্রী ও নিযুক্ত পুরুষের মধ্যে ভর্য্যাত্ব ও পতিত্ব সম্বন্ধ নিষ্পন্ন হইতেছে না। পুত্রোৎপাদন উদ্দেশে নিযুক্ত হইয়া অধিগমনান্তেই পরস্পর গুরু ও গুরুপত্নী অথবা পুত্রবধূবৎ ব্যবহার করিবে বলিয়া মনু বিধি দিয়াছেন এবং ইহার অন্যভাব হইলে পতিত হইবে বলিয়াছেন।

পাছে উক্ত বিধি অবলম্বন করিলে লোকে অনপত্যা বিধবাকে অন্য পুরুষে পুত্রোৎপাদনার্থ নিযুক্ত করে সুতরাং পাছে বিধবার অন্য পুরুষ সহযোগ ঘটে এই আশঙ্কায় মনু বলিয়াছেন যে,—

> অনেকানি সহস্রানি কুমার ব্রহ্মচারিণাম্।
> দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্॥ ১৫৯ ।৫
> মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থিতা।
> স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ১৬০
> অপত্য লোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
> সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥ ১৬১
> নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ না চাপ্যন্য পরিগ্রহে।
> ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥ ১৬২

সহস্রং নৈষ্টীক ব্রহ্মচারী সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বর্গলাভ করিয়াছেন অতএব অনপত্যা বিধবার স্বর্গলাভ সাধনের জন্য পুত্রাকাঙ্ক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। বিধবার ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারাই ঐ সকল ব্রহ্মচারীর ন্যায় সন্তানাভাবেও স্বর্গ লাভ হইবে। অতএব স্বর্গ লাভের জন্য সন্তানের আবশ্যকতা নাই। যে সন্তানদ্বারা স্বর্গ লাভ সাধন হয় সে সন্তানও অনপত্যা বিধবার পাইবার উপায় নাই; কারণ পাণিগ্রহিতা পতির ঔরসে যে সন্তানের উদ্ভব হয় তাহাই ধর্ম্ম্য পুত্র এবং সেই সন্তানই পিতা মাতার স্বর্গ গমন সাধনে অধিকারী, কিন্তু সে সন্তান বিধবার পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই কারণ তাঁহার পাণিগ্রহিতা পতি লোকান্তর গত হইয়াছে এবং বিধবার দ্বিতীয় পতি হইবার ব্যবস্থাও কোন শাস্ত্রে নাই, সুতরাং ধর্ম্ম্য সন্তান লাভাকাঙ্ক্ষা বৃথা। অন্যোৎপাদিত ক্ষেত্রজাদি সন্তান ধর্ম্ম্য সন্তান নহে, এরূপ

পুত্র না উৎপাদকের ধর্ম্ম্য পুত্র হয়, না ক্ষেত্রীর ধর্ম্ম পুত্র হয়। অতএব যখন পতির ঔরসজাত সন্তান ভিন্ন ক্ষেত্রজাদি সন্তানদ্বারা স্বর্গ কামনা সিদ্ধ হইতেছে না, তখন বিধবার ক্ষেত্রজাদিসন্তানের কোন আবশ্যকতা নাই। বরং পর পুরুষ সংসর্গ জন্য পরলোকে পতিলোক হইতে বিচ্যুত এবং ইহ লোকে নিন্দিত ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে মৈথুন এককালে বর্জ্জনীয়।

একাদশী তত্ত্বধৃত দক্ষঃ বচন যথা।

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
অনুরাগাৎ কৃতঞ্চৈব ব্রহ্মচর্য্য বিরোধকং।

স্মরণ, আলোচনা, ক্রীড়া, দর্শন, অশ্রোতব্য গুহ্যবাক্যের আলাপন, মৈথুন সঙ্কল্প ও তজ্জন্য যত্ন অথবা তৎকার্য্য সম্পাদন, পণ্ডিতগণ এই অষ্টবিধ ক্রিয়াকে মৈথুনাঙ্গ বলেন। অনুরাগ বশতঃ ইহা করিলে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত হানি হয়। কুল্লুক ভট্টের টীকার অনুসরণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়।

অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহনিন্দা মবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে।। ১৬১।৫অ
নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে।। ১৬২

মনুর এই বচনের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা,—

"যে নারী পুত্রের লোভে ব্যভিচারিণী হয় সে নিন্দাপ্রাপ্ত হয় এবং পতিলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। পর পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পুত্র নহে পরভার্য্যায় উৎপন্ন পুত্র পুত্র নহে এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ পরপুরুষ সাধ্বী স্ত্রীদিগের পক্ষে ভর্ত্তা বলিয়া কোন শাস্ত্রে উপদিষ্ট নহে।" (বিঃ বিঃ পুঃ ৭৪। ৭৪ পৃঃ) কিন্তু এ অর্থ মনুর অভিপ্রায়ানুযায়ী বলিয়া বোধ হইতেছে না।

মনু বলিয়াছেন পুত্রকামনায় যে স্ত্রী পরপুরুষ সংসর্গ করে সে নিন্দিত হয় এবং পতিলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহাতে ব্যভিচার কল্পনা করিবার কারণ কি? নিয়োগ বিধির ব্যাখ্যা কালে দেখাইয়াছি যে পুত্রলাভার্থে পরপুরুষ সংসর্গ নিয়োগ ধর্ম্মে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে এবং কামতঃ অন্য পুরুষ সংসর্গ হইলে ব্যভিচার বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে যখন পুত্রলাভার্থে অন্য পুরুষ সংসর্গের কথা স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে সে স্থলে অকারণ কামমূলক পরপুরুষ সংসর্গরূপ ব্যভিচারের

আরোপণ করিব কেন ? পুত্রলাভার্থে অন্য পুরুষ সহগমন করিলে, একথা বলাতে স্ত্রীর পরপুরুষের প্রতি অনুরাগ বশতঃ সহগমন বুঝায় না সুতরাং ব্যভিচার না বুঝাইয়া নিয়োগানুসারে পুত্রোৎপাদন জন্য অন্য পুরুষ সহগমন বুঝায়। ইহাতে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে মনু নিয়োগের বিধি দিয়াছেন অথচ সেই বিধি অনুসারে কার্য্য করিলে নিন্দনীয় হইবে এবং পতিলোক ভ্রষ্ট হইবে বলিয়াছেন ইহা নিতান্ত অসংলগ্ন কথা হইয়া পড়ে। কিন্তু এ আশঙ্কা করিবার আবশ্যক নাই। মনু নিজেই সে আশঙ্কা দূর করিয়া দিয়াছেন। নিয়োগ ধর্ম্ম যে তাঁহার অভিমত নহে তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। লোকাচার অনুরোধে যে ব্যবহার শাস্ত্রে তাঁহাকে এই ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ কথার অবতারণা করিতে হইয়াছে; তাহাও তিনি প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। লোকাচার বশতঃ পতির জীবতমানে পতির আদেশানুসারে নিযুক্তা হইয়া স্ত্রীকে অন্যপুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে তিনি কথঞ্চিৎ সম্মতি প্রদান করিতে ইচ্ছুক কিন্তু বিধবাকে ঐ বিধি অনুসারে নিযুক্তা করিতে তিনি নিতান্তই অনিচ্ছুক এবং এই অবৈধ লোকাচারোৎপন্ন ক্ষেত্রজাদি সন্তান যে তাঁহার মতে ধর্ম্মপুত্র নহে তাহা তিনি যখনই অবকাশ পাইয়াছেন তখনই প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিধি যে লোকে আচরিত হউক ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। নিয়োগ বিধি কীর্ত্তন করিয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে নিষেধ করিয়াছেন এবং নিষেধের কারণও যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টতঃই তাঁহার উক্ত রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ হইতেছে। পাঠকবর্গ অনুধাবন করিয়া বক্ষ্যমান মনু বাক্য গুলির আলোচনা করিয়া দেখুন, আমি মনু বাক্যের যে অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা সার্থক হইতেছে কি না ? মনু নবম অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোক পর্য্যন্ত নিয়োগ বিধিকীর্ত্তন করিয়া পরে বলিতেছেন।

নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যু সনাতনম্ ॥ ৬৪।৯
নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে কচিৎ।
ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ ॥ ৬৫
অয়ংদ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মোবিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৬৬
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষি প্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥ ৬৭

ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিযোজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ ॥ ৬৮

ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ বিধবা নারীকে অন্যপাত্রে নিযুক্তা করিবে না। অন্য অন্যে নিযুক্তা করিলে সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ৬৪।

এই বচনের ব্যাখ্যা কালে কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণাদিভির্ব্বিধবা স্ত্রী ভর্ত্তুরন্যস্মিন্‌দেরাদৌ ন নিযোজনীয়া, যস্মাৎ স্ত্রিয়মন্যস্মিন্নিযুঞ্জানাঃ তে স্ত্রীণামেকপতিত্বধর্ম্মমনাদিসিদ্ধং নাশয়েয়ুঃ ॥ ৬৪

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির বিধবাকে দেবরাদি অন্য পুরুষে নিযুক্তা করিবে না। অন্য পুরুষে নিযুক্তা করিলে স্ত্রীর একপতিত্বরূপ অনাদিসিদ্ধনিত্য ধর্ম্ম লোপ হয়। ৬৪।

বিবাহ মন্ত্রে কোথাও অন্য ব্যক্তিতে স্ত্রী নিয়োগের উল্লেখ নাই এবং বিবাহ বিধিতেও বিধবার পুনরায় বিবাহের বিধি উপদিষ্ট হয় নাই। ৬৫।

কুল্লুকভট্ট এই বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—

নোদ্বাহিকেম্বিতি—অর্য্যমনং নু দেবমিত্যেবমাদিষু বিবাহ প্রয়োজনকেষু মন্ত্রেষু ক্বচিদপি শাখায়াং ন নিয়োগঃ কথ্যতে, ন চ বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্রেঽন্যেন পুরুষেণ সহ পুনর্ব্বিবাহ উক্তঃ।

বেদের কোন শাখায় বিবাহ মন্ত্রে নিয়োগের উল্লেখ নাই। এবং বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্রেও বিধবার অন্য পুরুষের সহিত পুনর্ব্বিবাহও কথিত হয় নাই।

এই বিগর্হিত পশু ধর্ম্ম রাজর্ষি বেণের রাজ্য শাসন কালে লোক মধ্যে প্রচলিত হয়, কিন্তু ইহা দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হয় নাই। ৬৬।

পূর্ব্বকালে সেই কামাপহতচেতন রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ বেণরাজা সমগ্র মহীমণ্ডলের শাসনকালে স্বরাজ্যে বর্ণশঙ্কর সৃষ্টি করেন। তদবধি যে ব্যক্তি মোহ প্রযুক্ত মৃতপতিকা স্ত্রীকে অপত্যার্থ নিয়োগ করে তাহাকে সাধু ব্যক্তিরা নিন্দা করিয়া থাকেন। ৬৭। ৬৮।

এক্ষণে পাঠকগণ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখুন মনু নিয়োগ বিধি দিয়া পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন এবং ক্রমান্বয়ে বিশেষ করিয়া হেতু বলিয়াছেন। উপরোক্ত বচন গুলিতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে এই পশুধর্ম্ম (নিয়োগ ধর্ম্ম) পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল না, বেণরাজার রাজ্য শাসনকাল হইতে লোক মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে সুতরাং লোকাচার অনুরোধে তাঁহাকে বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং

যখন ইহার পরিণাম ফল এইরূপ হইয়াছিল যে নিয়োগ ধর্ম্মের কঠোর সংযত নিয়ম লোকে রক্ষা করিতে না পারিয়া কামবশে ব্যভিচারোৎপন্ন শঙ্কর সৃষ্টি হইতে লাগিল তখন হইতে বিধবাকে নিয়োগ করিবার প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। লোকাচার অনুরোধেই যে মনু এই বিধি দিয়াছেন ইহা যে শাস্ত্রীয় বিধি নহে তাহা তিনি প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে বেদের কোন শাখায় বিবাহ মন্ত্রে নিয়োগের কোন কথা নাই এবং পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে বিধবার দ্বিতীয় পতি হইতে পারে না তজ্জন্য তিনি এস্থলে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্রের কোন স্থলেও বিধবার পুনঃ বিবাহের কোন উপদেশ নাই।

পাঠকগণ আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে নিয়োগধর্ম্মে পতিপত্নীত্ব ভাবের ছায়ামাত্রও নাই; যাহাতে নিযুক্ত পুরুষ ও নিযুক্তা স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর গুরু ও গুরুপত্নী অথবা পুত্রবধূরভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়; তাহাতেও পতিভিন্ন অন্য পুরুষ সংসর্গ ঘটে বলিয়া বিধবার এক পতিত্ব ধর্ম্ম-লোপ হইবার আশঙ্কা ক্রমে বিধবাকে নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে নিযুক্তা করিতে যে মনু নিষেধ করিয়াছেন; তিনিই আবার "নদ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং" ইত্যাদি বচনার্দ্ধে বিধবাকে অন্য পুরুষের সহিত পতিভার্য্যা-রূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে বিধি দিয়াছেন, এরূপ কল্পনাও কখন করা যাইতে পারে না? রোগীর আসন্নকাল উপস্থিত হইলে সে যেমন প্রকৃতির বিকৃতি অবলোকন করে, হিন্দু ধর্ম্মেরও বোধ হয় সেইরূপ আসন্নকাল উপস্থিত, সেই জন্যই এত সহজ কথাতেও লোকের বিপরীত এবং অস্বাভাবিক কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হয়।

এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন—

"নদ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন "দ্বিতীয় অর্থাৎ পর পুরুষ সাধ্বী স্ত্রীদিগের পক্ষে ভর্ত্তা বলিয়া কোন শাস্ত্রে উপদিষ্ট নহে"; অর্থাৎ পর পুরুষ (উপপতি) বিবাহ না করিলে সাধ্বী বিধবাদিগের পতি বলা যাইতে পারেনা বিবাহ করিলে পতি বলা যাইতে পারে; কষ্ট কল্পনা করিলেও এরূপ অর্থ বুঝা যায় না। একতঃ দ্বিতীয় শব্দের অর্থ প্রথমতঃ পর পুরুষ কল্পনা করিতে হইবে, পরে বুঝিতে হইবে যে সাধ্বীদিগের পক্ষে পর পুরুষ যতক্ষণ বিবাহ নাকরিবে ততক্ষণ তাহাকে পতি বলা যায় না তাহাকে উপপতি বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় শব্দে পর পুরুষ কল্পনা করাই অসম্ভব। দ্বিতীয় বলিলে প্রথম যে জাতীয় দ্বিতীয় সেই জাতীয় বুঝায়। অমুকের প্রথম পুত্রটী দেখিতে যত সুন্দর, দ্বিতীয়টী তত নহে, বলিলে আমরা দ্বিতীয় পুত্রটীই বুঝি। দ্বিতীয় কন্যা কি ভ্রাতা বুঝায়না।

তাহার প্রথমা স্ত্রী অতি সুশীলা, দ্বিতীয়টী চঞ্চলা, ইহাতে দ্বিতীয় স্ত্রীই বুঝায়। এইরূপ দ্বিতীয়টী পুত্র অথবা স্ত্রী বুঝাইলে প্রথমটীও পুত্র অথবা স্ত্রী বুঝাইবে। অতএব দ্বিতীয়টী উপপতি বুঝাইলে প্রথমটীও উপপতি বুঝাইবে। তাহা হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে এইরূপ বুঝিতে হয় যে, যেন সাধ্বী স্ত্রীর প্রথম পরপুরুষ (উপপতি) পতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়টী আর পতি হইবে না। কিন্তু আমরা কখন 'সাধ্বী স্ত্রীর উপপতি" এরূপ শুনিনাই। সুতরাং দ্বিতীয় শব্দে পরপুরুষ বুঝাইবার চেষ্টা নিতান্ত উপহাস জনক তাহার কোন সংশয় নাই।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা যদি বলেন যে দ্বিতীয় শব্দের অর্থই পরপুরুষ অর্থাৎ "উপপতি"। তাহা হইলে সাধ্বী স্ত্রীদিগের পক্ষে উপপতি পতি হইতে পারে না। একথায় এইরূপ বুঝা যায় যে সাধ্বী ভিন্ন অন্য স্ত্রীর উপপতি পতি বলিয়া অভিহিত হইতে পারে কিন্তু, সাধ্বীর পক্ষে তাহা হইবে না; নতুবা, সাধ্বীর পক্ষে ইহা বিশেষ করিবার আবশ্যকতা কি? কিন্তু, ব্যভিচারিণীর উপপতিকে পতি বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা কোন স্থলে শুনি নাই। ব্যভিচারিণীর উপপতি যদি পতিই হয়, তাহা হইলে, সাধ্বীর পুনঃ বিবাহ করিয়া পতি লাভ করা আর ব্যভিচারিণীর বিনা বিবাহে পতি প্রাপ্ত হওয়া দুই সমান। বরং দ্বিতীয় উপায়টী অধিকতর সুলভ।

বাস্তবিক মনু বচনের অভিপ্রায় এরূপ নহে। মনুর অভিপ্রায় এই, যে, সাধ্বী স্ত্রীদিগের প্রথম পাণিগ্রহিতাই প্রকৃত পতি; দ্বিতীয় পতি আর হইতে পারে না অর্থাৎ পুনঃ পাণিগ্রহণে আর পতি হইতে পারে না। কারণ পাণিগ্রহণ ভিন্ন যখন পতি হয় না, তখন সাধ্বীর দ্বিতীয় পতি হইতে পারে না, ইহা বলাতে স্বাধ্বীর দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণও হইতে পারে না, ইহা এই বচনেই সিদ্ধ হইতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় "নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্য পরিগ্রহে" মনু বচনের এই প্রমাণার্দ্ধের ব্যাখ্যা কুল্লুক ভট্টের মতানুসারে করিয়াছেন। কিন্তু, দ্বিতীয় চরণের "ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিন্তর্ত্তো পদিশ্যতে" এই টুকুর অর্থ করিতে কুল্লুক ভট্টের অভিপ্রায় গ্রহণ না করিয়া কষ্ট কল্পনা করিয়াছেন কুল্লুক ভট্ট এই চরণের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন।

এবঞ্চ সতি পুনর্ভূত্ব মপি প্রতিষিদ্ধম্।

ইহাতে পুনর্ভূ হওয়া নিষিদ্ধ হইতেছে, অর্থাৎ বিধবার পুনঃ সংস্কার মনু বাক্যানুসারে নিষিদ্ধ। এক্ষণে পাঠকগণ আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, মনু নিয়োগ ধর্ম্মের বিধি দিয়াও তাহা পশুধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাতে নিয়োগ ধর্ম্ম প্রচলিত হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নহে,

তাহা স্পষ্টতঃ তাঁহার বচন পরম্পরায় বুঝা গিয়াছে। এক দিন বরং সধবা স্ত্রীদিগের পক্ষে পতির অনুমতিক্রমে তাঁহার কঠোর নিয়ম রক্ষা করিয়া নিয়োগ ধর্ম্ম আচরিত হইতে পারে কিন্তু বিধবার পক্ষে ইহা যে এককালে নিষিদ্ধ তাহা মনু বাক্য প্রয়োগ করিয়া দেখান হইয়াছে। এক্ষণে "নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্য পরিগ্রহে" এই বচনার্দ্ধের ব্যাখ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যভিচারোৎপন্ন পুত্র পুত্র নহে বলিয়াছেন কিন্তু আমি বলিয়াছি এ অর্থ মনুর অভিপ্রায়ানুযায়ী নহে ইহা ক্ষেত্রজাদি সন্তান বোধক, ব্যভিচারোৎপন্ন নহে, এবং মনুর এই রূপ অভিপ্রায় যে পতির ঔরস জাত পুত্র পিতা মাতার পারলৌকিক অভ্যুদয় সাধনক্ষম, ক্ষেত্রজাদি সন্তান ততদূর কার্য্যকারী নহে। সেই জন্য বিধবার স্বর্গ কামনায় পুত্রের জন্য পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের দ্বারায় নিয়োগানুসারে পুত্রোৎপাদন করিলেও সে পুত্র পিতা মাতার স্বর্গসাধনক্ষম হয় না বলিয়া মনু বলিয়াছেন। এরূপ পুত্রে বিধবার কোন প্রয়োজন নাই এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন মনুর প্রকৃত অভিপ্রায় কি?

মনু নবম অধ্যায়ে রাজার বিচার কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহা বলিবার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে লোক মধ্যে ১৮ প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে তন্মধ্যে ধন বিভাগ একটী বিবাদের কারণ এই ধন বিভাগ কিরূপ করিতে হইবে তাহা বলিবার সময় দ্বাদশ প্রকার পুত্র যাহা লোক প্রসিদ্ধ আছে তাহাদিগের মধ্যে দায়ভাগ উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পরিভাষা বলিয়া তিনি বলিয়াছেন।

ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকাদশ যথোদিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ। ১৮০। ৯
য এতেঽভিহিতাঃ পুত্রাঃ প্রসঙ্গাদন্যবীজজাঃ।
যস্য তে বীজতোজাতাস্তস্য তে নেতরস্য তু॥ ১৮১।
কুল্লূক ভট্টের টীকা।—

ক্ষেত্রজেতি। এতান্ ক্ষেত্রজাদীন্ একাদশ পুত্রান্ পুত্রোৎপাদনবিধিলোপঃ পুত্রকর্ত্তব্যশ্রাদ্ধাদিলোপশ্চ মা ভূদিত্যেবমর্থং পুত্রপ্রতিচ্ছন্দকান্মনয়আহুঃ॥ ১৮০।

যইতি। যএতে ক্ষেত্রজাদয়োঽন্যবীজোৎপন্নাঃ পুত্রাঔরস পুত্রপ্রসঙ্গেনোক্তাস্তে যদ্বীজোৎপন্নাস্তস্যৈব পুত্রাভবন্তি, ন ক্ষেত্রিকাদেরিতি সত্যৌরসে পুত্রে পুত্রিকায়াঞ্চ সত্যাং ন তে কর্ত্তব্যা

ইত্যেবং পরমিদং অন্যবীজজাইত্যেকাদশপুত্রোপলক্ষণার্থং স্ববীজ-জাতাবপি পৌনর্ভবশৌদ্রৌ ন কর্ত্তব্যৌ। অতএব বৃদ্ধ বৃহস্পতিঃ।

আজ্যং বিনা যথা তৈলং সদ্ভিঃ প্রতিনিধিঃ কৃতম্।
তথৈকাদশ পুত্রাস্তু পুত্রিকৌরসয়োর্ব্বিনা॥ ১৮১

ঔরস পুত্রের অভাবে পাছে ক্রিয়া লোপ হয় এই জন্য মনীষিগণ পুত্রের প্রতি নিধি স্বরূপ যথা কথিত রূপ ক্ষেত্রজাত এই একাদশ বিধ পুত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮০।

প্রতিনিধি পুত্র প্রসঙ্গ ক্রমে অন্য বীজজাত যে সকল পুত্রের বিষয় এই কথিত হইল তাহারা যাহার বীজ হইতে জাত তাহারই সন্তান অপরের সন্তান নহে। অতএব কুল্লূক ভট্ট এস্থলে বলিয়াছেন পৌনর্ভব ও শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র স্ববীজজাত হইলেও তাহা কর্ত্তব্য নহে। ১৮১।

বৃদ্ধ বৃহস্পতি বলিয়াছেন।—ঘৃতের অভাবে তৈল যেমন প্রতিনিধি কল্পিত হয় ঔরস ও পুত্রিকা পুত্রের অভাবে সেই রূপ ক্ষেত্রজাদি একাদশ পুত্র করা হয়।

এখানে স্পষ্টতঃ মনু বলিয়াছেন যে যদিও মুখ্য পুত্র স্বক্ষেত্রে আত্ম জাত পুত্রের অভাবে পাছে ক্রিয়া লোপ হয় এই আশঙ্কায় মনীষিগণ একাদশ প্রকার পুত্র কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে পুত্র প্রতিনিধি করিয়া লইয়াছেন তথাপি অন্যের ঔরস জাত পুত্র যাহার ঔরসে জন্মিয়াছে সে তাহারই পুত্র অন্যের পুত্র নহে। সুতরাং মনুর অভিপ্রায় এই যে ক্ষেত্রজ সন্তান ক্ষেত্রীয় পুত্র নহে যাহার ঔরস জাত সে তাহারই পুত্র। এস্থলে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে মনু বিধবাকে পুত্র লাভার্থে নিয়োগানুসারে অন্যদ্বারা পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য নিযুক্তা করিতে নিষেধ করিবার স্থলে "নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ" ইত্যাদি বচনে অন্যোৎপাদিত পুত্র পুত্র নহে বলিয়া যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা এই স্থলে মনু নিজে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রত্যুতঃ মনু পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন।

তথৈবাক্ষেত্রিণোবীজং পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।
কুর্ব্বন্তি ক্ষেত্রিণামর্থং ন বীজী লভতে ফলম্॥ ৫১। ৯

এইরূপ (অর্থাৎ যেমন অন্যের বৃষভদ্বারা কোন ব্যক্তির গাভীতে বৎসোৎপন্ন হইলে তাহা যেরূপ গাভী স্বামীই পাইয়া থাকে) সেইরূপ পরক্ষেত্রে অনধিকারী বপণকারীর বীজ ক্ষেত্র স্বামীর উপকারার্থ হইয়া থাকে। তাহাতে বীজ স্বামী ফল লাভ করিতে পারে না।

এস্থলে মনু বলিয়াছেন পরক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে ফল ক্ষেত্র স্বামীরই হয়

বীজস্বামী ফল ভোগী হয় না। ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝাইতেছে যে পর স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিলে কার্য্যতঃ ক্ষেত্রীর হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্ব বচনানুসারে অন্যের ক্ষেত্রোৎপাদিত সন্তান প্রকৃতার্থে ক্ষেত্রীর নহে সে উৎপাদকেরই সন্তান। অতএব পাঠকবর্গ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখুন যে এই দুই বচনের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিলে এইরূপ বুঝাইতেছে যে অন্যের পরিনীতা স্ত্রীতে অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিলে প্রকৃতার্থে বুঝিলে সন্তান ক্ষেত্রীর নহে, কারণ যাহার বীজ হইতে উৎপন্ন সে তাহারই প্রকৃত পুত্র এবং ব্যবহারতঃ দেখা যাইতেছে যে বীজস্বামী পুত্র ভাগী না হইয়া ক্ষেত্র স্বামীই পুত্রাধিকারী হইতেছে। অর্থাৎ কার্য্যতঃ ক্ষেত্র স্বামীর পুত্র হইয়াও প্রকৃতার্থে সে তাহার পুত্র নহে। এবং প্রকৃতার্থে উৎপাদকের পুত্র হইয়াও কার্য্যতঃ তাহার পুত্র নহে।

এই জন্যই মনু বলিয়াছেন—

"নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে" ১৬২। বচনার্দ্ধ

যে, অন্যোৎপন্ন পুত্র ক্ষেত্র স্বামীর নহে এবং অন্যের স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র উৎপাদকেরও পুত্র নহে। অর্থাৎ সে পুত্র প্রকৃতার্থে ক্ষেত্রীরও নহে এবং ফলিতার্থে উৎপাদকেরও নহে। এই হেতু বিধবার গর্ভে নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে সন্তানোৎপাদন করার নিষ্প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। ঔরস পুত্র (অর্থাৎ সম্প্রদান ও পাণিগ্রহণ নিষ্পন্ন ভার্য্যার গর্ভে স্বয়মোৎপাদিত পুত্র) যেমন পারলৌকিক অভ্যুদয় সাধনে সক্ষম, ক্ষেত্রজাদি কাল্পনিক পুত্রপ্রতিনিধি গণ যে সেরূপ পারলৌকিক সম্বন্ধে ফল দায়ী নহে, মনু তাহাও স্থানান্তরে দেখাইয়াছেন।

যাদৃশং ফলমাপ্নোতি কুপ্লবৈঃ সন্তরন্‌জলম্।
তাদৃশং ফলমাপ্নোতি কুপুত্রৈঃ সন্তরংস্তমঃ ।।১৬১।।৯

কুল্লুক ভট্টের টীকা—

ঔরসেন সহ ক্ষেত্রজাদীনাং পাঠাত্তুল্যত্বাশঙ্কায়াং তন্নিরাসার্থমাহ যাদৃশমিতি। তৃণাদি নির্ম্মিত কুৎসিতোড়ুপাদিভিরুদকং তরন্ যথাবিধং ফলং প্রাপ্নোতি তথা বিধমেব কুপুত্রৈঃ ক্ষেত্রজাদিভিঃ পারলৌকিকং দুঃখং দুরুত্তরং প্রাপ্নোতীতি অনেন ক্ষেত্রজাদীনাং মুখ্যৌরস পুত্রবৎ সম্পূর্ণকার্য্যকরণক্ষমত্বং ন ভবতীতি দর্শিতম্।

অকর্ম্মণ্য তৃণাদি দ্বারা ভেলা বাঁধিয়া তদবলম্বন পূর্ব্বক সন্তরণ দ্বারা দুস্তর জল পার

হইতে যাইলে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে হয়, মূর্খ ঔরস পুত্রও ক্ষেত্রজাদি পুত্র প্রতিনিধিগণ দ্বারা নরক উদ্ধারের ফলও সেইরূপ পাওয়া গিয়া থাকে।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে ক্ষেত্রজাদি প্রতিনিধি পুত্রগণের সম্বন্ধে মনুর অভিপ্রায় কিরূপ? তাঁহার মতে ঔরস পুত্রই পারলৌকিক দুঃখ দূর করিতে সক্ষম, প্রতিনিধিগণ ততদূর নহে। সন্তরণ দ্বারা জল পার হইবার কালে অকর্ম্মণ্য তৃণগুচ্ছ যেরূপ সহায়তা করে, তাহারা পরলোকে নরকোদ্ধার হইবার সেইরূপ সহায়। ফলতঃ পুত্র প্রতিনিধিগণ একরূপ কোন কার্য্যকারীই নহে। বৃদ্ধ বৃহস্পতি বলিয়াছেন, ঘৃত দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, তদভাবে তৈল দ্বারা তৎকার্য্য সম্পাদন করিলে যেরূপ ফলদায়ী হয়, স্বক্ষেত্রে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রাভাবে ক্ষেত্রজাদি পুত্র প্রতিনিধিদিগের দ্বারায়ও সেইরূপ ফল হইয়া থাকে। অতএব ক্ষেত্রজাদি সন্তান দ্বারা ধর্ম্ম্যপুত্রের কার্য্য যে প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই সম্পন্ন হয় না, তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকিল না। সুতরাং স্বর্গ প্রাপনেচ্ছায় পুত্র প্রতিনিধি ব্যবস্থা করা নিস্ফল, সেই জন্যই বিধবাদিগকে মনু বলিয়াছেন যে, স্বর্গ লাভেচ্ছায় প্রতিনিধি পুত্রের জন্য পরপুরুষ সংসর্গ করার কোন প্রয়োজন নাই।

পতির ঔরস পুত্রই কেবল পারলৌকিক দুঃখ দূর করিতে পারে, কিন্তু তাহাও বিধবার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ তাহার আর দ্বিতীয় পতি কোন শাস্ত্র মতে হইতে পারে না। সুতরাং বিধবার যখন আর দ্বিতীয় পতি শাস্ত্রমতে হইতে পারে না, তখন অনপত্য অবস্থায় স্ত্রী বিধবা হইলে পতির ঔরসে পুত্র লাভ করা তাহার আর কোন মতে সম্ভব হইতে পারে না। কারণ পতিই যখন নাই এবং ইচ্ছা করিলেও যখন আর পতি হইতে পারে না, তখন পতির ঔরসে পুত্র হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব বিধবা পুত্র লাভেচ্ছা এককালে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনাতিবাহিত করিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী দিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করিবেন। এক্ষণে পাঠক বর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, মনু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ অথবা অন্য কোন মতে অন্য পুরুষ সংসর্গ যাহাতে ঘটিতে পারে, কখনই এমত ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্র, বিধি নিষেধ কি তাহা বলিয়া দিতে পারেন; কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ সকল নিষেধও বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইবে, তাহাকে ধর্ম্ম শাস্ত্র ধরিয়া রাখিতে পারেন না। এবং লোকমধ্যে যে কেহই ধর্ম্ম বিরোধী ও স্বেচ্ছাচারী হইবে না, ইহাও সম্ভব নহে। সুতরাং, অবৈধাচারীদিগকে কোন্ নামে অভিহিত করিতে হইবে, এবং তাহাদিগের সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হইবে এবং পাপাচারী দিগের দোষের গুরুত্ব লঘুত্বানুসারে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যব-

স্থাপিত হইয়া থাকে। এরূপ ব্যবস্থা জন সমাজে নিতান্ত ত
না থাকিলে, শাস্ত্র অসম্পূর্ণ বলিতে হয়। কোন শাস্ত্রে যাহাই লিখিত আছে তাহাই যে বিধি এমত নহে। বিধি ও অবিধি উভয়ই শাস্ত্রে উক্ত আছে; সুতরাং তাহা পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন,—

পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুল্কন্তু কন্যামৃতুমতীং হরন্।

সহি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃতূনাং প্রতিরোধনাৎ।৯৩।৯

ঋতুমতী কন্যা গ্রহণ করিলে, কন্যার পিতাকে (আসুর বিবাহে) বর শুল্ক প্রদান করিবে না। কারণ ঋতু প্রতিরোধ প্রযুক্ত সন্তান উৎপাদনের অবরোধ হওয়াতে সে ঐ কন্যা স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন, মনু বলিয়াছেন যে, ঋতুমতী কন্যা বিবাহ কালে বর কন্যার পিতাকে শুল্ক দিবে না। ইহাতে কি বলিতে হইবে যে, ঋতুমতী কন্যা বিবাহ করা বিধি? সকলেই জানেন যে, ঋতুমতী কন্যা অবিবাহ্যা, যে তাহাকে বিবাহ করে তাহাকে বৃষলীপতি বলে এবং তাহাকে পুংক্তি ভোজনে বর্জ্জন করিতে হইবে। বৃষলীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন কারীর প্রায়শ্চিত্ত নাই। সুতরাং উল্লিখিত মনু বচন বিধি বাক্য বলিয়া বুঝিতে হইবেনা। যদি কেহ মোহ প্রযুক্ত ঋতুমতী কন্যাকে বিবাহ করে, সে শাস্ত্রানুসারে সমাজচ্যুত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এমত বিবাহ স্থলে বর কন্যার পিতাকে শুল্ক দিতে বাধ্য নহে, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। কিন্তু, ইহাতে ঋতুমতী কন্যা বিবাহ যে শাস্ত্র সম্মত এমত নহে।

দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পরিভাষা বর্ণন স্থলে মনু বলিয়াছেন।

যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতম্।

স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ॥১৭৮।৯।

ব্রাহ্মণ কাম বশতঃ শূদ্রা স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করে, সে জীবদ্দশায়ও শব তুল্য, সেই নিমিত্ত তাহাকে পারশব পুত্র বলিয়া জানিবে।

ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রা স্ত্রীতে কামতঃ সন্তানোৎপাদন করা বৈধ বলিয়া স্থির হইতে পারে না; কারণ এই স্থলেই মনু সে পুত্রকে মৃতবৎ বলিয়াছেন। এবং আরও বলিয়াছেন।

হীন জাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।

কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্॥ [illegible]।৩অ।

শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ ।।১৬।
শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।। ১৭

দ্বিজাতিরা মোহ প্রযুক্ত হীন জাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করিলে, সন্তান সহ স্বস্ব বংশ আশু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করিলে পতিত হয়। অত্রি ও উতথ্যতনয় গৌতমের এইমত, শৌনকের এই মত যে, শূদ্রা স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিলে পতিত হয়। আর ভৃগুর মত এই যে, শূদ্রা স্ত্রীর সন্তানের অপত্য হইলে পতিত হয়।

অভিন্ন জ্ঞান করিয়া, শূদ্রা সহ শয়ন করিলে, ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এবং শূদ্রাতে পুত্র জন্মাইলে ব্রাহ্মণত্ব হইতে বিচ্যুত হয়।

এই সকল মনু বাক্য থাকিতে দ্বাদশ পুত্রের আখ্যায়িকার মধ্যে শূদ্রা প্রসূত পারশব সন্তানের পরিভাষা দেখিয়া বিধি কল্পনা করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ রূপে যে অযৌক্তিক, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে যদি কেহ মোহ বশতঃ শূদ্রা স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করেন, তাহা হইলে, সেই সন্তানকে উৎপাদকের পারশব পুত্র বলে এবং সে মৃতবৎ ইহা বলাই ঐ বচনের উদ্দেশ্য। পারশব পুত্রের পারিভাষিক বচনের বলে যে শূদ্রা গামী ব্রাহ্মণ পতিত হইবে না এবং শূদ্রাগমন ব্রাহ্মণের যে পাতিত্য জনক নহে, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। আরও দেখুন বৃদ্ধ গৌতম স্মৃতিতে ভগবান নারায়ণ ধর্ম্মবক্তা হইয়া বলিয়াছেন,—

কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ তাবুভৌ কুণ্ডগোলকৌ ।।
আ[illegible] বনিতো জাতঃ পতিতস্যাপি যঃ সুতঃ।
ষ[illegible]তে বিপ্রচণ্ডালা নিষিদ্ধাঃ শ্বপচাদপি ।।

কানীন ও সহোঢ় পুত্র, কুণ্ড ও গোলক এবং পতিতের পুত্র এই কয় জন [illegible] চণ্ডাল এবং ইহারা চণ্ডালাপেক্ষাও বর্জ্জনীয়।

এক্ষণে দেখুন, দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে কানীন ও সহোঢ়জ পুত্রের উল্লেখ আছে। ইহারা যদি শাস্ত্রীয় ও ধর্ম্ম্য পুত্র হইত, তাহা হইলে ইহারা চণ্ডালাপেক্ষা বর্জ্জনীয় বলিয়া উক্ত হইত না। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে, ধর্ম্মতঃ বিবাহিতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে স্বয়মুৎপাদিত পুত্র ভিন্ন অন্য পুত্র পুত্র মধ্যে গণ্য

নহে। প্রকৃত কথা এই যে, শাস্ত্রীয় ঔরস পুত্র ভিন্ন আর সকল প্রকার পুত্রই নিন্দনীয়। তবে যে পুত্র যে পরিমাণে কাম প্রবৃত্তি মূলক, সে সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম্য পুত্র বলা যাইতে পারে না এবং বিশেষ অনু-ধাবন করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয় যে, শাস্ত্রকারেরাও এরূপ পুত্র দিগকে শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম্য পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। লোকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঘটনা-ক্রমে যত প্রকার পুত্র লাভ করিতে পারে, তাহারই পরিভাষা মনু পুত্র প্রকরণে বলিয়াছেন; এবং তাহাদের প্রতিপালন জন্য ক্রমান্বয়ে কোন পুত্রকে পিতার ধনাংশভাগী এবং কোন পুত্রকে কেবল গ্রাশাচ্ছাদনভাগী করিয়াছেন।

ঐরূপ পাঠক গণ দেখুন যাহা পূর্ব্ব ব্যবস্থায় দেখান হইয়াছে, তাহাতে মনু বিধবার অন্যপতি গ্রহণ এক কালে নিষেধ করিয়া দ্বাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধির পরিভাষা বলিবার কালে বলিয়াছেন।

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছেয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূর্ত্বা স পৌনর্ভব উচ্চতে।১৭৫।৯

যে মৃত পতিকা স্ত্রী অথবা পতি-পরিত্যক্তা স্ত্রী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পুনর্ভূ হইয়া অন্যপতি আশ্রয় করে, তাহার গর্ভ জাত সন্তান উৎপাদকের পৌনর্ভব সন্তান বলিয়া কথিত হয়।

এই বচনে "পুনর্ভূর্ত্বা শব্দের অর্থ, "পুনর্ভূ হওয়া" কিন্তু পুনর্ভূ কাহাকে বলে মনু পূর্ব্বে তাহা কোন বচনে প্রকাশ করেন নাই, তজ্জন্য পর বচনে পুনর্ভূ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

সা চেদক্ষত যোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥১৭৬।৯।

সেই স্ত্রী (অর্থাৎ পূর্ব্ব বচনোক্ত যে স্ত্রী পতির পরলোকান্তর অথবা যে স্ত্রী পতি পরিত্যক্তা হইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পুনর্ভূ হইতে চায়) যদি অক্ষত যোনি থাকে, অর্থাৎ যদি তাহার পুরুষ সংসর্গ না হইয়া থাকে, তবে যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহে, সে ঐ স্ত্রীকে পুনঃসংস্কার নামক সংস্কার বিশেষদ্বারা গ্রহণ করিলে, অথবা যে স্ত্রী কৌমার পতি পরিত্যাগ করিয়া একবার পুরুষান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব পতির নিকট প্রত্যাগতা হয়, তাহা হইলে সেই পূর্ব্ব পতি ঐ প্রত্যাগতা স্ত্রীকে পুনঃসংস্কার নামক সংস্কার বিশেষ দ্বারা গ্রহণ করিলে, এইরূপ পুনঃসংস্কার নামক সংস্কার বিশেষ দ্বারা সংস্কৃতা স্ত্রীকে পুনর্ভূ বলে। ইহার

তাৎপর্য্য এইযে, পুনঃসংস্কার নামক সংস্কার বিশেষ দ্বারা গৃহীত না হইলে সে স্ত্রীকে পুনর্ভূ বলা যাইতে পারে না, তাহাকে স্বৈরিণী বলিতে হইবে এবং পুনর্ভূ হইতে হইলে সেই স্ত্রী অক্ষত যোনি হওয়া চাই, ক্ষত যোনি হইলে পুনঃসংস্কৃত হইতে পারিবে না, সুতরাং পুনর্ভূও হইতে পারিবে না ইহাই এই দুই বচনের অভিপ্রায়, নতুবা পুনর্ভূ হওয়া যে বৈধ, তাহা মনু বলেন নাই বরং পূর্ব্বে যেরূপ দেখাইয়াছি তাহাতে পুনর্ভূ হওয়া সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় নিষেধ অবহেলা করিয়া পিতা, পতি এবং পুত্রের পরতন্ত্রতা স্ত্রীদিগের যে নিত্যধর্ম্ম তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে স্ত্রী স্ব-ইচ্ছায় পুনঃসংস্কৃতা হইয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করে, সেই স্ত্রী তাহার গৃহীত পতি এবং তৎগর্ভজাত পৌনর্ভব পুত্র যে সমাজ বহিষ্কৃত অপাঙ্‌ক্তেয় তাহা মনু ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন। যে সকল লোককে হব্যকব্যে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাদিগের মধ্যে পৌনর্ভবকে পরিত্যাগ করিতে মনু বলিয়াছেন; যথা,—

কুশীলবোঽবকীর্ণী চ বৃষলীপতিরেব চ।
পৌনর্ভশ্চ কাণশ্চ যস্যচোপপতির্গৃহে॥ ১৫৫।৩ অ

যাহারা নর্ত্তনোপজীবী, স্ত্রী সম্পর্ক জন্য ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট, শূদ্রাপতি, পৌনর্ভবপুত্র, কাণ এবং যাহার গৃহে স্ত্রীর উপপতি বাস করে, তাহারা শ্রাদ্ধাদিতে বর্জনীয়।

ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা।
প্রেতনির্হারকশ্চৈব বর্জনীয়াঃ প্রযত্নঃ॥ ১৬৬।৩অ

মেষ মহিষের ব্যবসাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী, পুনর্ভূপতি (কুল্লূকভট্ট এস্থলে পরপূর্ব্বাপতির ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন যথা,—"পরপূর্ব্বা, পুনর্ভূস্তস্যাঃ পতিঃ) এবং ধনগ্রহণ পূর্ব্বক প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহক ইহারা যত্নের সহিত বর্জ্জনীয়।

যস্তু বাণিজকে দত্তং নেহ নামুত্র তদ্ভবেৎ।
ভস্মনীব হুতং হব্যং তথা পৌনর্ভবে দ্বিজে॥ ১৮১।৩অ

শ্রাদ্ধ কার্য্যে বণিক ও পুনর্ভূ পুত্রকে যাহা দেওয়া যায়, তাহাতে ন' না পারলৌকিক কোন ফল আছে। ইহা ভস্মে ঘৃতাহুতি দিবার তুল্য নিষ্ফল।

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, মনু স্ত্রীদিগকে পতির জীবনকালে অথবা মৃত্যু হ' কোন অবস্থায় পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ গ্রহণ এককালে নিষেধ করিয়াছেন। ত যদি কেহ স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পর পুরুষ গ্রহণ করে, এবং যদি পর পুরুষ কর্ত্তৃক পুনঃসংস্কার দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইলে সে স্ত্রী পুন

নামে কথিত হইবে ইহা বলিয়াছেন এবং তাহার পরপতি ও তজ্জাত পুত্র সকলেই সমাজ হইতে বর্জিত হইবে, ইহার স্পষ্ট বিধি দিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় যে মীমাংসা করিয়াছেন যে, বিধবার পুনঃসংস্কার মনু বিরুদ্ধ নহে, ইহা নিতান্তই জোরের কথা; ইহা ভিন্ন ইহাকে আর কি বলা যাইতে পারে? মনু শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসার স্থল দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং, তাঁহার মীমাংসা যে প্রকৃত প্রস্তাবে মনুর ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, তাহা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে। বিধবার পুনঃ পতিগ্রহণ যে মনুর সম্পূর্ণ মত বিরুদ্ধ তাহা বিশেষরূপে দেখান হইল, এক্ষণে অন্যান্য সংহিতাকর্ত্তা দিগের অভিপ্রায় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক যে, তাঁহাদের অভিপ্রায় কি?

অষ্টম অধ্যায়।

বিষ্ণুসংহিতা,—অথস্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ।

* * * * *

ভর্ত্তরি প্রবাসিতেঽপ্রতিকর্ম্মক্রিয়া। পরগৃহেষ্বনভিগমনম্। দ্বারদেশগবাক্ষকেষু নাবস্থানম্। সর্ব্বকর্ম্মস্বস্বতন্ত্রতা। বাল্যযৌবন বার্দ্ধকেষু অপি পিতৃভর্ত্তৃপুত্রাধীনতা

মৃতেভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্ ।।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গেমহীয়তে।
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাসব্রতঞ্চরেৎ ।।
আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।
মৃতেভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গংগচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।।

ইতি বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণু স্ত্রীদিগের ধর্ম্ম বলিতেছেন,—

প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রী সৌন্দর্য্য সম্পাদক ভূষণাদি পরিধান করিবে না। পরগৃহে যাইবে না। দ্বারদেশে অথবা গবাক্ষদ্বারে উপবেশন করিবে না। কোন কার্য্য স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিবে না। বালিকা, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থায় ক্রমান্বয়ে পিতা, পতি ও পুত্রের অধীনে থাকিবে।

পতির মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অথবা মৃত পতির অনুগমন করিবে। স্ত্রীদিগের পৃথক যজ্ঞ অথবা ব্রত বা উপবাস নাই। যে পতিরই সেবা করে, সে স্বর্গে গমন করে। পতি জীবিতকালে যে স্ত্রী ব্রতউপবাস করে, সে ইহলোকে পতির আয়ুঃ হরণ করে এবং পরলোকে নরকগামিনী হয়। ব্রহ্মচারিরা যেরূপ স্বর্গগামী হন, সাধ্বী বিধবা স্ত্রী সেইরূপ অনপত্যা হইয়াও ব্রহ্মচর্য্যে জীবন অতিবাহিত করিলে স্বর্গে গমন করেন।

বৃদ্ধ হারীত সংহিতা,—

সুশীলস্তু পরং ধর্ম্মং নারীণাং নৃপসত্তম।
শীলভঙ্গেন নারীণাং যমলোকঃ সুদারুণঃ ॥
মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি।
সৈব কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে রময়াসহ ॥
পতিং যা নাতিচরতি মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
সা ভর্ত্তৃলোকমাপ্নোতি যথৈবারুন্ধতী তথা ॥
আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনাকৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥
যা স্ত্রী মৃতং পরিষজ্য দগ্ধা চেদ্ধব্যবাহনে।
সা ভর্ত্তৃলোকমাপ্নোতি হরিণা কমলা যথা ॥
ব্রহ্মঘ্নং বা সুরাপং বা কৃতঘ্নং বাপি মানবম্।
যমাদায় মৃতা নারী তং ভর্ত্তারং পুনাতি হি ॥
সাধ্বীনামিহ নারীনামগ্নি প্রপতনাদৃতে।
নান্যোধর্ম্মোঽস্তি বিজ্ঞেয়ো মৃতেভর্ত্তরিকুত্রচিৎ ॥
বৈষ্ণবং পতিমাদায় যা দগ্ধা হব্যবাহনে।
সা বৈষ্ণবপদং যাতি যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ ॥
মৃতেভর্ত্তরি যা নারী ভবেদ্‌যদি রজস্বলা।
চিতাগ্নি সংগ্রহে তাবৎ স্নাত্বা তস্মিন্ প্রবেশয়েৎ ॥
গর্ব্ভিণী নানুগন্তব্যা মৃতং ভর্ত্তারমব্যয়া।
ব্রহ্মচর্য্যব্রতং কুর্য্যাদযাবজ্জীব মতন্দ্রিতা।
কেশরঞ্জন-তাম্বূল-গন্ধ-পুষ্পাদি সেবনম্।
ভূষিতং রঙ্গবস্ত্রঞ্চ কাংস্য পাত্রে চ ভোজনম্ ॥
দ্বিবার ভোজনঞ্চাক্ষোরঞ্জনং বর্জয়েৎ সদা।
স্নাত্বা শুক্লাম্বরধরা জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়া ॥
ন কল্ক কুহকা সাধ্বী তন্দ্রালস্য বিবর্জিতা।

সুনির্ম্মলা শুভাচারা নিত্যং সম্পূজয়েদ্ধরিম্ ॥
ক্ষিতিশায়ী ভবেদ্রাত্রৌ শুচৌ দেশে কুশোত্তরে।
ধ্যানযোগপরা নিত্যং সতাং সঙ্গে ব্যবস্থিতা ॥
তপশ্চরণ সংযুক্তা যাবজ্জীবং সমাচারেৎ।
তাবত্তিষ্ঠে ন্নিরাহারা ভবেদ্যদি রজস্বলা ॥

বৃঃ হারীত, ৮ম অধ্যায়।

সুশীলতা স্ত্রীদিগের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। দুঃশীলা স্ত্রী পরলোকে কষ্ট ভোগ করে। যে স্ত্রী পতি জীবিত থাকিতে অথবা পরলোক গত হইলে অন্য পতি গ্রহণ নাকরেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পরলোকে লক্ষ্মীর প্রিয় পাত্রী হন। যিনি মনে, বাক্যে এবং কার্য্যে পতি উলঙ্ঘন নাকরেন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় পরলোকে পতিলোক প্রাপ্ত হন। যে স্ত্রী পতি পীড়িত হইলে আপনাকে পীড়িত জ্ঞান করেন, পতির আনন্দে প্রফুল্লিতা হন, পতি দেশান্তর গত হইলে মলিনা ও কৃশা হন এবং যিনি পতির মৃত্যুতে মৃতপ্রায় হন, তিনিই পতিব্রতা। যে স্ত্রী মৃতপতির সহগ-মন করেন, তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের ন্যায় পতিলোক প্রাপ্ত হন। স্বামী যদি ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপায়ী অথবা কৃতঘ্ন হয়, এবং যদি তাহার মৃত্যুতে স্ত্রী সহগামিনী হন, তাহা হইলে মহাপাতকগ্রস্থ পতিকে পবিত্র করিয়া লন। পতির পরলোকে তাহার সহ গমন করা ভিন্ন সাধ্বীদিগের অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। যিনি মৃত পতির সহ-গমন করেন, তিনি পতিসহ, যোগীগণ যে পদ প্রাপ্ত হন, সেই বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন। পতির সহগমন কালে যে স্ত্রীর রজঃ প্রকাশ হয়, তিনি চিতাগ্নি রক্ষা করিয়া স্নানান্তে অগ্নিপ্রবেশ করিবেন। গর্ভিনী স্ত্রী অগ্নিপ্রবেশ করিবে না, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সাবধানে থাকিবেন; কেশ রঞ্জন, তাম্বুল ভক্ষণ, গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পাদি সেবন করিবেন না, আর অলঙ্কারাদি ধারণ ও রঞ্জিত বস্ত্রাদি পরিধান এবং কাংস্য পাত্রে ভোজন করিবেন না, দুই বার ভোজন ও চক্ষে কজ্জলাদি ধারণ বর্জ্জন করিবেন। সাধ্বী বিধবা স্নান করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় ও তন্দ্রালস্য পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র হইয়া নিত্য বিষ্ণু পূজায় নিযুক্তা থাকিবেন। রাত্রিতে ভূমিতে শয়ন করিবেন, নিত্য সৎসঙ্গ করিবেন ও ধ্যান যোগে থাকিবেন, এইরূপে যাবজ্জীবন তপস্যানুরক্ত হইবেন, আর রজঃ প্রবৃত্ত কালে অনাহার করিবেন।

ঔরসো দত্তকশ্চৈব ক্রীতঃ কৃত্রিমএব চ।
ক্ষেত্রজঃ কাণীনশ্চৈব দৌহিত্রঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ ॥

পিণ্ডদশ্চ পরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ।
পুত্রঃ পৌত্রশ্চ তৎপুত্রঃ পুত্রিকাপুত্র এব চ॥
পুত্রী চ ভ্রাতরশ্চৈব পিণ্ডদাঃ স্যুর্যথাক্রমাৎ।
এবং ধর্ম্মেণ নৃপতিঃ শাসয়েৎ সর্ব্বদা প্রজাঃ॥

বৃঃ, হারীত, ৪র্থ অঃ।

ঔরস পুত্র, দত্তক, ক্রীত, কৃত্রিম, ক্ষেত্রজ, কাণীন ও দৌহিত্র ইহারা পূর্ব্বের অভাবে পর পর শ্রাদ্ধাধিকারী। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, পুত্রিকার পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহারাও যথাক্রমে পিণ্ড দানাধিকারী; এইরূপ নিয়মে রাজা প্রজা শাসন করিবেন।

এস্থলে পাঠকগণ দেখুন, বৃদ্ধ হারীত পৌনর্ভব ইত্যাদি দোষজাত পুত্র দিগকে শ্রাদ্ধাধিকারী করেন নাই।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,—

সকৃৎ প্রদয়ীতে কন্যা হরং স্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাচ্ছ্রেয়াং শ্চেদ্বর আব্রজেৎ॥
অনাখ্যায়দদদ্দোষং দণ্ড্যা উত্তম সাহসম্।
অদুষ্টাঞ্চ ত্যজন্ কন্যাং দুষয়ংশ্চ মৃষাশতম্॥ ৬৬
অক্ষতা বা ক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।
স্বৈরিনী যা পতিং হিত্বা সবর্ণ কামতঃ স্মৃতঃ॥ ৬৭
মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি।
সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোময়া সহ॥ ৭৫
ক্রীড়া শরীরসংস্কারং সমাজোৎসব দর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা॥৮৪
রক্ষেৎ কন্যাং পিতাবিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন ক্বচিৎ স্ত্রিয়াঃ॥ ৮৫

একবার কন্যা দান করিয়া পুনঃ গ্রহণ করিলে গ্রহিতা চোরের ন্যায় দণ্ডভাগী হয়। কিন্তু দানের পরই যদি পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পাত্র উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দান করিলেও ঐ দত্তা কন্যাকে পুনঃ গ্রহণ করিয়া উৎকৃষ্ট পাত্রে অর্পণ করিতে পারে। অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে কন্যা দান করা দোষাবহ হয়। অদুষ্টা কন্যাকে ত্যাগ করিলে অথবা অযথা তাহার দোষ কীর্ত্তন করিলে উত্তম সাহস নামক

দণ্ডভাগী হইতে হয়। ক্ষতাস্ত্রী পতি সংসর্গ হইবার পূর্ব্বে অথবা পরে যদি পুনঃ সংস্কার নামক সংস্কার বিশেষ দ্বারা অন্য পুরুষ আশ্রয় করে, তাহা হইলে তাহাকে পুনর্ভূ বলে। যে স্ত্রী পতি বিদ্যমানেই হউক, কিম্বা পতির মৃত্যু হইলেই হউক, অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ না করেন, তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন এবং পরলোকে পার্ব্বতীর সহিত সুখে থাকেন। পতি দেশান্তরে থাকিলে স্ত্রী ক্রীড়া, শরীর মার্জ্জনাদি, সমাজ সমিতিও উৎসব দর্শনাদি, হাস্য ও পরগৃহে গমন বর্জ্জন করিবেন। পিতা কন্যাকালে, পতি যৌবন কালে, এবং পুত্র বার্দ্ধক্যে রমনী গণকে রক্ষা করিবেন। ইহাঁদের অভাব হইলে, তত্তৎ জ্ঞাতিবর্গ স্ত্রীদিগকে রক্ষা করিবেন। স্ত্রীগণ কখনই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেন না।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে যে কয়টী বচন গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে—

অক্ষতা বা ক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।
স্বৈরিণী যা পতিং হিত্বা সবর্ণ কামতঃ স্মৃতঃ ।।

এই বচনটীও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী মহাশয়েরা বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় এবচনের পূর্ব্বার্দ্ধ মাত্র দেখাইয়া বলেন যে যাজ্ঞবল্ক্য বিধবার পুনঃ বিবাহের বিধি দিয়াছেন (বিঃ বিঃ পুঃ ৬৭ পৃঃ)। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বচনের দ্বিতীয়ার্দ্ধ উল্লেখ করেন নাই। তিনি কেন যে সম্পূর্ণবচন প্রকাশ করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন। যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে বলিয়াছেন স্ত্রী পতি-সংসর্গ হইবার পূর্ব্বে অথবা পরে পুনঃ সংস্কৃতা হইয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করিলে পুনর্ভূ হয়, ইহাতে বিধবা বলিয়া কোন কথা নাই। ইহা সধবা ও বিধবা এই উভয়বিধ স্ত্রীর সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক, সধবা হউক, আর বিধবাই হউক, যে কোন স্ত্রী এইরূপে পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কর্তৃক পুনঃসংস্কারদ্বারা গৃহীত হইলে, সে পুনর্ভূ হইবে। ইহাই এবচনার্দ্ধের তাৎপর্য্য। এক্ষণে ইহা যদি বিধিবাক্য হয়, তাহা হইলে বচনের অপরার্দ্ধ বিধিবাক্য না হইবে কেন ? পরার্দ্ধে বলিয়াছেন যে, যে স্ত্রী পুনঃ সংস্কারের অপেক্ষা না করিয়া পতি ত্যাগ পূর্ব্বক অন্য পুরুষ আশ্রয় করে সে স্বৈরিণী বলিয়া অভিহিত হয়।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচন যদি বিধি বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের স্বৈরিণীর পথ অবলম্বন করাও বৈধ বলিতে হয়। অতএব পাঠকগণ দেখুন, হিন্দু সমাজ তবে কি ভয়ানক হইয়া উঠে। ঋষি বচনের এরূপ যদৃচ্ছা ব্যাখ্যায় হিন্দু সমাজ আর থাকিতে পারে না। স্ত্রী যদৃচ্ছা ক্রমে পতি পরিত্যাগ করিয়া অথবা

বিধবা যদৃচ্ছা পূর্ব্বক মৃত পতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি পুনঃ সংস্কার দ্বারা অন্য পতি গ্রহণ করে, অথবা সংস্কারের অপেক্ষা না করিয়াই অন্য পুরুষের আশ্রয় লয়, তাহা হইলে পুনর্ভূ ই হউক, আর স্বৈরিণীই হউক, তাহার আচরণ যদি বৈধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে কি আর সমাজ রক্ষা হইতে পারে ? সমাজের মূল ভিত্তি স্ত্রী। তাহাদিগের যদৃচ্ছা আচরণই যদি সমাজে আদৃত হয়, তবে তাহার পরিণাম ফল যে কি হইবে, তাহা পাঠকবর্গ একটু চিন্তা করিয়া দেখুন ; তাহা হইলে হিন্দুর নাম জগৎ হইতে এক কালে তিরোহিত হইবে। কোন ঋষিই এমত দুর্নিমিত্ত ব্যবস্থা দেন নাই, তাঁহারা স্ত্রীদিগের এরূপ আচরণকে নিতান্তই ঘৃণা করিয়াছেন। বিধবা বিবাহের জন্য যাহারা লালায়িত, তাহারা হয়ত বলিবেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রী দিগকে স্বৈরিণী হইতে বিধি দেন নাই। কারণ, স্বৈরিণী শাস্ত্রে নিন্দিত ও পরিত্যজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু যদি ঐ বচনের পরার্দ্ধ বিধি বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বার্দ্ধও বিধি হইতে পারে না। কারণ, এ বচনে স্ত্রী পুনর্ভূ হইতে পারে এবং স্বৈরিণী হইতে পারে না, এমত কিছুই উক্ত হয় নাই। বচনের অর্থে কেবল মাত্র ইহাই বুঝা যায় যে, যে স্ত্রী পুনঃ সংস্কৃতা হইয়া পুরুষান্তর দ্বারা গৃহীত হয়, সে পুনর্ভূ ; এবং যেখানে পুনঃসংস্কার হয় নাই, সে স্থলে ঐ স্ত্রী স্বৈরিণী। ইহাতে একটী বিধি ও অন্যটী অবিধি, এ মীমাংসা যে কোথা হইতে আসিল, তাহা বুঝা যায় না। ইহা কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তৎপক্ষীয় দিগের মনঃ কল্পিত ব্যাখ্যা মাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বচনটীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রচার করেন নাই, কারণ তাহা হইলে তাঁহার কল্পনার স্থল থাকে না, এবং ইহা অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে, কাজেই তাঁহাকে শাস্ত্র গোপন করিতে হইয়াছে। এরূপ বিচারপ্রণালী নিতান্তই নিন্দনীয়। ইহা দ্বারা শাস্ত্রানভিজ্ঞ বৈষয়িক লোকদিগকে একরূপ প্রতারিত করা হইয়াছে। স্বৈরিণী শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে বলিয়া যদি উক্ত বচন স্ত্রীলোকের পুনঃসংস্কার-রহিত পর পুরুষ গ্রহণ বিধায়ক না হয়, তাহা হইলে ইহা পুনঃ সংস্কার বিশিষ্ট পুরুষান্তর গ্রহণ বিধায়কও নহে। কারণ, যাজ্ঞবল্ক্য স্থলান্তরে পুনর্ভূ পতি ও পৌনর্ভব পুত্র উভয়ই নিন্দিত ও শ্রাদ্ধাদিতে বর্জ্জিত বলিয়া বিধি দিয়াছেন। যথা,—

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,—

রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভব স্তথা।
অবকীর্ণী কুণ্ডগোলৌ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ ॥ ২২২

* *

মাতাপিতৃ গুরুত্যাগী কুণ্ডাশী বৃষলাত্মজঃ।

পর পূর্ব্বাপতিঃ স্তেনঃ কর্ম্মদুষ্টাশ্চ নিন্দিতাঃ ।।

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবার কালে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দিগকে বর্জন করিতে হইবে তাহাদিগের মধ্যে বলিয়াছেন।—

রোগী, অধিক অথবা হীনাঙ্গ বিশিষ্ট ব্যক্তি, কান, পৌনর্ভব পুত্র, অবকির্ণী, কুণ্ডগোলক নামক জারজ পুত্রদ্বয়, কুনখী, কাল দন্ত বিশিষ্ট, পিতা মাতা ও গুরু-ত্যাগী, স্ত্রীলোকের উপপতি সংযোজক, বৃষলীর পুত্র, পুনর্ভূপতি অর্থাৎ যে পুনঃ সংস্কার দ্বারা অন্যের পত্নী গ্রহণ করিয়াছে, চৌর, পাতিত্য জনক কর্ম্মচারী, ইহারা দুষ্টকর্ম্মা ও নিন্দিত এবং শ্রাদ্ধাদির বিপদ স্বরূপ, ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে না।

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, শাস্ত্রকারকগণ কি এতই অস্থির-মতি ছিলেন যে, তাঁহারা এক দিকে স্ত্রীদিগকে পুনর্ভূ হইতে বিধি দিতেছেন, অপর দিকে পুনর্ভূপতি ও তাহার পুত্রদিগকে সমাজবর্জ্জিত করিতেছেন। সামান্য জ্ঞানে ইহা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, পুনঃ সংস্কার দ্বারা অন্যের পত্নী গ্রহণ করা শাস্ত্রবিহিত নহে এবং "অক্ষতা বা ক্ষতাচৈব" এ বচন বিবাহ বিধায়ক নহে, ইহা কেবল পুনর্ভূর ও স্বৈরিণীর পারিভাষিক বচন মাত্র। যাজ্ঞবল্ক্য এই মাত্র বলিয়াছেন যে, পুনঃসংস্কার দ্বারা স্ত্রীগণ পুরুষান্তর গ্রহণ করিলে, তাহারা পুনর্ভূ হয়, এবং পুনঃ-সংস্কার না করিলে স্বৈরিণী হয়। তিনি স্ত্রীদিগকে পুনর্ভূ বা স্বৈরিণী হইতে বলেন নাই। ইহা যদি বিধি বাক্য হইত, তাহা হইলে ঐ বিধি অনুসারে কার্য্য করিলে সমাজ বর্জ্জিত হইবে এরূপ বিধান করিতেন না, বিধি পালন করিলে সমাজ বর্জ্জিত হইতে হয়, এরূপ ব্যবহার কুত্রাপি এবং কোন কালেও ঘটে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় অযথা "অক্ষতা বা ক্ষতাচৈব" ইত্যাদি বচন বিধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ইহা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে, তাঁহার "অক্ষতা বা ক্ষতাচৈব" ইত্যাদি বচন পারিভাষিক বলিয়া বুঝায়, বিধি বাক্য বলিয়া বুঝায় না। সুতরাং ইহা বিধবাবিবাহবিধায়ক প্রমাণ বলিয়া যে বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল হইতেছে।

উশনা বলিয়াছেন,—

শ্রুতি বিক্রয়িণো যত্র পরপূর্ব্বাঃ সমুদ্রগাঃ ।।
অসমানান্ যাজয়ন্তি পতিতা স্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।

* * * *

পৌনর্ভবঃ কুসীদীচ তথা নক্ষত্রদর্শকঃ।

গীতবাদিত্রশীলশ্চ ব্যাধিতঃ কাণত্রব চ ॥

*　　　*　　　*

বহুনাত্র কিমুক্তেন বিহিতান্ যে ন কুর্বতে।
নিন্দিতান্যাচরন্তে তে বর্জ্যাঃ শ্রাদ্ধে প্রযত্নতঃ ॥৪র্থ অধ্যায়।

শ্রুতি বিক্রয়ী, যাহার গৃহে পরপূর্ব্বা স্ত্রী* অবস্থিতি করে, সেই গৃহবাসীগণ, সমুদ্রগামী ও শূদ্রযাজক ইহারা পতিত বলিয়া কথিত।

পুনর্ভূ পুত্র, কুসীদোপজীবী, গ্রহাচার্য্য, গান বাদ্য ব্যবসায়ী, রোগী, কাণ, আর অধিক কত বলিব যাহারা বিহিত কার্য্য না করিয়া কেবল নিন্দিতাচরণ করে, তাহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধে বর্জন করিবে।

ঔশনসস্মৃতিতে পরপূর্ব্বা অর্থাৎ-পুনর্ভূ স্ত্রী ও স্বৈরিণী যে গৃহে বাস করে, তৎগৃহবাসী অর্থাৎ তৎসম্পর্কীয় একান্নভুক্ত পরিবারস্থ, যাবতীয় লোককে পতিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং তাহাদিগকে নিমন্ত্রণে বর্জন করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে। পুনর্ভূ পুত্রকে পুনরায় বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া বর্জন করিতে উশনা বিধি দিয়াছেন ইহাতে উশনার মতে বিধবার পুনঃসংস্কার যে নিতান্ত অবৈধ ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য তাহা বিশদরূপে প্রতিপন্নহইতেছে।

অঙ্গিরা বলিয়াছেন,—

অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যস্য দীয়তে।
তস্যাশ্চান্নং ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ সা প্রগীয়তে ॥ ৬৬।

যে কন্যাকে একবার দান করা হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় অন্যকে দান করিলে তাহাকে পুনর্ভূ কহে এবং তাহার অন্ন বর্জনীয়।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন,—

পুনর্ভূঃ পুনরেতা চ রেতোধা কামচারিণী।
আসাং প্রথমগর্ভেষু ভুক্তা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩০। ৯ অঃ

পুনর্ভূঃ স্ত্রী, পুনরেতা স্ত্রী, রেতোধা স্ত্রী ও কামচারিণী স্ত্রী, ইহাদের অন্ন এবং প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীর অন্ন ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিবে।

* পরপূর্ব্বা—যথা নারদঃ
পরপূর্ব্বাঃ স্ত্রিয়স্ত্বন্যাঃ সপ্তপ্রোক্তা যথাক্রমম্।
পুনর্ভূস্ত্রিবিধা তাসাং স্বৈরিণী চ চতুর্ব্বিধা ॥
অতএব পরপূর্ব্বা বলিতে পুনর্ভূ ও স্বৈরিণীকে বুঝায়

কেহ কেহ উক্ত বচনের এরূপ অর্থ করিতে পারেন যে, পুনর্ভূঃ ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ স্ত্রীদিগের প্রথম গর্ভকালে, তাহাদের অন্নভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীদিগের প্রথম গর্ভকাল ভিন্ন অন্যকালে তাহাদের অন্ন ভোজনীয় বলিয়া বুঝায়; কিন্তু অঙ্গিরা বলিয়াছেন, প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের অন্ন ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে এবং পুনর্ভূঃ স্ত্রীর অন্ন এককালে অভক্ষ্য।

যাবকান্নং নবশ্রাদ্ধমপি সূতক ভোজনম্।
নারীপ্রথমগর্ভেষু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ।৬৫
অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যস্য দীয়তে।
তস্যাশ্চান্নং ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ সা প্রগীয়তে॥ ৬৬ আঙ্গিরস স্মৃতিঃ

যাবকান্ন, নবশ্রাদ্ধান্ন, অশৌচান্ন এবং প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীর অন্ন ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

একবার যে কন্যাদান করা হইয়াছে, তাহাকে অন্যপাত্রে পুনঃদান করিলে তাহার অন্ন অভোজ্য হয় এবং তাহাকে পুনর্ভূঃ কহে।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপস্তম্বের বচনের যদি এইরূপ অর্থ করা যায় যে, পুনর্ভূঃ, পুনরেতা, রেতোধা ও কামচারিণী স্ত্রীদিগের প্রথম গর্ভকালে তাহাদিগের অন্ন অভোজ্য, তাহা হইলে অঙ্গিরার বিধির বিরোধী হইয়া পড়ে। কারণ তিনি বলিতেছেন যে, প্রথম গর্ভিনী স্ত্রীর অন্ন অভোজ্য এবং পুনর্ভূর অন্ন সকল কালেই অভোজ্য; আর অন্যান্য ঋষিগণও ভূয়োভূয়ঃ পুনর্ভূঃ ও কামচারিণী স্ত্রীর অন্ন এককালেই পরিত্যজ্য বলিয়াছেন। সুতরাং আপস্তম্বের বচনের অর্থ অন্য শাস্ত্রের বিরোধী করিয়া ব্যাখ্যা করা বিচার সঙ্গত নহে। অতএব পুনর্ভূঃ হইতে কামচারিণী পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ স্ত্রীর অন্ন ভোজনে ও প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীদিগের অন্ন ভোজনে চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধিলাভ হইবে, এরূপ অর্থ অন্যান্য শাস্ত্র সঙ্গত এবং বিচার সিদ্ধ বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।

পরাশর বলিয়াছেন,—

জীবন্বাপি মৃতোবাপি পতিরেব প্রভুঃ স্ত্রিয়াম্।
নান্যচ্চ দেবতা তাসাং তমেব প্রভুমর্চয়েৎ॥
অন্যস্যাপি হি দুষ্টা স্ত্রী যান্যভাবাপ্রিয়ম্পতিম্।
সা গচ্ছেন্নরকং ঘোরস্তদ্রোহাদযুতেঽপিচ॥

* * * * *

নারীনাঞ্চ নদীনাঞ্চ ন গতির্জ্জায়তে নৃভিঃ।
কুলংকুলং প্রয়ায়িন্যোঃ কালক্ষেপো ন জায়তে ॥
চেষ্টা-চরিত্র-চিন্তানি দেবানেব বিদুঃ স্ত্রিয়াম্।
কিং পুনঃ প্রাণিমাত্রা স্তু সর্ব্বথা নষ্টবুদ্ধয়ঃ ॥
তস্মাত্তাঃ সর্ব্বথা রক্ষ্যাঃ সর্ব্বোপায়ৈর্নৃভিঃ সদা।
শ্বশুরৈর্দেবরাদ্যৈস্তাঃ পিতৃভ্রাত্রাদিভিস্তথা ॥
বিবাহাৎপ্রাক্পিতা রক্ষেত্ততঃ পতিস্তু যৌবনে।
রক্ষেযুর্বার্দ্ধকে পুত্রাঃ নাস্তি স্ত্রীণাং স্বতন্ত্রতা ॥
স্বাতন্ত্র্যেণ বিনশ্যন্তি কুলজা অপি যোষিতঃ।
ন স্বাতন্ত্র্য মতস্তাসাং প্রজাপতি রকল্পয়ৎ ॥

বৃহৎপরাশর পঞ্চম অধ্যায়ঃ।

পতি জীবিতই হউন, আর মৃতই হউন, তিনিই স্ত্রীর একমাত্র প্রভু। স্ত্রীর অর্চ্চনা করিবার অন্য দেবতা নাই, তিনিই স্ত্রীর উপাস্য। যে স্ত্রী অপ্রিয় পতির প্রতি অন্যভাব করে, অথবা অপ্রিয় পতি পরিত্যাগ করিয়া অন্যের পত্নী হয়, সে স্ত্রী দুষ্টা এবং সে পতিদ্রোহিতা নিববন্ধন ঘোর নরকে গমন করে।

নারী ও নদীর গতি মনুষ্যের বোধগম্য নহে, ইহাদের এক কুল হইতে অন্যকুলে যাইতে সময় অপেক্ষা করে না। স্ত্রী দিগের চেষ্টা, চরিত্র ও মনোগতভাব দেবতারাও জানে না; সুতরাং মনুষ্যে কি বুঝিবে। ইহারা সর্ব্বপ্রকারে দুষ্ট-বুদ্ধি-বিশিষ্ট।

অতএব শ্বশুর, দেবর, পিতা, ভ্রাতা আদি সকলে ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে, সর্ব্বোপায়ে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে।

বিবাহের পূর্ব্বে পিতা, যৌবনে স্বামী, এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষা করিবেন। স্ত্রীদিগের স্ব ইচ্ছায় কার্য্য করিবার অধিকার নাই।

বিশিষ্ট বংশজাতা হইলেও স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইলে নষ্ট হয়। ব্রহ্মা স্ত্রীদিগের স্বাতন্ত্র্য বিধান করেন নাই।

ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, পরাশর স্ত্রীদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক, অন্য পতি গ্রহণ করা দূরের কথা, কোন কার্য্য করিতেও বিধি দেন নাই। প্রত্যুত: তিনি বলিয়াছেন যে, পতিই স্ত্রীর একমাত্র প্রভু এবং পতি ভিন্ন তাহার অন্য উপাস্য

দেবতা নাই। পতি পরলোকগত হইলেও সেই মৃত পতিই তাহার ধ্যেয় ও এক মাত্র উপাস্য অর্থাৎ তাঁহাতেই স্ত্রীর মন নিবিষ্ট রাখিতে বিধি দিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে নিঃসংশয়িতরূপে বুঝা যাইতেছে যে, কোন হেতুবশতঃ স্ত্রী জীবিত অথবা মৃত পতি ত্যাগ করিয়া অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে, একথা পরাশরের কথনই অনুমোদিত নহে।

আরও দেখুন পরাশর আবার কি বলিতেছেন।

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী রহস্যং কুরুতে পতিম্।
তে তু বৈ শ্রাবয়েদ্‌গর্ভং সা নারী গণিকা স্মৃতা॥
অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যায় দীয়তে।
অস্যা অপিন্নভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ কীর্ত্তিতা হি সা॥
কৌমারং পতিমুৎস্বজ্য যা ত্বন্যং পুরুষং শ্রিতা।
পুনঃ পত্যুর্গৃহং গচ্ছেৎ পুনর্ভূঃ সা দ্বিতীয়কা॥
অসৎসু দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্যা প্রদীয়তে।
সবর্ণায় সপিণ্ডায় পুনর্ভূঃ সা তৃতীয়কা॥
প্রাপ্তে দ্বাদশবর্ষেঽত্র যা রজো ন বিভর্ত্তি হি।
ধারিতস্তু তয়া রেতো রেতোধাঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥
ভর্ত্তুর্যা ব্যভিচারেণ নারী চরতি নিত্যশঃ।
অস্যা অপি ন ভোক্তব্যং সা ভবেৎ কামচারিণী॥
ভর্ত্তুঃ শাসনমুল্লঙ্ঘ্য স্বকামেন প্রবর্ত্ততে।
দীব্যন্তী চ হসন্তী চ সা ভবেৎ কামচারিণী॥
পতিত্যক্তা তু যা নারী গৃহাদন্যত্র গচ্ছতি।
গুহ্যেষু রমতে নিত্যং স্বৈরিনীন্তাং বিনির্দ্দিশেৎ॥
পতিং হিত্বা তু যা নারী সবর্ণমন্যমাশ্রয়েৎ।
বর্ত্ততে ব্রাহ্মণত্বেন দ্বিতীয়া স্বৈরিণী তু সা॥
মৃতে ভর্ত্তরি যা বাহ্যা ক্ষুৎপিপাসাতুরা তু সা।
তবাহ মিত্যুপগতা তৃতীয়া স্বৈরিণী তু সা॥

দেশকালমুপেক্ষৈব গুরুভির্যা প্রদীয়তে।
উৎপন্নসাহসান্যস্মৈ চতুর্থী স্বৈরিণী তু সা।
অস্যপুত্রাস্তু যে জাতাস্তে বর্জ্যা হব্যকব্যয়োঃ।
তথৈব যতয়স্তাসাং বর্জনীয়া প্রযত্নতঃ॥

বৃহৎ পরাশর সংহিতা ৫ম অধ্যায়।

যে স্ত্রী পতি লোকান্তরিত হইলে গোপনে উপপতি করে এবং তজ্জাত গর্ভশ্রাব করে তাহাকে গণিকা বলে।

যে কন্যা একবার অন্যকে দান করা হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় অন্যকে দান করিলে পুনর্ভূ কহে, তাহার অন্ন ভোক্তব্য নহে।

যে স্ত্রী পতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষ আশ্রয় করে এবং পরে পুনঃ পতির নিকট আইসে, তাহাকে দ্বিতীয় পুনর্ভূ কহে।

যে স্ত্রী পতি বিয়োগানন্তর দেবর অথবা পতির কোন সবর্ণ সপিণ্ডকে পুনঃ প্রদত্ত হয় তাহাকে দ্বিতীয় পুনর্ভূ কহে।

যে স্ত্রীর দ্বাদশবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তি হইয়াও রজঃ প্রকাশ না হয়, অথচ রেত ধারণ পূর্ব্বক গর্ভ ধারণ করে, তাহাকে রেতোধা কহে।

স্বামী সাক্ষাতে যে স্ত্রী নিত্য ব্যভিচার করে, তাহাকে কামচারিণী কহে এবং তাহারও অন্ন অভোক্তব্য।

স্বামীর অবাধ্য হইয়া যে স্ত্রী স্ব ইচ্ছায় হাস্য ক্রীড়াদিতে রত হয়, তাহাকেও কামচারিণী কহে।

যে স্ত্রী পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়া নিত্য পুরুষ সংসর্গ করে তাহাকে স্বৈরিণী কহে।

পতি পরিত্যাগ করিয়া সবর্ণ অথবা উৎকৃষ্ট বর্ণ পুরুষ গ্রহণ করিলে তাহাকে দ্বিতীয়া স্বৈরিণী কহে।

যে বিধবা ক্ষুৎপিপাসাতুরা হইয়া অন্যে উপগতা হয়, সে তৃতীয় স্বৈরিণী।

যে বিধবা স্ত্রী ব্যভিচারদুষ্টা হইয়াছে, সে যদি গুরুদ্বারা অন্য পাত্রে অর্পিত হয় তাহাহইলে তাহাকে চতুর্থী স্বৈরিণী কহে।

ইহাদের গর্ভজাত কুপুত্র সকল হব্যকব্যে বর্জ্জনীয় এবং তাহাদের পুত্র সদাচারী হইলেও যত্ন পূর্ব্বক বর্জন করিবে।

এক্ষণে দেখুন পরাশর পুনর্ভূঃ স্ত্রীদিগের অন্ন অভোজ্য বলিয়া বিধি দিয়াছেন, এবং পৌনর্ভব পুত্রদিগকে হব্য কব্যে বর্জনীয় বলিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা

যাইতেছে যে, অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের সহিত আচার্য্য পরাশর এক বাক্যে পুনর্ভূঃ ও পৌনর্ভবপুত্র ইহারা সমাজ বর্জিত বলিয়া বিধি দিয়াছেন। কলিযুগের উপযোগী ব্যবস্থা দিবেন বলিয়া যদি তিনি ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাহইলে তাঁহারই উপদেশ এবং বিধি অনুসারে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, স্ত্রী মৃত পতিকেও এক মাত্র প্রভু জ্ঞানে তাহারই প্রতি চিত্ত অর্পিত রাখিবে এবং তাহারই উপাসনা করিবে। সুতরাং বিধবা স্ত্রীর পুনঃ সংস্কারদ্বারা পত্যন্তর গ্রহণ করা পরাশরের মতে ও নিষিদ্ধ। তবে যদি কেহ শাস্ত্রের উপদেশ না মানিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া পুনর্ভূ শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সমাজ হইতে বর্জন করিতে পরাশর বলিয়াছেন। অতএব ইহাতে নিঃসংশয়িত রূপে দেখা যাইতেছে যে, পরাশর স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বতন শাস্ত্রকার দিগের মতবিরোধী নহেন এবং বিধবার পুনঃ সংস্কারের বিধি দেন নাই। দেখুন, পরাশর পূর্ব্বোক্ত বচনে পুনর্ভূর অন্ন নিষিদ্ধ বলিয়াও ক্ষান্ত থাকেন নাই। বৃহৎ পরাশর সংহিতায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক্রমে তিনি আবার বলিয়াছেন,—

যঃ স্বৈরিণীনাঞ্চ পুনর্ভূবাঞ্চ যঃ কামচারী দ্বিজযোষিতাঞ্চ।
রেতোধৃতাং প্যাকমনা যদদ্যাদ্বিপ্রঃ স চন্দ্রব্রতকৃচ্ছ্রচিঃস্যাৎ।
বৃঃ পরাশর ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

যে ব্রাহ্মণ স্বৈরিণীর, পুনর্ভূ স্ত্রীর, কামচারিণী দ্বিজাতিস্ত্রীর এবং রেতোধা স্ত্রীর পক্কান্ন ভোজন করেন, তিনি চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিলে শুদ্ধ হইবেন।

এক্ষণে দেখুন, পরাশর পূর্ব্ব বচনে পুনর্ভূ স্ত্রীর অন্ন ভোজন নিষেধ করিয়াছেন এবং পরবচনে যদি কোন ব্রাহ্মণ ইহার অন্ন ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। অতএব এই সকল বচন বর্ত্তমানে বিধবার বিবাহ কি পরাশরের মতানুগত বলা যাইতে পারে? পাণিগ্রহিতা স্ত্রী স্বামী বর্ত্তমানে অথবা অবর্ত্তমানে পুনঃ সংস্কারদ্বারা অন্যের স্ত্রী হইলে সেই স্ত্রী তাহার পর পতি এবং তজ্জাত পুত্র সকলেই সমাজ বহির্গত হইবে, ইহা পরাশরের উদ্ধৃত বচনদ্বারা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে। আর এরূপ পুনঃ সংস্কার যে আচার্য্য পরাশরের সম্পূর্ণ রূপে মত বিরুদ্ধ, তাহার আর কোন সংশয় থাকিতেছে না।

পরাশর পৌনর্ভব পুত্র ভূয়োভূয়ঃ বর্জনীয় বলিয়াছেন। তিনি আরও এক স্থলে বলিয়াছেন,—

মাতৃণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ স্বীয়ানাং পিণ্ডদাঃ স্মৃতাঃ।
উপপতিসুতো যস্তু যশ্চৈব দীধিষু পতিঃ॥

পরপূর্ব্বা পতির্জ্জাতা বর্জ্জাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ।

বৃঃ পরাশর ৫ম অধ্যায়।

উপপতির পুত্র, দীধিষুপতির পুত্র, পৌনর্ভব পুত্র, এই সকলকে সকলে প্রযত্ন সহকারে বর্জ্জন করিবে।

এখন পাঠকবর্গ বোধহয়, ইহা বেশ বুঝিয়াছেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কেন বৃহৎ পরাশর সংহিতাখানিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে এবং ইহার প্রচারক সুব্রত ঋষিকে অবজ্ঞা করিতে এত যত্ন করিয়াছেন? এ গ্রন্থখানিকে অপদস্থ না করিলে ইহার স্রোতে তাঁহার বিচার ভাসিয়া যায়। কারণ, বৃহৎ পরাশর সত্ত্বে তিনি "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি বচন পরাশরের অনুমোদিত ব্যবস্থা বলিতে পারেন না, কাজেই হিন্দুশাস্ত্রের অঙ্গচ্ছেদ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। কোন হিন্দুই এরূপ বিচারের পক্ষপাতী হইতে পারেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এমন কি প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল যে, একখানি সুবৃহৎ ধর্ম্মশাস্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া, একজন তপস্বীকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী সাজাইয়া তাঁহার নিজের কথাই রক্ষা করিতে হইয়াছে? আমরা বিশেষ চিন্তা করিয়াও ইহার রহস্যভেদ করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আমরা এরূপ শাস্ত্রাবমাননায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারি না। যখন মহাতপা সুব্রত ঋষি বলিতেছেন,—

ব্যক্তা ব্যক্তায় দেবায় বেধসেঽনন্ত তেজসে।
নমস্কৃত্বা প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মান্ পরাশরোদিতান্॥
অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারু বনাশ্রমে।
ব্যাস মেকাগ্রমাসীন ঋষয়ঃ প্রষ্টুমাগতাঃ॥
মানুষাণাং হিতংধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌযুগে।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ কিঞ্চিৎ সাধারণংবদ॥
যুগে যুগেষু যে প্রোক্তা ধর্ম্মা মন্বাদিভির্মুনে।
বাক্যং নৈবতেতে কর্ত্তুং বর্ণৈরাশ্রমবাসিভিঃ॥
স পৃষ্টো মুনিভির্ব্যাসো মুনিভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
প্রষ্টুং জগাম পিতরং ধর্ম্মান্ পারাশরং ততঃ॥

* * *

পরাশরঃ স্বয়ম্প্রাহ শাস্ত্রং পুত্রস্য বৎসলঃ॥

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিজকর্ম্মাদিকং দ্বিজাঃ ॥
ষট্ কর্ম্ম বর্ণ ধর্ম্মাশ্চ প্রশংসা গোবৃষস্য চ ॥
অদোহ্যবাহ্যৌ যৌ তত্র ক্ষীরং ক্ষীরপ্রয়োক্তৃণা ॥
অমাবস্যানিষিদ্ধানি ততশ্চ পশুপালনম্ ॥
অন্নতোয়প্রশংসা চ বাহ্যাবাহ্যা বসুন্ধরা।
অথার্থকৃষতোঽপাপং তদপ্যস্যাপি শোধনম্ ॥
বহ্নিং সিতা মখঞ্চাপি বিবাহঃ কন্যকাবরাঃ।
স্ত্রীষু ধর্ম্মো মখঃ পঞ্চ দ্বিজাতিস্বর্গসাধনাৎ ॥
বিধিঃ প্রাণোঽগ্নিহোত্রস্য আধানাদিক সংস্কৃতিঃ।
ব্রত চর্য্যাদি তদ্ধর্ম্মাঃ প্রশংসা পুত্র জন্মনঃ ॥
কৃৎস্নো গৃহস্থ ধর্ম্মশ্চ ভক্ষ্যাভক্ষ্যং তথৈবচ।
নিষিদ্ধ বস্তুকথনং পাত্রশুদ্ধি স্তথা পুনঃ ॥
দ্রব্যাণাঞ্চ তথাশুদ্ধিঃ উপকর্ম্মাণি কর্ম্ম চ।
অনধ্যায়াঃ তথা শ্রাদ্ধং বিপ্রা! কাল হবির্যুতম্ ॥
বলির্ণারায়ণীয়শ্চ সূতকশৌচ মেব চ।
পরিষৎ প্রায়শ্চিত্তানি তদ্ব্রতাতি যথা দ্বিজাঃ ॥
বিধিবৎ সর্ব্বদানানি তেষাঞ্চৈব ফলানি চ।
ভুমিদান প্রশংসা চ বিশেষো বিপ্রকালয়োঃ ॥
ইষ্টপুর্ত্তৌ তথা বিদ্বন্! পৃথকৃতয়োঃ ফলানি চ।
প্রতিগ্রহবিধি স্তদ্বদ্যথা তস্য প্রতিগ্রহঃ।
বিনায়কাদি শান্তীনাং বিধয়শ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
বাণপ্রস্থস্য ধর্ম্মোঽপি তথা ধর্ম্মো যতেরপি ॥
চতুরাশ্রম ভেদোঽপি বপুর্নিন্দা তথৈব চ।
যোগোঽর্চির্ধূমযোর্মার্গৌ কালং রুদ্রান্ত মেব চ ॥
দৃষ্টঞ্চ তৎপরং ধ্যেয়ং সর্ব্বমেতৎ পরাশর।
প্রোক্তবান্ ব্যাসমুখ্যানাং শেষং মুনিবিভাষিতম্ ॥

নিযুক্তঃ সুব্রতঃ শেষং বিপ্রাণাং খ্যাপনায় চ।
পরাশরো ব্যাস বচো নিশম্য যদাহ শাস্ত্রং চতুরাশ্রমার্থম্।
যুগানি রূপঞ্চ সমস্তবর্ণা হিতায় বক্ষ্যত্যথ সুব্রতস্তৎ॥
শক্তিশূনৌ রনুজ্ঞাতঃ সুতপাঃ সুব্রতস্ত্বিদম্।
চতুর্বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্রং যথাব্রবীৎ॥

বৃহৎ পরাশর ১ম অধ্যায়ঃ।

যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ, সেই অনন্ততেজা সৃষ্টিকর্ত্তাকে নমস্কার পূর্ব্বক পরাশরোক্ত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব।

হিমালয়ের শিখরদেশে দেবদারুবনাশ্রয়ে একাগ্রচিত্তে উপবিষ্ট বেদব্যাসকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতে ঋষিগণ সমাগত হইয়া বলিয়াছিলেন, মহর্ষে! বর্ত্তমান কলিযুগে মনুষ্যদিগের হিতকর ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন। হে মুনে! যুগে যুগে মন্বাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম উক্ত হইলেও কলিকালে বর্ণাশ্রমীগণ তাহা সমুদয় আচরণ করিতে শক্ত হইতেছে না। মুনিগণ পরিবৃত ব্যাসদেব মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতা পরাশরকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতে গমন করিয়াছিলেন।

অতঃপর পুত্র বৎসল পরাশর পুত্রের সহিত আগত ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন যে, হে দ্বিজগণ! আমি ব্রাহ্মণাদির কর্ম্মাদি বলিতেছি। কোন্ গো অদোহনীয় এবং কোন্ গো ভারাদি বহনে অযোজ্য, অমাবস্যার নিষিদ্ধ কর্ম্ম, পশু পালন, অন্ন ও জলের প্রশংসা, কোন্ ভূমি কর্ষণের উপযোগী ও অনুপযোগী, কুসীদ গ্রাহীদিগের পাপের কথা এবং তাহাদের শুদ্ধি, বহ্নি রক্ষা, যজ্ঞ, বিবাহ, কন্যা, বর, স্ত্রীদিগের ধর্ম্ম, গৃহাশ্রমীদিগের স্বর্গসাধনধর্ম্ম, প্রাণায়াম ও অগ্নিহোত্র বিধি, গর্ভাধানাদি সংস্কার, ব্রতাচরণাদি এবং তৎধর্ম্ম, পুত্রোৎপত্তির প্রশংসা, গৃহস্থদিগের সমস্ত ধর্ম্ম, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, নিষিদ্ধ বস্তু কথন, পাত্র শুদ্ধি, দ্রব্য শুদ্ধি, উপকর্ম্ম, কর্ম্ম, অনধ্যায়, শ্রাদ্ধ, নারায়ণীয় বলি, জাতাশৌচ, সভা, প্রায়শ্চিত্ত, ব্রত, বিধিবৎদান ও দান ফল, ভূমি দানের প্রশংসা, দানে বিপ্র ও কালের বিশেষ, ইষ্ট ও পূর্ত্ত, ও তাহার পৃথক্ ফল, প্রতিগ্রহ বিধি, বিনায়কাদি শান্তির বিধি, বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম, ও যতি ধর্ম্ম, চারি প্রকার আশ্রমভেদ, শরীর নিন্দা, যোগ, তেজঃ ও ধূমের পথ, কৃতান্তকাল, পরাশর উক্ত সমস্ত চিন্তা করিয়া ও জ্ঞান চক্ষুদ্বারা অবলোকন করিয়া এই সকল বিষয় এবং অন্যান্য মুনিগণোক্ত অন্যান্য বিষয় ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণের নিকট বলিয়াছিলেন। তৎপরে বিপ্রদিগের নিকট তাহা বলিতে সুব্রত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যাস বাক্য শ্রবণ করিয়া পরাশর

ধৰ্ম্ম কথনান্তর বলিয়াছিলেন যে, আমার এই আশ্রম ধৰ্ম্ম, বর্ণ ধৰ্ম্ম, যুগ ও ধৰ্ম্ম-স্বরূপাদি সুব্রত লোকহিতার্থে সকলকে বলিবে।

বেদব্যাস তাঁহার পিতা আচার্য্য পরাশরকে ধৰ্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পুত্রকে যে যে ধৰ্ম্মাচরণ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি বলিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক পরাশর কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আমি ব্রাহ্মণদিগের হিতের জন্য এবং ধৰ্ম্মসংস্থাপন নিমিত্ত সমস্ত বলিতেছি। যখন সুব্রত এরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন, তখন এরূপ স্পষ্ট ঋষিবাক্য একেবারে অগ্রাহ্যএবং মিথ্যা কল্পনা করিয়া বৃহৎ পরাশর স্মৃতিকে অপ্রামাণ্য বলা ন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত কথায় একখানি ঋষি প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে নব্য স্মৃতি সংগ্রহে রঘুনন্দন শিরোমণি বৃহৎপারাশরোক্ত বচন পরাশরের বচন বলিয়া প্রমাণ দিয়াছেন। এবং দত্তক চন্দ্রিকা, দত্তক মীমাংসা ও দত্ত শিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বৃহৎ পরাশর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়া উক্ত গ্রন্থের প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে। অতএব ইহা যখন পূর্ব্বাপর প্রামাণ্য বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে, তখন কাহারও কথাতেই বৃহৎ পরাশর শাস্ত্র শাস্ত্রই নহে বলা নিতান্ত দাম্ভিকতার কার্য্য ভিন্ন আর কিছু নহে। নিতান্ত আত্ম গৌরবে মুগ্ধ না হইলে হিন্দু হইয়া একজন তপস্বী ঋষিকে এরূপে অনৃত বাদী ও প্রতারক বলিতে পারা যায় না। পরাশর স্বয়ং বলিয়াছেন যে সকল ধৰ্ম্ম বলিলাম, তাহা সুব্রতলোক হিতার্থে সকলকে বলিবে। এরূপ প্রমাণ সত্বে সুব্রত যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। এবং ইহা কেহই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ইহা সকলকেই পরাশরোক্ত ধৰ্ম্ম বলিয়া সিঃসন্দেহ চিত্তে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে; বরং প্রমাণাভাব বশতঃ লঘু পরাশরে পরাশরোক্ত শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত অবিকল নিবদ্ধ হইয়াছে কিনা এ বিষয়ে স্বভাবতঃ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, এবং এরূপ সন্দেহ অকারণ সম্ভূত নহে। লঘুসংহিতা কোন্ ব্যক্তি দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং তিনি ধৰ্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত পাত্র কিনা, ইহার কোন নিদর্শন নাই সুতরাং তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থে পরাশর যে অর্থে যে ব্যবস্থা বলিয়াছিলেন, তাহা যে অবিকৃত ভাবে ও শুদ্ধমতে নিবদ্ধ হইয়াছে ইহা সহসা স্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু পরাশর যখন স্বয়ং সুব্রত ঋষিকে তাঁহার ধৰ্ম্ম কথা প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং সুব্রত ও যখন বলিতেছেন যে পরাশর নিজমুখে তাহার পুত্রকে যে সকল ধৰ্ম্মকথা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা তাঁহার আদেশমতে আমি সমুদয় আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি। তখন বৃহৎ পরাশর গ্রন্থে সুব্রত যে পরাশরোক্ত সমুদয় ধৰ্ম্ম অবিকৃতরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এক্ষণে ইহা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে বৃহৎ পরাশরে

পরাশরোক্ত সমস্ত ধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে, এবং লঘু পরাশরে পরাশরোক্ত শুদ্ধি ও প্রাশ্চিত্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।

বৃহৎ পরাশর হইতে পূর্ব্বে যে সকল বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে পরাশর স্ত্রীদিগকে পুনর্ভূ হইবার বিধি দেননাই, বরং বচন পরম্পরায় পুনর্ভূ দিগের অন্ন অভোজ্য বলিয়াছেন এবং পুনর্ভূর অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। সুতরাং পরাশরের ব্যবস্থানুসারে যে স্ত্রী একবার পরিণিত হইয়াছে, কোন অবস্থায় কোন কালে এবং কোন হেতু বশতঃ সে স্ত্রীর আর পুনঃ পরিণয় হইতে পারে না, ইহা নিশ্চিত বুঝা যাইতেছে।

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, বেদব্যাস পিতার নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রী ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা দিতেছেন,—

ব্যাস সংহিতা।

বিবর্ণা দীনবদনা দেহসংস্কার বর্জ্জিতা।
পতিব্রতা নিরাহারা শোষ্যতে প্রোষিতে পতৌ॥
মৃতং ভর্ত্তারমাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ।
জীবন্তী চেত্ত্যক্তকেশা তপসা শোধয়েদ্বপুঃ॥

২য় অধ্যায়।

যে স্ত্রীর পতি দেশান্তর গমন করিয়াছে, সে স্ত্রী বিষণ্ণ বদনা হইয়া দেহ সংস্কার বর্জ্জন পূর্ব্বক অল্পাহার দ্বারা দেহ ক্ষীণ করতঃ পতিগত প্রাণা হইয়া থাকিবে।

যে ব্রাহ্মণী স্ত্রীর পতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সে স্ত্রী পতিসহ বহ্নি প্রবেশ করিবে পতি লোকান্তরে জীবিত থাকিলে মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া তপস্যা (ব্রহ্মচর্য্য) দ্বারা দেহ পবিত্র রাখিবে।

এক্ষণে পাঠকবর্গ ইহা স্মরণ করিবেন যে, বেদব্যাস পিতার ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া পরে যে সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে প্রোষিত ভর্তৃকা দিগের পক্ষে দেশান্তর গত পতির প্রতি মন নিবিষ্ট রাখিয়া আমোদ প্রমোদে বর্জ্জিতা ও মলিনা হইয়া কালক্ষেপন করিতে বিধি দিয়াছেন, এবং মৃতপতিকাদিগের পক্ষে হয় সহগমন না হয় জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মরণান্ত পর্য্যন্ত দেহ পবিত্র রাখিতে বিধি দিয়াছেন; পুনরায় পতিগ্রহণ করিবার কথার উল্লেখও করেন নাই। পিতার নিকট বিধবার অথবা প্রব্রজিতপতিকার পুনঃ পতিগ্রহণের ব্যবস্থা শ্রবণ করিলে অবশ্যই নিজসংহিতায় তাহার উল্লেখ করিতেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, পরাশর তাহাকে যে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে পরাশরের মুখ হইতে

এরূপ বাক্য নিঃস্থত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে যদিও এরূপ কথার উল্লেখ হইয়া থাকে, তথাপি পরাশর যে ইহাকে বৈধ ব্যবস্থা বলেন নাই, তাহা ইহাদ্বারাই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। নতুবা বেদব্যাস অবশ্যই নিজসংহিতায় এ কথার অবতারণা করিতেন।

এক্ষণে দেখুন অন্য সংহিতাকারেরা বিধবার আচরণ সম্বন্ধে কিরূপ বিধি দিতেছেন ;—

দক্ষস্মৃতি।

দরিদ্রং ব্যাধিতঞ্চৈব ভর্ত্তারং যাবমন্যতে।
শুনী গৃধ্রী চ মকরী জায়তে সা পুনঃ পুনঃ ।। ১৮।৪
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সা ভবেত্তু শুভাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে ।। ১৯।৪
তিস্রঃ কোট্যোৰ্দ্ধকোটীশ্চ যানি রোমাণি মানুষে।
তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ।। ২০।৪
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তথা সা পতিমুদ্ধৃত্য তেনৈব সহ মোদতে ।। ২১।৪

যে স্ত্রী দরিদ্র ও মহাব্যাধিযুক্ত পতিকে অবমাননা করে, সে জন্ম জন্ম কুক্কুরী, গৃধ্রী ও মকরী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

স্বামীর মৃত্যুতে যে স্ত্রী সহানুগমন করে, সেই স্ত্রী যথার্থ সদাচারিণী এবং তিনিই স্বর্গলোকে পূজনীয়া হন।

মানব শরীরে যে সার্দ্ধ তিন কোটী লোম আছে, সহমৃতা স্ত্রী তত বৎসর কাল স্বর্গলোকে পূজ্যা হন।

সর্প-সম্মোহন-কারীরা যেরূপ বল পূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে সর্প নিষ্কাষণ করে, সহমৃতা স্ত্রী সেইরূপ পতিকে উদ্ধার করিয়া পরলোকে পতিসহ আনন্দভোগ করেন।

এস্থলে দক্ষ প্রজাপতি দরিদ্র ও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পতিকে যে স্ত্রী অবমাননা করে, সে স্ত্রী জন্ম জন্ম মকরী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ সে স্ত্রীর জন্ম জন্মান্তর অধোগতি হইবে বলিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাধিত শব্দে সামান্যরূপে পীড়িত এই অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। (বিঃ বিঃ পুস্তকের ১৭৮ হইতে ১৮১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখুন) বাস্তবিক, ব্যাধিত শব্দে পীড়িত বুঝায়। কিন্তু, কিরূপ পীড়া বুঝাইবে, তাহা শব্দের প্রয়োগস্থল দেখিয়া নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। ব্যাধিত শব্দে যে কোন স্থলেই কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত

বুঝায় না, ইহা প্রকৃত কথা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পুস্তকের ১৮০ পৃষ্ঠায় যে দুইটী মনুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ব্যাধিত শব্দই নাই, অথচ উহা দেখাইয়া তিনি স্থির করিয়া দিলেন যে "ব্যাধিত" শব্দে সামান্য রোগার্ত্ত বুঝাইবে। তিনি যদি তাঁহার উদ্ধৃত মনুবচনের অব্যবহিত পরবচনটী উদ্ধৃত করিতেন এবং কুল্লূক ভট্টের টীকার প্রতি একবার লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এরূপ অযথা ব্যাখ্যা হইতে আমরা নিস্তার পাইতে পারিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি দেখিয়াও দেখিবেন না এবং অকারণ বিতণ্ডা করিবেন। পাঠকবর্গ মনুর বচনটী দেখুন এবং কুল্লূকভট্ট এস্থলে "ব্যাধিত" শব্দে যে কি বুঝিয়াছেন তাহাও দেখুন।

মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।

ব্যাধিতা স্যাধিবেত্তব্যা হিংস্রাঽর্থঘ্নী চ সর্ব্বদা ॥ ৮০ ।৯

কুল্লূক ভট্টের টীকা।

নিষিদ্ধমদ্যপানরতা অসাধ্বাচারা ভর্ত্তুঃ প্রতিকূলাচরণশীলা, কুষ্ঠাদিব্যাধিযুক্তা, ভৃত্যাদিতাড়নশীলা, সততমতিব্যয়কারিণী যা ভার্য্যা ভবেৎ, সাধিবেত্তব্যা তস্যাং সত্যামন্যোবিবাহঃ কার্য্যঃ।

যে স্ত্রী মদ্য পায়িনী, ব্যভিচারিণী, স্বামীর প্রতি কুলাচারিণী, কুষ্ঠাদি রোগ গ্রস্তা (ব্যাধিতা), ক্রূর স্বভাবা ও অর্থনাশিনী হয়, তাহার বর্ত্তমানেও তৎপতি অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে।

কুল্লূক ভট্ট মহাশয় এখানে ব্যাধিত শব্দের অর্থ স্পষ্টাক্ষরে কুষ্ঠাদি রোগ গ্রস্ত বলিয়াছেন। আর ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, যে কারণে একের প্রতি অন্যের বিরাগ স্বতঃ জন্মিতে পারে, সেই সেই কারণ উপস্থিত হইলে পাছে স্ত্রী পতির প্রতি অবজ্ঞা করে, এই আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রকার সেই সকল স্থল উল্লেখ করিয়া স্ত্রী-দিগকে পতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এখন দেখুন, স্বামীর সামান্য পীড়া হইলে, স্ত্রী যে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে, ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে। কারণ, যখন সামান্য পীড়াতে কেহ কাহাকে ঘৃণা করে না, তখন স্ত্রী পতির সামান্য পীড়াতে যে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে, এরূপ আশঙ্কা কল্পনা করা নিতান্তই অসম্ভব। দরিদ্র অথবা কুষ্ঠাদি ঘৃণাজনক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাধারণে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, অতএব পতি দরিদ্র অথবা কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত হইলে স্ত্রীর এরূপ পতিকে অবজ্ঞা করিবার সম্ভাবনা। সুতরাং কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত পতির প্রতি পাছে স্ত্রীর ঘৃণা জন্মে, এই আশঙ্কায় দক্ষ তাহা নিরাকরণার্থ এরূপ শাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব

পূর্ব্বোক্ত দক্ষ বচনে ব্যাধিত শব্দে কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্তই বুঝাইতেছে, সামান্য রোগ-গ্রস্ত বুঝাইতে পারে না। আরও দেখুন, মনু বলিয়াছেন যে ব্যাধিত স্ত্রী সত্ত্বে তাঁহার পতি অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারেন। ইহাতে কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, স্ত্রী সামান্য একটা রোগাক্রান্ত হইলেই লোকে অমনি আর একটা বিবাহ করিতে পারিবে? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতানুসারে যদি এরূপ ব্যবস্থাই স্থির হয়, তাহাহইলে সমস্ত লোকের যাবজ্জীবন কেবল বিবাহই করিতে হয়। ধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়! ধন্য আপনার বিচার প্রণালী !!

দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন “এই রূপে যে যে স্থলে ব্যাধিত শব্দের প্রয়োগ আছে, সর্ব্বত্রই পীড়িত এই অর্থ বুঝাইয়া থাকে, কোন স্থলেই পাতিত্য সূচক রোগাক্রান্ত গলৎ কুষ্ঠাদি বুঝায় না” একথা নিতান্ত অগ্রাহ্য হইতেছে। সুতরাং এক্ষণে ইহা বলিতে হইবে যে, দক্ষ প্রজাপতি কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত পতিত পতিকে স্ত্রী অবমাননা করিলে যখন সেই স্ত্রী অধোগতি প্রাপ্ত হইবে বলিয়াছেন, তখন পতিত পতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি গ্রহণ করা যে দক্ষ-শাস্ত্র নিষিদ্ধ, ইহা এতদ্দ্বারা নিশ্চিত হইতেছে। মৃত-পতিকা স্ত্রীর পক্ষে দক্ষ প্রজাপতি সহমরণ ব্যবস্থা দিয়াছেন মাত্র।

গৌতম সংহিতা। পঞ্চদশ অধ্যায়।

ন ভোজয়েৎ স্তেন ক্লীব পতিত নাস্তিক * *
*** * * কুনখী শ্যাবদন্তঃ শিত্রি পৌনর্ভব * * ***

ক্লীব, পতিত, নাস্তিক, কুনখী, শ্যাবদন্ত, শিত্র রোগ বিশিষ্ট, পৌনর্ভব ইত্যাদি ব্যক্তিদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না।

অস্বতন্ত্রা ধর্ম্মে স্ত্রী নাতিচরেৎ ভর্ত্তারং বাক্‌-চক্ষুঃ-কর্ম্ম-সংযতা পতিরপত্যলিপ্সু র্দেবরাদ্‌গুরুপ্রসূতা নর্ত্তুমতিয়াৎ পিণ্ডগোত্রঋষি-সম্বন্ধিভ্যোযোনিমাত্রাদ্বা নাদেবরাদিত্যেকে নাতিদ্বিতীয়ং জনয়িতু-রপত্যং সময়াদন্যত্র জীবতশ্চ ক্ষেত্রে পরস্মাত্তস্য দ্বয়োর্ব্বা রক্ষণাদ্ভ-র্ত্তুরেব নষ্টে ভর্ত্তরি ষাড়্‌বার্ষিকং ক্ষপণং শ্রুয়মাণে হভিগমনংপ্রব্র-জিতে তু নিবৃত্তিঃ। গৌতম সংহিতা অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ।

স্ত্রী কখনই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবে না। বাক্য, চক্ষু ও কার্য্যদ্বারা পতি উল্লঙ্ঘন করিবে না। অপত্যোৎপাদনে অক্ষম পতি পুত্রলাভেচ্ছা করিলে, স্ত্রী স্বামী বর্ত্তমানে

দেবরাদিদ্বারা এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিবে। স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, যদি স্বামী জীবিত আছে এরূপ সংবাদ পায় তাহাহইলে, ছয় বৎসর অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করিবে। যদি স্বামীর কোন সংবাদ না পায়, অথবা স্বামী গৃহাশ্রম ত্যাগী হইলে, ক্ষেত্রজ সন্তান লাভে প্রতিনিবৃত্ত হইবে।

স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে অথবা গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে নিয়োগ বিধি অনুসারেও অন্য পুরুষ সংসর্গ যখন নিষিদ্ধ হইতেছে, তখন পতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে, অথবা পতি গৃহাশ্রম একবারে পরিত্যাগ করিয়া গেলে স্ত্রীর অন্য পতি পরিগ্রহ করা শাস্ত্র সম্মত হইতে পারে না, এবং পূর্ব্বোক্ত গৌতম বচনে যখন পৌনর্ভব পুত্র বর্জনীয় বলিয়া বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন পতি প্রব্রজিত অথবা মৃত হইলে স্ত্রীর পুনঃ সংস্কারদ্বারা পতি সংগ্রহ করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ, ইহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে।

জীমূত বাহনোদ্ধৃত বৃহস্পতি বচন।

তথা বৃহস্পতিঃ।—

আম্নায়ে স্মৃতি তন্ত্রে চ লোকাচারে চ সূরিভিঃ।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা।
যস্য নোপরতা ভার্য্যা দেহার্দ্ধং তস্য জীবতি॥
জীবত্যর্দ্ধশরীরেঽর্থং কথমন্যঃ সমাপ্নুয়াৎ।

দায়ভাগঃ। ১১৩ শ্লোক।

বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র ও লোকাচার সর্ব্বত্রই পত্নীকে শরীরের অর্দ্ধস্বরূপ বলিয়াছেন; যেহেতু পত্নী পরস্পর কৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গ ও নরক ভোগ করণে সমানাধিকারিণী হয়। যে পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হয় নাই, তাহার লোকান্তরে তাহার অর্দ্ধ দেহ জীবিত থাকে। সুতরাং অর্দ্ধ শরীর জীবিত থাকিতে তাহার ধন অন্যে কিরূপে লইতে পারে।

এক্ষণে দেখুন, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর কার্য্যাকার্য্যের ফল (স্বর্গ নরকাদি রূপ ফল) মৃত পতিকে পরলোকে ভোগ করিতে হয়, তাহাহইলে ইহাদ্বারা বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ এককালে নিষিদ্ধ হইতেছে। মৃত পতিকা স্ত্রীর অন্য পতি গ্রহণে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম লোপ হয় এবং পারলৌকিক ক্রিয়া লোপ হেতু তাহার মৃত পতিকে নরকগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব যে স্ত্রীর মৃত পতিকে নরকস্থ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহার পুনঃ পতি গ্রহণেও যে ফল, স্বৈরিণী হইলেও সেই ফল। কারণ, উভয় অবস্থাতেই সে স্ত্রী মৃত পতির কোন পারলৌকিক কার্য্য সাধনে

অধিকাকারিণী নহে। অতএব পতির পারলৌকিক অভ্যুদয় সাধন করা যখন স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তখন বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ কোন মতেই ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সিদ্ধ নহে।

অতঃপর বৃহস্পতি বিধি দিতেছেন যথা,—

অসুতস্য প্রমিতস্য পত্নী তদ্ভাগহারিণী
পূর্ব্বং প্রণীতাগ্নিহোত্রং মৃতে ভর্ত্তরি তদ্ধনং।
বিন্দেৎ পতিব্রতা সাধ্বী ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ।

নিঃসন্তান মৃতপতির ধনভাগিনী পত্নীই হইবেন। পতি শুশ্রূষারতা সাধ্বী স্ত্রী পতির জীবদ্দশায় মন্ত্র সংস্কৃত অগ্নিহোত্রলাভ করিবে, তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় ধন প্রাপ্ত হইবে, এই স্ত্রীদিগের নিত্য ধর্ম্ম।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, যে আচরণে স্ত্রী মৃত পতির ধন ভাগিনী না হয়, তাহাতেই বিধবার শাস্ত্রোক্ত নিত্য ধর্ম্মের লোপ হয়, সুতরাং তদাচরণ বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ। পুনঃ সংস্কারদ্বারা পতি গ্রহণ করিলে, স্ত্রী মৃত পতির নরককারিণী হয়, সুতরাং তাহার তদ্ধনে অধিকার লোপ হয়। অতএব বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণে স্ত্রীদিগের নিত্য ধর্ম্মের লোপ হয়।

মহামতি বেদব্যাস ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা, দায়ভাগ ১২৬ শ্লোক

তদাহ ব্যাসঃ।

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা।
স্নাতা প্রতিদিনং দদ্যাৎ স্বভর্ত্রে সতিলাঞ্জলীন্॥
কুর্য্যাচ্চানুদিনং ভক্ত্যা দেবতানাঞ্চ পূজনং।
বিষ্ণোরারাধনঞ্চৈব কুর্য্যানিত্যমুপোষিতা॥
দানানি বিপ্রমুখ্যেভ্যো দদ্যাৎ পুণ্যবিবৃদ্ধয়ে।
উপবাসাংশ্চ বিবিধান কুর্য্যাৎ শাস্ত্রোদিতান্ শুভে॥
লোকান্তরস্থং ভর্ত্তারমাত্মানঞ্চ বরাননে।
তারয়ত্যুভয়ং নারী নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণা॥

জীমূতবাহনকৃত মীমাংসা—তদেবমাদিভির্ব্বচনৈঃ পত্ন্যা অপি-নরকনিস্তারকত্ব শ্রুতেঃ ধন হীনতয়া বা অকার্য্যং কুর্ব্বতী পুণ্যা-

পূণ্যফলসমম্বেন ভর্ত্তারমপি পাতয়তীতি তদর্থং তদ্ধনং পূর্ব্বস্বাম্যর্থমেব ভবতীতি যুক্তং পত্ন্যাঃ সাম্যং। ১২৬।

ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে থাকিয়া প্রতিদিন স্নানানন্তর আপন ভর্ত্তা, শ্বশুর ও আর্য্য-শ্বশুরের তিল-তর্পণ করিবে এবং প্রতি দিন ভক্তিপূর্ব্বক দেবতা পূজন ও পতি বোধে বিষ্ণুর আরাধনা করিবে। আর পুণ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে, এবং শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ উপবাস করিবে। হে শুভে! হে বরাননে! পরলোকস্থিত ভর্ত্তাকে এবং আপনাকে সতত ধর্ম্ম পরায়ণা নারী উদ্ধার করে। ইত্যাদি বচনদ্বারা পত্নীও নরক-নিস্তারিণী হয় আর ধন না পাইলে যদি কুকর্ম্ম করে, তবে পুণ্যাপুণ্য ফলের সমত্ব প্রযুক্ত ভর্ত্তাকেও নরকে পাতিত করে। এজন্য পত্নীপ্রাপ্ত পতিধন পতিরই উপকারার্থ হয়, বিধায় পত্নীর পতিধনে স্বামীত্ব লাভ যুক্তিসিদ্ধ। ১২৬।

এক্ষণে দেখুন শাস্ত্রকারেরা কি উদ্দেশ্যে মৃত স্বামীর ধনে স্ত্রীর স্বামীত্ব বিধান করিয়াছেন? পাছে বিত্ত অভাবে ভরণ পোষণার্থ স্ত্রী পুরুষান্তরের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, অথবা কুকর্ম্মোপজীবী হয়, এবং এরূপ সংঘটন হইলে স্ত্রী নিজ কর্ম্মদোষে নীরয়গামিনী হইবে ও তাহার কর্ম্মের সম ফলভাগী পরলোকস্থ পতিকেও নরকস্থ করিবে, ইহার নিবারণ করিবার জন্য স্ত্রীকে স্বামীধনে অধিকারিণী করিয়া ধর্ম্মাচরণদ্বারা পরলোক গত স্বামীর অভ্যুদয় সাধন করিবেন বলিয়া বিধি দিয়াছেন। এমত স্থলে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পর পতি গ্রহণ করিবে ইহা কি কখনও শাস্ত্রের অভিপ্রেত হইতে পারে? কখনই নহে। উল্লিখিত ব্যাস বাক্যে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে বিধবার যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যই ব্যবস্থা, ইহার ব্যভিচারে মৃত পতি ও বিধবা উভয়ই নরকস্থ হয়।

বিধবা পুনঃ পতি গ্রহণ করিলে যে সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট হয়, বেদ বিশারদ বেদব্যাস তাহা মহাভারতে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

উৎসৃজ্যাপি হি মামার্য্য প্রাপ্স্যস্যন্যামপি স্ত্রিয়ম্।
ততঃ প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মো ভবিষ্যতি পুনস্তব ॥ ৩৫।
ন চাপ্যধর্ম্মঃ কল্যাণ বহুপত্নীকতা নৃণাম্।
স্ত্রীনামধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে ॥ ৩৬।
আদিপর্ব্বে, বকবধ পর্ব্বনি, ব্রাহ্মণী বাক্যে ১৫৯ অধ্যায় ॥

প্রভো! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ পূর্ব্বক আপনি আশ্রম ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

পুরুষের একাধিক পত্নী গ্রহণে অধর্ম্ম হয় না। কিন্তু, মৃত পতিকা স্ত্রীর অন্য পতি গ্রহণদ্বারা মৃত পতিকে উল্লঙ্ঘন করা অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক আর নাই।

পঞ্চ পাণ্ডব যখন সীতার সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন এক দিবস এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অতিথি হন। সেইখানে বক নামে এক রাক্ষস ছিল। তাহার এই রূপ নিয়ম ছিল যে, তত্রস্থ প্রত্যেক গৃহী প্রতিদিন স্বপরিবারস্থ একজনকে পর্য্যায়ক্রমে তাহার উপভোগ করিবার জন্য দিত। সেই দিন ঐ ব্রাহ্মণের বাটী হইতে একজনকে পর্য্যায়ক্রমে বকের পোষণার্থ যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে ব্রাহ্মণ স্বয়ং যাইবার জন্য প্রস্তাব করায় ব্রাহ্মণী বলিয়াছিলেন যে আপনি যাইবেন না বরং আমিই বকের নিকট গমন করি। কারণ, আমার অভাবে আপনি অন্য পত্নী গ্রহণ করিয়া গৃহাশ্রম ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, এবং ইহাতে কোন অধর্ম্ম হইবেনা। কিন্তু আপনার অভাবে আমি অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিব না, কারণ পূর্ব্ব পতিকে উল্লঙ্ঘন করা যার পর নাই মহাপাতক জনক। সুতরাং সন্তানাদি পোষণ ও আশ্রম ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করা আমার সাধ্যাতীত হইবে।

এক্ষণে পাঠকগণ পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন, বেদব্যাসের বচনদ্বারা বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ নিঃসংশয়িত রূপে নিষিদ্ধ হইতেছে; এবং পুনঃ সংস্কারদ্বারা পতিগ্রহণ করিলেও যে পূর্ব্ব পতিকে উল্লঙ্ঘন করা হয়, তাহা এই ব্যাস বাক্যদ্বারা স্পষ্টতঃ সিদ্ধ হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পুস্তকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, যে ব্যভিচার করিলে পতি উল্লঙ্ঘন বুঝায়, একং পুনঃ সংস্কারদ্বারা পতি গ্রহণ করিলে পূর্ব্বপতিকে উল্লঙ্ঘন বুঝায় না, এ কথা নিতান্তই অগ্রাহ্য। উক্ত বচনে "উল্লঙ্ঘন" শব্দ প্রয়োগদ্বারা তাঁহার মনঃ কল্পিত কথার খণ্ডন হইতেছে। ব্রাহ্মণী তাহার স্বামীকে বলিয়াছেন যে, আপনি ধর্ম্মতঃ বহু পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু আমি পূর্ব্ব পতি উল্লঙ্ঘন করিলে আমার গুরুতর পাপ হইবে, ইহাতে আমি আর পতি গ্রহণ করিতে পারিব না এই রূপ উদ্দেশ্যেই বুঝায়, ব্যভিচারদ্বারা উপপতি গ্রহণ করিতে পারিব না এরূপ অর্থ কোন মতেই বুঝায় না। আপনি বিধি পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া পুনঃ পত্নী-গ্রহণ করিতে পারিবেন, ইহা বলিলে আমি উপপতি করিতে পারিব না একথা আইসে না। আপনি ধর্ম্মতঃ পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু আমি আর পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিব না, ইহাতে পূর্ব্ব পতিকে উল্লঙ্ঘন করা হয় এবং পতি বিয়োগে পত্যন্তর গ্রহণ অপেক্ষা

স্ত্রীদিগের গুরুতর মহাপাতক আর নাই ইহাই উক্ত ব্যাস বাক্যের প্রকৃত অর্থ। অতএব মৃতপতিকা স্ত্রী যে কোন রূপেই হউক অর্থাৎ পুনঃ সংস্কারদ্বারাই হউক, আর সংস্কার বিহীন রূপেই হউক, অন্য পুরুষাশ্রয় করিলেই পূর্ব্ব পতিকে উল্লঙ্ঘন করা হয়, এবং ইহা যে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ ব্যাস বচনে তাহা নিশ্চিত হইতেছে।

স্মৃতিঃ।—

একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং॥
গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ।
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুস্তিল কুশোদকৈঃ॥

বিধবা স্ত্রী এক দিবারাত্রিতে একাহার করিবে, কদাচ দ্বিতীয়বার আহার করিবে না। পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে বিধবার মৃত পতি পতিত হয়। ভোগ-লিপ্সায় গন্ধদ্রব্য সেবন করিবে না। প্রত্যহ তিল ও কুশোদক দ্বারা স্বামীর তর্পণ করিবে।

ইহা বিধবা দিগের পক্ষে নিত্য বিধি! ইহার ব্যতিক্রম করিলে মৃত পতি নরকস্থ হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ইহা ব্রহ্মচর্য্যরতা বিধবা দিগের পক্ষে বিধি। যে বিধবা পুনঃ পতি গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে নহে। ইহা যথার্থ কথা। পর পুরুষ গ্রহণেচ্ছু বিধবার পক্ষে যে এবিধি নহে, ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু ইহা অবশ্যই দেখিতে হইবে যে এই বিধি বিধবা দিগের পক্ষে নিত্য বিধি কি না? ইহার ব্যতিক্রমে যদি বিধবাকে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বিধবা হইলেই এই বিধি অবলম্বন করিতে হইবে, এবং ইহার উল্লঙ্ঘন করিলে সে পাপাচারিণী বলিয়া পরিত্যজ্যা হইবে। উক্ত বিধি-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বিধবা স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য করিবে, না করিলে সে মৃত পতিকে নরক গামী করিবে। ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝাইতেছে যে, বিধবা অন্যপতি গ্রহণ করিয়া অথবা ব্যভিচারিণী হইয়া এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে তাহার পতি নরকগামী হইবে। অতএব যখন মৃত পতির শ্রেয়ঃ সাধন করা বিধবা স্ত্রীর জীবনের একমাত্র কার্য্য, এবং যখন বিধিউক্ত কার্য্য লোপ করিলে মৃত পতি অধঃপতিত হইবে, তখন যাহাতে উক্ত কার্য্য কলাপ লোপ হয় এমত পন্থাবলম্বন করা বিধবার পক্ষে যে এক-কালে নিষিদ্ধ, তাহার আর কোন সংশয় নাই। এক্ষণে ইহা স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে যে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা মৃত স্বামীর পারলৌকিক উন্নতি সাধন করা শাস্ত্র সম্মত এবং তাহার অন্যথাচরণ করা নিঃসংশয়িত রূপে শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

এতদ্রূপে ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে, বিধবা মাত্রেরই একাদশী দিবসে ভোজন নিষিদ্ধ। কারণ একাদশীর দিবসে ভোজন করিলে বিধবা পাতকগ্রস্থ হইবে। সুতরাং তাহার কার্য্যের সমফল ভাগী তদীয় মৃত পতিও নরকগামী হইবে। যথা—

কাত্যায়নঃ—

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেৎ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে ।।

যে স্ত্রী বিধবা হইয়াছেন, তিনি একাদশীর দিনে ভোজন করিবেন না, ভোজন করিলে তাহার পূর্ব্বে কৃত সমস্ত সুকৃতি ধ্বংশ হয় এবং প্রতিদিন ভ্রূণ হত্যা করিলে যে পাপ হয় তাঁহার সেই পাপ হইবে।

এই বচন রঘুনন্দন শিরোমণি তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত করিবার কালে বলিয়াছেন,—

বিধবায়াস্তু সর্ব্বথা নিত্যত্বমাহ কাত্যায়নঃ।
বিধবা যা ভবেন্নারী ইত্যাদি।—

কাত্যায়নের এই বিধি বিধবা দিগের পক্ষে নিত্য বিধি। ইহা তাহারা সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা করিবেন। পতি বিয়োগ হইলেই এই নিয়মানুসারে চলিতে হইবে এবং ইহার উল্লঙ্ঘনে ঘোরতর পাপে পতিত হইতে হইবে। সুতরাং যেরূপ ব্যবহারে এ বিধির বহির্ভূত হইতে হয়, বিধবার পক্ষে যে তাহা নিষিদ্ধ, ইহা এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ কোন অবস্থাতে এবং কোন কারণে নিত্যবিধি উল্লঙ্ঘিত হইতে পারেনা। অতএব কাত্যায়ন বচন দ্বারা বিধবার পুনরায় সধবা হওয়া বিধি বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

বৌধায়নঃ—

বাগ্দত্তা, মনোদত্তাঽগ্নিং পরিগতা, সপ্তমং পদন্নীতা, ভুক্তা, গৃহীত গর্ভা, প্রসূতা চেতি সপ্তবিধা পুনর্ভূঃ তাং গৃহীত্বা ন প্রজাং ন ধর্ম্মং বিন্দেৎ।

বাক্য দ্বারা বিধিবৎ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কন্যা দাতা যে কন্যাকে এক পাত্রে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, দাতা যে কন্যাকে মনে কোন পাত্রকে দান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, যে কন্যার বিবাহ কার্য্য অগ্নিপরিবেষ্টন পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে, যে কন্যা সপ্তপদী গমন পর্য্যন্ত করিয়াছে, যে স্ত্রীর বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া পুরুষ সংসর্গ হইয়াছে, যে স্ত্রী গর্ভ ধারণ করিয়াছে, যে স্ত্রী সন্তান প্রসব করিয়াছে, ইহারা পুনর্ভূঃ ইহাদিগকে গ্রহণ করিয়া সন্তানোৎপাদন ও তৎসহ ধর্ম্ম কার্য্য করিবে না।

কাশ্যপও এইরূপ বলিয়াছেন। যথা,—

সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
উদক স্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রসবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তাদহন্তি কুলমগ্নিবৎ ॥

বাগ্দত্তা ও মনোদত্তা কন্যা, বৈবাহিক কর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে যাহার হস্তে কঙ্কন বন্ধন করা হইয়াছে, যাহার সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, যাহার পাণি গ্রহণ নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে এবং যে পুনর্ভূর কন্যা, ইহারা কুলাধমা এবং বর্জনীয়া। ইহারা অগ্নির ন্যায় পতিকুল নাশ করে।

বৌধায়নে ও কাশ্যপ বচনে যে কন্যা একবার এক পাত্রে দান করা হইয়াছে, অথবা যাহাকে এক পাত্রে দান করিবার সঙ্কল্প বা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাকে পতি সত্বে অথবা অবর্ত্তমানে পুনরায় অন্যপাত্রে অর্পণ এক কালে বর্জ্জনীয় হইতেছে। এমন স্পষ্ট নিষেধ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অভ্যস্ত কূটার্থ দ্বারা খণ্ডন করিতে না পারিয়া এস্থলে তিনি এক নূতন যুক্তি অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন (বিঃ বিঃ পুঃ ৭২ পৃঃ দেখ)

"এক্ষণে বাগ্দত্তা, মনোদত্তা, কৃতেকৌতুকমঙ্গলা ও পুনর্ভূপ্রভবা এই চারি প্রকার পুনর্ভূর বিবাহ সচরাচর প্রচলিত হইয়াছে, অর্থাৎ বাগ্দান, মনে মনে দান ও হস্তে বিবাহ সূত্র বন্ধনের পর বর মরিলে, অথবা কোন কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে সেই কন্যার পুনরায় অন্যবরের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে এবং এইরূপে বিবাহিতা পুনর্ভূ কন্যার গর্ভজাত কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এইরূপে বিবাহিতা কন্যা দিগকে পুনর্ভূ ও তদ্গর্ভজাত পুত্রদিগের পৌনর্ভব বলিত কিন্তু এক্ষণে এতাদৃশ কন্যাদিগকে পুনর্ভূ বলা যায় না ও তদ্গর্ভ জাত পুত্রগিকেও পৌনর্ভব বলা যায় না!"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কথাগুলির একটীরও বিন্দু বিসর্গও সত্য নহে। সমস্তই তিনি বলপূর্ব্বক বলিয়াছেন মাত্র। এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে কাশ্যপ অথবা বৌধায়নোক্ত পুনর্ভূঃ কন্যা এক্ষণে আমরা সমাজে গ্রহণ করিতেছি কিনা? বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে কাশ্যপোক্ত সপ্তবিধ পুনর্ভূ কন্যার মধ্যে চারি প্রকার কন্যা আমরা গ্রহণ করিতেছে। সেই চারি প্রকার কন্যা এই—

(১) যে কন্যাকে মনে মনে এক পাত্রে দান করা হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে এক্ষণে এরূপ কন্যাকে পুনরায় অন্যপাত্রে দান করা হইতেছে। সুতরাং কাশ্যোপক্ত প্রথম পুঁনর্ভূ সমাজে গৃহীত হইতেছে।

(২) যে কন্যাকে একপাত্রে একবার বিধিপূর্ব্বক বাক্যদ্বারা দান করা হইয়াছে এরূপ কন্যাকেও আমরা এক্ষণে অন্যপাত্রে অর্পণ করিতেছি। সুতরাং কাশ্যোপক্ত দ্বিতীয় পুনর্ভূ সমাজে গৃহীত হইতেছে।

(৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলা কন্যাকে আমরা ঐরূপে দ্বিতীয় পাত্রে অর্পণ করিতেছি। সুতরাং কাশ্যপোক্ত আর একটী পুনর্ভূঃ কন্যা গৃহীত হইতেছে।

(৪) যখন উপরি উক্ত ত্রিবিধ পুনর্ভূঃ কন্যা গ্রহণ করা হইতেছে, তখন তদ্গর্ভজাত (পুনর্ভূঃ প্রভবা) কন্যারও বিবাহ হইতেছে। সুতরাং কাশ্যপোক্ত পুনর্ভূঃ প্রভবা কন্যাও গৃহীত হইতেছে।

এক্ষণে দেখুন, যদি আমরা প্রথম ত্রিবিধ কন্যা সমাজে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে পুনর্ভূঃ প্রভবা কন্যাও গৃহীত হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আর যদি এ ত্রিবিধ কন্যা বিবাহে প্রচলিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনর্ভূঃ প্রভবা কন্যাও প্রচলিত নাই বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পুনর্ভূঃ-প্রভবা কন্যা অপর ত্রিবিধ কন্যা গ্রহণ সাপেক্ষ। এখন ইহাই দেখিতে হইবে যে, আমরা উক্ত ত্রিবিধ কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকি কি না?

সকলেই জানেন যে, কন্যার বিবাহকালে কেহই মনে মনে অমুককে এই কন্যা প্রদান করিলাম, এরূপ দান কখনই করেন না। বিবাহের লগ্ন নিরূপণ করিয়া যে লগ্ন পত্র লিখিত হয়, তাহাতে বরং এরূপ মানস দানের বিরুদ্ধ বাক্য লিখিত হইয়া থাকে। ইহাতে বর কি কন্যাপক্ষ হইতে কেহই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন না। যদি ভবিতব্যতা থাকে, তাহা হইলে নিরূপিত লগ্নে অমুকী কন্যা অমুক পাত্রে অর্পিত হইবে, এইরূপ ভবিষ্যৎ বাক্য লিখিত হয়। সুতরাং এমত স্থলে কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, কন্যাদাতা মানসদান করিয়াছেন? কেহ কাহারও মনের কথা বলিতে পারে না। কার্য্য অথবা বাক্যদ্বারা মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদিগের মধ্যে যেরূপে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে এমত কোন কার্য্য করা হয় না, যাহাতে কন্যাকর্ত্তা মনে মনে কন্যাকে পাত্রে অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায়। তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তাকে পাত্র পাত্র করিয়া গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। এবং ইহা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, কন্যাকর্ত্তা বরের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া যেখানে যেখানে বর পাইবার সংবাদ পাইয়া থাকেন, একাদিক্রমে সেই সমুদয় স্থানেই পরিভ্রমণ করেন, আর

প্রথম যে পাত্রটী দর্শন করেন, তাহা সমুদয় পাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও একবার সমুদয় পাত্র না দেখিয়া ক্ষান্ত হন না এবং সর্ব্বদাই মনে মনে এই একটী ভাবই থাকিয়া যায় যে, যদি ইহা হইতে একটী ভালপাত্র পাই, তবে ভাল হয়। এ সংসারে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর লোক নাই, এবং সমুদয় প্রকারে অবস্থাপন্ন লোক ও নাই, তাহাদিগের একটী থাকিলেও উভয়টী একাধারে থাকা নিতান্ত অসম্ভব। এ দিকে লোকের ও আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। সুতরাং সম্প্রদান না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ সম্পুর্ণরূপে ভবিতব্যতার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব ইহা আর বেশী কথায় বুঝাইতে হইবে না যে, মানসদান আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই ; সুতরাং মানস দানের পর বিবাহে কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে, কাশ্যপ যে পুনর্ভূ কন্যার কথা বলিয়াছেন আমাদিগের মধ্যে সেরূপ পুনর্ভূ কন্যার সম্ভাবনাও নাই। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে মনোদত্তারূপ পুনর্ভূ কন্যা আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়াছেন, ইহা নিতান্তই অগ্রাহ্য ও অমূলক কথা।

আমি পূর্ব্বেই বিস্তারিতরূপে দেখাইয়াছি যে, আমাদিগের মধ্যে বাগ্দান একেবারেই নাই। সুতরাং বাগ্দত্তাপুনর্ভূও আমাদিগের সমাজে সম্ভবে না। কারণ, যখন বাগ্দানই নাই, তখন বাগ্দাত্তা পুনর্ভূ কিরূপে হইবে? অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন যে, আমরা বাগ্‌দত্তা পুনর্ভূঃ গ্রহণ করিয়া থাকি, ইহাও তাঁহার মনঃকল্পিত কথা মাত্র।

তাঁহার তৃতীয় কথা এই যে কৃতকৌতুকমঙ্গলা কন্যা আমাদিগের সমাজে অন্য পাত্রে অর্পিত হইয়া থাকে, ইহাও তাঁহার নিতান্ত জোরের কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৌতুক মঙ্গল আমাদিগের বিবাহ পদ্ধতি মধ্যেই নাই এবং আমাদিগের মধ্যে সুতরাং ইহা কখনই আচরিত হয় না। কৌতুক মঙ্গল কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাই নিশ্চয়রূপে জানিতে পারেন নাই সুতরাং নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং তদনুসারে কৌতুকমঙ্গল শব্দের অর্থ "হস্তে বিবাহসূত্র বন্ধন" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া অপর সাধারণকে ও মহান্ ভ্রম-প্রমাদে পাতিত করিয়াছেন। আমাদিগের দেশে এ প্রথা প্রচলিত নাই, সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার প্রকৃত কর্ম্ম পদ্ধতি নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

বাস্তবিক, কৌতুক মঙ্গল শব্দে "বিবাহসূত্র বন্ধন" বুঝায় না। ইহার প্রকৃত অর্থ "কঙ্কন বন্ধন"। আমাদিগের দেশে কঙ্কনবন্ধন প্রথা নাই সুতরাং ইহার প্রকৃত অর্থ স্থির করিতে না পারিয়া সূত্রবন্ধন কল্পনা করিয়াছেন। রঘুনন্দন শিরোমণি উদ্বাহতত্ত্বে এইরূপ লিখিয়াছেন, কৃত কৌতুকমঙ্গলা—"বদ্ধ কঙ্কনা," পশ্চিমাঞ্চ প্রদেশে ইহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কৌতুকমঙ্গল কিরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে

তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পশ্চিম দেশ বাসী একজন বহুশাস্ত্রজ্ঞ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া আমি এস্থলে তাহা লিখিতেছি।

বিবাহার্থী পাত্র স্বজনঃ সমভিব্যাহারে লগ্ন দিনে যখন কন্যার গৃহে আগমন করেন, তখন তিনি এক খানি বস্ত্র,একখানি রৌপ্য নির্ম্মিত ও একখনি স্বর্ণ নির্ম্মিত যথা সম্ভব অলঙ্কার এবং একগাছি লৌহনির্ম্মিত কঙ্কন সঙ্গে করিয়া আনেন, এবং কন্যার গৃহে উপস্থিত হইলে, ও বিবাহের প্রথমে অর্চ্চনাদি আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বরের ভ্রাতাদি কোন ব্যক্তি ঐ সকল আনীত আভরনাদি লইয়া গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিয়া তাহা কন্যাকে অর্পন করেন, এবং ঐ কঙ্কন কন্যাকে সেই সময়ে পরিধান করিতে হয়। আর ঐ সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রদান করিতে হয়।

পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি হইতে কঙ্কন বন্ধনের এই মন্ত্র পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

ত্বাং পবিষ্টদা সুখেন্দ্রে পাহি শ্রুণুধী গিরা রক্ষাতোক মুতৎ সমানা যদাঽবধ্নং দচ্ছিয়েরা হিরণ্ণিগ্যং শতানিকায় সুমনস্পমানা তস্মঽবধ্নামি শতশারদায়া যুস্মান্ জরদৃষ্টির্যথাসং।

ইহার পর মাল্য ও বস্ত্রাদি পরিধানের মন্ত্রও আছে, অনাবশ্যক বিধায় সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম না। পশ্চীম দেশ প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে এইরূপে কন্যাকে বরদত্ত কঙ্কন, মাল্য ও বস্ত্রাদি বিধিমত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পরিধান করাইয়া সম্প্রদানার্থ সম্প্রদান শালায় আনায়ন করা হয়, কিন্তু এসকল ব্যবহার আমাদের দেশে প্রচলিত নাই। সুতরাং এ প্রদেশে বিবাহ কার্য্যে কন্যা কৃতকৌতুক মঙ্গলা হইবার আশঙ্কাই নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃতকৌতুকমঙ্গলা বলিতে হস্তে বিবাহসূত্র বন্ধন বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার কাল্পনিক অর্থ কারণ রঘু নন্দন শিরোমণি “বদ্ধ কঙ্কনা” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিবাহ সূত্রবন্ধন বুঝাইলে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য বদ্ধশূত্রা বলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না বলিয়া “বদ্ধকঙ্কনা” বলিয়াছেন। কঙ্কন শব্দে সূত্র বুঝায় না ইহা ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। যদি বলেন যে পশ্চিম দেশ প্রচলিত কঙ্কনবন্ধনরূপ ব্যবহার স্থানে আমাদিগের দেশে সূত্রবন্ধন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,কিন্তু এ কথাও বলিতে পারা যায় না, কারণ তাহা হইলে ঐ সকল মন্ত্র পরিত্যাগ করা হইত না। এ সকল আমাদিগের বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এরূপ ব্যবহার যে আমাদিগের দেশে এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্টতঃ

বুঝা যাইতেছে। কঙ্কন বন্ধন স্থলে বিবাহ সূত্র বন্ধন প্রবর্ত্তিত হইলে, বিবাহ পরিপাটী বলিবার সময়ে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য মহাশয় অবশ্যই "কৃতকৌতুক মঙ্গলা" শব্দে প্রচলিত ব্যবহারানুযায়ী "যাহার হস্তে বিবাহ সূত্র বন্ধন হইয়াছে" এইরূপই ব্যাখ্যা করিতেন। তাহা না বলিয়া "বদ্ধ কঙ্কনা" বলিয়া অপ্রচলিত ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা সঙ্গত বোধ হয় না। বাস্তবিক "কৃতকৌতুক মঙ্গলা" এ বাক্যের বিবাহ সূত্রবদ্ধা এরূপ অর্থ নহে। যাহার হস্তে বিবাহসূচক কঙ্কন বিধিমতে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বন্ধন করা হইয়াছে ইহাই এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ। কিন্তু এরূপ ব্যবহার আমার দিগের বিবাহ পদ্ধতিতে উক্ত হয় নাই। সুতরাং এককালে অপ্রচলিত হইয়াছে।

এখন পাঠকবর্গ বোধ হয় অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমাদিগের মধ্যে কঙ্কণবন্ধন বলিয়া কোন ব্যবহার নাই। সুতরাং কৃতকৌতুকমঙ্গলা পুনর্ভূ কন্যার সম্ভবনাও আমাদিগের সমাজ মধ্যে হইতে পারে না। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন যে, আমরা কৃতকৌতুকমঙ্গলা পুনর্ভূ কন্যা গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এ কথা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত ও অমূলক হইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যখন মানসদান, বাগ্দান এবং বিধিপূর্ব্বক কঙ্কণ বন্ধনরূপ ব্যবহার আমাদিগের সমাজ মধ্যে একেবারেই নাই, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পুনর্ভূ কন্যার বিবাহ আমাদিগের সমাজে চলিতেছে, একথা নিতান্তই অসত্য বলিতে হইবে। সুতরাং পৌনর্ভাবা কন্যাও যে সমাজ মধ্যে চলিত নাই, তাহা অবিতর্কিতরূপে স্বীকার করিতে হইতেছে। কারণ, যখন পুনর্ভূকন্যাই সমাজ মধ্যে নাই, তখন পৌনর্ভাবা কন্যা ও পৌনর্ভব পুত্রের সম্ভাবনা আকাশ কুসুমবৎ কথা মাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বলিয়াছেন যে, কাশ্যপোক্ত সপ্তবিধ পুনর্ভূ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার পুনর্ভূ কন্যা প্রচলিত রহিয়াছে, তখন ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ স্থিরীকৃত হইতেছে যে, সম্প্রদান অথবা সম্প্রদানের পর অনুষ্ঠেয় পাণিগ্রহণাদি কার্য্য সমাপন হইবার পর, বরের কোনরূপ বৈগুণ্য জন্মিলে সেই দত্তা কন্যাকে আর পুনর্দান করা হয় না, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। এবং আমি ইহা পর্য্যায় ক্রমে দেখাইয়াছি যে, তাঁহার কথিত চারি প্রকার পুনর্ভূকন্যাও আমাদের দেশে চলিত নাই। সুতরাং আমরা কাশ্যপ ও বৌধায়নের বিধির যে একটী বর্ণও উল্লঙ্ঘন করিনা, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে ইহাও নিশ্চিত হইতেছে যে, কাশ্যপোক্ত পুনর্ভূ দিগকে আমরাও ইহযুগে পুনর্ভূ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। এই পুনর্ভূর আশঙ্কাতেই বাগ্দানাদি বিবাহপদ্ধতি হইতে অপসৃত করা হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় একজন সহৃদয় বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যে এরূপ

অযথা কথার অবতারণা করিয়া হিন্দু সমাজের অযথা কলঙ্ক রটনা করিয়াছেন, ইহা বঙ্গবাসী হিন্দু মাত্রের বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় আরো বলিয়াছেন যে, আমরা পৌনর্ভব পুত্রকে ঔরস পুত্রের ন্যায় গণ্য করিয়া লইয়াছি। একথার যে মূল কি তাহা পাঠকবর্গ একবার ভাবিয়া দেখুন। এ সিদ্ধান্তের মূল এই যে, যখন পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ পুনর্ভূ কন্যা প্রথম বিবাহিতা কন্যার ন্যায় গৃহীত হইতেছে, তখন তাহাদের গর্ভজাত সন্তান শাস্ত্রমত পৌনর্ভব হইয়াও ঔরস সন্তান বলিয়া চলিতেছে। এখন দেখুন, যে মূল অবলম্বন করিয়া পৌনর্ভব পুত্রকে ঔরস পুত্রের তুল্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যখন সেই মূলই সত্য নহে, তখন পৌনর্ভব পুত্রকে যে ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকার করা যাইতেছে, একথা ও সত্য নহে। আর ইহা দেখান হইয়াছে যে কোন কালেই পুনর্ভূ কন্যা সমাজে গৃহীত হয় নাই এবং এখনও গৃহীত হইতেছে না। সুতরাং ঐ প্রস্তাবের সঙ্গেই ইহাও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পৌনর্ভব পুত্রও কোনকালে ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। কারণ, যখন পুনর্ভূই নাই, তখন পৌনর্ভব কোথা হইতে আসিবে? যখন বৃক্ষই নাই, তখন ফল ফলিবে কিরূপে? ইহা ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

এস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাভারতের কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পাণ্ডবদিগের সময়ও পৌনর্ভব পুত্র ঔরস পুত্ররূপে প্রচলিত ছিল। যে ধর্ম্মশাস্ত্র উদঘাটন করা যায় তাহাতেই দেখা যায় যে, স্ত্রী পুনঃ সংস্কৃতা হইয়া পুত্রোৎপাদন করিলে সে যাহার বীজে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে তাহার পৌনর্ভব পুত্র বলে। সকলেই একবাক্য হইয়া ঔরস ও পৌনর্ভব পুত্রের মধ্যে প্রভেদ রাখিয়া গিয়াছেন। কেহ ভুলেও উহাদিগকে পরস্পর তুল্য বলেন নাই। পরাশরও,—যাঁহার আশ্রয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া ধুলা খেলা করিয়াছেন এবং ইহাকে যদৃচ্ছাক্রমে কতরূপে গড়িয়াছেন, ও কতরূপে ভাঙ্গিয়াছেন, বলেন নাই যে কলিতে পৌনর্ভবপুত্র ঔরস পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে। তথাপি বিদ্যাগর মহাশয় বলিয়াছেন “অতএব যখন পরাশরের অভিপ্রায়ানুসারে যুগান্তরীয় পুনর্ভূ প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী তুল্য ও যুগান্তরীয় পৌনর্ভব ঔরস বলিয়া স্থির হইয়াছে”। একথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, পরাশর যখন “নষ্টে মৃতে” ইত্যাদি বচনে বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন কাজেই পুনঃসংস্কারবতী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান যে ঔরস পুত্র, ইহা পরাশরের অভিপ্রেত। কিন্তু একথা বিচার সিদ্ধ নহে। কারণ, “নষ্টেমৃতে” বচনটী নারদ সংহিতায়ও আছে, সুতরাং নারদও পরাশরের ন্যায়

যুগান্তরের জন্য ঐ কয় অবস্থার সংস্কারবতী স্ত্রীর পুনঃ সংস্কারের বিধি দিয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব এই রূপ বিধি থাকিলেই যদি পুনর্ভূ পুত্র ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে বলিতে হইবে যে, যুগান্তরেও পৌনর্ভব পুত্র ঔরস পুত্র বলিয়া গ্রহণ করা নারদের অভিপ্রেত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থা ও ন্যায়ানুসারে যদি এই মীমাংসাই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নারদ সংহিতায় যে আবার পুনর্ভূর কথা উক্ত হইয়াছে, যথা,—

পরপূর্ব্বাঃ স্ত্রিয় স্ত্বন্যা সপ্ত প্রোক্তা যথা ক্রমম্।
পুনর্ভূস্ত্রিবিধা তাসাং স্বৈরিণী তু চতুর্ব্বিধা ॥
কন্যৈবাক্ষতযোনির্যা পাণিগ্রহণ দূষিতা।
পুনর্ভূঃ প্রথমা প্রোক্তা পুনঃসংস্কার মর্হতি ॥ ৪৬

* * * * * * *

নারদ স্মৃতি দ্বাদশ ব্যবহার পদঃ।

পরপূর্ব্বা স্ত্রী সাত প্রকার, তন্মধ্যে তিন প্রকার পুনর্ভূ ও চারি প্রকার স্বৈরিণী।

যে অক্ষত যোনি স্ত্রী কেবলমাত্র পাণিগৃহীতা হইয়াছে, সে পুনঃ সংস্কারবতী হইলে প্রথম পুনর্ভূ হয়।

ইহা নিতান্ত প্রলাপ বাক্য বলিয়া স্থির করিতে হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, যদি "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি বচনে বিবাহ ব্যবস্থা আছে বলিয়া পরাশরের মতে পুনর্ভূ পুত্র ঔরস পুত্র বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে নারদের বচনে কোন যুগেও আর পৌনর্ভব পুত্র বলিয়া একটা ভিন্ন পুত্র থাকে না, এবং মন্বাদি বিংশতি সংহিতা সমস্তই প্রমাদপূর্ণ হইয়া উঠে। কি চমৎকার মীমাংসা! এরূপ মীমাংসা কলিযুগ ভিন্ন আর কোথায়ও কি আদৃত হইতে পারে? বাস্তবিক "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন বিবাহ বিধায়ক হইলেও, এই বিধানানুসারে স্ত্রী দিগের পুনঃ সংস্কার হইলেই তাহারা পুনর্ভূ হইবে। এবং তাহাদিগের গর্ভজাত সন্তান যে পৌনর্ভব হইবে, ইহার নিরাকরণ কিছুতেই হইতেছে না। যুগান্তরে যেরূপ পুনর্ভূ ও পৌনর্ভব বলিত, কলি যুগেও সেইরূপ পুনঃ সংস্কার হইলে পুনর্ভূ ও পৌনর্ভব বলিতে হইবে। তবে যদি শাস্ত্রকারেরা এরূপ কোন বিশেষ বিধি করিয়া যাইতেন যে, কলিযুগে পুনঃ সংস্কারবতী স্ত্রী পুনর্ভূ বলিয়া কথিত হইবে না, এবং পৌনর্ভব পুত্র ঔরস পুত্র বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা একদিন বিচারসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু, পরাশর এরূপ বিধি কোনস্থলে ঘুণাক্ষরেও

বলেন নাই, বরং বৃহৎ পরাশরে পুনর্ভূ পুত্র উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহারা বর্জ্জনীয় বলিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বেদ স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতির কোনস্থলে এরূপ বিশেষ বিধি পান নাই; সুতরাং আস্তেব্যস্তে "পরাশরের এইরূপ অভিপ্রায়" ইহা বলিয়া চলিয়াগিয়াছেন। পরাশরের অভিপ্রায় তিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ দেন নাই। পরিশেষে, তিনি মহাভারত হইতে কয়েকটী বচনের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কলিতে পৌনর্ভব পুত্র ঔরস পুত্র বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। তাঁহার উদ্ধৃত প্রমাণ এই (বিঃ বিঃ পুঃ ৭৩ ও ৭৪ পৃষ্ঠা দেখ।)

> **অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান্।**
> **সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা।।**
> **ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।**
> **পত্যৌহতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা।।**
> **ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্।**
>
> **ভীষ্ম পর্ব্ব। ৯১ অধ্যায়।**

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যাঃ—

নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান্নামে এক শ্রীমান্ বীর্য্যবান পুত্র জন্মে।, সুপর্ণ কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা, বিষণ্ণা পুত্র হীনা কন্যা অর্জ্জুনকেন্দান করিলেন। অর্জ্জুন সেই বিবাহার্থিনী কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন।

> **অজ্ঞানন্নর্জ্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্রমৌরসম্।**
> **জঘান সমরে শূরান্ রাজ্ঞস্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ!**
>
> **ভীষ্ম পর্ব্ব। ৯১ অধ্যায়।**

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যখ্যা ;—

অর্জ্জুন ঐ ঔরস পুত্রকে হত জানিতে না পারিয়া ভীষণ রক্ষক পরাক্রান্ত রাজা. দিগকে যুদ্ধে প্রহার করিতে লাগিলেন।"

এইরূপ প্রমাণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "ইহা দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের পৌনর্ভব কলিযুগের প্রথমাবধিই ঔরস বলিয়া পরিগণিত ও গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অংশ মহভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। এই এক বচনে তিনি তিনকথা মীমাংসা

করিবার আভাস দিয়াছেন। এস্থলে তাঁহার প্রধান।

পুত্র পূর্ব্বকাল হইতে ঔরসপুত্র বলিয়া কথিত ও গৃহীত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রমাণ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে বিধবার বিবাহ হইয়াছে। আর তৃতীয় বিষয় এই যে, যখন "সুতারাং" শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে তখন বিধবাস্ত্রীর পিতাই পুনর্দ্দান করিবার অধিকারী। কিন্তু, তাঁহার উদ্ধৃত প্রমাণ দেখিয়া স্পষ্টতঃ অনুভূত হইতেছে যে, তিনিই ইহা বাস্তবিক বুঝিয়াছেন যে, এ প্রমাণ তাঁহার মতের অনুকূল নহে, এবং সেই জন্যই তিনি তদীয় উদ্ধৃত বচন মূলগ্রন্থ হইতে অবিকল উদ্ধৃত করেন নাই, ও তাহা অসম্পূর্ণ আকারে দেখাইয়া জন সাধারণকে প্রতারিত করিয়াছেন। ইহাকে বিচার করা বলে না; ইহা নিতান্ত একদেশদর্শী, পক্ষপাতী ও প্রবঞ্চকের কার্য্য। আমার এ মন্তব্যের ন্যায্যতা পাঠকবর্গ বক্ষ্যমান বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বাস্তবিক, অর্জ্জুন নাগরাজের বিধবাকন্যাকে বিবাহ করেন নাই। তিনি নিয়োগধর্ম্মানুসারে নাগকন্যার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন করিয়াছেন মাত্র। এই বচনে "দত্তা" ও "ভার্য্যার্থ গ্রহণ" এইরূপ শব্দ থাকাতে সকলে অনায়াসে বিবাহ বুঝিতে পারেন। কিন্তু, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনার্থ নিয়োগ বিধিতেও গুরুদ্বারা নিযুক্তা হইতে হয়। এই অর্থে উক্ত বচনে "দত্তা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ নাগকন্যা ঐরাবত দ্বারা নিযুক্তা হইয়াছিলেন। আর অর্জ্জুন ঐ কন্যাকে ভার্য্যার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বলাতে এই বুঝাইতেছে যে পুত্রোৎপাদনার্থ নিয়োগানুসারে অর্জ্জুন ঐ কন্যার সহিত সহগমন করিতে উহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখুন, কাশীরাজ কন্যাতে পুত্রোৎপাদনার্থ সত্যবতী যখন ভীষ্মকে অনুরোধ করিয়াছেলেন, তখনও ঐরূপ ভার্য্যার্থ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু, তাহাতে সকলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে সত্যবতী কাশীরাজ কন্যাকে বিবাহ করিতে ভীষ্মকে বলেন নাই। সত্যবতী ভীষ্মকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল, পাঠকবর্গ ইহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন।

মম পুত্রস্তব ভ্রাতা বীর্য্যবান সুপ্রিয়শ্চ তে।
বালএব গতঃ স্বর্গমপুত্রঃ পুরুষর্ষভ ॥৮।
ইমে মহিষ্যৌ ভ্রাতুস্তে কাশীরাজসুতে শুভে।
রূপযৌবন-সম্পন্নে পুত্রকামে চ ভারত ॥ ৯।
তয়োরুৎপাদয়াপত্যং সন্তানায় কুলস্য নঃ।
মন্নিয়োগান্মহাবাহো ধর্ম্মং কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ১০।

রাজ্যে চৈবাভিষিচ্যস্ব ভারতাননুশাধি চ।
দারাংশ্চ কুরু ধর্ম্মেণ মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্॥ ১১।

আদিপর্ব্ব, সম্ভব পর্ব্বণি ;
ভীষ্ম সত্যবতী সম্বাদে ১০৩ অধ্যায়।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! আমার বলবান পুত্র তোমার প্রিয়ভ্রাতা অপুত্রাবস্থাতে বিবাহের পর স্বর্গগত হইয়াছে। কাশীরাজকন্যা সুলক্ষণা, তোমার সেই ভ্রাতার দুই মহিষী বিদ্যমানা আছেন। ইহারা রূপযৌবনসম্পন্না এবং পুত্রকামা। অতএব হে মহাবাহো! আমাদের কুলরক্ষার্থ আমার নিয়োগানুসারে তুমি এই দুই মহিষীতে সন্তানোৎপাদন কর এই নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন করিবার তুমিই উপযুক্ত পাত্র। ঐ দুই মহিষীতে পুত্রোৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে রাজ্যাভিষিক্ত কর এবং তদ্দ্বারা ভারিত শাসন কর। ধর্ম্মানুসারে ঐ দুই স্ত্রীকে ভার্য্যারূপে পরিগ্রহণ কর। কখনও কুলক্ষয় করিয়া পিতামহ প্রভৃতিকে নিমজ্জিত করিও না।

অতএব "দান" ও "ভার্য্যার্থ গ্রহণ" এরূপ শব্দ প্রয়োগ থাকিলেই যে বিবাহ বুঝিতে হইবে, এমত নহে। ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনার্থ নিয়োগ কালেও এরূপ বাক্য ব্যবহার হইতে পারে। এ স্থলে "ভার্য্যার্থ" পতিপত্নীত্ব সম্বন্ধ নিষ্পন্ন হইবার অভিপ্রায় বোধক নহে, নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদনার্থ নিযুক্ত হইয়া গর্ভধারণ পর্য্যন্ত ঋতুকালে এক এক বার মাত্র সহগমন করিবার কথাই বুঝায়। এক্ষণে একথা বলা যাইতে পারে যে এই বচন গুলির মধ্যে নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন সূচক বাক্য কৈ? বিদ্যাসাগর মহাশয় যত্ন সহকারে সে কথাটী গোপন রাখিয়াছেন। এই জন্যই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইহাকে বিচার বলে না, ইহা এক প্রকার জন সাধারণকে প্রতারণা করা মাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল "ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্" এই বচনার্দ্ধ দেখাইয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। অপরার্দ্ধ উদ্ধৃত করিলে তাঁহার অভিলষিত মীমাংসার সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া পড়ে এই জন্য বচনের দ্বিতীয়ার্দ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। নিম্নে সম্পূর্ণ বচনটী অবিকল উদ্ধৃত হইল, পাঠকগণ ইহাদ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার চাতুর্য্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান্।
সুষায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা॥ ৭

ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌহৃতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা ॥ ৮
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্।
এবমেষ সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রেঽর্জ্জুনাত্মজঃ ॥ ৯
স নাগলোকে সংবৃদ্ধো মাত্রা চ পরিরক্ষিত।
পিতৃব্যেন * পরিত্যক্তঃ পার্থদ্বেষাদ্দুরাত্মনা ॥ ১০
ভীষ্মপর্ব্ব, ভীষ্মবধপর্ব্বণি ইরাবান্ বধঃ। ৯০ অধ্যায়।

বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ ইরাবান্ নাগরাজের পুত্রবধূর গর্ভে ও অর্জ্জুনের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন।

পক্ষিরাজ গড়ুর মহাত্মা ঐরাবতের পুত্রকে হরণ করিলে ঐরাবত তাঁহার বিষণ্ণা, দীনচেতনা (পতিব্রতা), অপুত্রবতী পুত্রবধূকে পুত্রোৎপাদনার্থ অর্জ্জুনকে দেন। অর্জ্জুন, অভিলাষ বিশেষ বশবর্ত্তিনী (অপত্যকামা) সেই নাগররাজ বধূকে (নিয়োগানুসারে) ভার্য্যার্থ গ্রহণ করেন। এইরূপে পরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের ঔরসে ইরাবানের জন্ম হয়। অর্জ্জুনের প্রতি দ্বেষ বশতঃ তাঁহার পিতৃব্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন। সুতরাং ইরাবান্ নাগলোকে জননী কর্ত্তৃক পরিচারিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় উপরিউক্ত ৯ম শ্লোকের যে অর্দ্ধাংশ গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে ইরাবান অন্যের ক্ষেত্রে অর্জ্জুনের ঔরসে যে জন্মিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত রহিয়াছে। ক্ষেত্রজ সন্তান অন্যের ঔরস ভিন্ন হইতে পারে না। নিয়োগানুসারে এক জনের ক্ষেত্রে অন্যের ঔরসজাত সন্তানই ক্ষেত্রজ সন্তান। যেমন বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে বেদব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর এবং পাণ্ডুর ক্ষেত্রে ধর্ম্মাদির ঔরসে যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম হইয়াছিল; সেইরূপ পরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের ঔরসে ইরাবানেরও জন্ম হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, পরক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিলে প্রকৃতার্থে বীজ স্বামীর ঔরসপুত্র হইলেও লোকব্যবহারে ক্ষেত্রীর পুত্র বলিয়া কথিত হয়, যেমন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের ঔরস পুত্র হইলেও পাণ্ডুর (ক্ষেত্র স্বামীর) পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তথাপি অনেক স্থলে "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির" এরূপ বাক্য পাঠকবর্গ পাইয়াছেন। এ স্থলে যে অর্থে ইরাবানকে অর্জ্জুনাত্মজ বলা হইয়াছে, যুধিষ্ঠিরকেও সেই অর্থে

* পিতৃব্যেন অশ্বসেনেন। নীলকণ্ঠোক্ত টীকা

ধর্ম্মপুত্র বলা হইয়া থাকে। ইহাতে অর্জুনের ঔরসে এবং ধর্ম্মের ঔরসে জন্ম হইয়াছে, এই অর্থই বুঝায়, অর্জুন ও ধর্ম্মের পারিভাষিক ঔরস পুত্র বলিয়া বুঝায় না। আমরা সাধারণতঃ ঔরস পুত্র বলিলে যাহা বুঝি, তাহা ভিন্ন নিজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজের বিধি পূর্ব্বক পরিণিতা স্ত্রীর গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকি। কারণ, এক্ষণে অন্য প্রকার ঔরসজাত পুত্রের ব্যবহার নাই। ইহযুগে ঔরস ও দত্তক ভিন্ন অন্যবিধ পুত্র শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া বর্জ্জিত হইয়াছে। অতএব আমরা এক্ষণে ঔরস পুত্র বলিলে যেরূপ পুত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকি, বিদ্যাসাগর মহাশয়োদ্ধৃত শেষ বচনে "পুত্রমৌরসম্" শব্দে সেরূপ ঔরস পুত্র বুঝাইতেছেনা, এবং ইহা কেবল অর্জুনের বীজজাত বলিয়া বুঝাইতেছে মাত্র। পারিভাষিক ঔরস পুত্র বুঝাইলে ইরাবানের মৃত পিতার ভ্রাতা অশ্বসেন তাঁহার পিতৃব্য বলিয়া অভিহিত হইতেন না। বরং যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে তাঁহার পিতৃব্য বলিলে এক দিন গ্রাহ্য হইত। কিন্তু বেদব্যাসের বাক্যানুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারেনা। অতএব ইরাবান্ যে অর্জুনের পৌনর্ভব পুত্র নহে, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং পৌনর্ভব পুত্র যে পাণ্ডবদিগের সময় হইতে এখনকার ঔরস পুত্রের ন্যায় গৃহীত হইয়া আসিতেছে, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কল্পিত কথা। পাণ্ডবদিগের সময়ও যে পৌনর্ভব পুত্র ঔরস পুত্র হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার ছিল, তাহা পাণ্ডুই বলিয়াগিয়াছেন। তিনি যখন কুন্তীকে ক্ষেত্রজ সন্তানোৎপাদনের জন্য প্রবৃত্তি জন্মাইতেছিলেন, তখন দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা পৃথকরূপে বলিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে পৌনর্ভব পুত্রের কথা পৃথকরূপে বলিয়াছিলেন। পৌনর্ভব পুত্র তখন ঔরস পুত্রের সদৃশ হইলে, মনুপ্রোক্ত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পর্য্যায় অবিকল কথিত হইতনা। দ্বাদশ প্রকার পুত্রের প্রসঙ্গে পাণ্ডু এইরূপ বলিয়াছিলেন; যথা;—

স্বয়ংজাতঃ প্রণীতশ্চ পরিক্রীতশ্চ যঃ সুতঃ।
পৌনর্ভবশ্চ কানীনঃ স্বৈরিণ্যাং যশ্চ যায়তে ॥ ৩৩
দত্তঃ ক্রীত উপক্রীত উপগচ্ছেৎ স্বয়ঞ্চ যঃ।
সহোঢ়া জ্ঞাতিরেতাশ্চ হীনযোনিধৃতশ্চ যঃ ॥ ৩৪

আদিপর্ব্ব, সম্ভবপর্ব্বণি, ব্যুষিতাশ্ব
সংবাদে ১২১ অধ্যায় ॥

পাঠকবর্গ দেখুন, উপরিউক্ত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভবপুত্র মন্বাদি

সংহিতা কর্ত্তারা যেরূপ পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এখানে ঠিক সেইরূপ পৃথক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব পৌনর্ভ্ভব পুত্র যে তৎকালে ঔরস পুত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, একথা বলিবার কোন কারণ নাই, বরং উদ্ধৃত ব্যাস বচন এ মীমাংসার সম্পূর্ণ বিরোধী।

এক্ষণে ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, আমরা কখনই পুনর্ভূ কন্যা সমাজে গ্রহণ করি নাই, এবং পৌনর্ভব পুত্র কোন কালেই ঔরস পুত্র বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই যুগত্রয়ে পরপূর্ব্বা স্ত্রী পুনঃসংস্কৃতা হইয়া পুত্রোৎপাদন করিলে, সেই পুত্র পৌনর্ভব পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিয়াছেন, এবং কোন শাস্ত্রে যখন কলিযুগে যে যুগান্তরীয় পৌনর্ভব পুত্র ঔরস পুত্র বলিয়া গৃহীত হইবে, এমন কোন বিশেষ বিধি নাই, এবং পরাশর, যাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিধর্ম্ম বক্তা বলেন, তিনিও যখন পৌনর্ভব পুত্রকে ঔরস পুত্রের তুল্য বলেন নাই, বরং অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের সহিত একবাক্য হইয়া তাহাকে পৃথক নিন্দিত পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন কলিযুগেও যে যুগান্তরের ন্যায় পরপূর্ব্বা স্ত্রী পুনঃসংস্কৃতা হইলে পুনর্ভূ ও তদ্গর্ভজাত সন্তান পৌনর্ভব বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; ইহাতে কোন আপত্তি উত্থাপন করিবার কাহারও কোন কারণ নাই। প্রত্যুতঃ কলিযুগে ক্ষেত্রজাদি একাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধির মধ্যে দত্তক মাত্র গৃহীত হইতে পারে, অন্য দশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধি গ্রহণ করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে, কেহ কখন পুনর্ভূ পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার একটী উদাহরণ ও ইতিহাস মধ্যে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উদাহরণ অন্বেষণ করিতে কোন ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু তবুও তাঁহার বিধবা বিবাহ পুস্তকে একটীও উদাহরণ দেখাইতে পারেন নাই। হিন্দুদিগের অসংখ্য পুরাণাদি শাস্ত্রের মধ্যে কোন উদাহরণ না পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশেষে মহাভারত হইতে ইরাবানের জন্ম বিবরণ লইয়া যে একটী উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহাতেও গ্রন্থকারের অভিপ্রায় গোপন করিয়া নিজের মত গঠন করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহার প্রকৃত অবস্থা আর পাঠকবর্গের অবিদিত রহিলনা, সুতরাং তিনি উদাহরণ দেখাইবার জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা সমূলে নিষ্ফল হইল। আজ কাল যদিও ভদ্র সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত গ্রহণ করেন নাই, তথাপি পুনর্ভূ পতির উদাহরণ অন্বেষণ করিতে অধিক কষ্ট পাইতে হয় না। অতএব ইহাতেই স্পষ্টতঃ অনুভূত হইতেছে যে, সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর এই যুগত্রয়ে যদি কেহ পুনর্ভূ পত্নী গ্রহণ করা বৈধ বিবেচনা করিতেন, কি এরূপ প্রথা তত্তৎ

যুগে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে উদাহরণেরও অভাব থাকিত না। যে সমুদ্রবৎ মহাভারতে না আছে এমন কথাই নাই ; দেব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, মনুষ্য সকল লোকের ইতিহাস এবং তৎসম্পর্কীয় নানাবিধ কথার প্রসঙ্গ লইয়া অনেকানেক বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও কোন লোকের মধ্যে কোন কালে পুনর্ভূ-পতি বা পৌনর্ভব পুত্রের একটীও কথা নাই। ইহাতেই নিঃসংশয়িতরূপে বুঝা যাইতেছে যে, কোন যুগে কোন কালে কোন ভদ্র বংশীয়া স্ত্রী পতি থাকিতে অথবা পতির মৃত্যুর পর পত্যন্তর গ্রহণ করেন নাই। এইরূপ কলি কতবারই হইয়াছে, কিন্তু এমন মীমাংসক কখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই সুতরাং আর্য্য সন্তানের মধ্যে এমন আর্য্য ধর্ম্ম বিধ্বংসকারী কার্য্যও কখন সম্পাদিত হয় নাই। বোধ হয় এই কলির অন্তে মহা প্রলয় হইয়া পুনরায় নূতন সৃষ্টি সংগঠিত হইবে।

নবম অধ্যায়।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, মন্বাদি সমস্ত শাস্ত্রকারেরা এক বাক্যে বলিয়াছেন যে কোন স্ত্রী পতি বর্ত্তমানে অথবা পতি লোকান্তরে পুনঃ সংস্কৃতা হইয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিলে পুনর্ভূ হইবে এবং তদগর্ত্তজাত সন্তান পৌনর্ভব হইবে। বশিষ্ঠ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—

পুনর্ভূঃ কৌমারং ভর্ত্তারমুৎসৃজ্যান্যৈঃ সহ চরিত্বা তস্যৈব কুটুম্বমাশ্রয়তি সা পুনর্ভূর্ভবতি। যাচ্চ ক্লীবং পতিত মুন্মত্তং বা ভর্ত্তার মুৎসৃজ্যান্যং পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি।

যে স্ত্রী অল্প বয়স্ক পতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষ সহবাস করতঃ পুনরায় পূর্ব্ব পতির স্বজনের আশ্রয় গ্রহণ করে সে পুনর্ভূ হয়।

যে ক্লীব, পতিত, বা উন্মত্ত পতি পরিত্যাগ করিয়া অথবা পতির মৃত্যু হইলে অন্য পতি গ্রহণ করে সেও পুনর্ভূ হয়।

পরাশরও বলিয়াছেন,—

অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যায় দীয়তে।
অস্যা অপিন্নভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ কীর্ত্তিতা হি সা।

* * * * *

যে কন্যা একবার এক পাত্রে দান করা হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় অন্য পাত্রে অর্পণ করিলে, তাহাকে পুনর্ভূ বলে এবং তাহার অন্নভোক্তব্য নহে। * *

অতএব ইহাতে নিশ্চয় হইতেছে যে, যে কোন যুগেই হউক না কেন স্ত্রী পুনঃ সংস্কৃতা হইয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিলেই পুনর্ভূ হইবে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারি যুগের জন্যই এই বিধি। কোন শাস্ত্রকার কখনও বলেন নাই যে, কলি যুগে পুনর্ভূ প্রথম বিবাহিতা পত্নীর তুল্য অথবা পৌনর্ভব পুত্র ঔরস পুত্রের তুল্য হইবে। দত্তক চন্দ্রিকা, দত্তক মীমাংসা, দত্তক শিরোমণি প্রভৃতির গ্রন্থকারেরা কলিযুগের লোক, এবং ইহাঁরা এই সকল গ্রন্থ যে কলি যুগের ব্যবহারের জন্যই প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহারা নিজ নিজ গ্রন্থে পৌনর্ভব পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি পৌনর্ভব পুত্র কলিযুগে যুগান্তরের ন্যায় নিন্দিত পুত্র না হইয়া ঔরস পুত্রের তুল্য গণ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই পৌনর্ভব পুত্রের প্রসঙ্গও করিতেন না; বরং প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা কলিযুগে পৌনর্ভব

পুত্রের ঔরস পুত্রের তুল্যত্ব সপ্রমাণ করিতেন। অিস্তু, তাহা না করিয়া দত্তক মীমাংসাকার নন্দ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—

পুত্র-প্রতিনিধিনাহু ক্রিয়ালোপান্মনীষিণ ইতি মানবাৎ তত্র চ যেষু দম্পত্যোরন্যতরাবয়বসম্বন্ধে স্তেষাং ন্যায়াদেব প্রতিনিধিত্বং বচনস্তু নিয়মার্থং যেষু পুনরবয়বসম্বন্ধাভাব স্তেষাং বাচনিকং প্রতিনিধিত্বং যথা ক্ষেত্রজ পৌত্রিকেয় পুত্রিকা কানীন পৌনর্ভব সহোঢ়জ গূঢ়জানাং ক্বচিৎ মাতৃমাত্রসম্বন্ধাৎ ক্বচিচ্চ বিকলোভয়সম্বন্ধাদ্বিকলাবয়বত্বেন মুখ্যং প্রতিনিধিত্বং।

স্বর্গীয় ভরত চন্দ্র শিরোমণির টিকা,—

ক্রিয়ালোপাদিতি।—তথাহি এতে প্রতিনিধয়ঃ ক্রিয়ালোপ প্রসঙ্গাৎ উপাদীয়ন্তে তথা চাপত্যমুৎপাদনীয়ং ইত্যয়ং তাবদ্ গৃহস্থাশ্রমমধিকৃত্য বিধিঃ প্রবর্ত্ততে জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণ স্ত্রিভির্ঋণৈ ঋণবান্ জায়তে ইত্যাদি শ্রুতেঃ। বস্তুতস্তু পুত্রিকায়া অপি প্রতিনিধিত্বমস্তি তস্যাঃ স্ত্রীত্বেন পুময়বাল্পত্বাৎ স্বতঃ পার্ব্বণ পিণ্ডদাতৃত্বাভাবাচ্চ মুখ্যোরসাদূনত্বাদুপকারাপচয়াভিপ্রায়ত্বাৎ প্রতিনিধি ব্যবহারস্য তদেবোচ্যতে।

যেম্বিতি—ন্যায়াৎ সৌসাদৃশ্য লক্ষণাৎ বচনস্তু নিয়মার্থং সিদ্ধে সত্যারম্ভো নিয়মায়েতি ন্যায়াদেতিশেষ: তথাচাবরুদ্ধাদাস্যাদ্যুৎপন্নস্যাবয়বসম্বন্ধেঽপি তস্য ন প্রতিনিধিত্বমিতি ভাব:।

যথেতি। ক্বচিদিতি—ক্ষেত্রজ কানীন সহোঢ়জ গূঢ়জেষু মাতৃমাত্রাবয়ব সম্বন্ধঃ পৌনর্ভবেতু মাতাপিত্রাবয়ব সম্বন্ধঃ নচৈবং পৌনর্ভবস্যৌরসতুল্যত্বমাশঙ্কনীয়ং তস্মাতুঃ পরপূর্ব্বাত্বেন জঘন্যত্বাৎ তজ্জন্যতয়া ঔরসাজ্জঘন্যত্বমিতি বোধ্যং।

ঔরস পুত্র না থাকিলে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া লোপ হয়, এজন্য পুত্র প্রতিনিধির কথা বলিয়াছেন। এই মনু বচন হেতুক পুত্র প্রতিনিধি গৃহীত হইয়া থাকে। সেই প্রতিনিধি পুত্র দিগের মধ্যে যাহাতে স্ত্রীপুরুষের এক জনের অবয়ব (অর্থাৎ জননীত্ব অথবা জনকত্ব) সম্বন্ধ আছে, তাহারাই পুত্রপ্রতিনিধিত্বের পাত্র।

কারণ তাহাতে হয় পিতা না হয় মাতার সদৃশ লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। একাদশ প্রকার প্রতিনিধি পুত্রের লক্ষণ মনু স্থানান্তরে বলিয়াছেন। অতএব "পুত্র প্রতিনিধি নাহু" এই বচন পুনরায় উল্লেখ করায় ইহা পুত্র প্রতিনিধি গ্রহণের নিয়ম বিধি স্বরূপ হইতেছে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে অবয়ব সম্বন্ধই যে পুত্র প্রতিনিধিত্বের মুখ্য কারণ এমত নহে। যাহারা শাস্ত্রীয় বিধান ক্রমে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অধিকারী তাহারই প্রতিনিধি পুত্র বলিয়া স্বীকৃত। অবরুদ্ধা স্ত্রী ও দাসী প্রভৃতিতে উৎপন্ন পুত্রে জনকের সদৃস লক্ষণ অর্থাৎ অবয়ব সম্বন্ধ থাকিলেও তাহারা প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকৃত নহে। আর যে যে পুত্রে পিতা মাতার মধ্যে কাহারও অবয়ব সম্বন্ধ নাই, তাহারা বাচনিক প্রতিনিধি। যেমন দত্তক, কৃত্রিম ইত্যাদি ক্ষেত্রজ, পৌত্রিকেয় পুত্রিকা, কানীন পৌনর্ভব সহোঢ়জ ওগূঢ়জ এই কয়েক প্রকার প্রতিনিধির মধ্যে কোন কোন স্থলে অর্থাৎ পুত্রিকা পৌত্রিকেয় ও পৌনর্ভব ভিন্ন অপর চারিপ্রকার স্থলে মাতৃ অবয়বের মাত্র সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ ইহারা ধর্ম্মপত্নির গর্ভজ। সুতরাং ইহাদের পুত্র প্রতিনিধিত্ব স্বীকার্য্য। পুত্রিকা, পিতামাতা উভয়ের অবয়ব সম্বন্ধ সম্পন্না এবং পৌত্রিকেয় পরম্পরা ক্রমে পুত্রিকার ন্যায় অবয়ব সম্পন্ন বলিয়া ইহারাও প্রতিনিধি হইতে পারে। পৌনর্ভব পুত্রে পিতা ও মাতা উভয়েরই অবয়ব সম্বন্ধ আছে, কিন্তু লোকে পাছে উভয়ের অবয়ব সম্বন্ধ হেতু ঔরস পুত্রের তুল্যত্ব বিবেচনা করে, এই জন্য মীমাংসা-কার বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, পৌনর্ভব পুত্রে পিতা মাতা উভয়ের অবয়ব সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহাকে ঔরসপুত্রের তুল্য বোধ করিবে না। কারণ তাহার মাতা পর-পূর্ব্বা (পূর্ব্বে অন্যের পত্নী ছিল) বলিয়া সে জঘন্যা এবং জঘন্যা মাতার গর্ভজাত বলিয়া পৌনর্ভব পুত্রও যে জঘন্য ইহা পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব দাসী পুত্রের ন্যায় পৌনর্ভব পুত্রও প্রতিনিধিত্বে স্বীকার্য্য নহে।

এই মীমাংসা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, মনু যে একাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধি বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে দাসী পুত্র ও পৌনর্ভব পুত্র ইহাদের জঘন্য জন্ম প্রযুক্ত ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং প্রতিনিধি পুত্র হইবার উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ পৌনর্ভব পুত্র জঘন্য মাতার গর্ভজাত বলাতে ইহা নিশ্চয় হইতেছে যে, শাস্ত্রকারেরা পর পূর্ব্বা স্ত্রী অর্থাৎ পুনর্ভূ স্ত্রী ভদ্র সমাজের অগ্রাহ্য বলিয়াছেন; এবং ইহা যে পর পতির ধর্ম্ম পত্নী নহে, তাহা এই মীমাংসার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে।

দত্তক মীমাংসার টীকা সমাপন করিয়া ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের পুস্তকের পরিশিষ্টে বঙ্গভাষায় দত্তক সম্বন্ধীয় যে সকল স্থূল স্থূল মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন।

"ঔরস পুত্র থাকিতে ক্ষেত্রজাদি পুত্রের রাজ্যে অধিকার হয় না, ঔরস পুত্রের অভাবে ক্ষেত্রজাদি ক্রীত পুত্র পর্য্যন্তও ক্রমে রাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পৌনর্ভব স্বয়ন্দত্ত, এবং দাস পুত্রের কদাচ রাজ্যে অধিকার হইবেনা, সে স্থলে জ্ঞাতি দিগের রাজ্যে অধিকার হইবে, ইহারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র ভাগী থাকিবে।"

এরূপ মীমাংসা স্বত্বে পৌনর্ভব পুত্রকে ঔরস পুত্রের সমান বলিতে হইলে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে হয়। নতুবা এরূপ কথা কোন অংশেই বলা যাইতে পারে না।

শিরোমণি মহাশয় দত্তক শিরোমণি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার ১০ম অধ্যায়ে লিখিত আছে।

"পৌনর্ভবো দাস পুত্রশ্চ গ্রাহ্যো ন বা"

পৌনর্ভব ও দাস পুত্র গ্রাহ্য নহে, এই শীর্ষক প্রকরণে দত্তক মীমাংসার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহার টীকা করিবার কালে বলিয়াছেন,

"পৌনর্ভব শ্চতুর্থঃ। পুনর্ভাং জাতঃ পৌনর্ভবঃ স চতুর্থঃ। অক্ষতায়াং অন্যসংস্কৃতায়াং স্বমাত্রক্ষেত্রত্ব স্বমাত্রসংস্কৃতত্ব ধর্ম্মপত্নীত্বানাং ত্রয়ানামভাবাৎ কক্ষাত্রয়ান্তরিতত্বাৎ ক্ষতায়াং স্বক্ষেত্রত্ব স্বসংস্কৃত্বয়োঃ সত্ত্বেহপি তয়োর্ভার্য্যাত্ব নিমিত্তত্বাভাবাৎ তজ্জাতস্য পৌনর্ভবস্য চতুর্থত্বমুক্তং যুক্তমেব।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, পৌনর্ভব পুত্রকে কোন শাস্ত্রকার প্রতিনিধি পুত্রের মধ্যে চতুর্থ স্থান দিয়াছেন এবং কেহ বা তদপেক্ষা নিম্নতর স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফল হইতেছে যে, প্রতিনিধিতে পুত্রকে শাস্ত্রকারেরা তত নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন নাই। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে সকল মীমাংসা দত্তক মীমাংসা দত্তক চন্দ্রিকা ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে পৌনর্ভব পুত্রের নিকৃষ্টত্ব দেখাইবার সময় আর অধিক পরিষ্কার ও স্পষ্ট প্রমাণ আবশ্যক হইতেছে না তথাপি উপরি উক্ত বচনে শিরোমণি মহাশয় আবার কি বলিতেছেন দেখুন —

পুত্র প্রতিধির মধ্যে পৌনর্ভব পুত্র চতুর্থ স্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে (বশিষ্ঠ সংহিতা দেখ।)

পুনর্ভূ স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাহাকে পৌনর্ভব বলে। যে স্ত্রী পাণি গ্রহণ মন্ত্র দ্বারাই কেবল গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্বামী সহবাস হয় নাই, এমত অবস্থায় তাহাকে যদি অন্য কেহ পুনঃ সংস্কার করিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে

পরপতির প্রথম সংস্কৃতা পত্নী নয় বলিয়া তাহার স্বক্ষেত্র অথবা ধর্ম্ম পত্নী বলিয়া শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অভিহিত হইতে পারে না। পরে পর পতির সহবাস করিতে থাকিলে তাহার পতি তাহাকে সংস্কার দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহার ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় না, অর্থাৎ পর পূর্ব্বা স্ত্রীর পুনঃ সংস্কার দ্বারা পর পতির সহিত তাহার পতি পত্নীত্ব সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। অতএব শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায়ানুসারে বুঝিতে হইলে এইরূপই বুঝা যায় যে, পুনর্ভূ স্ত্রী গ্রহণ করিয়া আশ্রমী হইলে উপপত্নীকে পত্নী সাজাইয়া সংসারী হওয়া বুঝায়। ইহা চিরকালই ভদ্র সমাজে পরিত্যজ্য হইয়া আসিয়াছে।

এক্ষণে ইহা স্পষ্টতঃ দর্শিত হইল যে, পুনঃ সংস্কার দ্বারা গৃহীত পুনর্ভূ স্ত্রী গ্রহিতার ধর্ম্ম পত্নী বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। পুনর্ভূ স্ত্রীর ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং পৌনর্ভব পুত্র ঔরস জাত হইলেও তাহার ঔরস পুত্রত্ব সিদ্ধ হয় না।

বক্ষ্যমান মীমাংসা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কোন যুক্তি অনুসারে কলিযুগে একাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধির মধ্যে দত্তক মাত্রই কেন পুত্র প্রতিনিধির যোগ্য হইয়াছে?

দত্তক মীমাংসার টীকায় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় বলিয়াছেন,—

ক্ষেত্রজ কানীন গূঢ়জ সহোঢ় পৌনর্ভবেষু মাতাপিত্রন্যতরান্বয়েব প্রত্যসত্তিরস্ত্যেব তেষু ব্যভিচারজাতত্বেন শুদ্ধিগুণযোগাভাবাৎ দত্তকাদিষু তু শুদ্ধ্যাদিঃ শুদ্ধবীজজাতত্বাৎ।

ক্ষেত্রজ, কানীন, গূঢ়জ, সহোঢ়, পৌনর্ভব ইহারা পিতামাতার মধ্যে একজনের সাদৃশ্য লক্ষণ সম্পন্ন হইলেও ব্যভিচারজাত বলিয়া অশুদ্ধ; কিন্তু, দত্তকাদি পুত্র শুদ্ধ। কারণ, তাহারা শুদ্ধ পিতামাতার সহযোগে উৎপন্ন, সুতরাং শুদ্ধবীজজাত।

আবার অন্যত্র দত্তক চন্দ্রিকাকার বলিয়াছেন,—

তদাহ বশিষ্ঠঃ।—

কানীশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ন্দত্তশ্চ দাসশ্চ ষড়িমে পুত্র পাংশুলাঃ॥

পুত্রপাংশুলাঃ পুত্রাধমা ইত্যর্থঃ। পাংশূন্ পাপানি লাতি গৃহ্নাতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। পুত্রপাংসনা ইতিদন্ত্যান্তমধ্যপাঠেতু সএবার্থঃ। পাংসন শব্দোঽধম বাচীতি প্রসিদ্ধেঃ।

কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ন্দত্ত, ও দাস এই ছয়জন অধম পুত্র।

পুত্রপাংশুল অর্থাৎ একাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে ইহারা জঘন্য। পাংশুন অর্থাৎ পৌনর্ভব পুত্র পাপিষ্ঠ। কোন কোন স্থলে "পাংসন" দন্ত্যনান্ত প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ "পাংশুন" শব্দের ন্যায়। এই অর্থ অধর্ম্মার্থবোধক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইহার তাৎপর্য্য এইযে কলিযুগে প্রায় সকল লোকই প্রবলেন্দ্রিয়, সুতরাং ইহযুগে পৌনর্ভবাদি জঘন্য পুত্রদিগের ত কথাই নাই, ক্ষেত্রজাদি ব্যভিচারজাত সন্তান পুত্রপ্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিতে অনুমতি থাকিলে অতি অল্পকাল মধ্যেই লোকসমাজে ব্যভিচার দোষ এতদূর ব্যাপৃত হইয়া পড়িত যে, ইহার বেগ সম্বরণ করা এককালে অসম্ভব হইয়া উঠিত, এবং ফলতঃ হিন্দুজাতির বিশুদ্ধত্ব এককালে লুপ্ত হইয়া যাইত। অতএব যাহাতে ব্যভিচার দোষের সংশ্রব মাত্র নাই, শাস্ত্রকারগণ এমত প্রতিনিধি পুত্রই গ্রহণ করিবার বিধি ইহযুগের জন্য দিয়াছেন। অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে স্বয়মুৎপাদিত ঔরস পুত্রই পুত্র। যুগ বিশেষে এ বিধির আর অন্যথা নাই। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যখন লোক ধর্ম্মপ্রবল ছিল, এবং স্বভাবতঃই অধর্ম্ম জনক নিন্দিত কার্য্যে লোকে এককালে বিমুখ ছিল, তখন ব্যভিচার দোষ ততদূর প্রবল হইতে পারিত না, এই জন্য কেহ কেহ অপুত্রক হইলে প্রতিনিধি স্বরূপ ক্ষেত্রজাদি পুত্র গ্রহণ করিতেন। কিন্তু, ইহযুগে বিধর্ম্মীলোকের সংখ্যা অধিক, সুতরাং ব্যভিচার দোষ পাছে অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় ক্ষেত্রজাদি সন্তানকে প্রতিনিধি গ্রহণ এককালে নিষিদ্ধ হইয়াছে। পৌনর্ভবপুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যখন জঘন্য বলিয়া ঘৃণিত হইয়াছে, তখন ঐ যুক্তি অনুসারে পৌনর্ভবপুত্র ইহযুগে আরও ঘৃণিত ও হেয় হওয়া যুক্তিযুক্ত। এক্ষণে দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় পৌনর্ভবপুত্রকে ইহযুগে ঔরসপুত্রের তুল্য বলিয়া অযথা সিদ্ধান্ত করিতে যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়মতেই ব্যর্থ হইতেছে। অতএব পরপূর্ব্বা স্ত্রী, তৎপতি এবং তাহাদিগের পুত্র সকলেই যেমন শাস্ত্রানুসারে হেয়, পতিত ও অভোজ্যান্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহযুগে তাহা কোন অংশে অন্যথা হইতেছেনা, বরং যাহাতে শাস্ত্রোক্ত বিধিবন্ধন এই ধর্ম্ম বিপ্লবকালে কোনরূপে শিথিল না হয়, সমাজনেতৃবর্গের এ বিষয়ে একাগ্র দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

দত্তক মীমাংসা কারেরা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, পরপূর্ব্বা স্ত্রী পুনঃ সংস্কার দ্বারা গৃহীত হইলেও তাহার ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় না, এবং তদ্গর্ভজাত পুত্র ঔরসপুত্র হইলেও তাহার ঔরস পুত্রত্ব সিদ্ধ হয় না। এতএব ইহাতে নিঃসংশয়িতরূপে স্থিরীকৃত হইতেছে যে পুনঃ সংস্কারদ্বারা বিধবার কি সধবার পুনঃ বিবাহ বিবাহই নহে, এবং সকলের মতেই ইহা একান্ত নিষিদ্ধ। যাহাদিগকে আমরা ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া তাহাদের আচার ব্যবহার নিতান্ত হেয় জ্ঞান করি, তাহারাও এরূপ কল্পিত পুনঃ

সংস্কারকে বিবাহ বলেনা, এবং তদ্‌গর্ব্ভজাত সন্তানকে ঔরসতুল্য স্বীকার করে না। কিন্তু, আমাদিগের এমনই দুরবস্থা হইয়াছে যে, আমরা এক্ষণে ম্লেচ্ছাপেক্ষাও ম্লেচ্ছ হইতে বড়ই উৎসুক। বাস্তবিক অধঃপতিত হইতে হইলে এইরূপই হইতে হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এস্থলে আর একটী হাস্যজনক কথার অবতারণা করিয়াছেন। (বিঃ বিঃ পুঃ ১১৭ পৃঃ) "যদি বল যখন বিধবা স্ত্রী বিবাহ করিলে তাহার অন্নভক্ষণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে তখন বিধবার বিবাহ কোন ক্রমেই নিষেধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এ আপত্তিও বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে না। যদি অষ্টবর্ষীয়া কন্যা বিধবা হয় এবং সে পুনরায় বিবাহ না করিয়া যাবজ্জীবন প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কালযাপন করে, তাহারও অন্নভক্ষণ নিষিদ্ধ হইতেছে।"

যথা,-অঙ্গিরা,—

অবীরায়াস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত অনুবাদ।—

"যে অবীরার অন্ন ভক্ষণ করে, সে পৃথিবীর মল ভক্ষণ করে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত মীমাংসা,—

"দেখ অন্নভক্ষণ নিষেধ কল্পে বিবাহিতা ও ব্রহ্মচারিণী উভয়বিধ বিধবারই তুল্যতা দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং পুনর্ব্বার বিধবাকে বালবিধবা ব্রহ্মচারিণী অপেক্ষা অধিক হেয় জ্ঞান করিবার এবং বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণ নিষেধকে বিধবা বিবাহের নিষেধসূচক বলিবার কোন বিশিষ্ট হেতু উপলব্ধ হইতেছে না।"

এস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা আরও বিশদ করিবার জন্য একটী বালকের বালবুদ্ধিতে এইরূপ ন্যায় একবার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গকে এইস্থলে বলিতে হইল।

একদা কোন ব্যক্তি তাহার পুত্রকে লইয়া দেবপ্রতিমা দেখিতে গিয়াছিলেন। পুত্র বালস্বভাব বশতঃ দেব অঙ্গ হইতে অলঙ্কার মোচন করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল। পিতা তদ্বিষয়ে ইতি কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে না পারিয়া দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে নাই, সুতরাং অলঙ্কার অপ্রাপ্য বলিয়া পুত্রকে প্রবোধ দিলেন। পুত্র পিতৃবাক্যে নিরস্ত হইল এবং বিষয়ান্তরে মন নিবিষ্ট করিল। প্রত্যাগমনকালে পুত্র একটী কুকুর শাবককে ধরিতে উদ্যোগ করায় পিতা কুকুর স্পর্শ করিতে নাই বলিয়া পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পুত্র পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা ঠাকুর ছুঁতে নাই, কুকুর ও ছুঁতে নাই, তবে কি ঠাকুর আর কুকুর সমান?"। আমরা বলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়ানুসারে পিতাকে বলিতে

হইত যে ঠাকুর আর কুকুর সমান বটে। এক্ষণে এইরূপ বিচারই এই হতভাগ্য দেশে আদৃত হইতেছে।

যাবতীয় শাস্ত্রকারেরা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন যে, বালবিধবা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ন্যায় লোকান্তরে স্বর্গগামী হইবেন। কি পুত্রবতী কি অপুত্রবতী সকল বিধবারই পক্ষে শাস্ত্রকারেরা এইরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু অপুত্রবতী বিধবার অন্নগ্রহণ করিতে অঙ্গিরা নিষেধ করিয়াছেন, এবং তিনি আরও বলিয়াছেন,—

নারী প্রথমগর্ভেষু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ। ৬৫

প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীর অন্নভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হয়।

ধর্ম্মশাস্ত্র সমুহের যেখানে দেখিবেন, সেই খানেই দেখিতে পাইবেন যে, পুনর্ভূ স্ত্রী পরপূর্ব্ব পতি এবং ইহাদের পতি সকলেই পতিত এবং ইহাদিগকে শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণ করিতে নাই, দেব পিতৃকার্য্যে ভদ্রলোকে ইহাদিগকে বর্জ্জন করিবে। যে পরিবার মধ্যে পুনর্ভূ থাকিবে, তাহারাও সমাজ বর্জ্জিত। পৌনর্ভবপুত্র জঘন্য গর্ভজাত সুতরাং সে নিজেও জঘন্য বলিয়া তৎসঙ্গে ইহাদের অন্ন ভোক্তব্য নয়, ব্রাহ্মণে ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিয়া শুদ্ধ হইবে, এমত উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখুন, অবীরা স্ত্রীর এবং প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীর অন্ন যে অর্থে নিষিদ্ধ হইয়াছে, পুনর্ভূ স্ত্রীর ও তৎপরিবারস্থ সকল লোকের অন্ন কি সেই একই অর্থে নিষিদ্ধ হইয়াছে! সামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট লোকেই বুঝিতে পারে যে, ইহার মধ্যে স্বর্গ নরকের প্রভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পতির পরলোক হইলে বিধবা সর্ব্বদা দেবার্চ্চনায় নিযুক্তা থাকিবে, অল্পমাত্র আহার করতঃ সর্ব্বদা মৃত পতির যাহাতে পরলোকে অভ্যুদয় সাধন হয় এমত কার্য্য করিবেন, এবং সর্ব্বদা শাস্ত্রোক্ত উপবাস, ব্রত, নিয়মাদি রক্ষা করিয়া কালাতিপাত করিবেন। এক্ষণে গৃহস্থ যদি বিধবাকে গৃহকার্য্যে অথবা অতি কষ্টসাধ্য পাকাদি কার্য্যে লিপ্ত করেন, তাহা হইলে গৃহকর্ত্তা বিধবার অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম কার্য্যাদির ব্যাঘাত জন্মাইলেন কিনা? যাহাতে কেহ বিধবাকে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত না করেন, এইজন্য শাস্ত্রকারেরা তাঁহার অন্ন গ্রহণীয় করেন নাই। পুত্রবতী বিধবা বরং একদিন তাঁহার পুত্রদিগের শুশ্রূষার জন্য পাককার্য্যে লিপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু অনপত্য বিধবার সংসারে আসক্তি কিসের জন্য? কোন কারণে তাঁহাকে সর্ব্বদা গৃহস্থের কষ্টসাধ্য দুরূহ কার্য্যে নিযুক্ত করিবার অধিকার গৃহকর্ত্তার নাই। গৃহকর্ত্তার কর্ত্তব্য যে বালবিধবাকে সর্ব্বদা নীতি উপদেশ দেন, এবং যাহাতে ধর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে তাহার কোন ব্যাঘাত না জন্মে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সাধ্যমত দৃষ্টি রাখেন। ঐরূপ

প্রথম গর্ব্ভবতী স্ত্রীকেও কোন কষ্টসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। তাহা হইলে অকালে গর্ভহানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সুতরাং শাস্ত্রকারেরা প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীর অন্নও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু পুনর্ভূঃ স্ত্রীর অন্ন সে উদ্দেশে পরিত্যাজ্য হয় নাই। সে পতির নরক সাধিকা, সুতরাং তাহাকে পতিঘাতিনী বলা যাইতে পারে। তাহার অন্ন চণ্ডালাদি পতিতের অন্নতুল্য ও ভদ্রলোকের অগ্রাহ্য। শুদ্ধ পুনর্ভূর অন্ন কেন? তাহার পরিবারস্থ সমস্ত লোকের অন্ন ধর্ম্ম শাস্ত্রে পরিত্যাজ্য বলিয়া বিধান রহিয়াছে; কিন্তু অনপত্য বিধবার পরিবারস্থ অন্ন পরিত্যাজ্য হয় নাই। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা নিতান্তই হাস্যজনক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। এত সহজ কথা তিনি যে বুঝেন নাই, একথা বলিতে সাহস হয় না। কিন্তু কি বলিয়া যে তিনি এমন অযৌক্তিক কথাবলিয়াছেন ইহার কোন উত্তর নাই। যদি কিছু উত্তর থাকে, তাহা হইলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, জিগীষা পরতন্ত্র হইলে পণ্ডিতও অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টিহীন হইয়া পড়েন।

দশম অধ্যায়।

পাঠকবর্গ! বিধবার বৈধ আচার সম্বন্ধে এবং কি সধবা কি বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার দ্বারা পত্যন্তর গ্রহণের অবৈধতা পক্ষে শাস্ত্রকার দিগের অভিপ্রায় যাহা পূর্ব্বে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখান হইয়াছে, তাহা এক্ষণে একত্রে এক স্থানে সমাবেশ করিয়া দেখুন যে, কোন স্ত্রীর পক্ষে জীবিত অথবা মৃত পতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য পতি গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রনিষিদ্ধ, ইহা ভদ্র সমাজে কোন মতেই প্রচলিত হওয়া উচিত নহে।

১। মনু বলিয়াছেন।—

বিধবা অন্যপতি গ্রহণ করিবে না, এমনকি নিয়োগ ধর্ম্মানুসারেও অনপত্যা বিধবাকে নিযুক্ত করিবে না। যদি কোন বিধবা স্বইচ্ছায় অন্য পতি গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে পুনর্ভূ হইবে এবং তাহার গর্ভজাত সন্তানকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে কোন দান করিবে না, সেই দান ভস্মে ঘৃতাহুতির তুল্য নিষ্ফল; এবং তাহাকে ও তাহার পিতাকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে যত্নের সহিত বর্জন করিবে। বিবাহমন্ত্রে বিধবার নিয়োগের কথা নাই এবং বিবাহের বিধিতে বিধবার বিবাহের কথা উক্ত হয় নাই। বিধবার দ্বিতীয় পতি হইতে পারে না, ইহা বিধিবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ। অতএব বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ এবং অপকৃষ্টপতি পরিত্যাগ করিয়া সধবার উৎকৃষ্ট পতিগ্রহণ উভয়ই মনুর মতে নিষিদ্ধ সুতরাং শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

২। বিষ্ণু বলিয়াছেন.—

প্রোষিত ভর্ত্তৃকা স্ত্রীকে সর্ব্বদা যত্নের সহিত রক্ষা করিবে। গবাক্ষদ্বারে ও দ্বারদেশে উপবেশন করিতে দিবে না। পরগৃহে গমন নিবারণ করিবে।

বিধবা হয় মৃতপতির অনুগমন করিবে, না হয় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিবে। এই নিত্য বিধিদ্বারা বিধবার অন্য পতিগ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে।

৩। বৃদ্ধ হারীত বলিয়াছেন,—

পতির পরলোকান্তে বিধবাস্ত্রী মৃতপতির সহগমন করিবে। গর্ভাদি কারণ বশতঃ অনুগমনে অপারগ হইলে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা শুচি থাকিয়া দেবার্চ্চনায় রত হইয়া জীবনাতিবাহিত করিবে। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পৌনর্ভব পুত্রকে অধিকারী করেন নাই। অতএব বৃদ্ধ হারীতের এই নিত্যবিধি অনুসারে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যপতি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইতেছে।

৪। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রী ক্রীড়া, শরীর সংস্কার, সমাজোৎসব দর্শন ইত্যাদি কার্য্য বর্জন করিবে। কন্যাকে একবার দান করিয়া পুনর্দ্দান করিবে না। যে কন্যা একবার দান করা হইয়াছে, সে ক্ষতাই হউক আর অক্ষতাই হউক, তাহাকে পুনরায় অন্য পুরুষে অর্পণ করিলে সে পুনর্ভূ হইবে। ঐ পুনর্ভূর গর্ভজাত সন্তান শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে বর্জনীয়, এবং যে পুনর্ভূর পতি হয়, সে নিজ কর্ম্মদ্বারা পতিত, নিন্দনীয় ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে বর্জনীয়। অতএব যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বিধবার পুনঃ সংস্কারবতী হইয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইতেছে।

৫। উশনা বলিয়াছেন,—

যাহাদিগের সংশ্রবে পুনর্বিবাহিতা স্ত্রী (সধবাই হউক আর বিধবাই হউক) অবস্থিতি করে, তাহাদিগের সকলেই পতিত ; ইহারা ও পৌনর্ভব পুত্র এই সকল নিন্দিতাচারী দিগকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে প্রযত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে। অতএব উশনার মতে পুনর্ভূ ও তৎপরিবারস্থ সকলে পতিত ও বর্জ্জিত বলিয়া বিবাহিতা স্ত্রীর পুনরায় অন্য পাত্রে বিবাহ নিশ্চিতরূপে নিষিদ্ধ হইতেছে।

৬। অঙ্গিরা-বলিয়াছেন।

যে কন্যা একবার দান করা হইয়াছে তাহাকে পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিলে সে পুনর্ভূ হয় এবং তাহার অন্ন ভোক্তব্য নহে। অতএব অঙ্গিরার মতে একবার বিবাহিতা স্ত্রীর পুনরায় অন্যপতি গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইতেছে।

৭। আপস্তম্ব বলিয়াছেন,—

পুনর্ভূর অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। অতএব আপস্তম্বের মতে পুনর্ভূ হওয়া নিষিদ্ধ, এবং পুনর্ভূ হইলে সমাজ বর্জ্জিত হইবে ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে।

৮। পরাশর বলিয়াছেন,—

পতি জীবিতই হউন অথবা মৃতই হউন, তিনি ভিন্ন স্ত্রীর অন্যগতি নাই। অন্য পতি গ্রহণ করিলে সে পুনর্ভূ হয়। তাহার অন্ন ভোক্তব্য নহে। যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ পুনর্ভূর অন্ন ভোজন করিয়াছেন, তিনি চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবেন অতএব পরাশরের মতে কি সধবা কি বিধবা উভয়ের পক্ষেই অন্য পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে।

৯। ব্যাস বলিয়াছেন,—

বিধবা কেশ মুণ্ডন করিয়া ব্রহ্মাচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা অর্থাৎ দেবার্চ্চনাদি কার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিয়া দেহ শুদ্ধ রাখিবেন। এবং প্রোষিত ভর্ত্তৃকা স্ত্রী দেহাদি সংস্কার বর্জন করিয়া অল্পাহারে জীবন ধারণ করিবেন। মহাভারতের বকবধ আখ্যায়িকায় আরও বিশদরূপে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্ত্রীর মৃত্যুতে পুরুষ ধর্ম্মতঃ অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীর অন্য পতি গ্রহণ করা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। ইহাতে বিধবার বিবাহ যে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, ইহা আর অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে না। অতএব বেদব্যাসের মতে বিধবার বিবাহ স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ হইতেছে।

১০। দক্ষ বলিয়াছেন,—

পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী পতি সহগমন করিবে। ইহাতেও বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণ যে শাস্ত্র সিদ্ধ নহে, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে। অতএব দক্ষের মতে বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে।

১১। গৌতম বলিয়াছেন,—

পৌনর্ভব শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে বর্জনীয়। অতএব গৌতমের মতে সংস্কৃতা স্ত্রীর পুনঃ সংস্কার নিষিদ্ধ হইতেছে।

১২। বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—

স্বামীর লোকান্তর হইলেও স্ত্রী মৃত স্বামীরই অর্দ্ধাংশ স্বরূপ ভার্য্যা ইহাতে পত্যন্তর গ্রহণ দ্বারা বিধবা স্ত্রী অন্যের ভার্য্যা হইতে পারে না। অতএব যখন বিধবার অন্যপতি গ্রহণ দ্বারা শাস্ত্রানুসারে অন্যের ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তখন বৃহস্পতির মতে বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে।

(১২) ব্যাস পুনরায় বলিয়াছেন,—

স্ত্রী মৃত পতির ধন গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, তাহার ধর্ম্ম কার্য্যে মৃত পতির পরলোকে উন্নতি হয় এবং অপকার্য্যে অধোগতি হয়। সুতরাং ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, যে কার্য্যে মৃত পতির সহিত বিধবার সম্বন্ধ লোপ হয়, তাহা নিষিদ্ধ। অতএব বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ ব্যাস বচনে নিষিদ্ধ হইতেছে।

১৩। স্মৃতিঃ,—

বিধবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রত্যহ মৃত পতির তর্পণাদি করিবে, এবং

তাহার আর গন্ধ দ্রব্যাদি বিলাসিতায় অধিকার নাই। ইহাতে স্মৃতি কারকের মতে বিধবার অন্যপতি গ্রহণ দ্বারা উক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ হইতেছে।

১৪। কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—

বিধবা একাদশীর দিন ভোজন করিলে প্রতিদিন ভ্রূণ হত্যার পাপে পাপী হয়। সুতরাং একাদশী ব্রত পালন করা বিধবার পক্ষে যে নিত্যবিধি আছে তাহা পত্যন্তর গ্রহণ দ্বারা উল্লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ হইতেছে। অতএব কাত্যায়নের মতে বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ।

১৫। বৌধায়ন বলিয়াছেন—

যে স্ত্রীকে একবার এক পাত্রে বাক্য দ্বারা অথবা মনে মনে দান করা হইয়াছে, যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে, যে সপ্তপদী গমন করিয়াছে, যে স্বামী সহবাস করিয়াছে, যে গর্ভ্ভ ধারণ করিয়াছে, অথবা সন্তান প্রসব করিয়াছে তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিবে না এবং তৎসহ কোন ধর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। অতএব বৌধায়নের মতে স্পষ্টাক্ষরে বিধবার অথবা সধবার কোন অবস্থায় পুনঃ পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে।

১৬। কাশ্যপ বলিয়াছেন,—

কাশ্যপও ঐরূপ বৌধায়নোক্ত সপ্তবিধ পুনর্ভূকে গ্রহণ করিলে ইহারা কুলকে ভস্মীভূত করে ইহা বলিয়াছেন। অতএব কাশ্যপের মতে বিধবা ও সধবা উভয়েরই পক্ষে অন্যপতি গ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে।

দত্তক চন্দ্রিকা ও দত্তক মীমাংসা ইত্যাদি গ্রন্থে ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা গ্রন্থকারেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে পৌনর্ভব পুত্র পুত্রই নহে, এবং পুনর্ভূ পরপতির ভার্য্যা হয় না। এই পত্নীত্ব অভাব হেতু পৌনর্ভব পুত্র পিতার ঔরস জাত হইয়াও তাহার ঔরস পুত্র বলিয়া সিদ্ধ হয় না। আরও উক্ত গ্রন্থ সকলে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পৌনর্ভব পুত্র অশুদ্ধযোনি এবং অশুদ্ধ বীজজাত ও পাতকী। অতএব এরূপ স্ত্রী সংগ্রহ যে ভদ্র সমাজের পরিত্যাজ্য ইহা বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন বিংশতি জন সংহিতা কর্ত্তাদিগের মধ্যে মনু, বিষ্ণু হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, আপস্তম্ব, পরাশর, ব্যাস, দক্ষ, গৌতম, বৃহস্পতি কাত্যায়ন এই ত্রয়োদশজন সংহিতা কর্ত্তা এক বাক্যে, কি বিধবা, কি সধবা উভয়েরই পক্ষে অন্য পতি গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। অন্যান্য সংহিতা কর্ত্তারা পুনর্ভূর কথা উল্লেখ করেন নাই। বরং যিনি স্ত্রী ধর্ম্ম সম্বন্ধে

সংক্ষেপে কোন ব্যবস্থা দিয়াছেন তিনি স্ত্রী দিগের এক পতিত্ব ধর্ম্মেরই আদর করিয়াছেন। সংহিতা কর্ত্তা ভিন্ন অন্যান্য ঋষিদিগের মধ্যে যাহাদিগের বাক্য আমরা শাস্ত্রকার দিগের বাক্যের ন্যায় বলিয়া স্বীকার করি তাঁহাদিগের মধ্যেও বৌধায়ন ও কাশ্যপ ইহাঁরা স্পষ্টাক্ষরে যে কন্যা একবার দান করা হইয়াছে তাহাকে পুনরায় অন্য পাত্রে অর্পণ করা এককালে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। অতএব পাঠকগণ দেখুন শাস্ত্রানুসারে বিধবার অন্য পতি গ্রহণ যে অতীব গর্হিত কার্য্য তাহাব আর কোন সংশয় থাকিতেছে না; এবং শাস্ত্রেরও বিধানানুসারে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়াছি যে, যে স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া অন্যপতি গ্রহণ করে অথবা যাহাকে তাহার কোন বান্ধব অথবা গুরুজন মোহ বশতঃ অন্য পাত্রে অর্পণ করে এবং যে এরূপ পূর্ব্ব দত্তা স্ত্রী গ্রহণ করে তাহারা সকলেই পতিত এবং ভদ্র সমাজ হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বহিষ্কৃত হইবার যোগ্য, ইহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

একাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বে বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে যাবতীয় শাস্ত্রকার একবাক্যে বিধবার ও সধবার পুনঃ পতিগ্রহণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। ইহা সপ্রমাণ করিতে কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না, শাস্ত্রানুসন্ধান করিতে হয় না, কোন শাস্ত্রকর্ত্তার মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ দৃষ্ট হয় না, অতি সহজে এবং অবাধে ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিতে অজস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্ত্রীলোকের অন্য পতিগ্রহণ করা শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে গেলে শাস্ত্রের বিপরীত অর্থ করিতেই হইবে, এবং কূটতর্কের দ্বারা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নূতন করিয়া না গড়িলে কোনক্রমেই চলিবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিচার পুস্তক ইহার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল। ইহার গ্রন্থ সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত কেবল অপসিদ্ধান্ত, কষ্টকল্পনা, শাস্ত্রগোপন এবং ঋষি বাক্যের অযথা ও কূটার্থে পরিপূর্ণ। একটী মিথ্যাকথা সংস্থাপন করিতে হইলে যেমন নানাবিধ মিথ্যার আরোপণ করিতে হয়, সেইরূপ একটী অপসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিতে গেলে বিবিধ অপসিদ্ধান্তের অবতারণা করিতে হয়। মনুরমতকে কি বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ সকল শাস্ত্রেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এবং যাঁহার মত স্বয়ং ভগবান নারায়ণ আজ্ঞাসিদ্ধ ও তর্কদ্বারা খণ্ডনীয় নহে বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অশাস্ত্রীয় বিষয়ের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন বলিয়া কাযেই সেই মনুর মতকে অপ্রধান, না হয় ন্যূনকল্পে যুগ বিশেষে অপ্রধান বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। বৃহৎপরাশর সংহিতাকে অপ্রামাণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্যও তিনি যত্ন করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাকে পৌনর্ভব পুত্রকে ঔরসপুত্রের সদৃশ বলিতে হইয়াছে। পুনর্ভূ ও পৌনর্ভব পুত্র কোন কালে কোন দেশে ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিলনা এবং আজিও নাই, তথাচ বর্ত্তমানকালে আমাদিগের সমাজে চলিতেছে ইহাঁও বলিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন নাই বা একটু মাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতে তাঁহার দোষ নাই, কারণ তিনি প্রচলিত কথার যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়াছেন,—অশাস্ত্রীয় বিষয়কে শাস্ত্রীয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলেই এইরূপ নানাবিধ অসম্বদ্ধ, অসার এবং অগ্রাহ্য কথা স্বভাবতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়।

এক্ষণে বিধবা-বিবাহ-বিচার পুস্তকে বিধবার বিবাহবিধি বেদ বিরুদ্ধ নহে প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা দেখুন,— (বি, বি, পু, ৮৪ পৃষ্ঠা)

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারীগণ, শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ ন্যায় বাগীশ, শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদগণ সকলেই বলিয়াছেন যে,—

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়িত তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত।

যেমন একযূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। যেমন একরজ্জু দুইযূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না।

এই বেদ অনুসরণ করিলে এক স্ত্রী দুই পতি বিবাহ করিতে পারে না ইহা নিশ্চিত হইতেছে। অতএব বিধবার পুনর্ব্বার পতিগ্রহণ বেদ বিরুদ্ধ। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার আরও সূক্ষ্ম বিচার উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, উক্ত বেদ-বাক্যের এরূপ অভিপ্রায় নহে, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই "যেমন এক যূপে দুইরজ্জু এককালে বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ একপুরুষ দুই বা ততোঽধিক স্ত্রী এককালে বিবাহ করিতে পারে। আর যেমন একরজ্জু দুইযূপে এককালীন বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ এককালীন বিবাহ করিতে পারে না।" অতএব তিনি স্থির করিয়াছেন যে, এক স্ত্রীর কালান্তরে অন্যপতি গ্রহণ করিতে এ বেদবাক্যে কোন বাধা হইতেছে না।

কিন্তু, পাঠকবর্গ দেখুন বেদবাক্যে কালবিশেষের কোন কথাই নাই। ইহাতে এইমাত্র উক্ত হইয়াছে যে, যেমন একযূপে একাধিক রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষে একাধিক স্ত্রী আবদ্ধ হইতে পারে। ইহাতে কোন কালবিশেষের কথা নাই, সুতরাং এমত স্থলে এই বিধি সকল কালের জন্যই গৃহীত হইয়া থাকে; অর্থাৎ কাল বিশেষের কথার অনুল্লেখ স্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে যেমন একযূপে এককালে অথবা কালক্রমে একাধিকরজ্জু বেষ্টন করা যাইতে পারে, সেইরূপ এক-পুরুষে এককালেই হউক অথবা কালে কালেই হউক, একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। এবং ব্যবহারেও এইরূপ কার্য্য দেখা যায়। পরে যেমন একরজ্জু এককালে অথবা কালক্রমে একযূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এককালেই হউক অথবা কালক্রমেই হউক একস্ত্রী একাধিক পতিগ্রহণ করিতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, একরজ্জু দ্বারা এককালে একাধিক যূপ বেষ্টিত হইতে পারে না বটে, কিন্তু কালান্তর ক্রমে এক রজ্জুদ্বারা একাধিকযূপ অনায়াসে বেষ্টিত হইতে পারে। সুতরাং এককালে এক স্ত্রী বহুপতি গ্রহণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু

কালান্তর ক্রমে ঐরূপ এক স্ত্রী বহুপতি গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ইহাতে একটী বিবেচ্য বিষয় আছে যে, যূপে কেবল সামান্য রজ্জু বন্ধন করিবার কথা কি এই বেদবাক্যে উক্ত হইয়াছে? যদি সামান্য রজ্জুমাত্র বন্ধন করিবার কথা হয়, তাহা হইলে এককালেই বা একগাছি রজ্জুদ্বারা একাধিক যূপ বেষ্টন করিবার বাধা কি? রজ্জুর পরিমাণ যদৃচ্ছাক্রমে বৃদ্ধি করিলে এককালে একগাছি রজ্জুদ্বারা বহুযূপও বন্ধন করা যাইতে পারে। সুতরাং ইহাতে এক স্ত্রীর এককালে বহুপতি গ্রহণ করিবার কোন বাধা নাই। অতএব এরূপ অর্থে বেদবাক্যের কোন উদ্দেশ্যই থাকে না। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন যে এই বেদবাক্যে যে রজ্জুর কথা উক্ত হইয়াছে, ইহা কেবলমাত্র রজ্জু নহে। কেবলমাত্র রজ্জু বুঝাইলে যূপ শব্দ প্রয়োগের কোনও আবশ্যকতা ছিল না; সামান্যতঃ কাষ্ঠস্তম্ভ (খোঁটা ইত্যাদি) বলিলেই যথেষ্ট হইত। যূপ শব্দের অর্থ,—যথা বাচস্পত্যাভিধানে, যজ্ঞীয় পশু বন্ধন কাষ্ঠ, এবং যজ্ঞে পশুবধার্থ স্তম্ভ (হাড়ি কাষ্ঠ) কাষ্ঠকেও বুঝায়। কিন্তু যজ্ঞে যূপে কেবলমাত্র রজ্জুবন্ধন করা হয় না। ইহা কেবল যজ্ঞবিশেষে দানার্থ পশুবন্ধন করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। অথবা কোন কোন যজ্ঞে পশুবধার্থ স্তম্ভে রজ্জুদ্বারা পশুবন্ধন করা হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে রজ্জুশব্দে যে রজ্জুদ্বারা পশুকে যূপে অথবা বধার্থ স্তম্ভে বন্ধন করা হয়, সেই রজ্জুকে বুঝাই-তেছে, কেবলমাত্র রজ্জুকে বুঝাইতেছে না; কারণ, কোনযজ্ঞে কখনই যূপে ও স্তম্ভে কেবল রজ্জুমাত্র বন্ধন করা হয় না।

এক্ষণে দেখুন বৃষোৎসর্গকালে যে যূপে বৃষ বন্ধন করা হয়, তাহাতে বৎসতরী চতুষ্টয় আবদ্ধ করিয়া উৎসর্গ করাহইয়া থাকে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, এককালে একযূপে একাধিক পশু আবদ্ধ করিয়া উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে, এবং ঐযূপে কালান্তরেও অন্য পশু উৎসর্গীকৃত হইতে পারে। সুতরাং এককালে এবং কালা-ন্তরেও এক পুরুষ একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু, এককালে এক পশু দুই কিম্বা ততোঽধিক যূপে আবদ্ধ করা হইতে পারে না এবং যে পশু একবার একযূপে আবদ্ধ করিয়া উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় কালান্তরে অন্যযূপে আবদ্ধ করিয়া উৎসর্গ করা হইতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ এক কন্যা এককালে একাধিক পতিতে উৎসর্গ করা যাইতে পারে না এবং যে স্ত্রী একবার একপতিতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাহাকে কালান্তরেও অন্য পতিতে উৎসর্গ করা হইতে পারে না।

যূপ শব্দে যদি পশুবধার্থ স্তম্ভকাষ্ঠকে বুঝায়, তাহা হইলেও অবিকল এই অর্থ বুঝাযায়। অনেকেই স্তম্ভে কেবল পশুবধ করিতে দেখিয়াছেন বন্ধন করিতে দেখেন

নাই, কিন্তু বাস্তবিক শাস্ত্রানুসারে ঐ পশুকে বন্ধন করিয়া হনন করিতে হয়। স্তম্ভকে পূজা করিয়া যে প্রার্থনা বাক্য বলা হয়, তাহাতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে পশুবধ ও বন্ধনার্থ স্তম্ভ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা,—

ওঁ স্তম্ভস্ত্বং স্তম্ভরূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।

যতাস্ত্বং পূজয়াম্যদ্য পশুবন্ধন হেতবে।

ওঁ স্তম্ভমূলে বসেদ্ব্রহ্মা স্তম্ভমধ্যে চ মাধবঃ। ইত্যাদি।

হেস্তম্ভ! তুমি স্তম্ভরূপ, ব্রহ্মা তোমাকে পশুবন্ধন হেতু পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব আমি তোমাকে পূজা করিতেছি। তোমার মূলদেশে ইত্যাদি,—

তৎপরে পাশ অর্থাৎ রজ্জুকে পূজা করিতে হয়। যথা,—

ওঁ পাশস্ত্বং বরুণাজ্জাতঃ সদা বরুণ দৈবতঃ ইত্যাদি।

এক্ষণে ইহা নিশ্চিত বুঝা যাইতেছে যে, হাড়িকাষ্ঠে পশুকে বন্ধন করিয়া পরে হনন করিতে হয়। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন যে এককালে একস্তম্ভে একাধিক পশু বন্ধন করিয়া ছেদন করা যাইতে পারে, এবং কালান্তরেও ঐ স্তম্ভে একাধিক পশু বদ্ধ করিয়া ছেদন করা যাইতে পারে এবং সেইরূপ এক পুরুষে এককালে অথবা কালান্তরে একাধিক স্ত্রী নিয়োজিত হইতে পারে। কিন্তু যেমন এককালে একপশু দুই স্তম্ভে আবদ্ধ করিয়া হনন করা যাইতে পারে না, এবং যে পশু একবার একস্তম্ভে আবদ্ধ করিয়া ছেদন করা হইয়াছে, সেই উৎসর্গীকৃত অথবা ছিন্ন পশু কালান্তরে স্তম্ভান্তরে পুনরায় উৎসর্গ অথবা ছিন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ একস্ত্রী এককালে অথবা কালান্তরে একাধিক পতিতে নিয়োজিত হইতে পারে না।

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন যে পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, একস্ত্রী এককালে অথবা কালান্তরে কখনই এক পতিভিন্ন দ্বিতীয় পতি পরিণয় করিতে পারে না। সুতরাং বিধবার পুনর্ব্বিবাহ ইহাদ্বারা স্পষ্টাক্ষরে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বেদবাক্যের যেরূপ তাৎপর্য্য গঠন করিয়াছেন, তাহার পোষকতা করিবার জন্য মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠোদ্ধৃত একটী বেদবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার ব্যাখ্যা ও মন্তব্য দেখাইয়া ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, উক্ত বেদবাক্যে স্ত্রী এককালে বহুপতি গ্রহণ করিতে পারে না, ইহাই বেদের তাৎপর্য্য; উক্ত বেদবাক্যে কালান্তরে বহুপতি করিবার নিষেধ বুঝায় না। তাঁহার উদ্ধৃত বেদ এই,—

নৈকস্যা বহবঃ সহ পতয়ঃ ।

এক স্ত্রীর এককালে বহুপতি হইতে পারে না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ধৃত নীলকণ্ঠের টীকা,—

সহেতি যুগপদ্বহু পতি-নিষেধো বিহিতো নতু সময়ভেদেন ।

দ্রৌপদীর বিবাহ কালে যখন পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন, তখন দ্রুপদ রাজা একস্ত্রীর বহুপতিত্ব বেদবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন।

দ্রুপদ উবাচ ।

একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন ।
নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ ॥ ২৭
লোকবেদ-বিরুদ্ধং ত্বং নাধর্ম্মং ধর্ম্মবিচ্ছুচিঃ ।
কর্ত্তুমর্হসি কৌন্তেয় ! কস্মাত্তে বুদ্ধিরীদৃশী ? ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সূক্ষ্মো ধর্ম্মো মহারাজ ! নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিম্ ।
পূর্ব্বেষা মানুপূর্ব্ব্যেণ যাতং বর্ত্মানুয়ামহে ॥ ২৯

আদিপর্ব্বে বৈবাহিক পর্ব্বণি। ১৯৫ অধ্যায় ।

দ্রুপদ বলিতেছেন।

হে কুরুনন্দন ! একপুরুষের বহুপত্নী বিহিত। কিন্তু একস্ত্রীর বহুপতি কখন শুনিনাই। ২৭।

হে কৌন্তেয় ! ব্যবহার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ম্মকার্য্য তোমার করা উচিত নহে। তোমার এরূপ বুদ্ধি কেন হইল ? ২৮।

যুধিষ্ঠির বলিতেছেন ।

হে মহারাজ ! আমি ধর্ম্মের গূঢ়তাৎপর্য্য জানিনা। পূর্ব্ব মহাত্মারা যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, আমিও সেই সাধুদিগের পন্থাবলম্বন করি। ২৯।

দেখুন, এস্থলে দ্রুপদের বাক্যে এককালে অথবা কালান্তরে একস্ত্রীর বহুপতি হইবার কথা কিছুই নাই। তিনি এইমাত্র বলিয়াছেন যে, পুরুষের বহুপত্নী হইতে পারে, কিন্তু একস্ত্রীব বহুপতি হইতে কখনও শুনিনাই, এবং ইহা বেদ ও ব্যবহার

বিরুদ্ধ। পুরুষের এককালে বহুপত্নী হইতে পারে, কিন্তু কালান্তরে কেহ পত্নীগ্রহণ করিতে পারে না যদি উহাতে এরূপ অর্থ বুঝাইত, তাহা হইলে উহার বিপরীত স্থলে অর্থাৎ একস্ত্রীর এককালে বহুপতি হইতে পারে না, কিন্তু কালান্তরে একাধিক পতিগ্রহণ করিতে পারে, এরূপ বুঝাইতে পারিত। কিন্তু যখন পুরুষের এককালে অথবা কালান্তরে বহুপত্নী গ্রহণ লোকবিরুদ্ধ বা বেদবিরুদ্ধ নহে, তখন কেবলমাত্র এককালেই একস্ত্রীর বহুপতি গ্রহণ লোকবিরুদ্ধ, কিন্তু তাহা কালান্তরে হইলে, কিছুতেই বিরুদ্ধ হয় না এরূপ অর্থ কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। যদি কালান্তরে একস্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ করা বেদসঙ্গত হইত, তাহা হইলে পঞ্চ পাণ্ডব যখন দ্রৌপদীর সহিত পত্নীত্ব ব্যবহার করিবার কাল নিয়ম করিয়া ছিলেন, তখন এক এক জনের পর্য্যায় সমাপ্ত হইলে পর পর বিবাহ করিতে পারিতেন, এবং এরূপ বেদসম্মত উপায় থাকিতে দ্রৌপদীকে এক সঙ্গে বিবাহ করিয়া বেদ-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কখনই সম্মত হইতেন না ; আর ইহাতে তাঁহাদিগের মাতৃ আজ্ঞাও প্রতিপালিত হইত এবং ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্যও করিতে হইত না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদি ও তাৎকালিক সকলেই এ উভয় পন্থাই বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া জানিতেন। সুতরাং যুধিষ্ঠির এরূপ বেদ বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন জন্য পূর্ব্বতন সাধুগণ গুরু আজ্ঞায় যে নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন তাহারই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত নীলকণ্ঠের টীকায় তাহা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নীলকণ্ঠের সমুদয় টীকা উদ্ধৃত করেন নাই, কেবল তাঁহার মনোমত অংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নীলকণ্ঠের টীকা এই,—

“নৈকস্যা বহবঃ সহপতয়ঃ। ইতি শ্রুত্যা সহেতি যুগপদ্বহু পতিত্ব নিষেধো বিহিতো নতু সময়ে ভেদেন ততশ্চাপি নিষিদ্ধং, মাত্র।

“সমেত্য ভুঙক্ত” ইত্যাজ্ঞপ্তঞ্চ ন লঙ্ঘনীয়ং পিত্রো রাজ্ঞয়া নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যং পরশুরামকৃত মাতৃবধবৎ কিমুতা নিষিদ্ধ মিতি ভাবঃ।

“এক স্ত্রীর একসঙ্গে বহু পতি হইতে পারেনা” এই বেদ বাক্যানুসারে এক সঙ্গে বহুপতি হওয়া নিষিদ্ধ হইতেছে।“তু” কিন্তু সময় ভেদে নিষিদ্ধ নহে, এই তাৎপর্য্য আশঙ্কা ক্রমে টীকাকার বলিতেছেন, “ততশ্চাপি নিষিদ্ধং”। “ততশ্চাপি” সময় ভেদেও নিষিদ্ধ নিশ্চিত। অতএব “মাত্র’ অত্র বিষয়ে অর্থাৎ এক স্ত্রীর বহু পতিত্ব

বিষয়ে কি এক কালে কি কাল ক্রমে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইতেছে। অতঃপর যখন এক স্ত্রীর বহুপতি গ্রহণ এক কালে অথবা কাল ক্রমে কোন মতেই বেদ বিহিত হইতেছে না, তখন যুধিষ্ঠির এরূপ বেদ ও ব্যবহার বিগর্হিত কার্য্য কেন করিয়াছিলেন তাহার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। যথা,—

যখন পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদীকে যুদ্ধে জয় করিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মাতা বলিয়াছিলেন "সমেত্য ভুঙ্‌ক্ত" অর্থাৎ তোমরা সকলে সমানে ভোগ কর। পূর্ব্বকালে পরশুরাম যেমন মাতৃ হত্যা নিষিদ্ধ হইলেও অনুল্লঙ্ঘনীয় পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন, ইহাঁরাও সেইরূপ এক স্ত্রীর বহুপতি বেদ বিরুদ্ধ হইলেও অনুল্লঙ্ঘনীয় মাতৃ আজ্ঞায় দ্রৌপদীকে পঞ্চ ভ্রাতায় এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিলেন যে নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নহে। "ততশ্চাপি নিষিদ্ধং" এই শেষ বাক্যটি গোপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অপ্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা সকলেই অবিসম্বাদিতরূপে স্বীকার করিবেন যে বেদব্যাস আমাদিগের অপেক্ষা বেদের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য ভাল বুঝিতেন। স্ত্রী দিগের কালান্তরে অন্যপতি গ্রহণ যে অবৈধ ও মহাপাতকজনক তাহা তিনি মহাভারতে স্পষ্টতঃ মীমাংসা করিয়াছেন। যথা

ন চাপ্য ধর্ম্মঃ কল্যাণ! বহুপত্নীকতা নৃণাম্।
স্ত্রীনামধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে ॥৩৬

আদিপর্ব্ব বকবধপর্ব্বণি, ১৫৮ অধ্যায়।

নীলকণ্ঠের টীকা—

পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে,—তংবিনা ভর্ত্ত্রন্তর করণে॥

হে কল্যাণ! পুরুষের বহু পত্নীকতা দোষাবহ নহে। কিন্তু স্ত্রী দিগের পক্ষে পূর্ব্ব পতি বিনা অন্যপতি গ্রহণ করা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই।

বেদ ব্যাস "কি নৈকস্যৈ বহবঃ সহপতয়ঃ" এইশ্রুতির অর্থ বুঝেন নাই? যদি ইহার অর্থ এরূপ হইত যে, এক কালে বহু পতি স্ত্রী দিগের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু কালক্রমে বহুপতি হইতে পারে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, এই বেদ আমরা যেরূপ বুঝিতেছি বেদব্যাস সেরূপ না বুঝিয়া পতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে বিধবা অন্যপতি গ্রহণ করিলে তাহার মহাপাতক হয় বলিয়াছেন। নতুবা এই শ্রুতি অনুসারে স্ত্রী লোকের কাল ক্রমে অন্যপতি গ্রহণ নিষিদ্ধ না হইলে বিধবার অন্যপতি গ্রহণে মহা

পাতক হয় ইহা বলিবার কোন সার্থকতাই থাকে না। কিন্তু কেহই একথা বলিতে সাহসী হইবনে না যে, বেদব্যাস এ শ্রুতির প্রকৃত অর্থ বুঝেন নাই অথবা বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ মহাপাতক জনক তাঁহার একথা অশাস্ত্রীয় এবং বেদ বিরুদ্ধ। মহাভারতে বেদব্যাস বেদবাক্য নিবদ্ধ করিয়াছেন, এ বিশ্বাস যদি আমাদিগের ভ্রমাত্মক না হয়, তাহা হইলে নীলকণ্ঠই বলুন আর মিত্রমিশ্রই বলুন বেদব্যাস যে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা কাহারও কল্পনা-প্রসূত-বেদার্থ বলবত্তর নহে। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, "স্ত্রীণামধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে" এই ব্যাসবাক্যে বেদের প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। অতএব "নৈকস্য বহবঃ সহপতয়ঃ" এ শ্রুতি দেখাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী দিগের কালক্রমে বহুপতি হইতে পারে, ইহা শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা ব্যাসবাক্যে সমূলে খণ্ডিত হইতেছে।

মনুও বলিয়াছেন,—

ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনংপুনঃ।৬৫।৯

কুল্লূক ভট্টের টীকা,—

ন চ বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্রেঽন্যেন সহ পুনর্ব্বিবাহ উক্তঃ।

বিবাহ বিধিতে বিধবার অন্য পুরুষের সহিত পুনর্ব্বিবাহ উক্ত হয় নাই।

অতএব ইহাতে বিধবার কালান্তরে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে।

পরাশরও বলিয়াছেন যে, স্ত্রীদিগের পুনরায় বিবাহ নাই, ইহা বেদ বিরুদ্ধ বৃহৎপরাশরে চতুর্থ অধ্যায়ে যথা,—

স্ত্রীণামুদ্বাহ একো বৈ বেদোক্ত পাবনো বিধিঃ।
স্ত্রী পুংসো র্যত্র বিন্যাসঃ স্বম্বোরন্যোন্য মুচ্যতে॥

যেখানে স্ত্রী যজ্ঞাদিক্রিয়া দ্বারা পুরুষে বিন্যস্ত হয় তাহাকে বিবাহ বলে। স্ত্রী দিগের একবার বিবাহই বেদে উক্ত হইয়াছে, এবং ইহা পবিত্র বিধি।

এস্থলে পরাশর স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, বেদে স্ত্রীদিগের একবার বিবাহই উক্ত হইয়াছে। ইহাতে স্ত্রীদিগের দুইবার বিবাহ অর্থাৎ কালান্তরে অন্যপতি গ্রহণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নিঃসংশয়িতরূপে সিদ্ধ হইতেছে। আর পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, এককালেও স্ত্রীদিগের বহুপতি হইতে পারে না। সুতরাং ইহা নিশ্চিত হইতেছে যে, স্ত্রীদিগের একাধিক পতি এককালেও হইতে পারে না এবং কালান্তরেও হইতে পারে না। এ উভয়ই বেদ বিরুদ্ধ।

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, ব্যাস, মনু ও পরাশর বাক্যে কালান্তরে অন্যপতি গ্রহণ স্ত্রীদিগের পক্ষে স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখা অপেক্ষা বেদব্যাসের মনুর ও পরাশরের ব্যাখ্যা যে সহস্র সহস্র গুণে বলবত্তর, তাহা আর বলিতে হইবে না। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা বিবাহ বেদ-বিরুদ্ধ নহে প্রমাণ করিতে অনর্থক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল হইতেছে এবং তাঁহার কথা যে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় এবং অবশ্য অগ্রাহ্য তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

বেদ বিষয়ে ইংরাজী মতের প্রতিবাদ পুস্তকে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি যে বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে বলিয়া আমি পাঠকবর্গের পর্য্যালোচনার্থ উদ্ধৃত করিলাম।

"দেবো ন যঃ পৃথিবী বিশ্বধারা উপক্ষেতি হিত মিত্রোন রাজা। পুরঃসদঃ শর্ম্মসদো ন বীরা অনবদ্যাপতি জুষ্টেব নারী।" (ঋ ১ অং ৫ অং ১৯ বং)

চূড়ামণিকৃত অনুবাদ,—

"অনুকূল মিত্রযুক্ত রাজা যেরূপ সর্ব্বজন প্রিয় হয়েন, পিতৃগৃহবাসী পুত্র যেরূপ সুখী হয়েন, সূর্য্য যেরূপ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, এক পতিভুক্তানারী যেরূপ পাতিব্রত্যধর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধা বলিয়া সমস্ত সৎকার্য্যে যোগ্যা হয়েন।"

এই বেদবাক্যদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যে স্ত্রী দেহান্ত পর্য্যন্ত এক পতিতেই অনুরক্ত, তাঁহাকেই পতিব্রতা বলা যায় এবং তিনিই শুদ্ধা ও সমস্ত সৎকার্য্যে সহায়তা করিবার যোগ্যা, নতুবা যে স্ত্রী একপতি বিয়োগে অন্যপতি গ্রহণ করেন, এবং তাঁহারও মৃত্যু হইলে অন্য পতির আশ্রয় লন ও এইরূপে হয়ত দীর্ঘায়ু হইলে ক্রমে পঞ্চগোত্র পরিভ্রমণ করিলেন এবং যখন যাঁহার আশ্রয় লইলেন তখন তাঁহারই অনুরক্ত থাকিলেও তাঁহাকে পতিব্রতা বলা যায় না। সুতরাং তিনি শুদ্ধা নহেন এবং কোন সৎকার্য্যে লিপ্ত হইতে তাঁহার যোগ্যতা নাই। এরূপ স্ত্রী ভদ্র সমাজে অবশ্যই পরিত্যজ্য। এই জন্যই সকল শাস্ত্রকারেরা একস্বরে বলিয়াছেন যে পর-পূর্ব্বা স্ত্রী অশুদ্ধা; জঘন্যা, পতিতা ও তাহার অন্ন অভোক্তব্য, সুতরাং বর্জ্জনীয়া। ধর্ম্মে সহায়তা করে বলিয়া স্ত্রীকে ধর্ম্মপত্নী বলা যায়। অতএব যে স্ত্রী ধর্ম্মকার্যে অযোগ্যা তাহার পুনঃ সংস্কার দ্বারা ধর্ম্মপত্নীত্ব যে সিদ্ধ হয় না, ইহা এই বেদবাক্যে স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে। সুতরাং তদ্‌গর্ভে ঔরসজাত সন্তানও যে শুদ্ধ নহে এবং শাস্ত্রীয় ঔরসপুত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ইহা এই বেদ বাক্যেই সিদ্ধ হই-

তেছে। তথাপি বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিবেন যে, সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে বিধবার বিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং পুনঃ সংস্কৃতা বিধবা প্রথম বিবাহিতা অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নীর তুল্য। তাঁহার মীমাংসা যে, বেদ, স্মৃতি ও ব্যবহার বিরুদ্ধ, ইহা স্পষ্টাক্ষরে দেখিয়াও তিনি কেবল গায়ের জোরে বলিবেন যে,বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও সকল কালে প্রচলিত ছিল। একথা যে তিনি কোথা হইতে পাইলেন, তাহাত আমরা খুঁজিয়া পাইতেছিনা এবং তিনিও ইহার একটীও প্রমাণ দিতে পারেন নাই। অর্জ্জুনের ঔরসে পরক্ষেত্রে ইরাবানের জন্মকথা লইয়াই বোধহয় তিনি বারম্বার বলিয়াছেন যে পুরাকালে ইহা প্রচলিত ছিল। পাঠকবর্গকে তাঁহার প্রমাণের অবস্থা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি। তিনি শাস্ত্রগোপন করিয়া যে চাতুরীজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইয়াছি যে তাহাতে বিধবার বিবাহ হয় নাই। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কল্পনা প্রসূত চিত্র মাত্র। যাহা ভদ্র সমাজে গৃহীত হয় নাই, তাহা প্রচলিত বলা যায় না। কত স্ত্রী কুলত্যাগ করিয়া ব্যভিচারিণী হইতেছে, অনেক হিন্দু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও আজকালকার ব্রাহ্ম হইতেছে। কিন্তু তা বলিয়া স্ত্রীদিগের কুলত্যাগ, খৃষ্ট ও ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করা হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে না কারণ হিন্দু সমাজে কুলত্যাগিনী ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দিগকে কখন গ্রহণ করেন নাই। ভীল, কোল, হাড়ি বাগদী ইত্যাদি অসভ্য ও অস্পৃশ্য জাতিদিগের মধ্যে যেমন এখনও নিকা প্রচলিত আছে, সেইরূপ পূর্ব্বকালেও জঘন্য জাতির মধ্যে উহা প্রচলিত থাকিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, কিন্তু ভদ্রসমাজের মধ্যে বিধবার অন্যপতি গ্রহণ কখনই প্রচলিত ছিলনা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পাঠকবর্গ এখন দেখিলেন যে, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ সকলেই বিধবা বিবাহের বিরোধী তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন্ কথায় বলে হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সর্ব্বশাস্ত্রের মূল বেদ পর্য্যন্তও অবহেলা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ? তাঁহার একমাত্র অবলম্বন এই—

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

পরাশরসংহিতা ৪র্থ অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

পতি নিরুদ্দেশ, মৃত, গৃহাশ্রমত্যাগী, ক্লীব ও পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের এই পাঁচ আপাৎকালে অন্যপতি বিধান করে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় লঘুপরাশরে এই বচন দেখিয়া ইহাই অবলম্বন করিয়া সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। লঘুপরাশরের এই বচন বিবাহ বিধায়ক কি না ? ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পাঠকবর্গ লঘুপরাশরোক্ত আর একটী বিষয়ের মীমাংসা করিয়া পরে ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। কারণ বক্ষ্যমান বিষয়ের মীমাংসা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, লঘুপরাশরে প্রসঙ্গক্রম যে কথা উল্লিখিত হইয়াছে কেবল তাহাইমাত্র অবলম্বন করিলে শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায়ানুযায়ী মীমাংসায় কোনমতেই উপস্থিত হইতে পারা যায় না।

লঘু পরাশরে লিখিত আছে যে,—

ওঘ বাতাহতং বীজং যথা ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রী তল্লভতে বীজং ন বীজী ভাগমর্হতি ॥ ১৮। ৪
তদ্বৎ পরস্ত্রিয়াঃ পুত্রৌ দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ ॥ ১৯। ৪
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ।
দদ্যান্মাতা পিতাবাপি স পুত্রো দত্তকোভবেৎ ॥ ২০। ৪

জল ও বায়ু প্রবাহে তাড়িত হইয়া অন্যের বীজ অন্যের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলে ক্ষেত্রস্বামী যেমন সেইবীজের ফলভাগী হয়, বীজস্বামী তাহার অংশ পাইবার যোগ্য

হন না। সেইরূপ পরস্ত্রীতে কুণ্ড ও গোলক দুইপুত্র জন্মে। পতি জীবিত থাকিতে জন্মিলে কুণ্ড আর পতি মরিলে পর জন্মিলে গোলক বলে। ১৮। ১৯

ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত ও কৃত্রিম ইহারা পুত্র। যাহাকে মাতা অথবা পিতা দান করে, তাহাকে দত্তক কহে। ২০।

এক্ষণে দেখুন, পরাশর বলিতেছেন যে, জল ও বায়ুপ্রবাহে যদি অন্যের বীজ আর একজনের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে তাহাহইলে ক্ষেত্রস্বামী যেমন সেই বীজজাত ফলপ্রাপ্ত হয়, এবং বীজস্বামী যেমন সেইফলের কোন অংশভাগী হয় না, সেইরূপ পরক্ষেত্রে অর্থাৎ অন্যের স্ত্রীতে পুরুষান্তর জাত কুণ্ড ও গোলক নামক যে দুইপ্রকার পুত্র জন্মিতে পারে (উপরোক্ত বচনানুসারে পরাশরের মতে স্বামীবর্ত্তমানে পরক্ষেত্রে পুরুষান্তরজাত যে সন্তান, তাহার নাম কুণ্ড, ও স্বামী অবর্ত্তমানে পরক্ষেত্রে পুরুষান্তরজাত যে সন্তান তাহার নাম গোলক) তাহারা ক্ষেত্রস্বামীরই পুত্র হইবে, বীজস্বামীর পুত্র হইবে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, পরক্ষেত্রে পুরুষান্তর দ্বারা উৎপাদিত কুণ্ড ও গোলক যাহার স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহারই ক্ষেত্রজ সন্তান হইবে। এবং তৎপর বচনে পরাশর, ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত ও কৃত্রিম সন্তানের বিধি দিয়াছেন। এস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে নন্দ পণ্ডিতের ব্যাখ্যানুসারে ক্ষেত্রজপুত্র ঔরসপুত্রের উপলক্ষণমাত্র অর্থাৎ পরাশর বচনে ক্ষেত্রজ বলিতে অন্যের ক্ষেত্রে স্বীয়ঔরসজাতপুত্র বুঝিতে হইবে না। ক্ষেত্রজশব্দ ঔরসের বিশেষণ কল্পনা করিয়া স্বীয়ক্ষেত্রে স্বীয় ঔরসজাতপুত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু,স্মৃতিশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ঔরস পুত্র বলিতে স্বক্ষেত্রে স্বীয় ঔরসজাতপুত্র বলিয়া বুঝায়। সুতরাং ঔরসপুত্র বলিয়া আবার তাহার ক্ষেত্রজ বিশেষণ দিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করিলে এইরূপ বুঝায় যে, ঔরসপুত্র দুইপ্রকার স্বক্ষেত্রজ ঔরসপুত্র ও পরক্ষেত্রজ ঔরসপুত্র। কিন্তু কোন শাস্ত্রে এরূপ দুইপ্রকার ঔরসপুত্রের বিধান নাই। পরক্ষেত্রে নিয়োগানুসারে যে পুত্র হয় সে বীজীরপুত্র হয় না, সুতরাং সে ক্ষেত্রীর ক্ষেত্রজপুত্র বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অতএব কাহার ক্ষেত্রজ সন্তানকে বীজস্বামীর ঔরসপুত্র বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে না। এবং পরক্ষেত্রে (পুনঃ সংস্কৃতা হইয়া) অন্যোৎপাদিত সন্তানকে শাস্ত্রে বীজস্বামীর পৌনর্ভবপুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং পৌনর্ভব পুত্রকেও বীজস্বামীর পরক্ষেত্রজ ঔরসপুত্র বলিয়াও আশঙ্কা হইতে পারে না। অতএব যখন পরক্ষেত্রজ ঔরসপুত্র বলিয়া কোন শাস্ত্রে এমন পুত্রের উল্লেখ নাই, তখন ঔরসপুত্রের ক্ষেত্রজ বিশেষণ দিবার কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে না। বাস্তবিক পরাশর উক্ত বচনে শাস্ত্রীয় ক্ষেত্রজ পুত্রেরই কথা বলিয়াছেন। মনু দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে যে ছয় জনকে পুত্রদায়াদ বান্ধব ও ছয় জনকে অদায়াদ বান্ধব

বলিয়া বিভাগ করিয়াছেন, ঐ ছয়জন দায়াদ বান্ধবের মধ্যে উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা নির্ব্বাচন করিয়া পরাশর চারিপ্রকার পুত্রের বিধান দিয়াছেন এবং অপর গুলিকে বর্জন করিয়াছেন।

মনু বচন নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল, পাঠকবর্গ পরাশরের বচনের সহিত ইহা মিলাইয়া দেখুন যে, মনুবচনের কতক অংশ লঘুপরাশরে অবিকল উদ্ধৃতত হইয়াছে কিনা ?

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্ ॥ ১৫৯ ৯।
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ন্দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদ বান্ধবাঃ ॥ ১৬০।

এক্ষণে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে সংহিতাকর্ত্তা মনুবচনের “ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ” এই অংশমাত্র গ্রহণ করিয়া গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ন্দত্ত ও শৌদ্র ইহাদিগকে বর্জন করিয়াছেন। যদি মনু বচনে “ক্ষেত্রজশ্চৈব” শব্দে ক্ষেত্রজ পুত্র পৃথক্ রূপে বুঝায়, তাহাহইলে লঘু পরাশরেও ঐরূপ বুঝাইবে। কিন্তু মনুস্মৃতিতে “ক্ষেত্রজ শ্চৈব” শব্দে ক্ষেত্রজ সন্তানকে পৃথকরূপে বুঝাইতেছে, আর পরাশরস্মৃতিতে পাঠ একই, অথচ ক্ষেত্রজ শব্দ ঔরসের বিশেষণ হইবে; একথার ত কোন অর্থই নাই, বরং “ওঘ বাতাহতং” ইত্যাদি বচনে ক্ষেত্রজ সন্তানের যে প্রস্তাব অবতরণ করাহইয়াছে, তাহাতে ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইতেছে। অতএব পরাশর যে ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি দিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন শাস্ত্রান্তরের সহিত পরাশর বচনের একবাক্যতা না করিয়া যদি কেবল ঐ তিনটী বচন মাত্র অবলম্বন করিয়া পুত্র বিষয়ে ব্যবস্থা দেওয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, কুণ্ড ও গোলক ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে গৃহীত হওয়া শাস্ত্র সম্মত এবং পরাশরের মতে বিচার সিদ্ধ। কিন্তু, মনু বলিয়াছেন যে, কুণ্ড ও গোলক পর ক্ষেত্রে অন্য পুরুষদ্বারা কামতঃ উৎপন্ন হয়, সুতরাং তাঁহারা জারজ সন্তান। অতএব কাহারও পুত্র নহে। অর্থাৎ না ক্ষেত্রস্বামী না বীজ স্বামী কেহই তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। জারজ পুত্র বলিয়া তাহারা উভয়েরই পরিত্যাজ্য। যথা, মনু,—

পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃস্যান্মৃতেভর্ত্তরি গোলকঃ ॥ ১৭৪।৩

তৌ তু জাতৌ পরক্ষেত্রে প্রাণিনৌ প্রেত্য চেহ চ।
দত্তানি হব্যকব্যানি নাশয়েতে প্রদায়িনাম্॥ ১৭৫।৩

পরদারে কুণ্ড ও গোলক নামে দুই পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে পতি জীবিত থাকিতে যে পুত্র হয়, তাহাকে কুণ্ড এবং পতির মৃত্যু হইলে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে গোলক কহে। ১৭৪।

পরক্ষেত্রে জাত এই দুই প্রকার প্রাণী ইহলোকে এবং পরলোকে প্রদাতার দত্ত হব্য কব্য নাশ করে। ১৭৫।

বৃদ্ধ গৌতমে ভগবদ্বাক্য,—
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ তাবুভৌ কুণ্ডগোলকৌ॥
আরূঢ়বনিতো জাতঃ পতিতস্যাপি যঃ সুতঃ॥
ষড়েতে বিপ্রচণ্ডালা নিষিদ্ধাঃ শ্বপচাদপি॥ ৪ অ।

কানীন, সহোঢ়, কুণ্ড, গোলক, যে স্ত্রী চিতারোহণ করিয়া প্রত্যাগতা হইয়া পুনরায় পতি গ্রহণ করিয়াছে তাহার পুত্র ও পতিতের পুত্র এই ছয় জন ব্রাহ্মণ হইলেও চণ্ডাল এবং চণ্ডালাপেক্ষাও অধম।

এক্ষণে দেখুন লঘুপরাশরের বচনানুসারে বলিতে হইতেছে যে, পরাশর কুণ্ড ও গোলক পুত্রদ্বয় ক্ষেত্রজ সন্তানের শ্রেণীভুক্ত করিয়া লোক সমাজে শাস্ত্রীয় পুত্র প্রতিনিধির ন্যায় প্রচলিত করিতে বিধি দিয়াছেন। কিন্তু, মনু তাহাদিগকে ব্যভিচার জাত জারজ সন্তান বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন ও তাহারা হব্য কব্যে বর্জনীয় বলিয়া বিধি দিয়াছেন, এবং নারায়ণ কুণ্ডগোলক পুত্রদ্বয়কে বিপ্রচণ্ডাল ও চণ্ডালাপেক্ষা অধম বলিয়াছেন। অতএব লঘুপরাশরে প্রসঙ্গক্রমে যে দুই একটী স্থূল স্থূল বাক্য উক্ত হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া যদি এইরূপ ব্যবস্থা স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে যে কি ভয়ানক, অশাস্ত্রীয়, লোক-বিরুদ্ধ এবং অপ্রচলিত ব্যবস্থায় উপনীত হইতে হয়, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। লঘু পরাশরে প্রসঙ্গক্রমে যে এক একটী কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বাপর কোন কথাই বলা হয় নাই, সুতরাং অস্পষ্ট ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। কাজেই তাহার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগস্থল স্থির করিবার জন্য শাস্ত্রান্তরের সহিত যোগ করিতেই হইবে, নতুবা কোন ক্রমেই প্রকৃত শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবস্থায় উপনীত হইতে পারা যাইবে না।

মন্নু ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি দিবার কালে বলিয়াছেন,—

ওঘবাতাহৃতং বীজং যস্য ক্ষেত্রে প্ররোহতি।

ক্ষেত্রিকস্যৈব তদ্বীজং ন বপ্তা লভতে ফলম্ ।। ৫৪। ৯

জলস্রোত ও বায়ু কর্ত্তৃক আহৃত বীজ যাহার ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়, সেই ক্ষেত্র স্বামীরই সেই বীজ জানিবে। বীজস্বামী ফললাভ করিতে পারেন না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, লঘুপরাশরে এই মন্নু বচনটাই দুই চারিটী স্থলে পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে ; এবং ঐরূপ শাস্ত্রোক্ত তৃতীয় অধ্যায়ের কুণ্ড গোলকের পারিভাষিক বচন একটী শব্দে মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু, কুণ্ড গোলক সম্বন্ধে পর পর বচনে মন্নু যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত না করাতে এবং এক প্রকরণের কথা অন্য প্রকরণের সঙ্গে সংযুক্ত করাতে শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় এককালে বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ঘোরতর অশাস্ত্রীয় বিধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, সংহিতা প্রণয়ণকর্ত্তা অনবধানতা বশতঃ এক স্থানের কথা অন্য স্থানে আনিয়া এরূপ বিষময় ফলোৎপাদন করিয়াছেন। নতুবা পরাশর এরূপ অবৈধ ব্যবস্থা কখনও বলেন নাই। কারণ, তিনিও কুণ্ড গোলককে অপাংক্তেয় এবং হব্য কব্যে বর্জনীয় বলিয়াছেন।

বৃহৎ পরাশরে যথা,—

ভার্য্যাজিতোঽনপত্যশ্চ কুণ্ডাশী কুণ্ডগোলকঃ।

পিত্রাদিত্যাগকৃৎতেন বৃষলী পতিত স্তুথু ।।

*   *   *   *

গ্রহ সূচক দ্যুতোচ পিতৃ শ্রাদ্ধেষু বর্জিতাঃ ।। ৫ অঃ

স্ত্রীজিত, অনপত্য, কুণ্ডের অন্নভোজী, কুণ্ড, গোলক, যে পিতাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, বৃষলী, পতিত, গ্রহনক্ষত্র গনণাদ্বারা যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ও ব্যভিচার সংঘটন কারী ইহারা পিতৃশ্রাদ্ধে বর্জনীয়।

পরাশর কুণ্ড গোলককে একবার বর্জনীয় বলিয়া আবার যে ক্ষেত্রজ সন্তান বলিয়া গ্রহণীয় বলিয়াছেন, ইহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারা যায়না। বৃহৎ পরাশরোক্ত কুণ্ড গোলক সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত সুতরাং লোকাচারানুমত, এবং লঘুপরাশরোক্ত বিধি যাবতীয় শাস্ত্র ও লোকাচার বিরোধী। এমত স্থলে ইহা

অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বৃহৎপরাশরোক্ত ব্যবস্থাই পরাশরের প্রকৃত অভিপ্রায়ানুযায়ী এবং লঘু পরাশর প্রণেতা পরাশরের ধর্ম্ম ব্যবস্থা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া এরূপ অবৈধ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ঐরূপ পরাশর স্ত্রীদিগের পতি নিরুদ্দেশ, মৃত, গৃহাশ্রমত্যাগী, ক্লীব অথবা পতিত হইলে, এই পাঁচ আপৎকালে তাহাদিগকে অন্য পতি গ্রহণ করিবার বিধি দিবার জন্য "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন বলেন নাই। কারণ, সুব্রত পরাশরের ধর্ম্মব্যাখ্যা যাহা প্রচার করিয়াছেন, (অর্থাৎ বৃহৎ পরাশরে) তাহাতে এরূপ কোন বিধি বাক্যের কথাই নাই এবং কোন স্থলে এরূপ অভিপ্রায়ের আভাসও নাই। প্রত্যুতঃ ইহার বিপরীত ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। বৃহৎ পরাশরে যথা,—

স্ত্রীণামুদ্বাহ একোবৈ বেদোক্তঃ পাবনো বিধিঃ।
স্ত্রী পুংসোর্যত্র বিন্যাসঃ সুমন্ত্রৈরন্যোন্য মুচ্যতে॥ ৪র্থ অঃ

যে স্থলে যজ্ঞাদিদ্বারা স্ত্রী পুরুষে বিন্যস্ত হয়, তাহাকে স্ত্রী দিগের উদ্বাহ বলে, এবং এই উদ্বাহ একবারই হইয়া থাকে। এইরূপ পবিত্র বিধি বেদে উক্ত হইয়াছে।

ইহাতে পরাশর স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, যজ্ঞাদিদ্বারা যে স্থলে স্ত্রী পুরুষে সংযোগ নিষ্পাদিত হয়, তাহাকে স্ত্রীদিগের বিবাহ বলে। এবং বেদে এরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে যে স্ত্রীদিগের বিবাহ একবারই হইবে। অতএব পরাশরের এরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বে স্ত্রীদিগের পুনঃ বিবাহ বিধান করা পরাশরের অভিপ্রেত বলা যাইতে পারে না। যিনি স্ত্রীদিগের বিবাহ একবার মাত্র হইতে পারে বলিয়া বিধি দিয়াছেন, এবং ইহা বেদোক্ত বিধি বলাতে ইহার অন্যথাচরণে যে বেদ বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে, পরাশরের এরূপ অভিপ্রায় এই বাক্যেই সিদ্ধ হইতেছে; এরূপ স্থলে তিনি যে নিজেই আবার স্ত্রীদিগকে বেদবিরুদ্ধ পুনঃ পতিগ্রহণ করিতে বিধি দিবেন ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আরও দেখুন যে সকল স্ত্রী এই শাস্ত্রীয় বিধি না মানিয়া পূর্ব্বপতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যপতি আশ্রয় করে, পরাশর তাহাদিগকে পুনর্ভূ বলিয়াছেন, এবং তাহাদের অন্ন অভোক্তব্য, তাহাদিগের পরপতি ও তজ্জাত পুত্র সাধুসমাজবর্জ্জিত, তাহাদিগের অন্ন অগ্রাহ্য এবং যদি কোন ব্রাহ্মণ তাহাদের অন্ন গ্রহণ করে, তবে তাহার শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। বৃহৎ পরাশরে যথা,—

যাহাদিগকে পিতৃশ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহাদিগের মধ্যে পরাশর বলিয়াছেন,—

কাণঃ পৌনর্ভবো রোগী পিশুনো বৃদ্ধিজীবকঃ।
কৃতঘ্নো মৎসরী ক্রূরো * * *
* * * * *
গ্রহ-সূচক দুতৌ চ পিতৃশ্রাদ্ধেষু বর্জ্জিতাঃ ॥ ৫ম। অ,

কাণ, পৌনর্ভব, মহাপাতকজনিতরোগগ্রস্ত, সুদজীবী, কৃতঘ্ন, পরশ্রীকাতর, ক্রূর ইত্যাদি ও গ্রহাচার্য্য, স্ত্রীলোকের উপপতি যোজনকারী ইহাদিগকে পিতৃশ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে।

পরাশর পুনশ্চ বলিয়াছেন,—

অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যায় দীয়তে।
অস্যা অপি ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ কীর্ত্তিতা হি সা॥
কৌমারং পতিমুৎসৃজ্য যাত্বন্যং পুরুষং শ্রিতা।
পুনঃ পত্যুগৃহং গচ্ছেৎ পুনর্ভূঃ সা দ্বিতীয়কা॥
অসৎসু দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্যা প্রদীয়তে।
সবর্ণায় সপিণ্ডায় পুনর্ভূঃ সা তৃতীয়কা॥
* * * * *
পতিংহিত্বা তু যা নারী সবর্ণমন্যমাশ্রয়েৎ।
বর্ত্ততে ব্রাহ্মণত্বেন দ্বিতীয়া স্বৈরিণী তু সা॥
মৃতেভর্ত্তরি যা বাহ্যা ক্ষুৎপিপাসাতুরা তু সা।
তবাহ মিত্যুপগতা তৃতীয়া সৈরিণী তু সা॥
দেশকাল মুপেক্ষৈব গুরুভির্যা প্রদীয়তে।
উৎপন্নসাহসান্যস্মৈ চতুর্থী স্বৈরিণী তু সা॥
অস্নুপুত্রাস্তু যে জাতা স্তে বর্জ্যা হব্যকব্যয়োঃ।
তথৈব যতয়স্তাসাং বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥
৫ম অধ্যায়।

কন্যা একবার একপাত্রে দান করিয়া পুনরায় অন্যপাত্রে দান করিলে সে কন্যা পুনর্ভূ হয়, তাহার অন্ন ভোক্তব্য নহে। (ইহা বাগ্দত্তা বিষয়ক)

অল্প বয়স্ক পতি ত্যাগী পূর্ব্বক অন্য পুরুষ কিছুকাল আশ্রয় করিয়া পরে পূর্ব্বপতির নিকট আসিলে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর পুনর্ভূ হয়।

যে স্ত্রী বান্ধবদ্বারা দেবর অথবা পতির সবর্ণ সপিণ্ড পুরুষে পুনরায় অর্পিত হয়, সে তৃতীয় শ্রেণীর পুনর্ভূ।

এইত গেল স্ত্রী বান্ধবদ্বারা অন্য পুরুষে দান করিবার কথা। পরে যে স্ত্রী স্বইচ্ছায় অন্যপতি গ্রহণ করে, তাহার সম্বন্ধে পরাশরের মত কি, তাহা পাঠকবর্গ দেখুন।

পতিত্যাগ করিয়া যে স্ত্রী অন্য সবর্ণ পতি আশ্রয় করে, সে ব্রাহ্মণ হইলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বৈরিণী।

স্বামী মরিলে স্ত্রী অন্নাচ্ছাদনাভাবে ক্ষুৎপিপাশায় কাতর হইয়া যদি পুরুষান্তরে উপগতা হয়, তবে সে তৃতীয় শ্রেণীর স্বৈরিণী।

মৃত পতিকা স্ত্রীর অন্য পুরুষের সহিত ব্যভিচার সংঘটিত হইলে যদি সেই স্ত্রী গুরুজন কর্তৃক সেই পুরুষে অর্পিত হয়, তাহা হইলে সে চতুর্থ শ্রেণীর স্বৈরিণী হয়।

যে স্ত্রী যদৃচ্ছা সকল পুরুষে অভিগমন করে পরাশর তাহাকে গণিকা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ইহাদের গর্ভজাত পুত্র সকল কুপুত্র এবং তাহারা হব্যকব্যে বর্জ্জনীয়। ঐ সকল সন্তান যদি ব্রহ্মচারীর ন্যায়ও হয়, তথাপি তাহাদিগকে যত্ন সহকারে বর্জ্জন করিবে।

পাঠকবর্গ এখন বিচার করিয়া দেখুন যে পরাশর বাগ্দত্তা কন্যার পতি লোকান্তর হইলে যদি তাহাকে পত্যন্তরে অর্পণ করে, তাহা হইলেও তাহাকে পুনর্ভূ বলিয়া তাহার অন্ন বর্জন করিতে বিধি দিয়াছেন। পরে বিবাহ সংস্কৃতা স্ত্রীর পতি বিয়োগ হইলে তাহার দেবরে অথবা পতির সবর্ণ সপিণ্ডে যদি তাহাকে পুনরায় প্রদান করা হয় তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে পরাশর পুনর্ভূর মধ্যে নিকৃষ্ট শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন এবং যে স্ত্রী স্বইচ্ছায় পতিত্যাগ করিয়া পুনঃ সবর্ণপতি গ্রহণ করে পরাশর তাহাকে স্বৈরিণী বলিয়াছেন এবং পরিশেষে ইহাদিগের গর্ভজাত পুত্র ব্রহ্মচারীর ন্যায় হইলেও তাহাকে যত্নের সহিত বর্জ্জন করিতে বিধি দিয়াছেন, এবং ইহাদের অন্ন গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি কেহ মোহবশতঃ তাহাদের অন্নগ্রহণ করে, তবে তাহাকে চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইতে পরাশর বিধি দিয়াছেন, যথা,—

যঃ স্বৈরিণীনাঞ্চ পুনর্ভূবাঞ্চ যঃ কামচারী দ্বিজযোষিতাঞ্চ।
রেতোধা পাকমনা যদদ্যাদ্বিপ্রঃ স চন্দ্রব্রতকৃচ্ছুচিঃ স্যাৎ ।।

বৃহৎপরাশর ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

যে ব্রাহ্মণ স্বৈরিণী পুনর্ভূ, রেতোধা, ও কামচারী দ্বিজাতি স্ত্রীর পক্কান্ন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

এক্ষণে দেখুন, পুনর্ব্বিবাহিতা স্ত্রীর অন্নগ্রহণ করিলে পরাশর যখন চান্দ্রায়ণ

দ্বারা শুদ্ধ হইতে বিধি দিতেছেন, তখন যে তিনি স্ত্রীদিগের পুনরায় বিবাহের বিধি দিয়াছেন একথা যে নিতান্তই অসম্ভব তাহার আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

আরও বিবেচনা করা আবশ্যক যে বেদব্যাস স্বয়ং পিতার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার কোনগ্রন্থে এরূপ বিধির কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। বরং স্ত্রীদিগের দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বিধি দিয়াছেন। ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যাসকৃত সংহিতা ও মহাভারত হইতে পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিয়াছি। যদিও উদ্ধৃত ব্যাসবচনে পতি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে ক্লীব অথবা পতিত হইলে এই তিন স্থলে স্ত্রীদিগের অন্যপতি গ্রহণ করিবার কোন নিষেধ অথবা বিধি স্পষ্ট উক্ত হয় নাই তথাপি মৃত পতিকা ও প্রোষিত ভর্ত্তৃকা স্ত্রী যে দ্বিতীয় পতিগ্রহণ করিতে পারে না, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কারণ ব্যাস স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, বিধবা স্ত্রীদিগের মৃত পতিভিন্ন অন্য পুরুষ গ্রহণ করা অপেক্ষা সুমহান্ পাতক আর নাই। এবং বিধবাকে হরিপূজা, শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন ইত্যাদি তপস্যা দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতে বিধি দিয়াছেন, ও৯প্রোষিতপতিকা স্ত্রী শীর্ণদেহে ও মলিন বদনে, দেহের সংস্কার বর্জ্জন করিয়া, পতিরতা হইয়া কালাতিপাত করিতে আদেশ করিয়াছেন। ঐ সকল ব্যাস বাক্য পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য পুনরায় অত্রস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

> ন চাপ্যধর্ম্মঃ কল্যাণ! বহুপত্নীকতা নৃণাম্।
> স্ত্রীণামধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে।।
>
> আদিপর্ব্ব, বকবধ পর্ব্বণি ১৫৮ অধ্যায়।

হে কল্যাণ! পুরুষের বহুপত্নীকতায় অধর্ম্ম হয় না। কিন্তু স্ত্রীদিগের পূর্ব্বপতি ভিন্ন অন্যপতি গ্রহণ করা যারপর নাই পাতক জনক।

এই ব্যাসবাক্যে বিধবার অন্যপতি গ্রহণ এককালে নিষিদ্ধ হইতেছে।

জিমূতবাহনধৃত ব্যাস বচনং।—

> মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বীস্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা।
> স্নাত্বা প্রতিদিনং দদ্যাৎ স্বভর্ত্রে সতিলাঞ্জলীন্।।
> কুর্য্যাচ্চানুদিনং ভক্ত্যা দেবতনাঞ্চ পূজনং।
> বিষ্ণোরারাধনঞ্চৈব কুর্য্যান্নিত্যমুপোষিতা।।
> দানানি বিপ্রমুখ্যেভ্যো দদ্যাৎপুণ্যবিবৃদ্ধয়ে।

উপবাসাংশ্চ বিবিধান কুর্য্যাৎ শাস্ত্রোদিতান্ শুভে।
লোকান্তরস্থং ভর্ত্তার মাত্মানঞ্চ বরাননে।
তারয়ত্যুভয়ং নারী নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণা ॥
দায়ভাগ ১২৬ শ্লোক।

ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যব্রতে থাকিয়া প্রতিদিন স্নানানন্তর আপন-ভর্ত্তা, শ্বশুর ও আর্য্যশ্বশুরের তিলতর্পণ করিবে, এবং প্রতিদিন ভক্তি পূর্ব্বক দেবতা-পূজন ও পতিবোধে বিষ্ণুর আরাধনা করিবে। আর পুণ্যবৃদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণোদ্দেশ্যে দান করিবে ও শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ উপবাস করিবে। হে শুভে! হে বরাননে! পরলোকস্থিত ভর্ত্তাকে এবং আপনাকে সতত ধর্ম্মপরায়ণা নারী উদ্ধার করে।

ব্যাস সংহিতায় যথা,—

বিবর্ণা দীনবদনা দেহ সংস্কার বর্জ্জিতা।
পতিব্রতা নিরাহারা শোষ্যতে প্রোষিতে পতৌ ॥
মৃতং ভর্ত্তারমাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ।
জীবন্তি চেত্ত্যক্ত-কেশা তপসা শোধয়েদ্বপুঃ।

প্রোষিত ভর্ত্তৃকা স্ত্রী দেহ সংস্কার বর্জন করিয়া মলিন দেহে অপ্রফুল্ল বদনে পতি অনুরাগিনী হইয়া থাকিবে এবং অল্পাহার দ্বারা শরীর শোষণ করিবে।

ইহা পরাশরের কল্পিত বিবাহ-বিধায়ক-বচনের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা। "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" বচনে প্রোষিত ভর্ত্তৃকা স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাস, পরাশরের নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রোষিতপতিকা স্ত্রীর পক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন. তাহা পত্যন্তর গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ বিপরীত; বরং পতি বিরহ জন্য স্ত্রীর যাহাতে চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিবার সম্ভাবনা, সেই সকল কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিতে বিধি দিয়াছেন, এবং পর বচনে মৃতপতিকা স্ত্রীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

স্বামীর মৃত্যু উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণী স্ত্রী পতির সহগমন করিবে। যদি জীবিত থাকেন তাহা হইলে কেশ মুণ্ডন করিয়া তপস্যা দ্বারা দেহ নিষ্পাপ রাখিবেন।

এখানে দেখুন বেদব্যাস বিধবার, পতি সহগমন অথবা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন ভিন্ন আর কোন ব্যবস্থা দেন নাই বরং মহাভারতে প্রসঙ্গক্রমে বিধবার অন্যপতি গ্রহণ করা যে গুরুতর পাপজনক তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে নিঃসংশয়িতরূপে বুঝা যাইতেছে যে, পরাশর কখনই বিধবার কি সধবার কোন অবস্থাতেই অন্য পতি গ্রহণ করিতে বিধি দেন নাই।

তপস্বী সুব্রত যিনি পরাশরোক্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনিও এরূপ বিধির কোন আভাস দেন নাই, বরং তাহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং বেদব্যাস যিনি পরাশরের ধর্ম্ম ব্যাখ্যার মূল শ্রোতা তিনিও ঘুণাক্ষরে এরূপ ব্যাখ্যার নামও করেন নাই। বরং সুব্রতের ন্যায় তৎবিরোধী ব্যবস্থাই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব পরাশরের যে "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি বচনে বিবাহের বিধি দেওয়ার অভিপ্রায় ছিল না তাহার কোন সংশয় নাই।

প্রথমতঃ এ বচন পরাশরের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল কি না ইহাই সম্পূর্ণ সংশয় স্থল। দ্বিতীয়তঃ যদি প্রসঙ্গ ক্রমে এ বচন উক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এ বচন যে বিবাহ বিধি দিবার জন্য উক্ত হয় নাই ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সুব্রত ও ব্যাস উভয়েই এ বচন এক কালে পরিত্যাগ করিয়াছেন, বিধি বোধক হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিরোধী ভূরি ভূরি বিধি সংগঠন তাহাদিগের করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না এবং কোন ঋষিই এরূপ করেন নাই। ইহা যদি বিধি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকিত তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বেদ ব্যাসের মীমাংসায় "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" বচনে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে; সুতরাং তিনি ইহা অগ্রাহ্য করিয়া ইহার বিরুদ্ধ মত দিয়াছেন। অতএব বলিতে হইবে যে বেদব্যাসের মতে "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" বচনে স্ত্রীদিগের অন্যপতি গ্রহণ করিবার কথা যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা অশাস্ত্রীয় এবং অগ্রাহ্য; সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা যে শুনিবার যোগ্য নহে, তাহা আর বলিতে হইবে না। কারণ ব্যাসের মীমাংসার নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা যে তৃণবৎ তুচ্ছ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আর না হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে যদি এরূপ বচন পরাশর বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি এ কয় স্থলে স্ত্রী দিগের বিবাহ বিধি দিবার উদ্দেশ্যে বলেন নাই। স্ত্রীগণ উক্ত পাঁচ প্রকার আপৎকালে অন্য পতি গ্রহণ করে, ইহা শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে এবং পাছে কালক্রমে লোকে শাস্ত্রের সূক্ষ্মাভিপ্রায় অবগত না হইয়া ঐ বচনকে শাস্ত্রীয় বিধি বলিয়া কল্পনা করে সেই জন্য পরাশর বলিয়াছেন যে

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥২৭অ

পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিলে পতিত হইলে স্ত্রীগণ এই পাঁচ আপৎকালে অন্য পতি বিধান করে কিন্তু,

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিনঃ ।।২৮
তিস্র কোট্যর্দ্ধ কোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ।।২৯

যে স্ত্রী পতি পরলোকান্তে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করেন তিনি ব্রহ্মচারী দিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করেন এবং যিনি মৃত স্বামীর অনুগমন করেন তিনি মনুষ্য শরীরে যত লোম আছে তাহার সার্দ্ধ তিন কোটী বৎসর স্বর্গে বাস করেন।

ইহাতে পরাশর যে বিধবার ব্রহ্মাচর্য্য ও সহগমন ব্যবস্থারই আদর করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে। এবং যখন স্থানান্তরে পরপূর্ব্বার দোষ কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে সমাজ বর্জ্জিত বলিয়াছেন, তখন বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ করিতে পরাশর যে এ স্থলে বিধি দিয়াছেন একথা কোন মতে বলা যাইতে পারে না। বাস্তবিক স্ত্রী দিগের উক্ত পাঁচ প্রকার আপৎকালে পত্যন্তর গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে পরাশর এ বচনের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং সুব্রত পরাশরোক্ত ধর্ম্ম প্রচার কালে এবং ব্যাস নিজ সংহিতায় নিরর্থক এ বচনের উল্লেখ না করিয়া তাঁহার প্রকৃত ব্যবস্থাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এক্ষণে ইহা নিঃসংশায়িতরূপে বুঝা যাইতেছে যে যখন সুব্রত ও বেদব্যাস "নষ্টেমৃতেপ্রব্রজিতে" এই বচনের উল্লেখ মাত্রও করেন নাই অথবা তদভিপ্রায় সূচক কোন বিধিও দেন নাই, তখন পরাশর হয় ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময় উক্ত বচন বলেন নাই, না হয়, যদি বলিয়া থাকেন, তথাপি ঐ কয় স্থলে বিবাহ দিবার উদ্দেশে বলেন নাই, সুতরাং সুব্রত ও বেদব্যাস ইহার উল্লেখই করেন নাই। যদি পরাশর বিধি দিবার উদ্দেশে উহা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে বেদব্যাস যখন ঐরূপ উপদিষ্ট হইয়াও তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বিধি দিয়াছেন, তখন ইহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বেদব্যাসের মীমাংসায় পরাশরের বচন শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়াছে। অতএব যে কোন পথই অবলম্বন করুন না কেন বিধবার বিবাহ কোন মতেই শাস্ত্র সিদ্ধ হইতেছে না।

—•:*:•—

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।

এ বচন কোন্ গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং কি উদ্দেশেই বা ইহা ঐ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।

ইহা নারদের বচন। নারদ সংহিতায় মাত্র ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। নারদের এই বচনের উদ্দেশ্য পাঠকবর্গকে বুঝাইবার পূর্ব্বে নারদ সংহিতা যে কি গ্রন্থ, তাহা একবার বলিয়া রাখা আবশ্যক।

নারদ সংহিতা সম্পূর্ণ ধর্ম্ম শাস্ত্র নহে, ইহা ব্যবহার শাস্ত্র। চারি বর্ণের গৃহাশ্রমী দিগের কর্ত্তব্যাচরণ, দুষ্ক্রিয়ার প্রায়শ্চিত্ত, রাজধর্ম্ম অশৌচাদির নির্ণয়, ইত্যাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। ব্যবহার—শাস্ত্রে কেবল কিরূপে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, কিরূপ দোষের কিরূপ দণ্ড, বিবাদস্থলে কিরূপে বিবাদ নির্ণয় করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে হয়, এই সকল বিষয়ের উপদেশ মাত্র নিবদ্ধ হইয়া থাকে। ব্যবহার-শাস্ত্র রাজধর্ম্মের একটী অঙ্গ এবং রাজধর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী অংশ মাত্র। সুতরাং বলিতে হইবে যে ব্যবহার-শাস্ত্র ধর্ম্ম-শাস্ত্রের একটী প্রত্যঙ্গ মাত্র। ইহাতে উদ্দেশেরও অনেক প্রভেদ আছে। যদিও ব্যবহার-শাস্ত্র ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুগত তথাপি স্থল ও বিষয় বিশেষ ইহাতে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিধান সঙ্কুচিত অথবা শিথিল করা হইয়া থাকে। কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা ইহা বিশদরূপে দেখাইতেছি।

ব্যবহার বিধি প্রকরণে মনু বলিয়াছেন।

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।

আততায়িন মায়ান্তং হন্যাদেবা বিচারয়ণ্।।৩৫০।অ

নাততায়ি বধে দোষাহন্তুর্ভবতি কশ্চন।

প্রকাশং বা প্রকাশং বা মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি।। ৩৫১

গুরু, বালক, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ বা বহুশ্রুত ব্যক্তি, আততায়ীরূপে আগত হইলে অবিচারে হনন করিবে।

প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক আততায়ী বধে হন্তার কোনও দোষ হয় না। কারণ, তাহাতে ক্রোধ ক্রোধকে সংহার করে।৩৫১।

আততায়ী কাহাকে বলে, তাহা বশিষ্ঠ সংহিতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।

ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িনঃ ।।

বশিষ্ঠ সংহিতা ৩য় অধ্যায়।

প্রাণ বধ করিবার অভিপ্রায়ে যে অগ্নি ও বিষ প্রদান করে, অথবা, অস্ত্র ধারণ করে, যে ধন ভূমি ও স্ত্রী হরণ করিতে আইসে এই ছয় জন আততায়ী।

এক্ষণে মনু ও বশিষ্ঠের বচনের সামঞ্জস্য করিলে এইরূপ বুঝা যায় যে, যদি কাহারও প্রাণ বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কেহ তাহার গৃহে অগ্নি কি তাহাকে বিষ প্রদান করে, অথবা শস্ত্রপাণি হইয়া বধ করিতে উদ্যত হয়, অথবা কেহ যদি কাহার ধন, ভূমি, স্ত্রী অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে আপনার প্রাণ রক্ষার্থ উক্তরূপ আততায়ীকে বধ করিতে পারে, এমনকি, যদি গুরু, বালক, স্ত্রী অথবা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও আততায়ী হন, তাহা হইলে তাহাকেও বধ করিলে কোন দোষ নাই। ইহা অর্থশাস্ত্রানুমোদিত বটে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ইহা প্রত্যবায় জনক আততায়ী বধে পাতক নাই এমত নহে। কারণ, মনু আততায়ী বধে দোষাভাব বলিয়াছেন মাত্র। ইহাতে এইমাত্র বুঝা যাইতেছে যে, ইহাতে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে না, এইমাত্র বলা হইয়াছে ইহাতে পাতক হইবে না একথা বলেন নাই। ভগবদ্গীতায় ভগবান যখন পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, তখন অর্জুন কিরূপ বলিয়াছেন, দেখুন।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।

স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ।। ৩৬।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১ম অধ্যায়।

স্বামিকৃত টীকা,—

নমু চ অগ্নিদোগরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।

ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ।

ইতিস্মরাদগ্নিদাহাদিভিঃ ষড়্ভির্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ আততায়িনাঞ্চ বধোযুক্ত এব। আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়ি বধে দোষোহন্তুর্ভবতি কশ্চনেতি বচনাৎ তত্রাহ পাপমেবেত্যাদি সার্দ্ধেন। আততায়িনমায়ান্তমিত্যাদি কথমর্থশাস্ত্রং তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাত্তু দুর্ব্বলং যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থ শাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ইতি তস্মাদাততায়িনামপ্যেতেষা মাচার্য্যাদীনাং বধেহস্মাকং পাপমেব ভবেৎ। অন্যায্যত্বাৎ অধর্ম্মত্বাচ্চৈতদ্বধস্য অমুত্র বেহবা ন সুখংস্যাদিত্যাহ স্বজনং হীতি ॥৩৬॥

শ্রীধর স্বামিকৃত টীকার তাৎপর্য্য এই যে, আততায়ীকে অবিচারে সংহার করিবে, ইহা অর্থশাস্ত্রোক্ত বিধি, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ। অর্থশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা দুর্ব্বল, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কথা অর্থশাস্ত্রানুমোদিত হইলেও তাহা আচরণীয় নহে। এই জন্য অর্জুন বলিয়াছেন যে, আততায়ী বধে আমার পাপ হইবে; সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দিগকে সবান্ধবে আমি বধ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিনা। হে মাধব! স্বজন বধ করিয়া কিরূপে সুখী হইব।

কিন্তু রাজ্য রক্ষা ও লোক রক্ষার জন্য রাজাদিগের অনেক স্থলে ধর্ম্ম শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও অর্থ শাস্ত্রানুসারে চলিতে হয়, সেই জন্য লক্ষ্মণ ছদ্মবেশে ছলনা করিয়া ভেদনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক যজ্ঞ গৃহে নিরস্ত্র মেঘনাদকে বধ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যুধিষ্ঠির মিথ্যা বাক্যের ছলে দ্রোণাচার্য্যকে বিপন্ন করিয়া ছিলেন এবং অর্জুন ব্রাহ্মণ বধ করিয়াছিলেন। ইহাতে রাজনীতি অনুসারে যদিও তাঁহারা দোষী হন নাই, কিন্তু ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করায় তাহাঁদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। নৃপতিগণকে অবস্থা বিশেষে রাজনীতি অনুসারে ধর্ম্ম নীতির বিরোধী কার্য্য করিতে হয় বলিয়া শাস্ত্রকারগণ গৃহস্থদিগের সাধারণ ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া রাজ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। যেমন যতি-ধর্ম্ম অথবা বাণপ্রস্থ-ধর্ম্ম গৃহীর আচরনীয় নহে, সেইরূপ রাজ ধর্ম্ম রাজা ভিন্ন অন্য কাহারও আচরণীয় নহে। অতএব ব্যবহারশাস্ত্রোক্ত যে কোন বিধিই যে সাধারণের আচরণীয় এমত নহে। সাধারণ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত ব্যবহার-শাস্ত্রের যে যে ব্যবস্থা অবিরোধী, তাহা সাধারণের আচরণীয়, এবং যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী তাহা অবশ্যই পরিত্যজ্য। ইহা কেবল অবস্থা ও বিষয় বিশেষে দোষ ও দণ্ডনির্ণয় করিবার জন্য রাজাই বিচার কার্য্যে

অবলম্বন করিয়া থাকেন। গৃহীদিগের সাধারণ ধর্ম্ম যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার বিরোধী কোন ব্যবস্থা ব্যবহার-শাস্ত্রে থাকিলেই যে তাহা আচরণীয় হইবে এমত হইতে পারেনা। কারণ, ব্যবহার-শাস্ত্র ধর্ম্ম-শাস্ত্রাপেক্ষা বলবত্তর নহে।

এস্থলে ব্যবহার-শাস্ত্রের আর একটী উদাহরণ দর্শিত হইল, ইহাদ্বারাই পাঠকবর্গ উল্লিখিত বিষয় স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবেন।

সকলেই জানেন যে, মিথ্যা কথা বলা ধর্ম্মশাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং ইহা পাপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একথা পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই, এবং ইহা সর্ব্বজন সম্মত, সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইবে না। কিন্তু দেখুন, ব্যবহারশাস্ত্রের মধ্যে মনু বলিয়াছেন যে,—

শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রবিপ্রাণাং যত্রর্ত্তোক্তৌ ভবেদ্বধঃ।

তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্যাদ্বিশিষ্যতে ।।১০৪।৮ ম অধ্যায়

যেস্থলে সত্য বলিলে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ দিগের বধ দণ্ড হওয়ার বিধি উক্ত হইয়াছে, সেস্থলে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। কারণ, তাহা সত্য হইতেও বিশিষ্ট জানিবে।

পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে মিথ্যা কথা বলা পাতক জনক বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, কিন্তু ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তির বধদণ্ড বিমোচনের অভিপ্রায়ে সাক্ষী যদি মিথ্যা বলে, তাহা হইলে এরূপ মিথ্যা বলা সত্য বলা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এক্ষণে ইহা হইতে কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, বধদণ্ডার্হ অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াই সকলের কর্ত্তব্য? ইহা যদি কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে যে সাক্ষী সত্য বলিবে তাহাকে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইতে হইবে। কিন্তু মনু ব্যবহার প্রকরণেও এমত বিধি দেন নাই, বরং সাক্ষ্য প্রদানকালে মিথ্যা বলিলে তাহাদের দণ্ডবিধান বিষয় ভেদে নানা প্রকারে বলিয়াছেন। সাক্ষী বিচারকের সম্মুখে আনীত হইলে, বিচারক মিথ্যা বাক্য বলার যে কি ফল, তাহা এইরূপে সাক্ষীকে বুঝাইয়া দিবেন। যথা মনুঃ—

ব্রহ্মঘ্নো যে স্মৃতা লোকা যে চ স্ত্রী বালঘাতিনঃ।
মিত্রদ্রুহঃ কৃতঘ্নস্য তে তে স্যুর্ব্রুবতো মৃষা ।।৮৯।৮
জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যং ভদ্র ত্বয়াকৃতম্।
তৎ তে সর্ব্বং শুণো গচ্ছেদ্ যদি ব্রূয়াস্তমন্যথা ।। ৯০

নগ্নোমুণ্ডঃ কপালেন ভিক্ষার্থী ক্ষুৎপিপাসিতঃ
অন্ধঃ শত্রুকুলং গচ্ছেদ্ যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ ॥ ৯৩
অবাক্‌শিরাস্তমস্যন্ধে কিল্বীষি নরকং ব্রজেৎ।
যঃ প্রশ্নং বিতথং ব্রূয়াৎপৃষ্টঃ সন্ ধর্ম্ম নিশ্চয়ে ॥ ৯৪।

*   *   *   *

লোভাৎ সহস্রং দণ্ড্যস্তু মোহাৎ পূর্ব্বন্তু সাহসম্।
ভয়াদ্ দ্বৌ মধ্যমৌ দণ্ড্যৌ মৈত্রাৎ পূর্ব্বং চতুর্গুণম্ ॥১২০

ব্রহ্মঘাতী, স্ত্রী হন্তা, বালক হন্তা, মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্নদিগের যে সকল লোক কথিত হইয়াছে, মিথ্যাবাদীদিগের সেই সেই লোক প্রাপ্তি হয়। ৮৯।

হে ভদ্র! যদি তুমি সত্যের অন্যথা বল, তবে যে যৎকিঞ্চিৎ পুণ্য করিয়াছ, সে সমস্ত কুকুরে পাইবে। ৯০।

যে সাক্ষী মিথ্যা বলে, সে নগ্নগাত্রে মুণ্ডিত ভাবে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও অন্ধ হইয়া, কপাল হস্তে ভিক্ষার্থ শত্রুকুলে গমন করে। ৯৩।

সত্য নির্ণয়ার্থ জিজ্ঞাসিত হইয়া যে সাক্ষী মিথ্যা বলে, সে পাপী অধোমুখে অন্ধতমো নামক নরকে গমন করে। ৯৪।

লোভ বশতঃ যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহার সহস্রপণ, মোহহেতু আড়াই শত পণ, এবং ভয় ও মিত্রতা প্রযুক্ত পূর্ব্ব কথিতের চতুর্গুণ দণ্ড হইবে। ১২০

এক্ষণে দেখুন, মনু মিথ্যাবাদী সাক্ষীর পরলোকে নরকভোগ বর্ণন করিয়া এবং তাহার দণ্ড বিধান করিয়া যে আবার মিথ্যা সাক্ষীর প্রশ্রয় দিয়াছেন, ইহা বোধ হয় না। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে যথার্থ অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির জন্য যদি কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্যের উৎকর্ষতা নিবন্ধন তাহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য যে দণ্ড বিহিত হইয়াছে, তদনুসারে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে না। অতএব পাঠকবর্গ দেখুন, ব্যবহার-শাস্ত্রানুসারে এরূপ মিথ্যাবাদী সাক্ষী রাজ বিচারে নির্দ্দোষী বলিয়া দণ্ড হইতে মুক্ত হইল বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে তাহার পাতক হইতে নিষ্কৃতি হইল না। কারণ, মনু পর বচনেই তাহার মিথ্যা কথন জনিত পাতকোদ্ধারের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। যথা,—

বাগ্‌দৈবত্যৈশ্চ চরুভির্যজেরং স্তে সরস্বতীম্।
অনৃতস্যৈনসস্তস্য কূর্ব্বাণা নিষ্কৃতিং পরাম্ ॥১০৫।৮

কুষ্মাণ্ডৈর্বাপি জুহুয়াদ্ ঘৃতমগ্নৌ যথাবিধি।
উদিত্যৃচা বা বারুণ্যা ত্র্যৃচেনা ব্দৈবতেন বা ॥১০৬॥

পরে (অর্থাৎ এরূপ স্থলে-মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার পরে) তাদৃশ মিথ্যাবাদী সাক্ষী মিথ্যা কথা জনিত পাপ মোচনার্থ চরু পাক করিয়া সরস্বতী দেবতা উদ্দেশে যজ্ঞ করিবে। এরূপ সাক্ষ্য ব্যবহার শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও মিথ্যা কথন পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জানিবে। ১০৫।

অথবা সেই পাপ নাশনার্থ যথাবিধি যজুর্ব্বেদীয় কুষ্মাণ্ড মন্ত্র দ্বারা অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক হোম করিবে। কিম্বা বরুণদেবতামন্ত্র প্রভৃতি ঋকত্রয় করণক অগ্নিতে হোম করিবে। ১০৬।

এক্ষণে ইহা নিঃসংশয়িতরূপে বুঝা যাইতেছে যে, ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে সকল মতই যে অবলম্বনীয় এমত নহে। ইহাতে জাতিবিশেষ, কুল বিশেষ, লোক শেষ ও প্রকৃতি বিশেষের জন্য এমত সব কার্য্য অনুমোদিত হইয়াছে যে, সকল সপ্রদায়ের মধ্যে তাহা আচরণীয় নহে, এবং এমত অনেক স্থল আছে, যেথানে রাজা নির্দ্দোষী বলিয়া দণ্ড বিধান করেন না, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তহাকে সামাজিক দণ্ড পাইতে হয়। অতএব যাহা কিছু ব্যবহার শাস্ত্রানুমোদিত, তাহাই যে বৈধ এমত নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত না হইলে তাহা কথনই গ্রাহ্য ও আচারিত হইতে পারে না।

নারদস্মৃতি মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবহার-প্রকরণের মাতৃকা। ইহা স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। যথা,—

তত্র নবমং প্রকরণং ব্যবহারো নাম যত্রেমামাদৌ দেবর্ষির্নারদঃ সূত্রীয়াং মাতৃকাং চকার।

সেই মনু ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবহার নামক নবম প্রকরণের মাতৃকা 'নারদঋষি করিয়াছেন। অর্থাৎ মনুশাস্ত্রের নবম প্রকরণে যে ঋণদানাদি অষ্টাদশ বিবাদ পদের বিবাদ নির্ণয় ও দণ্ডনির্ণয় উক্ত হইয়াছে, নারদঋষি গ্রন্থাকারে ঐ সকল বিবাদ পদের যথাক্রমে বিস্তৃতরূপে বিচার ও দণ্ডাদি নির্ণয় করিয়াছেন। এক্ষণে নারদের নিজের কথানুসারে দেখা যাইতেছে যে নারদস্মৃতি ও মনুসংহিতা একই পদার্থ নহে। মনুসংহিতা সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র এবং নারদস্মৃতি ঐ সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী প্রকরণমাত্র অবলম্বন করিয়া বিস্তৃতাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। ব্যবহারিশাস্ত্র যে ধর্ম্মশাস্ত্রের সারভাগমাত্র তাহানহে। লোকাচার অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র যতদূর রক্ষা হইতে পারে,

ততদূর রক্ষা করিয়াই যে ব্যবহারশাস্ত্র নির্ণীত হইয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বেই দেখাই-য়াছি। এবং নারদও ব্যবহারশাস্ত্র অবগত হইয়া রাজা কিরূপে বিচার করিবেন, তাহা বলিবার কালে আচারধর্ম্ম অলঙ্ঘনীয় বলিয়াছেন। যথা,—

ধর্ম্মশাস্ত্রার্থশাস্ত্রাভ্যামবিরোধেন যত্নতঃ।

সংপশ্যমানো নিপুণং ব্যবহার গতিং নয়েৎ ॥ ৩৭।

যত্র বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রার্থশাস্ত্রয়োঃ।

অর্থশাস্ত্রোক্ত মুৎসৃজ্য ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত মাচরেৎ ॥ ৩৯

ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধে তু যুক্তিযুক্তো বিধিঃ স্মৃতঃ।

ব্যবহারো হি বলবান্ধর্ম্ম স্তেনাবহীয়তে ॥ ৪০

নারদস্মৃতিঃ।

ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্রের সহিত বিরোধ না ঘটাইয়া রাজা যত্নপূর্ব্বক উভয় শব্দের সামঞ্জস্যানুক্রমে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ৩৭

যেস্থলে ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেস্থলে অর্থশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বন পূর্ব্বক বিচার করিবেন। ৩৯।

যেস্থলে ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেস্থলে যুক্তিমার্গানুসারে এক পক্ষাবলম্বন করিয়া বিচার করিবেন। কিন্তু, যাহা প্রচলিত আচারের বিরোধী হয়, এমত পক্ষ অবলম্বন করিবেন না, কারণ বহুকাল হইতে যে আচার চলিয়া আসিতেছে, তাহা বিচারসিদ্ধ; সুতরাং এরূপ বিরোধস্থলে প্রচলিত আচারই বলবান্ধর্ম্ম জানিবে। ৪০।

নারদস্মৃতির টীকাকার ইহা উদাহরণ দ্বারা আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। যথা,—

তথাচ অর্থশাস্ত্রোক্তম্। অপুত্রাং গুর্ব্বনুজ্ঞাতো দেবরঃ পুত্রকা-ম্যয়া সপিণ্ডো বা সগোত্র বা ঘৃতাভ্যক্ত ঋতাবিয়াৎ।

তথাচ। নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ, পঞ্চস্বা-পৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে। ইত্যাদিক ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত-মপি লোকাচার ব্যবহারে চ পরিত্যক্তং!

মাতুল সংবন্ধস্তু ধর্ম্মশাস্ত্র পরিবৃতে৷ হপি দাক্ষিণ কৃতোহপি পরিহার্য্য এব। সর্ব্বত্র ন বর্ত্ততে। স্নান পান ভোজনাদি সর্ব্বলোকে হপ্যাদৃতম্। দেশে দেশে চ য আচারঃ পারংপর্য্য ক্রমাগতঃ। স শাস্ত্রার্থবলান্নৈব লঙ্ঘনীয়ঃ কদাচন। ৩৯। ৪০।

অপুত্রা বিধবার দেবর দ্বারা অথবা ভর্ত্ত সবর্ণ-সপিণ্ড দ্বারা নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদনের বিধি যাহা ব্যবহার শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত নহে, অতএব এ বিধি লোকাচারে ও ব্যবহারে পরিত্যাগ করিবে।

সেইরূপ পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রমত্যাগ করিলে, ক্লীব অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের এই পাঁচ আপৎকালে অন্যপতি গ্রহণ করিবার কথা যাহা ব্যবহারশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত নহে এবং হইলেও লোকাচারে ও ব্যবহারে পরিত্যজ্য। কারণ, এরূপ পত্যন্তর বিধান করা আচার বিরুদ্ধ, ইহা কখন কোন ভদ্র সমাজে আচরিত হয় নাই। সুতরাং নারদের "ব্যবহারো হি বলবান্ধর্ম্ম স্তেনাবহীয়তে" এই বিচারবিধি অনুসারে ইহা কোনমতে প্রচলিত করিবে না। শাস্ত্রোক্ত হইলেও পরিত্যজ্য।

মাতুলকন্যা বিবাহ করা কোন শাস্ত্রে বিহিত ও বহু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ইহা প্রচলিতও আছে। এরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে বিরোধস্থলে কোন দেশে প্রচলিত হইলেও ইহা প্রচলিত হওয়া উচিত নহে, কারণ ইহা সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই।

পান ভোজন ইত্যাদি নানা দেশে নানা প্রকার প্রচলিত আছে। অতএব রাজা দেশাচার ক্রমে বিচার করিবেন। শাস্ত্রবলে তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্যবহার নিরূপণ করিবেন না।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্র এক পদার্থ নহে। ব্যবহারশাস্ত্রে লোকাচার, দেশাচার ও জাতিবিশেষে অনেক ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ব্যবহারশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের সারাংশ নহে। নারদ বার হাজার শ্লোকে লক্ষ শ্লোকাত্মক মনু সংহিতার যে সংক্ষিপ্ত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা মনু-প্রোক্ত শাস্ত্রের সারাংশ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া মনু প্রোক্ত অষ্টাদশ বিবাদপদের যে মাতৃকা তদীয় স্মৃতিতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাও যে মনুসংহিতার সারাংশ, ইহা বলা যাইতে পারে না। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে নারদ স্মৃতিকে মনু সংহিতার

সারাংশ বলিয়াছেন, ইহা যে নিতান্তই অপ্রামাণিক কথা তাহার আর কোন সংশয় নাই।

এখন ইহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নারদ-স্মৃতি ব্যবহার-শাস্ত্র। ইহাতে কেবল অষ্টাদশ বিবাদ প্রকরণের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সঙ্কলিত হইয়াছে। ঐ অষ্টাদশ বিবাদপদের মধ্যে "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি বচন স্ত্রী পুংযোগ নামক দ্বাদশ বিবাদ পদে লিখিত হইয়াছে। অতঃপর ইহা দেখা আবশ্যক যে স্ত্রী পুরুষের বিবাদ স্থলে ইহা কি অর্থে এবং কোন অভিপ্রায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

স্ত্রী পুরুষ সংযোগে কিরূপে বিবাদ উপস্থিত হয়, ইহা বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই যদি বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে কোন স্থলেই বিবাদের কোন কারণ থাকে না। যেখানে অবৈধ ও নিন্দিত আচরণ, সেই খানেই বিবাদ। শাস্ত্রে বিবাহ ভিন্ন অন্য স্থলে স্ত্রী পুরুষ সংযোগ নিষেধ করিয়াছেন। অতএব কেহই যদি এ বিধি উল্লঙ্ঘন না করে, তাহা হইলে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাদের সম্ভাবনা নাই। পতি কদাকার, মূর্খ, অকর্ম্মণ্য অথবা দুঃশীল হইলেও শাস্ত্রে স্ত্রী দিগকে সেই পতিকেই দেববৎ জ্ঞান করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহারই সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যদি এমত স্থলে, স্ত্রীগণ ঐ আদেশ অবহেলা না করে তাহা হইলে বিবাদের কোন সম্ভাবনা থাকে না। শাস্ত্রে পুরুষকে বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি জীবনান্ত পর্য্যন্ত অনুরক্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন; যদি পুরুষ এ উপদেশ উল্লঙ্ঘন না করে, তাহা হইলে কোন বিবাদের কারণ নাই। অতএব দেখুন যে খানেই এক পক্ষে অথবা উভয় পক্ষে অবৈধ আচরণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেখানেই ঘোরতর বিবাদ সম্ভবতঃ উপস্থিত হইয়া থাকে। কাজেই প্রজাপালক রাজাকে লোক রক্ষার জন্য বিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, ও দোষীর দণ্ড বিধান করিতে হয়, এবং তখনই ব্যবহারশাস্ত্রের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। যেখানে প্রজাবর্গ ধর্ম্মিষ্ঠ, যেখানে অবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান এক কালেই নাই, সেখানে রাজাকে দণ্ডধর হইতে হয় না এবং কাজেই ব্যবহারশাস্ত্রেরও কোন প্রয়োজন থাকে না। একথা নারদ স্বকীয় ব্যবহারশাস্ত্রের প্রথমেই বলিয়া গিয়াছেন। যথা,—

ধর্ম্মৈকতানাঃ পুরুষা যদাসন্ সত্যবাদিনঃ।
তদা ন ব্যবহারাঽভূন্ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ ॥১।
নষ্টে ধর্ম্মে মনুষ্যাণাং ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে।

দ্রষ্টা চ ব্যবহারাণাং রাজা দণ্ডধরঃ স্মৃতঃ ।।২।

নারদ স্মৃতিঃ।

যখন মনুষ্যগণ ধর্ম্মাত্ম ও সত্যবাদী থাকেন, তখন দ্বেষ ও মাৎসর্য্য থাকে না, সুতরাং ব্যবহার শাস্ত্রেরও আবশ্যক থাকে না। যখন মনুষ্যগণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় তখন ব্যবহার শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় এবং রাজাকে ব্যবহারানুসারে দণ্ড বিধান করিতে হয়।

অতএব এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে, নারদ-স্মৃতি অষ্টাদশ বিবাদপদের দোষ নির্ণায়ক দণ্ডশাস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যে যে স্থলে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে, নারদ তাহা দ্বাদশ প্রকরণে নির্ণয় করিয়াছেন, এবং তত্তৎস্থলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই দণ্ড বিধান করিয়াছেন। দণ্ডের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে হইলে, দণ্ডবিধি প্রণেতা দিগকে সর্ব্বাগ্রে ইহাই দেখিতে হয় যে, প্রাণী দিগের কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া কত প্রকার কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, এবং তাহার পর দণ্ড বিধান করিতে হয়। কুপ্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কত প্রকারে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্বভাবতঃ সংযোগ ঘটিতে পারে, দেবর্ষি নারদ তৎসমুদয় দ্বাদশ বিবাদ পদ প্রকরণে এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা,—

১। পুরুষ অন্যের গৃহে গমন করিয়া অন্যের স্ত্রীতে সংযুক্ত হইলে তাহার দণ্ড বিধান করিয়াছেন।

২। অন্যের স্ত্রী অভিসারিকা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য পুরুষের গৃহে আসিয়া তৎসহ সংযুক্তা হইলে পুরুষের দণ্ড বিধান করিয়াছেন।

৩। অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীতে অন্য পুরুষ উপগতই হউক, অথবা তাহাকে পত্নী রূপেই গ্রহণ করুক, ইহাকে সংগ্রহণ বলে। অধুনা নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে অন্যের স্ত্রীকে অন্য কর্ত্তৃক ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এরূপ সংগ্রহণকে তত্তজ্জাতীয় লোকে সাঙ্‌হা বলে। সাঙ্‌হা শব্দ সংগ্রহণ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। নারদ, সংগ্রহণের সমুদয় লক্ষণ বলিয়া সংগ্রহণকারী পুরুষের দণ্ড বিধান নিরূপণ করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত বিবাহিতা স্ত্রী সংগ্রহণ ও তাহার দণ্ড বিধান সমাপ্ত করিয়া তৎপরে,—

৪। অকামা ও সকামা অবিবাহিতা কুমারী কন্যাসংগ্রহণের কথা বলিয়াছেন এবং সংগ্রহকারীর দণ্ড বিধান নিরূপণ করিয়াছেন।

৫। অগম্যাগমন ও প্রতিলোম ক্রমে বেশ্যা, দাসী, বলাৎকার দ্বারা পর স্ত্রী

গমন ইত্যাদী উল্লেখ করিয়া এরূপ পাপাচারী পুরুষের দণ্ডবিধান নিরূপণ করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত পুরুষের পক্ষে দণ্ড প্রকরণ সমাপ্ত করিয়া পরে,

৬। স্ত্রীদিগের পর-পুরুষ-সংসর্গ; পতিত্যাগ, পতি বধেচ্ছা ও পতি প্রতিকূলা-সম্বন্ধে স্ত্রীদিগের দণ্ড বিধান নিরূপণ করিয়াছেন এবং স্ত্রীদিগের দণ্ড প্রকরণে "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি বচন সন্নিবেশিত করিয়াছেন। উক্ত বচনের পূর্ব্বাপর নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, নারদের একথা বলিবার প্রকৃত অভিপ্রায় কি? নতুবা মাঝখানের একটা বচন লইয়া হুলস্থূল করা সঙ্গত হয় না এবং পূর্ব্বাপর না জানিলে প্রয়োগ কর্ত্তা যেরূপে ইচ্ছা সেই রূপেই বুঝাইতে পারেন, সুতরাং সহজেই লোকে প্রতারিত হইয়া পড়ে।

পুরুষ দিগের পরদার গমনের দণ্ড বলিয়া পাছে নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে পর-স্ত্রীগমনে পরদারগমনোক্ত দণ্ড বুঝায় তজ্জন্য স্ত্রীদিগের অপত্য কামনায় গুরুজন দ্বারা নিযুক্তা হইয়া পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত সংসর্গ কিরূপ নিয়মে করিতে হইবে, তাহার সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া নারদ স্ত্রী দিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে অন্যপ্রকারে পুরুষ সংসর্গ হইলে ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে রাজা কিরূপ বিচার করিবেন তাহা বলিতেছেন। যথা,—

নারদ স্মৃতিঃ স্ত্রী পুংসংযোগো নাম দ্বাদশ ব্যবহারপদম্,—

অতোঽন্যথা বর্ত্তমানঃ পুমান্ স্ত্রী বাপি কামতঃ।
নিনেয়ৌ সুভৃশং রাজ্ঞা বিপ্লবঃ স্যাদতোঽন্যথা ॥ ৮৮
ঈর্ষ্যাসূয় সমুৎথে তু সংবন্ধে রাগহেতুকে।
দম্পতো বিবদীয়তাং ন জ্ঞাতিষু ন রাজনি ॥ ৮৯।
অন্যোন্যং ত্যজতোরাগঃ স্যাদন্যোন্য বিরুদ্ধয়োঃ।
স্ত্রীপুংসয়োর্নিগূঢ়ায়া ব্যভিচারাদৃতে স্ত্রিয়াঃ ॥ ৯০।
ব্যভিচারে স্ত্রিয়া মৌণ্ড্যমধঃ শয়নমেব চ।
কদন্নং বা কুবাসশ্চ কর্ম্ম চাবস্করোজ্‌ঝনম্ ॥ ৯১
স্ত্রীধনভ্রষ্টসর্ব্বস্বাং গর্ভবিস্রংসিনীং তথা।
ভর্ত্তুশ্চ বধমিচ্ছন্তীং স্ত্রিয়ং নির্ব্বাসয়েৎ পুরাৎ ॥ ৯২
অনর্থশীলাং সততং তথৈবাপ্রিয়বাদিনীম্।
পূর্ব্বাশিনীং চ যা ভর্ত্তুঃ ক্ষিপ্রং নির্ব্বাসয়েৎগৃহাৎ ॥ ৯৩

বন্ধ্যাং স্ত্রীজননীং নিন্দ্যাং প্রতিকূলাং চ সর্ব্বদা।
কামতো নাভিনন্দেত কুর্ব্বন্নেবং স দোষভাক্ ॥ ৯৪
অনুকূলামবাগ্দুষ্টাং দক্ষাং সাধ্বীং প্রজাবতীম্।
ত্যজন্ ভার্য্যামবস্থাপ্যো রাজ্ঞা দণ্ডেন ভূয়সা ॥ ৯৫

পূর্ব্বে অপত্যকামনায় নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে পরপুরুষ সংসর্গের যে বিধান উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্যপ্রকারে স্ত্রী যদি কামবশতঃ পরপুরুষ সংসর্গ করে তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডবিধান করিবেন, নতুবা রাজ্যে মহাবিপ্লব সংঘটন হইবে। ৮৮

দম্পতীর মধ্যে পরস্পর অনুরক্ত থাকাই উচিত; কিন্তু যদি ইহাদের মধ্যে ঈর্ষা অথবা অসূয়া বশতঃ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা কি সমাজে কি রাজদ্বারে কোথাও দণ্ডভাগী হইবেনা। ৮৯

ব্যভিচার দোষ না থাকিলে যদি স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করে, তবে সে পাপী হইবে। কিন্তু ব্যভিচার দোষজন্য স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে পাতক নাই। ৯০

ব্যভিচারিণী স্ত্রীর কেশ মুণ্ডন করিয়া দিবে, ভূমিশয্যায় শয়ন, কদন্ন আহার, জীর্ণ ও মোটা বস্ত্র পরিধান করিতে এবং গৃহের আবর্জ্জনা ও মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতে দিবে। ৯১

গর্ভপতনকারিণী স্ত্রী ও যে স্ত্রী পতির বধ কামনা করে, তাহাদিগের সর্ব্বস্ব (স্ত্রীধনাদি) হরণ করিয়া দেশ হইতে দূরীকৃতা করিবে। ৯২

অনর্থশীলা, সতত অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী এবং যে স্ত্রী স্বামীর অগ্রে ভোজন করে তাহাদিগকে অনতিকালবিলম্বে গৃহহইতে বহিষ্কৃতা করিবে। ৯৩

যে স্ত্রী বন্ধ্যা, যে কেবল কন্যাই প্রসব করে, অথবা সর্ব্বদা পতির প্রতিকূলাচারিনী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। কামবশতঃ সেই স্ত্রীতে অনুরক্ত থাকিলে দণ্ডনীয় হইবে। ৯৪

যে স্ত্রী পতির অনুকূলা, প্রিয়বাদিনী, কার্য্যকুশলা, সাধ্বী ও পুত্রবতী, তাহাকে যদি পতি পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে চৌরদণ্ড দ্বারা শাসিত করিয়া দাম্পত্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিবেন। ৯৫

পাঠকবর্গ এখন দেখুন, পূর্ব্বে নারদ যে নিয়োগধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে বলিয়াছেন যে, অপত্যকামা স্ত্রী গুরুজন দ্বারা অন্যপুরুষে নিযুক্তা হইয়া যথা নিয়মে পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে, এবং ইহার অন্যথা করিয়া যদি অন্যপুরুষ সংসর্গ করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে দণ্ডিত করিবেন। অতএব গুরু অথবা

বান্ধবদ্বারা নিযুক্তা না হইয়া যদি কোন অপত্যকামা স্ত্রী যথানিয়মে অন্যপুরুষ সংসর্গ করে, তাহা হইলেও তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে। কিন্তু দেবর্ষি নারদ এই দণ্ড বিধানের বাধস্থল দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, যদি গুরুজন অথবা বান্ধব কেহই না থাকে, অথচ স্ত্রীর অপত্যকামনা এত প্রবল থাকে যে সে বিধিমত অন্যকর্ত্তৃক নিযুক্তা না হইয়াও পুত্রলাভার্থে স্বয়ং অন্যপুরুষ আশ্রয় করে, এমতস্থলে সে স্ত্রী রাজদ্বারা দণ্ডার্হ হইবে না। কারণ, তিনি পূর্ব্বে নিয়োগ প্রকরণে বলিয়াছেন যে,—

ন গচ্ছেদ্গর্ভিণীং নিন্দ্যামনিযুক্তাংচ বন্ধুভিঃ। ৮৪

শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ।

গর্ভিণী স্ত্রীও বান্ধবদ্বারা যে স্ত্রী নিযুক্তা হয় নাই, তাহাতে গমন করিবে না। সুতরাং তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে যে —

অজ্ঞাত দোষেণোঢ়া যা নির্দ্দোষা নান্যমাশ্রিতা।

বন্ধুভিঃ সা নিযোক্তব্যা নির্ব্বন্ধু স্বয়মাশ্রয়েৎ ॥ ৯৬।

যদি পতির ক্লীবত্বাদি দোষ পূর্ব্বে না জানিতে পারিয়া বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বান্ধবগণ দ্বারা নিয়োগধর্ম্মানুসারে তাহাকে নিয়োগ করাই উচিত। কিন্তু, যদি বান্ধব কেহ না থাকে, তাহা হইলে সে স্ত্রী স্বয়ং নিযুক্তা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে রাজদ্বারে দোষী হইবে না। কিন্তু ইহাতে এইরূপ বুঝা যাইতেছে যে বান্ধবগণ বর্ত্তমানে স্ত্রী স্বয়ং নিযুক্তা হইলে দণ্ডিত হইবে। এবং ঐরূপ কামতঃ পতিভিন্ন অন্যপুরুষ আশ্রয় করিলে স্ত্রী ব্যভিচারিণী বলিয়া গণ্য হয় এবং ব্যভিচারিণী স্ত্রীদিগের যে সকল দণ্ডের কথা উক্ত হইয়াছে, পুরুষান্তরগামী স্ত্রীদিগকে ঐ সকল দণ্ড পাইতে হয়। কিন্তু ইহার পরবচনে দেবর্ষি নারদ ঐ সকল দণ্ডের বাধস্থল দেখাইয়া গিয়াছেন ; যথা,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ ৯৭।

পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে, ক্লীব অথবা পতিত হইলে এই পাঁচ প্রকার আপৎকালে স্ত্রীগণ অন্যপতি আশ্রয় করিলে, রাজদ্বারে পরপুরুষ সংগ্রহ জন্য দণ্ডার্হ হইবে না। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দণ্ড প্রকরণের বচনগুলি দ্বারায় এইরূপ বুঝাইতেছে যে স্ত্রীগণ পতি উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যপুরুষ সংসর্গ করিলেই সর্ব্বথা পরপুরুষ সংগ্রহ জন্য তাহাদিগকে নির্ব্বাসনাদি দণ্ডভোগ করিতে হয়, কিন্তু

এই পাঁচ আপৎকালে যদি কেহ প্রবল কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় পরপুরুষ আশ্রয় করে, তাহা হইলে তাহাকে ঐ সকল দণ্ড পাইতে হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে স্ত্রীদিগের দণ্ড প্রকরণের বর্জ্জনীয় স্থলই শাস্ত্রকার এইবচনে নির্ণয় করিয়াছেন মাত্র।

"নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি বচনে নষ্টে শব্দে কোন স্ত্রীর স্বামী দেশান্তর গত হইয়াছে অথচ তাহার কোন সংবাদাদি পাওয়া যাইতেছে না অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে, ইহা বুঝায়। সুতরাং এরূপ প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা-স্ত্রী অন্যপতি গ্রহণ করিলে "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহাকে দণ্ড হইতে বর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া পাছে কোন কালবিলম্ব না করিয়া অন্যপতি গ্রহণ করে, এইজন্য প্রোষিত ভর্ত্তৃকা স্ত্রীদিগের অন্যপতি গ্রহণ সম্বন্ধে উক্ত বচনের অভিপ্রায় পরবচন দ্বারা কিছু সঙ্কোচ করিয়াছেন। যথা,—

অষ্টৌ বর্ষান্যুদীক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্।
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৯৮।
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদপ্রসূতা সমাত্রয়ম্।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বেবর্ষে ত্বিতরা বসেৎ ॥ ৯৯।
ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোষিত যোষিতাম্।
জীবতি শ্রূয়মানে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ ॥ ১০০।
অপ্রবৃত্তৌ তু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোহন্য গমনে স্ত্রীণামেষ দোষো ন বিদ্যতে ॥ ১০১।

পতি বিদেশগত হইলে অপ্রসূতা ব্রাহ্মণী স্ত্রী চারিবৎসর ও প্রসূতা ব্রাহ্মণী অষ্টবর্ষ অপেক্ষা করিয়া পরে অন্যপতি গ্রহণ করিতে পারিবে। ৯৮

ক্ষত্রিয়া স্ত্রী অপ্রসূতা হইলে ৩ বৎসর, প্রসূতা হইলে ৬ বৎসর; বৈশ্যা অপ্রসূতা হইলে ২ বৎসর এবং প্রসূতা হইলে ৪ বৎসর অপেক্ষা করিয়া অন্যপতি গ্রহণ করিতে পারিবে। শূদ্রাস্ত্রীর পক্ষে কাল নিয়ম নাই, যখন ইচ্ছা তখনই অন্যপতির আশ্রয় লইলে দোষী হইবেনা। পতি নিরুদ্দেশ হইলে এই কালনিয়ম রক্ষা করিতে হইবে। আর যদি পতির সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কালের দ্বিগুণ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। ৯৯। ১০০

এই কাল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া তাহার পরে (অতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কালের পরে) স্ত্রীগণ অন্যপুরুষ আশ্রয় করিলে এ সকল দোষ ঘটিবে না অর্থাৎ

পূর্ব্বোক্ত দণ্ডাদি পাইতে হইবে না। কিন্তু ব্রহ্মার উদ্দেশ্য এরূপ নহে। অন্যপতি গ্রহণ বিষয়ে নিবৃত্ত (অপ্রবৃত্তৌতু) হওয়াই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য অর্থাৎ অন্যপুরুষ গমন করিবেনা ইহাই ব্রহ্মার বিধি।

"অপ্রবৃত্তৌতু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ" ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় "অপ্রবৃত্তৌতু ভূতানাং" এইটুকুর অর্থই লেখেন নাই এবং একেবারেই ঐ বচনের অপরার্দ্ধের অর্থের সহিত "দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ" এই অংশ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন এবং ইহার অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন যে "অতএব স্ত্রীদিগের অন্যপুরুষ গমনে দোষ নাই ইহা ব্রহ্মার বিধি"। এইরূপে অর্থচাতুর্য্য দ্বারা ইহাকে বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃত বচনের কতক বাদ দিয়া অর্থ করিলে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করা যাইতে পারে এবং ইহাতে লেখকের উদ্দেশ্যও সফল হইতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ প্রণালীতে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যানুসারে মীমাংসা করা হয় না, অপসিদ্ধান্ত করিয়া লোক সমাজকে প্রতারিত করা হয় মাত্র। বাস্তবিক, নারদঋষি "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি বচনকে বিধি বলেন নাই, এবং ইহাতে তিনি ঐ পাঁচ আপৎস্থলে স্ত্রীদিগকে অন্যপুরুষ গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা দেন নাই, বরং তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মা এরূপ বিধি দেন নাই অর্থাৎ ইহা বেদোক্ত বিধি নহে। অন্যপুরুষ গমন সম্বন্ধে স্ত্রীদিগের নিবৃত্ত হওয়াই ব্রহ্মার অভিপ্রায়। নারদ পূর্ব্বে ব্যভিচারিণী অর্থাৎ পরপুরুষ গামিনী স্ত্রীদিগের স্ত্রীধন হরণ পূর্ব্বক গৃহবহিষ্কৃতা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রতিপ্রসবস্থলে তিনি বলিতেছেন যে, পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে, পতিত অথবা ক্লীব হইলে এই পাঁচ আপৎস্থলে স্ত্রী অন্যপুরুষ গমন করিলে তাহাকে ব্যভিচারিণীর দণ্ড পাইতে হইবে না, অর্থাৎ সে নিজেই পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তাহাকে আর গৃহবহিষ্কৃত করিতে হয় না। তবে অন্যস্থলে যেমন তাহার স্ত্রীধন হরণ করিবার বিধি আছে, এস্থলে তদনুসারে তাহার স্ত্রীধন হরণ করিতে হইবে না। ইহাতে এইমাত্র নিশ্চিত হইতেছে যে, এই কয়েক আপৎস্থল ভিন্ন অন্যস্থলে স্ত্রী পুনর্ভূ হইলে তাহার স্ত্রীধন হরণ করিয়া লইবে, এবং প্রোষিতভর্তৃকাস্ত্রী যদি উক্ত কালনিয়ম রক্ষা নাকরিয়াই পুনর্ভূ হয়, তাহা হইলে তাঁহারও স্ত্রীধন হৃত হইবে।

আরও দেখুন, নারদঋষি এই স্থলেই যে কেবল প্রতিপ্রসব বচন উল্লেখ করিয়াছেন, এমত নহে। পুরুষদণ্ড প্রকরণেও তিনি এইরূপ প্রতিপ্রসব বচন উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

নাপ্য পত্যং পরগৃহে সংযুক্তস্য স্ত্রিয়া সহ।
দৃষ্টং সংগ্রহণং তজ্জ্ঞৈর্ণাগতায়াঃ স্বয়ংগৃহে ॥ ৬০

অদুষ্ট ত্যক্ত দারস্য ক্লীবস্য ক্ষয়িকস্য চ।

স্বেচ্ছানুপেয়ুযো দারান্ ন দোষঃ সাহসে ভবেৎ ॥ ৬১

পরগৃহে গমনপূর্ব্বক পরস্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিলে সে সন্তান উৎপাদকের হয় না ইহাকে স্ত্রীসংগ্রহণ বলে। কিন্তু স্ত্রী অভিসারিকা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরগৃহে গেলে এমত স্ত্রীগমনে পণ্ডিতেরা সংগ্রহণ বলেন না। ৬০।

অদুষ্টা অথচ পতিপরিত্যক্তা স্ত্রী, ক্লীবের স্ত্রী, ক্ষয়রোগীর স্ত্রী, ইহাদিগকে ইচ্ছানুসারে সংগ্রহ করিলে দণ্ডার্হদোষ হইবে না। ৬১।

পাঠকবর্গ এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, দেবর্ষিনারদ স্ত্রীদণ্ড প্রকরণে স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে, পতিত অথবা ক্লীব হইলে, এই পাঁচপ্রকার আপৎকালে পুরুষান্তর গমন করিলে যেমন স্ত্রীদিগকে ব্যভিচার জন্য দণ্ডার্হ করেন নাই, অভিসারিকা স্ত্রীগমন, পতিপরিত্যক্তা স্ত্রী, ক্লীবের স্ত্রী ও ক্ষয়রোগীরস্ত্রীগমনে সেইরূপ পুরুষদিগকেও পরস্ত্রী সংগ্রহণ জন্য দণ্ড হইতে বর্জিত করিয়াছেন।

এক্ষণে কন্যা দুষ্টকারীর দণ্ড বিধানের প্রতিপ্রসবস্থল নারদ কিরূপ বলিয়াছেন দেখুন।

সজাত্যতিশয়ে, পুংসাং দণ্ড উত্তম সাহসঃ।

মধ্যমস্তানুলোম্যেন প্রাতিলোম্যে প্রমাপণম্ ॥ ৭০

কন্যায়ামসকামায়াং দ্ব্যঙ্গুলস্যাবকর্ত্তনম্।

উত্তমায়াং বধস্ত্বেব সর্ব্বসংগ্রহণং তথা ॥ ৭১

সকামায়াং তু কন্যায়াং সংগমে নাস্ত্যতিক্রমঃ।

কিংত্বলংকৃত্য সৎকৃত্য স এবৈনাং সমুদ্বহেৎ ॥ ৭২

সমান জাতীয়া কন্যা দুষ্টা করিলে পুরুষের উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। অনুলোমক্রমে হীনজাতীয়া কন্যা দুষ্টা করিলে উৎকৃষ্টজাতীয় পুরুষের মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। প্রতিলোমক্রমে উৎকৃষ্টজাতীয়া কন্যাকে দুষ্টা করিলে নিকৃষ্টজাতীয় পুরুষের বধ দণ্ড হইবে। ৭০

অকামা কন্যাকে দুষ্টা করিলে পুরুষের দুইটী অঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া দিবে। অকামা উত্তমজাতীয়া কন্যাকে দুষ্টা করিলে নিকৃষ্টজাতীয় পুরুষকে বধদণ্ড প্রাপ্ত হইতে হইবে। ইহাকে সর্ব্বসংগ্রহণ বলে। ৭১।

সকামা কন্যাগমন করিলে কন্যাত্ব অতিক্রমনজন্য দণ্ডনীয় হইতে হইবে না। ঐ কন্যাকে অলঙ্কৃতা করিয়া ঐ পাত্রে অর্পণ করিবে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, দেবর্ষিনারদ সকল প্রকার দণ্ড বিধানেরস্থলে তাহার প্রতিপ্রসব স্থলও বলিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ পুরুষদিগের দণ্ডবিধান প্রকরণে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীতে আসক্ত হইলে স্ত্রীসংগ্রহ জন্য দণ্ডবিধান করিয়া যেস্থলে স্ত্রীসংগ্রহ হইলেও পুরুষ দণ্ডনীয় হইবে না তাহা বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ অবিবাহিতা কন্যার কন্যাত্ব অতিক্রম করিলে পুরুষের দণ্ড কিরূপ হইবে, তাহা নিরূপণ করিয়া কোনস্থলে কন্যাত্ব অতিক্রম করিলেও পুরুষ দণ্ডনীয় হইবে না, তাহা বলিয়াছেন এবং তৃতীয়তঃ বিবাহিতা স্ত্রীদিগের পরপুরুষ গমনরূপ ব্যভিচারের দণ্ড বিধান করিয়া কোন্ কোন্ অবস্থায় পরপুরুষ গমন করিলেও দণ্ডার্হ হইবে না তাহা বলিয়াছেন। দণ্ডপ্রকণের প্রতিপ্রসবস্থলে দণ্ডনীয় হইবে না বলাতে ঐ সকল কার্য্য বৈধ অথবা আচরনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারেনা অথবা ঐ সকল কার্য্য করিতে শাস্ত্রকার যে অনুজ্ঞা দিয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারেনা। কারণ, তাহা হইলে সকামা কন্যার কন্যাত্ব নষ্ট করা এবং পতি পরিত্যক্তা স্ত্রী, ক্লীবের স্ত্রী ও ক্ষয় রোগীর স্ত্রীকে সংগ্রহ করাও বৈধ হইয়া উঠে। কিন্তু কোন ভদ্র সমাজে এরূপ আচরণ বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই এবং কেহই ইহাকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। আর কন্যা অকামাই হউক বা সকামাই হউক, কন্যার কন্যাত্ব দূষিত করা যে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য ইহা কেনা স্বীকার করিবেন? এরূপ পাপাচারী রাজদ্বারে দণ্ডিত হউক, বা নাই হউক, ভদ্র সমাজে যে ঘৃণিত হইবে তাহার আর কোন সংশয় নাই। অপর, পরপরিণীতা স্ত্রী স্বামী পরিত্যক্তাই হউক আর নাই হউক, তাহার স্বামী ক্লীবই হউক আর ক্ষয় রোগগ্রস্থই হউক, পরস্ত্রী গমন যে সর্ব্বপ্রকারে অবৈধ, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। অন্যের স্ত্রী উপগতা হইলে, তাহাতে অভিগমন করা যে অবৈধ কার্য্য তাহা ভদ্র মাত্রেই স্বীকার করেন, এরূপ পরস্ত্রী সংগ্রহকারী রাজদ্বারে নিষ্কৃতি পায় বলিয়া ভদ্র সমাজে যে তাহার নিষ্কৃতি নাই তাহা প্রমাণ করিবার আর আবশ্যকতা নাই। সেইরূপ পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে, পতিত অথবা ক্লীব হইলে যদি স্ত্রী পুরুষান্তর গমন করে, তাহা হইলে রাজদ্বারে তাহার কোন দণ্ড হউক বা নাই হউক, ভদ্র সমাজে যে সে ব্যভিচারিণী বলিয়া পরিত্যজ্য হইবে, তাহার অণুমাত্রও সংশয় নাই। এই সকল গর্হিতাচারীগণ অর্থশাস্ত্রানুসারে নির্দ্দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হয় বটে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাহারা যে পাপী ও সমাজত্যজ্য তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ দেখান হইয়াছে, এবং এই জন্যই নারদ বলিয়া রাখিয়াছেন

যে, উক্ত পাচস্থলে স্ত্রীদিগের অন্য পতি গ্রহণ করা বেদ কর্ত্তা ব্রহ্মার অভিপ্রেত নহে এবং পতি ভিন্ন পুরুষান্তরগতা স্ত্রীগণ পরপূর্ব্বা বলিয়া কথিত হইবে। ইহার মধ্যে যাহারা পুনঃসংস্কার দ্বারা অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে, তাহারা পুনর্ভূ এবং যাহারা পুনঃসংস্কার বিনা অন্য পুরুষ আশ্রয় করিবে তাহারা স্বৈরিণী বলিয়া ভদ্র সমাজে পরিচিত হইবে। যথা,—

নারদস্মৃতিঃ।। স্ত্রীপুংসংযোগো নাম দ্বাদশ ব্যবহার পদম্,—

পরপূর্ব্বাঃ স্ত্রিয়স্ত্বন্যাঃ সপ্ত প্রোক্তা যথাক্রমম্।
পুনর্ভূ স্ত্রিবিধাতাসাং স্বৈরিণী তু চতুর্ব্বিধা।। ৪৫
কন্যৈ বাক্ষত যোনির্যা পাণিগ্রহণ দূষিতা।
পুনর্ভূঃ প্রথমা প্রোক্তা পুনঃসংস্কার মর্হতি।। ৪৬
কৌমারং পতিমুৎসৃজ্য যা ত্বন্যং পুরুষংশ্রিতা।
পুনঃ পত্যুর্গৃহমিয়াৎ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা।। ৪৭
অসৎসু দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্যা প্রদীয়তে।
সবর্ণায় সপিণ্ডায় সা তৃতীয়া প্রকীর্ত্তিতা।। ৪৮
স্ত্রী প্রসূতাপ্রসূতা বা পত্যাবৈব তু জীবতি।
কামাদ্যা সংশ্রয়েদন্যং প্রথমা স্বৈরিণী তু সা।। ৪৯
মৃতে ভর্ত্তরি সংপ্রাপ্তান্দেবরাদীনপাস্য যা।
উপগচ্ছেৎ পরং কামাৎ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা।। ৫০
প্রাপ্তা দেশাদ্ধনক্রীতা ক্ষুৎপিপাসাতুরা চ যা।
তবাহমিত্যুপগতা সা তৃতীয়া প্রকীর্ত্তিতা।। ৫১
দেশধর্ম্মানপেক্ষ্য স্ত্রী গুরুভির্যা প্রদীয়তে।
উৎপন্ন সাহসান্যস্মৈ অন্ত্যা সা স্বৈরিণী স্মৃতা।। ৫২
পুনর্ভূবাং বিধিস্ত্বেষ স্বৈরিণীনাং প্রকীর্ত্তিতঃ।
পূর্ব্বা পূর্ব্বা জঘন্যাসাং শ্রেয়সী তূত্তরোত্তরা।। ৫৩

পরপূর্ব্বা স্ত্রী সাত প্রকার, ইহার মধ্যে তিন প্রকার পুনর্ভূ, চারি প্রকার স্বৈরিণী। ৪৫।

যে কন্যার পাণিগ্রহণ মাত্র হইয়াছে, পতি সংসর্গ হয় নাই, সে যদি পুনঃসংস্কার দ্বারা পুরুষান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর পুনর্ভূ বলাযায়। ৪৬।

কৌমার পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিছুকাল পুরুষান্তর আশ্রয় করিয়া যে স্ত্রী পতির নিকটে আইসে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর পুনর্ভূ। ৪৭।

দেবরের অভাবে যে স্ত্রী পতির সবর্ণ সপিণ্ডকে অর্পিত হয় সে তৃতীয় শ্রেণীর পুনর্ভূ। ৪৮।

যে স্ত্রী প্রসূতাই হউক আর অপ্রসূতাই হউক, অথবা পতি বর্ত্তমানেই হউক কাম প্রবৃত্ত হইয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করে সে প্রথম শ্রেণীর স্বৈরিণী। ৪৯।

যে মৃত ভর্ত্তৃকা স্ত্রী দেবরাদিকে পরিত্যাগ করিয়া কামতঃ অন্যকে আশ্রয় করে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বৈরিণী। ৫০।

যে স্ত্রী ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অন্যের নিকট " আমি তোমার " এই বলিয়া উপগতা হয়, অথবা যে স্ত্রী কোন দেশ হইতে প্রাপ্ত অথবা ক্রীত হইয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে তৃতীয় শ্রেণীর স্বৈরিণী। ৫১।

যে স্ত্রী ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়াছে দেখিয়া তাহার গুরুজন কর্ত্তৃক দেশ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অন্য পুরুষে প্রদত্ত হয় সে অন্ত্য স্বৈরিণী। ৫২।

পুনর্ভূ ও স্বৈরিণীর বিধি বলা হইল। এই সকল স্ত্রী স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে পরপর-ক্রমে উত্তমা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে জঘন্যা। ৫৩।

এক্ষণে পাঠকবর্গ উপরিউক্ত নারদ বচন গুলি অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। নারদ " নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে " ইত্যাদি বচনে বিবাহিতা স্ত্রীর অন্য পতি গ্রহণে বিধি দিয়াছেন কিনা? যদি বিধি দিবারই উদ্দেশ্য থাকিত তাহা হইলে যে পুনর্ভূকে ধর্ম্ম শাস্ত্রকর্ত্তাগণ একবাক্যে সমাজ বর্জ্জিত, পতিত ও অভোজ্যান্ন বলিয়াছেন, ইহাদিগকে এমত শ্রেণীভূক্ত করিতেন না। পুনর্ভূ সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, নারদ অবশ্যই যে তৎসমস্ত জানিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা জানিয়াও যখন তাহাদিগকে পুনর্ভূ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, তখন এরূপে অন্যপতি গ্রহণ করা যে তাঁহার মতে স্ত্রীদিগের পক্ষে বৈধ নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। যদি বলেন যে, নারদ পুনর্ভূর যে বিধি বলিয়াছেন, তাহাতে পতির নিরুদ্দেশাদি অবস্থার উল্লেখ নাই অতএব তাঁহার মতে " নষ্টে মৃতে " ইত্যাদি বচনোক্ত পাঁচ আপৎকাল ভিন্ন অন্যকালে স্ত্রী অন্যপতি গ্রহণ করিলে পুনর্ভূ হইবে, অন্যথা নহে। কিন্তু, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের একথা যুক্তি যুক্ত নয়, কারণ নারদ-বচনে পতি পুত্রোৎপাদনে অক্ষম (ক্লীবাদি রোগগ্রস্ত) অথবা কোন প্রকারে বিবাহিত পতির অভাব হইলেই অন্যপতি গ্রহণের কথা উপস্থিত হইতে

পারে, নতুবা সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পতি বিদ্যমানে পত্যন্তর গ্রহণের কল্পনা করা যাইতে পারে না। অতএব নারদ পূর্ব্বোক্ত বচন পরম্পরায় পুনর্ভূ ও স্বৈরিণীর যে সকল বিধি নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পতির নিরুদ্দেশাদি স্থলেই বুঝাইতেছে।

বশিষ্ঠ সংহিতায় ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা,—

পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ পুনর্ভূঃ কৌমারং ভর্ত্তারমুৎসৃজ্যান্যৈঃ সহচরিত্বা তস্যৈব কুটুম্বমাশ্রয়তি সা পুনর্ভূর্ভবতি। যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎসৃজ্যান্যং পতিং বিন্দেত মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি॥

বশিষ্ঠ সংহিতা সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥

পুত্র প্রতিনিধি পর্য্যায়ে বশিষ্ঠ বলিতেছেন,—

পৌনর্ভব পুত্র চতুর্থ। কৌমার পতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীরূপে আচরণ করতঃ পুনর্বায় পতিগৃহে আসিলে সে পুনর্ভূ হয়। ক্লীব, পতিত, বা উন্মত্ত পতি পরিত্যাগ করিয়া অথবা পতি পরলোক গত হইলে যে স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করে, সে পুনর্ভূ হয়।

এক্ষণে দেখুন, "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি বচনোক্ত পঞ্চ প্রকার আপৎ-কালে স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করিলে, তাহারা পুনর্ভূ শ্রেণীভুক্ত হয়, সুতরাং ইহা প্রথম বিবাহের ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত নহে। পুনর্ভূদিগের সহিত আচরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদিগের মত যাহা পূর্ব্বে সুবিস্তার ক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হইতেছে যে, পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে, ক্লীব হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রী পূর্ব্ব পতি উলঙ্ঘন করিয়া যদি অন্য পতি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারা পুনর্ভূ শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাহাদিগের সংসৃষ্ট পরিবারবর্গের সহিত যে সমাজ বহিষ্কৃতা হইবে, ইহার আর অন্যথা হইতে পারে না।

পূর্ব্বে যে নারদ বচন উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রথম শ্লোকে "পুনঃসংস্কার মর্হতি" অর্থাৎ "পুনঃ সংস্কারের যোগ্য হয়" এইরূপ বাক্য আছে, ইহাতে কেহ কেহ এরূপ সমালোচন করিতে পারেন যে, ইহাতে শাস্ত্রকার পুনঃ পতি গ্রহণের বিধি দিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক ঐ বাক্যের এরূপ তাৎপর্য্য নহে। কোন কোন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে পুনঃ সংস্কার হইলেই পুনর্ভূ বলা যায়। ইহাতে এইরূপ বুঝায় যে, যে অবস্থায়ই হউক না কেন স্ত্রী পূর্ব্ব পতি পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ সংস্কার দ্বারা অন্য পতি গ্রহণ করিলেই তাহাকে পুনর্ভূ বলা যায়। কিন্তু, নারদের অভিপ্রায় তাহা নহে, তাঁহার

অভিপ্রায় এই যে, যে স্ত্রী পুনঃ সংস্কারের যোগ্য, তাহাকে পুনঃ সংস্কার দ্বারা গ্রহণ করিলে সে পুনর্ভূ শ্রেণীভুক্ত হইবে অন্য স্থলে অর্থাৎ যে স্ত্রী পুনঃ সংস্কারের যোগ্য নহে,তাহাকে পুনঃ সংস্কার দ্বারা গ্রহণ করিলেও পুনর্ভূ হইবে না,সে স্বৈরিণী হইবে। নারদের স্বৈরিণীর পারিভাষিক বচন গুলির মধ্যে অন্ত্য স্বৈরিণীর পারিভাষিক বচনে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, ব্যভিচার দোষে দূষিতা স্ত্রী গুরুজন দ্বারা অন্যে সমর্পিতা হইলে সে স্বৈরিণী। দেখুন, ব্যভিচার দোষে দূষিতা স্ত্রী পুনঃ সংস্কারের যোগ্য নহে, সুতরাং সে গুরুজন দ্বারা অন্য পুরুষে পুনঃ সংস্কার দ্বারা অর্পিতা হইলেও তাহাকে পুনর্ভূ শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। অতএব পুনর্ভূ ও স্বৈরিণীর শ্রেণী বিভাগ কালে দেখিতে হইবে যে, যে স্ত্রী পুনঃ সংস্কার যোগ্যা সে যদি পুনঃ সংস্কার দ্বারা পুরুষান্তর কর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে, তবে তাহাকে পুনর্ভূ বলা যাইবে, এবং যে পুনঃ সংস্কারের যোগ্য নহে, সে পুনঃ সংস্কার দ্বারা গৃহীত হইলে পুনর্ভূ না হইয়া স্বৈরিণী শ্রেণী ভুক্ত হইবে। অনএব"পুনঃ সংস্কার মর্হতি" ইহা পুনঃ সংস্কারের অনুজ্ঞাবোধক নহে, ইহা কেবল পুনর্ভূ ও স্বৈরিণীর শ্রেণী বিভাগ করিবার নিয়ম জ্ঞাপক মাত্র।

বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে, "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" বচন মনুও বলিয়াছেন। কিন্তু মনু সংহিতায় এরূপ বচন দৃষ্ট হয় না, আর যদি বৃহন্মনু ইত্যাদি সংহিতায় এ বচন থাকে, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত মীমাংসার কোন ব্যাঘাত হইতেছে না ; বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে মনু ধর্ম্ম-শাস্ত্রে স্ত্রী দিগের এক পতীত্ব ধর্ম্মই কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সকল অবস্থাতেই স্ত্রী দিগের দ্বিতীয় পতি সংগ্রহ যে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন; তাহা বিস্তৃত রূপে বিধবা বিবাহ মনু বিরুদ্ধ প্রকরণে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। মনু ব্যবহার-শাস্ত্রে উক্ত বচন দ্বারা ইহাই মাত্র ব্যক্ত করিয়াছেন যে এই পাঁচ প্রকার আপৎকালে স্ত্রী অন্য পতি আশ্রয় করিলে দণ্ডার্হ হইবে না। নারদ যে অভিপ্রায়ে এই বচন উল্লেখ করিয়াছেন, মনুও সেই অভিপ্রায়েই বলিয়া থাকিবেন, ইহার অন্যথা হইবার কোন কারণ নাই। মনু প্রোষিত ভর্তৃকা সম্বন্ধে কিরূপ বিধি দিয়াছেন, দেখুন।

বিধায় বৃত্তিং ভার্য্যায়াঃ প্রবসেৎ কার্য্যবান্নরঃ।
অবৃত্তি কর্ষিতা হি স্ত্রী প্রদুষ্যেৎ স্থিতিমত্যপি। ৭৪।৯।
বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জিবেন্নিয়ম মাস্থিতা।
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ ।।৭৫।৯

কুল্লূক ভট্টের টীকা,—

কার্য্যে সতি মনুষ্যঃ পত্ন্যাগ্রাসাচ্ছাদনাদি প্রকল্প্য দেশান্তরং গচ্ছেৎ। যস্মাৎ গ্রাসাদ্যভাব পীড়িতা স্ত্রী শীলবত্যপি পুরুষান্তর সম্পর্কং ভজেৎ।৭৪।

ভক্তাচ্ছাদনাদি দত্ত্বা পত্যৌ দেশান্তরং গতে দেহপ্রসাধন-পরগৃহগমন রহিতা জীবেৎ, অদত্ত্বা পুনর্গতে সূত্রনির্ম্মাণাদিভির-নিন্দিত শিল্পৈর্জীবেৎ ।।৭৫।

কার্য্যানুরোধে বিদেশ গমন প্রয়োজন হইলে, স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের সম্যক্ সংস্থান করিয়া বিদেশ যাত্রা করিবে। কারণ গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হইলে স্ত্রী পুরুষ সম্পর্করূপ দোষে লিপ্ত হইতে পারে।৭৪।

গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান থাকিলে স্ত্রী নিয়মবতী হইয়া অর্থাৎ দেহ সংস্কার ও পর গৃহে গমনাদি বর্জন করিয়া কালাতিপাত করিবে। যদি গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান না থাকে, তাহা হইলে যজ্ঞোপবীতাদি নির্ম্মাণ করিয়া অর্থাৎ অনিন্দিত শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।৭৫

পাঠকবর্গ এক্ষণে দেখুন স্ত্রী দিগের পক্ষে পর পুরুষ সম্পর্ক যে নিতান্ত দোষের বিষয়, মনু তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং পাছে এইরূপ দোষ ঘটে, এই আশঙ্কায় মনু বিদেশগামী পুরুষ দিগকে স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের সম্যক সংস্থান করিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন। এবং স্ত্রী দিগকে নিয়মবতী হইয়া থাকিতে বিধি দিয়াছেন, আর যদি গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবও হয়, তাহা হইলে অনিন্দিত শিল্পাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বিধি দিয়াছেন। এমত স্থলে মনু যে আবার প্রোষিত ভর্ত্তৃকা স্ত্রী দিগকে পুরুষান্তর সম্পর্ক করিতে বিধি দিয়াছেন, ইহা বলা কখনই সঙ্গত নহে। পাছে প্রোষিত ভর্ত্তৃকা স্ত্রীগণ পুরুষান্তর সম্পর্ক দ্বারা দুষ্টা হয়, এই আশঙ্কায় মনু যখন এমত নিয়ম স্থাপণ করিয়াছেন, তখন আবার যে তাহাই বৈধ বলিবেন, ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক কথা। তবে যদি দণ্ড প্রকরণে প্রোষিত ভর্ত্তৃকা স্ত্রী দিগকে পুরুষান্তর সম্পর্ক জন্য দোষী না বলেন, তাহাতে কি বুঝায়? তাহাতে এই মাত্র বুঝায় যে ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে প্রোষিত ভর্ত্তৃকা স্ত্রী দিগের পুরুষান্তর সম্পর্ক করা দোষাবহ এবং তাহাদিগের নিয়মবতী হইয়া কালাতিপাত করাই কর্ত্তব্য ও বিধেয়। কিন্তু, কেহ যদি উক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া পুরুষান্তর সম্পর্ক করে, তাহা হইলে সাধারণতঃ স্ত্রী দিগের সম্বন্ধে পুরুষান্তর সম্পর্ক জন্য যে

দণ্ড বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ইহার পক্ষে সে দণ্ড বিধান করা যাইবে না। তথাপি তিনি এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, যদি নিয়মিত কাল অপেক্ষা না করিয়া পুরুষান্তর সম্পর্ক করে, তাহা হইলে ব্যভিচারের দণ্ড হইবে, আর নিয়মিত কাল অপেক্ষা করিলে দণ্ড হইবে না। ইহাতে ধৰ্ম্ম শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন জন্য সমাজ বঞ্চিতা হইবে না, অর্থ-শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে। এবং অর্থ-শাস্ত্রের এরূপ কথা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধৰ্ম্ম শাস্ত্রের বিধি খণ্ডন হইতে পারে না। এক্ষণে পাঠকবর্গ নিশ্চিত রূপে দেখিতে পাইতেছেন-যে, স্ত্রী দিগের কোন অবস্থাতেই অন্য পতি গ্রহণ যে সম্পূর্ণরূপে ধৰ্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ ইহার আর কোনও আপত্তি নাই।

—০:*:০-

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পূর্ব্বে বহুল শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইহা দেখান হইয়াছে যে, যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তা ও অন্যান্য ঋষিগণ একবাক্যে বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন এবং কোন শাস্ত্রই এরূপ ব্যবহারের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। অতএব বিধবার বিবাহ যে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্র বিরুদ্ধ, সুতরাং ভদ্র সমাজে কোন মতেই প্রচলিত হইতে পারে না, ইহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, কন্যা একবার এক পাত্রে বিবাহ দিলে উক্ত পাত্রের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পিতা পুনরায় সেই কন্যাকে দান করিতে পারেন; এক্ষণে ইহার বিষয় আলোচনা করা যাউক। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ কথাও যারপর নাই শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ।

বিবাহিতা স্ত্রীর পতি বর্ত্তমানেই হউক অথবা অবর্ত্তমানেই হউক তাহার আর পুনঃ দান হইতে পারে কি না অগ্রে ইহারই মীমাংসা করা উচিত। পরে যদি পুনর্দ্দান বিধি সম্মত হয় তাহা হইলে, কে দান করিতে পারে? এ প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন হইতে পারে; কারণ যদি পুনর্দ্দানই অশাস্ত্রীয় হয় তাহা হইলে পুনর্দ্দানের অধিকারী বিচার নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক এবং অসম্বন্ধ কথা হইয়া উঠে। অতএব পাঠক বর্গ শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও অনুজ্ঞা সকল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, যে কন্যাকে একবার বিধিপূর্ব্বক দান করা হইয়াছে তাহাকে পুনরায় দান করা যাইতে পারে কি না।

মনু বলিয়াছেন,—

> সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
> সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ।। ৪৭।৯

পৈতৃক ধন বিভাগ একবারমাত্র করিবে, কন্যা একবারমাত্র দান করিবে, "দদানি" অর্থাৎ দিলাম এই বাক্য একবারমাত্র বলিবে, সাধুগণ এই তিন কার্য্য একবারমাত্র করিবেন।

পাঠকবর্গ এই মনুবচনের অভিপ্রায় একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন, ইহাতে স্পষ্টাক্ষরে বিধান রহিয়াছে যে, কন্যা একবার "দদানি" এইবাক্য দ্বারা সম্প্রদান করা হইলে আর তাহাকে সম্প্রদান করা যাইতে পারে না। সুতরাং বিবাহিতার পুনঃ দান, যে বিধিবিরুদ্ধ ও মনুবিরুদ্ধ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমরাও

এই মন্ত্রবাক্যকে কত সাবধান পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকি, পাঠকবর্গ তাহা দেখুন। সম্প্রদান মন্ত্রে "সম্প্রদদে" এই বাক্য আছে. ইহা "দদানি" এই শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র। এই সম্প্রদান বাক্য তিনবার উচ্চারণ পূর্ব্বক কন্যাকে পাত্রে সম্প্রদান করিতে হয়, এইরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু ঐ সম্প্রদান-বাক্য তিনবার সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ করিলে তিনবার "সম্প্রদদে" এই বাক্য বলিতে হয়। সুতরাং এইরূপে "সম্প্রদদে" এইবাক্য তিনবার উচ্চারণ করিলে পাছে উপরি উক্ত মনুর বিধি উল্লঙ্ঘন করা হয়, এইজন্য শেষ বাক্যে একবারমাত্র "সম্প্রদদে" এই বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। রঘুনন্দন শিরোমণি উদ্বাহতত্ত্বে ইহা বিশেষরূপে বিচার করিয়াছেন, তাহা দেখুন।

নান্দীমুখ বিবাহে চ প্রপিতামহ পূর্ব্বকম্।
বাক্যমুচ্চারয়েদ্বিদ্বানন্যত্র পিতৃপূর্ব্বকম্ ॥
এতদেব ত্রিরুচ্চার্য্য কন্যাং দদ্যাদযথা বিধি।
বিবাহে যো বিধিঃ প্রোক্তো বরণে স বিধিঃ স্মৃতঃ।
বাক্যং ত্রৈপুরুষিকং কার্য্যং ত্রিরাবৃত্তির্বিবর্জ্জিতে।

নান্দীমুখশ্রাদ্ধে ও বিবাহে প্রপিতামহাদির নাম উচ্চারণ করিবে। এতদ্ভিন্ন স্থলে পিত্রাদি পূর্ব্বক নাম উচ্চারণ করিবে। এইরূপ বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিয়া যথাবিধি কন্যাদান করিবে। নামোচ্চারণের বিধি বিবাহে যেরূপ জামাতা বরণেও সেইরূপ। কেবল সম্প্রদানে ইহা তিনবার উচ্চারণ করিতে হয় এবং বরণে একবার মাত্র উচ্চারণ করিবে।

এক্ষণে দেখুন, সম্প্রদানের বাক্য এইরূপ,—

অমুক গোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়।
অমুক গোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুক দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়।
অমুক গোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়।
অমুক গোত্রায়ামুক প্রবরায় শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায় তুভ্যং।
অমুক গোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং।
অমুক গোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুক দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং।

অমুক গোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুক গোত্রাং অমুক প্রবরাং শ্রীঅমুকীদেবীং।

এনাং কন্যাং সবস্ত্রাং সালঙ্কারাং প্রজাপতি দৈবতাকাং অহং সম্প্রদদে।

পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে এই বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিলে "সম্প্রদদে" এই বাক্য তিনবার বলিতে হয়, সুতরাং "সকৃদাহ দদানি" এই মনুপ্রোক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করা হয়। সেই জন্য স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মীমাংসা করিয়াছেন যে,—

এতদিতি প্রপিতামহপূর্ব্বকং বাক্যং তচ্চ ঋষ্যশৃঙ্গবচনাৎ কন্যানামাস্ত মিতি ন তু সম্প্রদদে দদানি বেত্যস্তং "সকৃদংশোনিপততি সকৃৎকন্যা প্রদীয়তে। সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ।" ইতি মনুবচনাৎ "বেদার্থোপ নিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতং। মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে।" ইতি বৃহস্পতি বচনাৎ।

ঋষ্যশৃঙ্গ বচনে প্রপিতামহ পূর্ব্বক সম্প্রদান বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিতে হইবে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে "সম্প্রদদে" এইশব্দ তিনবার উচ্চারণ করিতে হইবে না। "শ্রীঅমুকীং দেবীং" এই বাক্য পর্য্যন্ত তিনবার উচ্চারণ করিতে হইবে। কারণ মনু বলিয়াছেন যে ধন বিভাগ একবার মাত্র হইতে পারে, কন্যা একবার মাত্র দান করা যাইতে পারে এবং "দদানি" দিলাম এই বাক্য একবার মাত্র বলিবে। অতএব যখন বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, মনু বেদার্থ নিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া মনুস্মৃতি সর্ব্বপ্রধান এবং যে স্মৃতি মন্বর্থের বিপরীত তাহা আদরনীয় নহে, তখন মনুপ্রোক্ত বিধি অনুসারে সম্প্রদান বাক্যের "শ্রীঅমুকীং দেবীং" এই পর্য্যন্ত তিনবার উচ্চারণ করিয়া শেষে "এনাং কন্যাং সবস্ত্রাং সালঙ্কারাং প্রজাপতি দৈবতাকাং অহং সম্প্রদদে" এই বাক্যটী একবার মাত্র উচ্চারণ করিবে। ভবদেবভট্টও অবিকল এই রূপই মীমাংসা করিয়া বিবাহ পদ্ধতিতে এইরূপ বলিয়াছেন,—

* * * শ্রীঅমুকী দেবীং ইতি ত্রিরুক্তা এনাং কন্যাং সবস্ত্রাং সালঙ্কারাং প্রজাপতি দৈবতাকাং অহং সম্প্রদদে।

অর্থাৎ প্রপিতামহ পূর্ব্বক গোত্র প্রবরাদি উল্লেখ করিয়া "শ্রীঅমুকী দেবীং" এইবাক্য পর্য্যন্ত তিনবার উচ্চারণ করিয়া পরে "এনাং কন্যাং ইত্যাদি বাক্য একবার মাত্র শেষে বলিবে। এবং আমরা এইরূপ আচরণ করিয়া মনুপ্রোক্ত বিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে পাশ্চাত্য বিদ্যার বলে,—এক্ষণকার বিদ্যাভিমানী আর্য্যসন্তানেরা আর আর্য্যশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাহেন না!! বিদ্যাসাগর মহাশয়ও যুক্তিবলে শাস্ত্রের এ মর্য্যাদা অবহেলা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন!!!

পাঠকবর্গ একবার পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও ভবদেব ভট্টের মীমাংসা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন যে, কন্যা একপাত্রে সম্প্রদান করিতে "সম্প্রদদে" এইবাক্য এককালে তিনবার উচ্চারণ করিতেও ইহাঁরা সঙ্কুচিত হইতেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়, যে কন্যা একবার "সম্প্রদদে" বলিয়া একপাত্রে সমর্পণ করা হইয়াছে, তাহাকে আবার অন্যপাত্রে কালান্তরে "সম্প্রদদে" এইবাক্য বলিতে সঙ্কুচিত হন না, এবং এইরূপ বারম্বার "সম্প্রদদে" এইবাক্য উচ্চারণ করিয়া পাত্রান্তর হইতে পাত্রান্তরে সমর্পণ করা শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা এমত একজন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ইহা এক্ষণে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সম্প্রদান বাক্যের যে অংশে "সম্প্রদদে" এইবাক্য আছে, তাহা একবার ভিন্ন আর দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হইতে পারে না, এবং ইহা বিধি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সুতরাং একবার বিবাহিতা কন্যার আর দ্বিতীয়বার দান হইতে পারে না। ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বিষয় বিশেষে দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান হইতে পারে। তাঁহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই,—

স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব চ।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োপি বা।
ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণ ভূষণা॥

বি, বি, পু: ১৯১ পৃষ্ঠা

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত অনুবাদ,—

যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেচ্ছাচারী, সগোত্র, দাস অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে বিবাহিতা কন্যাকেও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া অন্যপাত্রে সম্প্রদান করিবে।

বিদ্যাসার মহাশয় তাঁহার বিধবা বিবাহের পুস্তকে যত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক স্থলে কাহার বচন, এবং কোথা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন সে সমস্তই বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে সে সব সংবাদ কিছুই নাই ; কেবল বিচার স্থলে কাত্যায়ন এইরূপ বিধি দিয়াছেন, এইমাত্র বলিয়াছেন। সুতরাং এ বচন কাত্যায়নের বলিয়া স্বভাবতঃ বুঝা যায়। সেইজন্য কাত্যায়ন সংহিতার পংক্তি পংক্তি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ এ বচন পাইলাম না। যদি কোন নিবন্ধকারের গ্রন্থে এ বচন কাত্যায়নের বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে, তাহাত বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছুই বলেন নাই। যাহা হউক, শাস্ত্রকারেরা এ সম্বন্ধে কি বিধি দিয়াছেন, এবং কিরূপেইবা ইহা মীমাংসিত হইয়াছে, আর এতকাল এমতস্থলে কিরূপ ব্যবহারের অনুগত হইয়া লোকসমাজ চলিয়া আসিতেছে, তাহা দেখা যাউক।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের উদ্বাহ তত্ত্ব দেখুন,—

দত্তাং বাগদত্তাং ইয়ং কন্যাং অমুকায় দাতব্যেতি প্রতিশ্রুতামিতি যাবৎ। তত্র বিশেষমাহ নারদঃ,—

ব্রাহ্ম্যাদিষু বিবাহেষু পঞ্চস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ।
গুণাপেক্ষং ভবেদ্দানমাসুরাদিষু চ ত্রিষু ॥

এষ বিধিঃ সকৃদ্দান বিধিঃ।

গৌতমঃ।—প্রতিশ্রুত্যাপ্যধর্ম্ম সংযুক্তায় ন দদ্যাৎ।
অধর্ম্মোত্র দানানর্হতা প্রযোজক ইতি বিবাদ রত্নাকরঃ।

কন্যা একবার সম্প্রদান করিয়া সেই কন্যা হরণ করিলে দাতা চোরের দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর প্রাপ্ত হইলে কন্যা দত্তা হইলেও তাহাকে ফিরাইয়া লইবে।

দত্তা শব্দে বাগদত্তা বুঝায়। অর্থাৎ কন্যাদাতা অমুকী কন্যা অমুক পাত্রে দান করিব, যেখানে এরূপ প্রতিজ্ঞা মাত্র করিয়াছেন, সেই স্থলে ঐ কন্যাকে দত্তা কন্যা বলা যায়। ইহার বিশেষ বিধি নারদ বলিয়াছেন, যে, ব্রাহ্ম্যাদি পাঁচ প্রকার বিবাহে অর্থাৎ ব্রাহ্ম্য, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহে এই বিধি। আর আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ এই তিন প্রকার বিবাহে গুণাপেক্ষা করিয়া বিবাহ দেওয়া বিধি।

এখানে "এষ বিধি" ইহার অর্থ সকৃৎ অর্থাৎ একবার সম্প্রদান করাই বিধি।

গৌতম বলিয়াছেন,—প্রতিশ্রুত হইলেও অধর্ম্মসংযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেনা।

বিবাদ রত্নাকর মীমাংসাকার বলিয়াছেন যে, অধর্ম্ম-সংযুক্ত ব্যক্তি বলিতে দানের অযোগ্য পাত্রকে বুঝাইবে।

পাঠকবর্গ এক্ষণে রঘুনন্দন শিরোমণির বিচার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, ব্রাহ্ম্যাদি পাঁচ প্রকার বিবাহ স্থলে কন্যা একবার সম্প্রদান করাই বিধি। একবার সম্প্রদান করা হইলে, কোন কারণ বশতঃ সে কন্যাকে আর পুনর্দ্দান করিতে পারা যায়না। কিন্তু গৌতম বলিয়াছেন যে, কন্যা-দাতা অজ্ঞান বশতঃ দানের অযোগ্য ব্যক্তিকে কন্যাদান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেও ঐ বাগ্দত্তা কন্যাকে অন্য শ্রেষ্ঠ বরে প্রদান করিবে, তথাপি অযোগ্য পাত্রে সম্প্রদান করিবে না। কিন্তু, সম্প্রদান হইয়াগেলে আর সে কন্যাকে পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিবেনা। কারণ, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্ম্যাদি বিবাহে এক বার সম্প্রদান করাই বিধি। এবং আসুর বিবাহে যেখানে কন্যাকে শুল্ক গ্রহণ করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়, এবং সম্প্রদানাদি ক্রিয়া বিবাহ সিদ্ধির কারণ নহে, সেস্থলে যদি কন্যার পিতা ঐরূপ অযোগ্য পাত্রের নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে গৃহীত মূল্য প্রত্যর্পণ করিয়া অন্য যোগ্য পাত্রে অর্পণ করিবে। কারণ, এ বিবাহে গুণাপেক্ষা করিয়া বিবাহ দেওয়া বিধি। এক্ষণে এ মীমাংসার স্থূল তাৎপর্য্য এইরূপ হইতেছে যে, অযোগ্য পাত্র হইতে কন্যা পুনঃগ্রহণ করিয়া অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবার গৌতম যে বিধি দিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্ম্যাদি পাঁচ প্রকার বিবাহ স্থলে বাগ্দান পর্য্যন্ত খাটিবে, সম্প্রদান হইয়া গেলে আর খাটিবে না; এবং আসুরাদি বিবাহে কন্যার মূল্য গ্রহণ করা হইলেও ইহা খাটিবে।

এক্ষনে দেখা যাউক যে, দানের অযোগ্য পাত্র কে? ইহার ব্যাখ্যা বশিষ্ঠ করিয়াছেন, যথা,—

উদ্বাহতত্ত্বধৃত বশিষ্ঠ বচন,—

কুলশীল বিহীনস্য পণ্ডাদি পতিতস্য চ।

অপস্মারি বিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাং।

দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈব চ।

কুলশীল বিহীন, ক্লীবাদি, পতিত, অপস্মার রোগবিশিষ্ট, বিধর্ম্মী, বহুকালস্থায়ী রোগ বিশিষ্ট, ছদ্মবেশী, ইঁহাদিগকে কন্যা দান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেও কন্যাদাতা এরূপ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। এবং সগোত্র পাত্রে কন্যার

বিবাহ হইলেও ঐ দম্পতীর মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ সংঘটন করিবে।

এক্ষণে দেখুন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বচন কাত্যায়ণের বলিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে আর বশিষ্ঠের বচনে কোন প্রভেদ নাই, কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে, কুলশীল বিহীনাদি অযোগ্য পাত্রে কন্যা বাগদত্তা হইলেও সে পাত্রে সম্প্রদান করিবেনা ; এবং কেবল সগোত্র স্থলে বিবাহ হইলেও তাহাদিগের মধ্যে যাহাতে সংযোগ না ঘটিতে পারে এমত করিবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাত্যায়ন বচনে সকল স্থলেই বিবাহ হইলেও বিবাহিতা কন্যাকে তাহার স্বামীর নিকট হইতে হরণ করিবে, এইরূপ বলিয়াছেন। যদি কাত্যায়নের এই বচনে কোন অঙ্গ বৈকল্য সংঘটিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, এবিধি আসুরাদি বিবাহ স্থলে প্রয়োজ্য, ব্রাহ্ম্যাদি বিবাহে নহে। কারণ, তাহা হইলে, কাত্যায়নের বচন মনু, গৌতম ও বশিষ্ঠ বচনের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া উঠে। এমত বিরোধ স্থলেও মনু, গৌতম ও বশিষ্ঠের বিধিই গ্রাহ্য, কারণ ইহাকে বলবত্তর প্রমাণ বলিতে হইবে তাহার কোন সংশয় নাই।

পাঠকবর্গের এক কথার সংশয় এখনও রহিয়াছে। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, ব্রাহ্ম্যাদি বিবাহে দানের অযোগ্য পাত্রে কন্যা বাগদত্তা হইলেও যেমন তাহাকে সে পাত্রে দান না করিয়া পাত্রান্তরে দান করিতে পারা যায়, সেইরূপ যখন বশিষ্ঠ সগোত্র পাত্রে কন্যা সম্প্রদান হইলেও তাহাকে হরণ করিতে বলিয়াছেন, তখন প্রদত্তা কন্যাকে অন্য পাত্রেও অর্পণ করা যাইতে পারে। কিন্তু একবার সম্প্রদানে পাঠ উচ্চারিত হইয়া কন্যা সমর্পিত হইলে তাহা আর ফিরিবার নহে। অতএব সগোত্র পাত্রে কন্যার সম্প্রদান হইলে, তাহাকে আর অন্য পাত্রে অর্পণ করা যাইতে পারে না। এমত অবস্থা হইলে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, তাহা বৌধায়ন স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যথা,—

পরাশর মাধবে বিবাহ প্রকরণে,—

ন চাত্র সম্মিলিতযোর্গোত্র প্রবরয়োঃ পর্য্যুদাস নিমিত্তং শঙ্কনীয়ং প্রত্যেকং দোষাভিধানাৎ।

তদাহ বৌধায়নঃ,—

সগোত্রাং চেদমত্যোপযচ্ছেন্মাতৃবদেনাং বিভৃয়াৎ।

শাতাতপোঽপি,—

পরিণীয় সগোত্রাস্তু সমান প্রবরাং তথা।

কৃত্বা তস্যাঃ সমুৎসর্গং তপ্তকৃচ্ছ্রং* বিশোধনম্ ॥

আপস্তম্বঃ,—

সমান-গোত্র-প্রবরাং কন্যামূঢ়্বোপগম্য চ।
তস্যামুৎপাদ্য সন্তানং† ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥

সমান গোত্রা কন্যা বিবাহ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মাতৃবৎ ভরণপোষণ করিবে।

সগোত্রা কন্যা বিবাহ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র (অতিকৃচ্ছ্র) ব্রতাচরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

সমান গোত্রা অথবা সমান প্রবরা কন্যা বিবাহ করিয়া তাহাতে অভিগমন পূর্ব্বক সন্তান (চণ্ডাল) উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণত্ব লোপ হয়।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, বৌধায়ন যখন বিবাহিতা সমান গোত্রা কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে মাতৃবৎ ভরণ পোষণ করিতে বিধি দিতেছেন, তখন সে কন্যা যে আর অন্য পাত্রে প্রদত্ত হইতে পারে না, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ, যদি সেই কন্যা অন্যপাত্রে অর্পণ করিবার শাস্ত্রীয় বিধি থাকিত, তাহা হইলে ঐ পাত্রকে তাহার ভরণ পোষণ করিতে হইবে বলিয়া বিধি দিতেন না। আরও দেখুন, কেন সেই কন্যাকে বিবাহ হইলেও হরণ করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। কারণ সেই কন্যাকে তাহার স্বামীর নিকট হইতে হরণ না করিলে, তাহার গর্ব্ভে যে সন্তান হইবে, সে চণ্ডাল এবং সেই স্বামী অব্রাহ্মণ হইবে। সুতরাং তাহাদিগের দাম্পত্য ব্যবহার নিবৃত্তি কবিবার জন্যই শাস্ত্রকারেরা ঐরূপ বিধি দিয়াছেন, অন্য পাত্রে অর্পণ করিবার জন্য ঐ বিধি কখনও দেন নাই।

সকলেই এক্ষণে দেখিলেন যে, কন্যা "দদানি" এই বাক্য দ্বারা এক বার সম্প্রদান করা হইলেই কোন কালে এবং কোন অবস্থাতেই সে কন্যার আর পুনঃ দান হইতে পারে না। এবং শাস্ত্রমত দান যে একবারেই হইতে পারে, এ কথার আর কোন সংশয় নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কাত্যায়নের বচন দেখাইয়াছেন, এবং তিনি ইহার অর্থ যেরূপ করিয়াছেন, তর্কানুরোধে তাহা স্বীকার করিলেও বিধবার পুনর্দ্দান সিদ্ধ হয় না "সকৃৎকন্যা প্রদীয়তে" অর্থাৎ কন্যা একবার মাত্র সম্প্রদান করা যাইতে পারে।

---

* মূল পুস্তকে "অতিকৃচ্ছ্রং" এইরূপ পাঠ আছে।

† মূল পুস্তকে "চণ্ডালং" এইরূপ পাঠ আছে।

"সকৃদাহ দদনীতি" অর্থাৎ "দদানি" দিলাম এই বাক্য একবার মাত্র বলা যাইতে পারে। ইহা মনু প্রোক্ত সাধারণ বিধি। কাত্যায়ন বচনে যে বিশেষ বিধি উক্ত হইয়াছে, তাহাতে এই মাত্র দেখা যায় যে, কয়েকটী স্থল বিশেষে কন্যা সম্প্রদান হইলেও তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করিয়া অন্য পাত্রে পুনর্দ্দান করা যাইতে পারে। অতএব ঐ বিশেষ বিধির অন্তর্গত স্থলভিন্ন অন্য স্থলে ঐ সাধারণ বিধিই অবলম্বন করিতে হইবে। সুতরাং কাত্যায়নোক্ত কয়টী বিশেষ স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে কন্যা একবার প্রদান করা হইলে আর তাহাকে যে পুনর্দ্দান করা যাইতে পারে না ইহা সিদ্ধ হইতেছে। যেমন প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনা করিবে, ইহা নিত্য বিধি। কিন্তু বচনান্তরে কথিত আছে যে পক্ষান্তে, মাসান্তে, দ্বাদশীতে, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ দিবসে সায়ং সন্ধ্যা করিবে না, এবং অশৌচ কালে সন্ধ্যা বর্জন করিবে। অতএব এই বিশেষ বিধিতে যে যে স্থল উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য স্থলে সন্ধ্যা বর্জন করিলে পূর্ব্বোক্ত নিত্য বিধি উল্লঙ্ঘন জন্য প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। সেইরূপ "একবার কন্যা দান করিবে" "দদানি এই বাক্য একবার মাত্র বলিবে" ইহা নিত্য বিধি। কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে কুলশীল বিহীন ইত্যাদি কয়েক স্থলে কন্যা অযোগ্য পাত্রে দান হইলেও কন্যাকে পুনর্দ্দান করিতে পারিবে। অতএব ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঐ কয়েক অযোগ্য পাত্র ভিন্ন অন্য স্থলে অর্থাৎ দানের উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিয়া সেই কন্যাকে পুনর্দ্দান করিতে পারিবে না। যেমন বিশেষ বিধি অনুসারে কোন কোন দিন সন্ধ্যোপাসনা বর্জিত হয় বলিয়া সকল দিনেই সন্ধ্যোপাসনা বর্জ্জিত হইতে পারেনা, সেইরূপ কাত্যায়নের বিশেষ বিধি অনুসারে কয়েক স্থলে কন্যা পুনর্দ্দত্তা হইতে পারে বলিয়া সকল স্থলেই কন্যা পুনর্দ্দত্তা হইতে পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, কাত্যায়নের যে বচন প্রমাণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তিনি ঐ বচনের যেরূপ অভিপ্রায় ব্যখ্যা করিয়াছেন তাহাতেই নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কন্যা বিবাহযোগ্য পাত্রে একবার বিধি পূর্ব্বক অর্পিত হইলেই সে কন্যার আর পুনর্দ্দান হইতে পারে না। ইহা নিতান্তই গর্হিত, অবৈধ এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ। অতএব এক্ষণে দেখুন যে কন্যাকে একবার যোগ্যপাত্র দেখিয়া পাত্রস্থ করা হইয়াছে, সুতরাং যাহার বিবাহ সিদ্ধ হইয়াছে, পরে সে পাত্র যদি বিধর্ম্মী, বহুকাল স্থায়ী রোগগ্রস্থ, ক্লীব, মৃত, নিরুদ্দেশ, গৃহাশ্রমত্যাগী অথবা কর্ম্ম দোষে পতিত হয়, তাহা হইলে উক্ত কাত্যায়ন বচনানুসারে সে স্ত্রীর আর পুনর্দ্দান হইতে পারে না। কারণ, সম্প্রদান কালে বর কাত্যায়নোক্ত অযোগ্য পাত্র ছিল না ; সুতরাং কাত্যায়নের বিশেষ বিধি এ স্থলে খাটিতে পারে না। কাজেই বলিতে হইবে যে, মনু প্রোক্ত সাধারণ বিধি অনুসারে সে স্ত্রীর পুনর্দ্দান শাস্ত্র মতে আর হইতে পারে না।

অতএব ইহা এক্ষণে নিশ্চয়রূপে স্থির হইতেছে যে, ব্রাহ্ম্যাদি বিবাহে কন্যা একবার "সম্প্রদদে" এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক বিধিমতে পাত্রস্থ হইলে, সেই কন্যাকে শাস্ত্র মতে আর অন্য পাত্রে অথবা সেই পাত্রেই পুনর্দ্দান করা যাইতে পারে না। যদি কেহ তাহা করে, তাহা হইলে সেই কন্যাদাতা চৌরদণ্ড-ভাগী হইবে, এবং এরূপ অশাস্ত্রীয় কন্যা দানকে বিবাহ বলা যাইতে পারে না। নিকৃষ্ট জাতীয় লোকেরা যেরূপ অমন্ত্রক সাংহা করিয়া থাকে, ইহাও সেই সাংহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এ স্থলেও সেই "অর্জ্জুনাত্মজ শ্রীমান্" ইত্যাদি বচন মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে পিতা বিধবা কন্যাকে বিবাহ দিয়াছেন। এ বচন লইয়া পূর্ব্বে যথেষ্ট বাক্য ব্যয় করা হইয়াছে, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চাতুরীও বিশদরূপে দেখান হইয়াছে। অতএব এ স্থলে ঐ সকল কথার পুনরালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইরাবানের জন্ম বিবরণের সমস্ত ভাগ পাঠকবর্গকে দেখান নাই। "এবমেষ সমুৎপন্নঃ পর ক্ষেত্রেঽর্জ্জুনাত্মজঃ" ব্যাস বচনের এই ভাগটী তিনি প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া অযথা মিথ্যা বিতণ্ডা করিয়াছেন। ইরাবান্ বাস্তবিক তাহার মৃত পিতার ক্ষেত্রজ পুত্র। ইহাতে বিবাহের কথাই নাই, সুতরাং বিবাহাঙ্গ সম্প্রদানের কথাও নাই। ইরাবানের পিতামহ নাগরাজ পুত্রবধুকে নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে এক পুত্রোৎপাদনের জন্য অর্জ্জুনে নিযুক্তা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কোথা হইতে "সুতায়াং" পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা তিনি জানেন। কিন্তু বর্দ্ধমানের মহারাজা যে মহাভারত মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছেন, তাহাতে "স্নুষায়াং" পাঠ আছে এবং আজ পর্য্যন্ত যে কয় খানি মহাভারত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার যতগুলি দেখিয়াছি প্রত্যেক গ্রন্থেই "স্নুষায়াং" পাঠ আছে। অতএব ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ধৃত বচন পাঠান্তরিত হইয়াছে।

এস্থলে স্নুষায়াং শব্দই সঙ্গত বলিয়া বোধহয়। কারণ নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে স্ত্রীদিগকে নিযুক্তা করিতে হইলে গুরুজন দ্বারা নিযুক্তা করিতে হয়। পতি বর্ত্তমানে পতি কর্ত্তৃক নিযুক্তা হওয়া বিধি। যেমন কুন্তী পাণ্ডু কর্ত্তৃক নিযুক্তা হইয়াছিলেন, এবং পতি অবিদ্যমানে শ্বশুর শাশুড়ী ইত্যাদি পতিকুলের গুরুজন দ্বারা নিযুক্তা হইতে হয়। বাল্য কালে পিতার অনুগত, যৌবনকালে পতির অনুগত এবং বার্দ্ধক্যে স্ত্রী দিগের পুত্রের অনুগত থাকিতে হয়। অর্থাৎ ধর্ম্ম কর্ম্মাদি যে কোন কার্য্য করিতে হয়, তাহা কাল বিশেষে ঐ সকলের অনুজ্ঞা অথবা অভিপ্রায়ানুসারে করিতে হইবে স্ত্রী দিগের অস্বতন্ত্রতা নিত্য ধর্ম্ম। কিন্তু যে স্থলে পতির লোকান্তর

হইয়াছে, অথচ পুত্র নাই তখন স্ত্রী যে কাহার অনুগত থাকিবে, তদ্বিষয়ে নারদ এই ব্যবস্থা দিয়াছেন, যথা,—

জিমূত বাহনকৃত দায়ভাগ দেখুন।

মৃতে ভর্ত্তর্য্যপুত্রায়াঃ পতিপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ।
বিনিয়োগেঽর্থ রক্ষাসু ভরণে চ স ঈশ্বরঃ।
পরিক্ষীণে পতিকুলে নির্ম্মনুষ্যে নিরাশ্রয়ে।
তৎসপিণ্ডেষু চাসৎসু পিতৃপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ।

জিমূত বাহনের মীমাংসা,—

বিনিয়োগে—দানাদৌ।
পতিপুত্রাভাবে ভর্ত্তৃকুল পরতন্ত্রতা তস্যাঃ।

দায়ভাগ ১৩৪ শ্লোক।

পতিবিয়োগ হইলে অপুত্রাস্ত্রী পতিকুলের বশবর্ত্তিনী হইবে। তাঁহাদিগের আদেশানুসারে ধনরক্ষা ও দানাদি কার্য্য করিবে। যখন পতিকুল নির্ম্মনুষ্য হয়, অর্থাৎ পতির সপিণ্ডাদি কেহই না থাকে, তখন পিতৃপক্ষের পরতন্ত্রা হইবে।

অতএব দেখুন শাস্ত্রে অনপত্য বিধবাদিগকে পতিকুলের লোকদিগের পরতন্ত্র হইতে ও তাহাদিগের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে বিধি দিয়াছেন, এবং যখন পতিপক্ষে কেহই না থাকিবে, এমন কি, যখন পতিকুলে পতির সপিণ্ড কেহ না থাকিবে, তখন পিতৃকুলের পরতন্ত্রা হইতে বিধি দিয়াছেন। অতএব পতি অবিদ্যমানে শ্বশুর দ্বারা স্ত্রী নিয়োগধর্ম্মে নিযুক্তা হওয়া বিধি সঙ্গত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, সুতরাং ব্যাসবচনে "স্নুষায়াং" পাঠই বিধিসঙ্গত হইতেছে। অতএব নাগকন্যা শ্বশুর বিদ্যমানে যে তাহার পিতাকর্ত্তৃক নিযুক্তা হইয়াছিল, একথা বিচারসঙ্গত হইতেছে না। যাহা হউক, এস্থলে পিতাই নিয়োগকর্ত্তা হইয়া থাকুন, আর শ্বশুরই নিয়োগকর্ত্তা হইয়া থাকুন, তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার্য্য বিষয়ের কিছুই প্রমাণিত হইতেছে না। কারণ, যখন ব্যাসবচনেই দেখা যাইতেছে যে, অর্জ্জুনের সহিত বিধবা নাগকন্যার বিবাহই হয় নাই, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে এই বচন দ্বারা বিধবা কন্যা পুনর্দত্তা হইয়াছে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল হইতেছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, পিতাই বিধবা কন্যাকে পুনর্দ্দান করিবার অধিকারী। এ পুস্তকে ঐ বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতেছি না। কারণ, বিধবাকন্যার পুনর্দ্দানই যখন শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে না, তখন দানের অধিকারী কে? এ প্রশ্নই হইতে পারে না। তথাপি বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এ কথার অবতারণা করিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা অসঙ্গত নহে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে কন্যাদান ও কন্যাবিক্রয়, ভূমি ও ধেনুদান ও বিক্রয়ের ন্যায় তৎস্বামীর স্বত্বধ্বংশকারী দান বিক্রয় নহে। সুতরাং পিতা কন্যাদান অথবা বিক্রয় করিলে পিতার স্বত্ব ধ্বংশ হয় না। এবং অস্বামীকৃত দান যেমন ভূমি ও ধেনু সম্বন্ধে অসিদ্ধ হয় অর্থাৎ যাহার ভূমি ও ধেনু সে যদি উহা দান বা বিক্রয় না করে, অথচ যাহার তাহাতে স্বত্ব নাই সে যদি উহা দান বা বিক্রয় করে, তাহা হইলে ঐ দান অথবা বিক্রয় অসিদ্ধ হইয়া যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারী তাঁহাকে অস্বামীকৃত দত্ত বা বিক্রীত ভূমি ও ধেনু প্রত্যর্পিত হইয়া থাকে। "কন্যাদান ও বিক্রয়" স্থলে সে নিয়ম নহে। কন্যাতে যাহার স্বত্ব থাকিবার সম্ভাবনা, সে ব্যক্তি দান করিলে যেমন বিবাহ সম্পন্ন হয়, যে ব্যক্তির কন্যাতে স্বত্ব থাকিবার কোনকালে সম্ভাবনা নাই সে ব্যক্তি করিলেও বিবাহ সেইরূপ সম্পন্ন হইয়া থাকে।" (বি, বি, পুঃ ১৯০ ও ১৯১ পৃষ্ঠা) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের কথাতেই ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, পিতা স্বয়ং কন্যাদান করুন আর অন্যকেহই করুক কন্যা একবার দান করা হইলে আর তাহা অসিদ্ধ হইতে পারে না; এবং অন্য কর্ত্তৃক কন্যাদত্তা হইলে পিতা ইচ্ছা করিলেও অস্বামীকৃত দান বলিয়া তাহা অসিদ্ধ করিতে পারেন না। সুতরাং ইহাতে কি এইরূপ বুঝাইতেছে না যে কন্যা একবার দত্তা হইলে পিতার আর সে কন্যাকে পুনর্দ্দান করিবার অধিকার থাকে না? যদি পিতার পুনর্দ্দান করিবার অধিকার থাকিত, তাহা হইলে তিনি ভিন্ন অন্যকর্ত্তৃক কন্যাদত্তা হইলে সে বিবাহ অসিদ্ধ করিবার অধিকারও তাঁহার থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে, অস্বামীকৃত দান যেমন রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া ব্যর্থ করা যাইতে পারে, কন্যাদান অনধিকারীকৃত হইলেও পিতা সেইরূপে উহা ব্যর্থ করিতে পারে না। সুতরাং ইহাতে নিশ্চয়রূপে বুঝা যাইতেছে যে, কন্যা একবার দত্তা হইলে পিতার সে দান ব্যর্থ করিবার অধিকার থাকে না। অতএব দেখুন কন্যাদান ও তদানু-

ষঙ্গিক হোম মন্ত্রাদিদ্বারা কন্যাও প্রতিগ্রহিতার মধ্যে যে পতিপত্নীত্ব সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, তাহা একবার সংস্থাপিত হইলে আর মোচন করিবার অধিকার কাহারও থাকিতেছে না। এমন কি পতি স্ত্রী বিক্রয় অথবা ত্যাগ করিলেও এ সম্বন্ধ যাইবার নহে। মনু ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। যথা,—

ন নিষ্ক্রয় বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।
এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্ প্রজাপতিনির্ম্মিতম্ ॥ ৪৬।৯।

বিক্রয়ে বা ত্যাগে ভর্ত্তা হইতে ভার্য্যার ভার্য্যাত্ব মুক্তি হয় না, পূর্ব্ব প্রজাতি নির্ম্মিত এরূপ নিত্য ধর্ম্ম আমরা অবগত আছি। '৪৬

মনু আরও বলিয়াছেন যে, বিবাহে পতিপত্নীর একত্ব হয়। যেই স্ত্রী সেই পুরুষ, এ দুয়ের মিলিত ভাবকে এক পুরুষ বলা যায়। সুতরাং পত্নী পতির অর্দ্ধাঙ্গ মাত্র। অতএব এই দুই অঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীও পুরুষ একত্র করিয়া এক পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছে। স্ত্রী ঐ পুরুষের সহকারী অঙ্গ বলিয়া বামাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছে যথা,—

মনু,—

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা ॥ ৪৫।৯
তথা বাজসনেয় ব্রাহ্মণম্।

অর্দ্ধোহ বা এষ আত্মনো যজ্জায়া তস্মাৎ যাবজ্জায়াং ন বিন্দতে নৈতাবৎ প্রজায়তে অসর্ব্বোহি তাবদ্ভবতি অথ যদৈব জায়াং বিন্দতেঽথ প্রজায়তে তর্হি সর্ব্বো ভবতি।

কুল্লূকভট্টধৃত শ্রুতিঃ।

একক পুরুষ পুরুষ নামে অভিহিত হইতে পারে না। পুরুষ, স্ত্রী ও অপত্য এই কয়টী মিলিত হইয়া একটী সম্পূর্ণ পুরুষ হয়। এই জন্য বেদজ্ঞ পুরুষেরা বলিয়াছেন, যে ভর্ত্তা সেই অঙ্গনা।

কুল্লূকভট্ট এই মনু বচনের ব্যাখ্যাকালে যে বেদবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ বেদ বাক্যের অভিপ্রায় এই, যথা,—

যতক্ষণ পুরুষ, স্ত্রী পরিণয় না করেন ততক্ষণ পুরুষ অর্দ্ধাবস্থায় থাকেন, ভার্য্যা গ্রহণ করিলে পুরুষ সম্পূর্ণ হন।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, বিবাহে স্ত্রী সংগ্রহ করা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য নহে। যেখানে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই স্ত্রী পুরুষ সংযোগের উদ্দেশ্য, সেখানে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে উভয়ের প্রয়োজনই সমান, সুতরাং কেহ কাহার নিয়মাধীন হইতে পারে না। কাজেই এরূপ সংযোগ কেবল পরস্পরের মনোগত চুক্তি মাত্র। কেহ কখন এই চুক্তির নিয়মাতিক্রম করিয়া কার্য্য করিলে, তাহারা তখন আর কেহ কাহার পতি পত্নী নহে। তবে মনে মনে পতি পত্নী নহে বলিলে চলেনা, বিচারকের নিকট চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ করাইয়া দশজনকে জানাইয়া পতিত্ব ও ভার্য্যাত্ব ভাব ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু হিন্দুদিগের পতি পত্নীত্ব এরূপ ভাবের যুক্তিমার্গানুযায়ী নহে। ইহাতে বিশেষ ধর্ম্মবন্ধন আছে। হোমমন্ত্রাদিসিদ্ধ পতি পত্নীত্ব সম্বন্ধ কেহ কখন মোচন করিতে পারে না। পুরুষ বিশেষ কারণ বশতঃ স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতেও স্ত্রীর ভার্য্যাত্ব বন্ধন মোচন হয় না, স্ত্রীও পতি পতিত অথবা কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত হইলে তাহার শুশ্রূষা না করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতেও পতির স্বামীত্ব নষ্ট হইবার নহে। এমন কি, কাহার পরলোক হইলেও এ সম্বন্ধ হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারেন না। উভয়ের মৃত্যুতে পরলোকে তাহারা একত্ব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিলেন যে, বিধিমতে একবার পতি পত্নীত্ব সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে তাহা বিমোচন করিতে কাহারও অধিকার নাই। অতএব পিতাই হউন, আর যে কেহই হউন না কেন, একবার বিধি পূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করিয়া গ্রহিতার সহিত পতি পত্নীত্ব সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিলে তাঁহারা আর সে সম্বন্ধ মোচন করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা আর সে কন্যাকে পুনর্দ্দান করিবারও অধিকারী হইতে পারেন না। কন্যাতে পিতার যে স্বত্ব থাকুক না কেন, কোন পাত্রের সহিত কন্যার একত্ব একবার সম্পাদিত হইলে পিতা যখন আর সে সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী নহেন, এবং পতিপত্নীত্ব সম্বন্ধ একবার সংস্থাপিত হইলে কোন প্রকারে এবং কোন কালে যখন তাহা আর বিমোচিত হইবার নহে, তখন কন্যাকে পুনর্দ্দান করা পিতার ক্ষমতার অতীত। বিধবা কন্যা পিতার কন্যা বটে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু কি বলিয়া কোন্ অধিকারে একজনের স্ত্রীকে তিনি অন্যপাত্রে অর্পণ করিবেন? যদি পিতা কন্যাকে পূর্ব্ব পতির ভার্য্যাত্ব হইতে নিষ্কাসন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাহাকে অন্য পাত্রে অর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুসারে এ সম্বন্ধ একবার সংস্থাপিত হইলে আর মুক্ত হইবার নহে, এ বন্ধন চিরস্থায়ী। এমত স্থলে বিধবা একজনের ভার্য্যা থাকিয়া আবার অন্যের ভার্য্যা কিরূপে হইবে? এবং পিতাইবা কিরূপে বিধবা কন্যাকে অন্যের

ভার্য্যা করিয়া দিবেন। অগ্রে পূর্ব্বকৃত বন্ধন মুক্ত করুন, পরে অন্যের সহিত পুনর্ব্বন্ধন সংস্থাপন করিবেন। হিন্দুর পতি পত্নী বন্ধন মনগড়া কার্য্য নহে যে, ইচ্ছা হইলেই বন্ধন মুক্ত করা যাইতে পারে। যাঁহারা কন্যার বিবাহ পিতার মনগড়া কার্য্য বলিয়া ভাবেন, তাঁহারা কন্যার সহস্রবার বিবাহ দিতে পারেন। তাহাতে পতির মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবারই বা আবশ্যকতা কি? ইচ্ছা হইলে পতি স্বত্বেও ঐ যুক্তি অনুসারে কন্যাকে আর একটী পতির নিকট অর্পণ করিতে পারেন। এইরূপে কন্যার জীবমান কালে বহুপতিও হইতে পারে, তাহাতেও কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। তবে শাস্ত্রের বিধান মতে চলিতে হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্ত্রী পুরুষ পতি পত্নীরূপে একবার নিবদ্ধ হইলে সে বন্ধন আর মুক্ত হইবার নহে। সুতরাং বিধি মতে এক জনের ভার্য্যা হইয়া স্ত্রী কোন মতেই অন্যের ভার্য্যা হইতে পারে না। যদি বলেন, যে পুরুষের সঙ্গে কন্যার ভার্য্যাত্ব সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই পুরুষের পরলোক হইলে স্ত্রীর আর তাহার সহিত ভার্য্যাত্ব সম্বন্ধ থাকেনা, সুতরাং পিতার সেই বিধবা কন্যাকে অন্যের ভার্য্যা করিয়া দেওয়াতে বাধা কি? পতির পরলোক হইলে ভার্য্যার ভার্য্যাত্ব থাকে না, এরূপ যদি শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার শিরোধার্য্য বলিয়া স্বীকার করিব। কিন্তু কোন শাস্ত্রকার এরূপ বিধান দেন নাই, বরং পতির পরলোক হইলে স্ত্রী মৃতপতিরই ভার্য্যা বলিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। বিধবা স্ত্রী কায়মনোবাক্যে পরলোকগত পতিরই শুশ্রূষা করিবে। স্ত্রীর পাপাচরণ দ্বারা মৃতপতির অধোগতি হয়। এই সকল ঋষিবাক্যে কি পতিপরলোকগত হইলে স্ত্রী ভার্য্যাত্ব সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হয় বলিয়া বুঝায়? যদি স্ত্রীর ভার্য্যাত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাহার অন্যায়াচরণে মৃতপতির নরক হয় কেন? যদি ভার্য্যার সহিত কোন সম্বন্ধই না থাকে, তাহা হইলে তাহার কার্য্যের ফল মৃতপতিকে ভোগ করিতে হইবে কেন? যদিচ পূর্ব্বে এমন অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যাহাতে পতির পরলোকপ্রাপ্তি হইলেও স্ত্রীর ভার্য্যাত্ব অক্ষুণ্ণ থাকা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে; তথাপি এস্থলে কয়েকটী বচন পুনরুল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইব যে, ভার্য্যার ভার্য্যাত্ব পতি মরিলেও যায় না।

মনু বলিয়াছেন,—

যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাংভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চনলঙ্ঘয়েৎ ॥ ১৫১৫।

পিতা বা পিতার অনুমতিক্রমে ভ্রাতা যাহাকে কন্যাদান করেন স্ত্রী তাঁহার

জীবমানকালে তাঁহাকে শুশ্রূষা করিবেন, তিনি মরিলেও তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিবে না।

পতির মৃত্যু হইলে যদি তাহার সহিত ভার্য্যার আর কোন সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে "পতি মরিলেও তাঁহাকে লঙ্ঘন করিবে না" মনুর এ বিধির কোন সার্থকতা থাকে না। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধই নাই তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিবে না ইহার কোন অর্থই নাই। কারণ যাহার সহিত কোন সম্বন্ধই নাই, তাহাকে অতিক্রম কিরূপে হইতে পারে? অতএব মনুর এই বচন দ্বারা পতির মৃত্যু হইলে ভার্য্যার ভার্য্যাত্ব যে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—

আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ লোকাচারে চ সূরিভিঃ।
শরীরার্দ্ধংস্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা॥
যস্যনোপরতাভার্য্যা দেহার্দ্ধংতস্য জীবতি।
জীবত্যর্দ্ধ শরীরেহর্থং কথমন্যঃ সমাপ্নুয়াৎ।
সকুল্যৈর্ব্বিদ্যমানৈস্তু পিতৃমাতৃসনাভিভিঃ।
অসুতস্য প্রমীতস্য পত্নী তদ্ভাগ হারিণী।
বিন্দেৎ পতিব্রতা সাধ্বী ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ।
জঙ্গমং স্থাবরং হেম কুপ্যং ধান্যং রসাম্বরং।
আদায় দাপয়েৎশ্রাদ্ধংমাসষান্মাসিকাদিকং।
পিতৃব্য গুরু দৌহিত্রান্ ভর্ত্তুঃ স্বস্রীয় মাতুলান্।
পূজয়েৎকব্য পূর্ত্তাভ্যাং বৃদ্ধানাথাতিথীন্ স্ত্রিয়ঃ।
তৎসপিণ্ডা বান্ধবা বা যে তস্যাঃ পরিপন্থিনঃ।
হিংস্যুর্ধনানি তান্রাজা চৌরদণ্ডেন শাসয়েৎ।১১৩।
জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগঃ।

বেদে, প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রে, এবং লোকব্যবহারে স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, এবং স্বামী স্ত্রীর শুভাশুভ ক্রিয়ার সমান ফলভাগী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পতির পরলোকান্তে স্ত্রী যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে তাহার অর্দ্ধাঙ্গ জীবিত রহিয়াছে বলিতে হইবে। অতএব অর্দ্ধাঙ্গ জীবিত থাকিতে পতিরধন অন্যে কিরূপে পাইবে? পিতা, মাতা, জ্ঞাতি ও সকুল্য বিদ্যমান থাকিতেও নিঃসন্তান

মৃতপতির ধনে তাহা অধিকারিণী হয়। পতি শুশ্রূষারতা সাধ্বী স্ত্রী পতির জীবদ্দশায় মন্ত্র সংস্কৃত অগ্নিহোত্র লাভ করিবে, আর তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় ধন প্রাপ্ত হইবে, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। আর স্থাবর, জঙ্গম, সুবর্ণ, কুপ্য অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন তৈজস, রসও বস্ত্র এই সকল পতিধন লইয়া পত্নী পতির আদ্যকৃত্য ও মাসিক ষান্মাসিকাদি শ্রাদ্ধদান করিবে। এবং ভর্ত্তার পিতৃব্য, গুরুলোক, দৌহিত্র, ভাগিনেয় ও মাতুলাদিকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ও অন্নপানাদি দ্বারা পূজা করিবে। আর বৃদ্ধ, অনাথ, অতিথি ও অশরণাগতা স্ত্রী, ইহাদিগকে যথাশক্তি অন্নদানাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। এবং তদীয় সপিণ্ড অথবা বান্ধবগণ যাহারা ঐ স্ত্রীলোকের বিপক্ষ হইয়া ধনহানি করে, রাজা তাহাদিগকে চৌরদণ্ড দ্বারা শাসিত করিবেন। ১১৩।

যদি পতির মৃত্যু হইলে তাহার সহিত স্ত্রীর কোন সম্পর্ক না থাকে তাহা হইলে কোন্ সম্বন্ধে বিধবা তাহার পূর্ব্ব পতির ধনে অধিকারিণী হইবে? কেনইবা বিধবা তাহার মাসিক অথবা ষান্মাসিক শ্রাদ্ধ করিবে? আর কি জন্যই বা বিধবার শুভাশুভ কার্য্যের ফল তাহার মৃত পতিকে ভোগ করিতে হইবে? এবং যখন স্বামীর সহিতই কোন সম্পর্ক রহিল না, তখন মৃতপতির পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য ও মাতুলাদির সহিতই বিধবার কি সম্পর্ক যে তাহাদিগকে অন্ন দানাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে? পাঠকবর্গ একবার পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, পূর্ব্বোক্ত বৃহস্পতির আদেশগুলি দ্বারা বিধবা মৃতপতির সহিত ভার্য্যাত্ব সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়, কি ভার্য্যাত্ব সম্বন্ধ পূর্ব্বমতই অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া বুঝা যায়? বোধহয়, সকলেই ইহা অবিতর্কিত ভাবে স্বীকার করিবেন যে, ইহা দ্বারা পতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে স্ত্রীর ভার্য্যাত্ব মোচন হয় না। বিধবা পতি বিদ্যমানে যেরূপ ভার্য্যা ছিলেন মৃত পতির সেই ভার্য্যাই থাকেন, ইহার অন্যথা হয় না। যদি তাহা না হইল, তবে ইহা বলিতে হইবে যে, বিবাহিতা কন্যা পিতার পূর্ব্ববৎ কন্যা আর নাই, তিনি অন্যের ভার্য্যা হইয়াছেন, এবং ইহাতে পিতার পূর্ব্ববৎ কর্ত্তৃত্ব আর নাই। শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে স্বামীর কর্ত্তৃত্বাধীনে, স্বামী না থাকিলে শ্বশুরের অথবা তদভাবে শ্বশুরকুলের কর্ত্তৃত্বাধীনে সংস্থাপিত করিয়াছেন। যখন তাঁহার ভার্য্যাত্ব মোচন করিবার অধিকার কাহারই নাই, তখন পিতা ত দূরের কথা, যাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে বিধবা স্ত্রীকে থাকিতে হয়, তাঁহারাও বিধবাকে মৃত স্বামীর ভার্য্যাত্ব হইতে মুক্ত করিতে পারেন না। সুতরাং কেহই তাঁহাকে অন্যের ভার্য্যা করিয়া দিতে পারেন না। পাঠকবর্গ আর একটী কথা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, স্ত্রীর ভার্য্যাত্ব সম্বন্ধ যদি পতির জীবনাবধিই বলিয়া নিশ্চয় করেন, তাহা হইলে পতির মৃত্যুর পর পতির পিতা, ভ্রাতা, মাতা অথবা সপিণ্ড ও বান্ধবদিগের কাহারও সহিত বিধবার আর কোন সম্বন্ধ

থাকিতেছে না। কারণ, যাঁহার সম্বন্ধে তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাঁহার অভাবে যদি তাঁহারই সহিত সম্বন্ধ না থাকিল, তবে শ্বশুরাদির সহিতও আর কোন সম্বন্ধ থাকিতেছে না, সুতরাং বিধবার পক্ষে ইহারা অপর সাধারণ পুরুষের তুল্য। এবং যদি পিতারই সেই কন্যাকে অন্যপুরুষে পুনরায় দান করিবার অধিকার থাকে, তাহাহইলে তাহার মৃতপতির পিতা, পিতৃব্য, মাতুল জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইহাঁদিগকে বিধবাকন্যাদান করিতে পারিবেন না কেন? বিজ্ঞান প্রিয় কৃতবিদ্যগণ বলেন যে, নিকট শোণিত সম্বন্ধে বিবাহ হইলে, তজ্জাত সন্তান হীনবীর্য্য হয়। কিন্তু এস্থলে তাহার কোন আশঙ্কা নাই। শাস্ত্রে কন্যার বিবাহকালে পিতার সপ্তপুরুষ ও মাতৃপক্ষে পঞ্চপুরুষ পর্য্যন্ত বর্জনীয় বলিয়া বিধি আছে। পতিপক্ষে বর্জন করিবার কোন কথাই নাই, কারণ এরূপ বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া লোকে গ্রহণ করিতে যে যত্ন করিবে, এরূপভাব শাস্ত্রকারেরা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। অতএব কন্যার প্রথম বিবাহের ন্যায় পূর্ব্বপতির পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইহাদিগের সহিতও বিধবার পুনঃ সংস্কার হইতে পারে, ইহাতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। যদি কিছু বাধকতা থাকে, তাহা কেবল পূর্ব্বপতির সহিত বিধবার ভার্য্যাত্ব সম্বন্ধ, এই একমাত্র কারণ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না! অতএব যখন মৃতপতির সহিত বিধবার ভার্য্যাত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে বলিয়া স্বীকার করিতে হইল, তখন বিধবার আর কোন মতেই বিবাহ হইতে পারিতেছে না, এবং তাহাকে বিবাহ দিবার অধিকার কাহারও থাকিতেছে না। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবার পিতাকে তাহার দানাধিকারী স্থির করিয়াছেন, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ. তাহার আর কোন সংশয় নাই।

ষোড়শ অধ্যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, বিধবার পুনঃ সংস্কারে পিতৃ গোত্র উল্লেখ করিতে পারা যায় এবং প্রথম বিবাহ কালে যে মন্ত্র পাঠ করিয়া বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, ইহাতেও সেই মন্ত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিধবা স্ত্রী মৃত পতিরই ভার্য্যা, সুতরাং সে কখন অন্যের ভার্য্যা হইতে পারে না; এবং তাহার পুনর্দ্দান ও হইতে পারে না। অতএব যে স্থলে দানই হইতে পারে না, সে স্থলে দানাধিকারী কে? ইহা নিতান্ত অসম্বদ্ধ বিচার। তথাপি তর্কানুরোধে ইহা দেখান হইয়াছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে মীমাংসা করিয়াছেন পিতা, বিধবাকন্যার পুনর্দ্দানের অধিকারী তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা; বাস্তবিক পিতা কি অপর কেহই তাহার দানাধিকারী হইতে পারে না। এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, যাহার বিবাহই হইতে পারে না বলিয়া স্থির হইতেছে, তাহার বিবাহের মন্ত্র কি? এ প্রশ্ন ও যে নিতান্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ ভিন্ন আর কিছু নহে, তাহাতে আর সংশয় কি? তথাপি বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিধবার পুনর্দ্দান স্থলেও প্রথম বিবাহের মন্ত্র পাঠ করা যাইতে পারে, তখন ইহার যুক্তি বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া ইহা নিতান্ত অমূলক হইলেও এ বিষয়ে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ বিবাহে সম্প্রাদান হউক বা না হউক, যে বিবাহ করিবে, তাহার পাণি গ্রহণ মন্ত্র পড়িবার বাধা কি? মনু বলিয়াছেন,

যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি।

তস্য কুর্য্যান্নৃপোদণ্ডং স্বয়ং ষণ্ণবতিং পণান্॥২২৪।৮।

যে ব্যক্তি দোষবতী কন্যার দোষ গোপন করিয়া সম্প্রদান করে রাজা স্বয়ং তাহার ছিয়ান্নবুই পণ দণ্ড বিধান করিবেন।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে দোষবতী কন্যা অবিবাহ্যা, সুতরাং কন্যাদাতা এরূপ অবিবাহ্যা দোষবতী কন্যার দোষ গোপন করিয়া যদি তাহার বিবাহ দেয়, তাহা হইলে কন্যাদাতা দণ্ডনীয় হইবে।

কন্যার কোন্ কোন্ দোষ থাকিলে তাহাকে দোষবতী কন্যা বলা যায় তাহা নারদ বলিয়াছেন। যথা,—

দীর্ঘ কুৎসিত রোগার্ত্তা ব্যঙ্গ সংস্পৃষ্টমৈথুনা।

দুষ্টান্যগতভাবা চ কন্যা দোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৩৬॥

নারদ স্মৃতি দ্বাদশ ব্যবহার পদম্।

দীর্ঘকাল স্থায়ী কুৎসিত রোগগ্রস্তা, হীনাঙ্গী যাহার পুরুষ সংসর্গ হইয়াছে এবং দুষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমে যে পুরুষসংসর্গ করিয়াছে। ইহারা দোষবতী কন্যা বলিয়া কথিত হয়।

এই সকল দোষের মধ্যে পুরুষ সংসর্গ করা কন্যা পক্ষে অতীব গুরুতর দোষ। কন্যার ইহাতে কন্যাত্ব নষ্ট হয়। সুতরাং মনু বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বেষ বশতঃ অযথা রূপে কন্যার অকন্যাত্ব রটনা করে, রাজা তাহাকে ভূয়সী শাস্তি দিবেন কারণ অকন্যার বিবাহ হইতে পারে না। ইহার কারণ বক্ষ্যমাণ বচনে বলিতেছেন। যথা,—

পাণি গ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।

না কন্যাসু কচিৎ নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হিতাঃ ॥২২৬॥৮

পাণি গ্রহণ মন্ত্র সকল কন্যা বিবাহ বিষয়েই সংবদ্ধ, অকন্যা বিবাহ বিষয়ে তাহা কখন ব্যবহৃত হয় না। বিবাহ মন্ত্রে কন্যা শব্দ থাকায় অকন্যায় এই মন্ত্র প্রয়োগ করিলে ধর্ম্ম্য বিবাহ সিদ্ধ হয় না।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, বিবাহ মন্ত্রে যে কন্যা শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহা অবিবাহিতা কন্যাকেই বুঝায়। সুতরাং যে কন্যার অবিবাহিতাবস্থায় পুরুষ সংসর্গ ঘটিয়াছে, তাহার কন্যাত্ব লোপ পাইয়াছে বলিয়া তাহাতে আর কন্যা শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, এই হেতু মনু বলিয়াছেন যে এমত স্থলে পাণি গ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে না এবং পাণি গ্রহণমন্ত্র পাঠ করিলেও তাহার ধর্ম্ম্য বিবাহ সিদ্ধ হয় না। অতএব যে কন্যার একবার বিবাহকার্য্য সমাপন হইয়া ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার পতি সংসর্গ হইয়া থাকুক আর নাই থাকুক, তাহার কন্যাত্ব যে লোপ হইয়াছে, তাহার আর সংশয় নাই; কারণ যাহার ভার্য্যাত্ব হয় নাই তাহারই কন্যাত্ব থাকিতে পারে কিন্তু ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হইলে কন্যাত্ব কিরূপে থাকিতে পারে? কন্যাত্ব ও ভার্য্যাত্ব এ দুইটী স্ত্রী দিগের পৃথক পৃথক অবস্থা, যখন কন্যা কাহারও ভার্য্যা হয় নাই, তখন তাহার কন্যাত্ব আছে বলিতে হইবে, কিন্তু এমত অবস্থাতেও যখন কাহার সহিত ভার্য্যারূপে সংসর্গ হইলেই তাহার কন্যাত্ব লোপ হয়, তখন বিবাহিতা কন্যার যাহাতে যজ্ঞাদি দ্বারা প্রকৃত

প্রস্তাবে অন্যের ভার্য্যাত্ব জন্মিয়াছে তাহার কন্যাত্ব কিরূপে সম্ভবে? বিবাহ হইলেই কন্যার কন্যাত্ব অপনীত হইয়া যে ভার্য্যাত্ব জন্মিয়া থাকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্না অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী কোন মতেই কন্যা নামে অভিহিত হইতে পারে না। দেখুন অবিবাহিতা কন্যা কোন পুরুষের সহিত একবার মাত্র ভার্য্যারূপে ব্যবহার করিলেই তাহার কন্যাত্ব লোপ হইয়া এক প্রকার ভার্য্যাত্ব জন্মে এই জন্য সে আর অন্যের ভার্য্যা হইতে পারে না। সুতরাং ঐ পুরুষকেই বিবাহ করিতে হয়, অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারই ভার্য্যা হইতে হয়। নারদ বলিয়াছেন যথা,—

সকামায়াং তু কন্যায়াং সঙ্গমে নাস্ত্যতিক্রমঃ।

কিংত্বলংকৃত্য সৎকৃত্য স এবৈনাং সমুদ্বহেৎ ।।৭২।

নারদ স্মৃতি দ্বাদশ ব্যবহার পদম্।

সকামা সবর্ণা কন্যাতে উপগত হইলে তাহার কন্যাত্ব অতিক্রম করা হয় না, কিন্তু উক্ত কন্যাকে অলঙ্কৃতা করিয়া ঐ পাত্রের সহিত বিবাহ দিবে।

এখানে কন্যাত্ব অতিক্রম করা হয় নাই, ইহা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যে পাত্র উপগত হইয়াছে সে বিধিপূর্ব্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু "স এবৈনাং সমুদ্বহেৎ" ঐ পাত্রেই সে কন্যাকে বিবাহ দিবে ইহা বলাতে অন্যে যে ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ অন্যের সম্বন্ধে সে অকন্যা, সুতরাং বিবাহের অযোগ্যা কাজেই অন্যে পাণি গ্রহণ মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহার বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু যে উপগত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সে অকন্যা নহে। সুতরাং সে তাহাকে বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিতেপারে। কারণ যৎকালে উহারা উভয়ে পতিপত্নীরূপে সংশ্রব করিয়াছিল, তখন ঐ কন্যার কন্যাত্ব বিদ্যমান ছিল সুতরাং কন্যাকালে ঐ কন্যা সংগৃহীত হইয়াছে কাজেই সংগ্রহ কর্ত্তার সম্বন্ধে সে অকন্যা নহে, কিন্তু সংগ্রহ কর্ত্তা ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সম্বন্ধে সে অকন্যা সুতরাং অবিবাহ্যা। ইহা এক প্রকার গান্ধর্ব্ব বিবাহের তুল্য। কিন্তু ইহাতে এইমাত্র প্রভেদ যে গান্ধর্ব্ব বিবাহে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে পরস্পর সহগমন করিবার পূর্ব্বে পতি পত্নী ভাবে মিলিত হয়, এবং মনে মনে পরস্পর পতি ও পত্নীরূপে পরস্পরকে গ্রহণ করিয়া থাকে, ও ইহাতেই তাহাদিগের বিবাহ সিদ্ধ হয়, ব্রাহ্ম্যাদি বিবাহের ন্যায় ইহাতে অগ্নিদান ও পাণি গ্রহণ অবশ্য করণীয় নহে। তবে যদি এমতস্থলে কেহ পাণিগ্রহণ করে তাহাহইলে যাহাদের মধ্যে মনোমিলন হইয়া একবার পতিপত্নীরূপে

ব্যবহার হইয়াছে, তাহাদিগেরই মধ্যে দানও পাণি গ্রহণ হইতে পারে অন্যের সহিত সে কন্যার দান ও পাণি গ্রহণ হইতে পারে না। কারণ অন্যের সম্বন্ধে সে কন্যা অকন্যা বলিয়া অগ্রাহ্য সুতরাং পাণি গ্রহণের অযোগ্যা। অতএব যাহার একবার বিধিমতে কন্যাত্ব বিমোচন হইয়া ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার ত কথাই নাই যে কন্যার বিবাহ নিষ্পন্ন হয় নাই, অথচ কামতঃ ভার্য্যারূপে অন্যের সংসর্গ করিয়াছে, সেও শাস্ত্রমতে অন্যের পক্ষে অকন্যা বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে; অর্থাৎ আর কেহ তাহাকে পাণিগ্রহণ মন্ত্রাদি দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিবেনা, এমত স্থলে অন্য কর্ত্তৃক পাণিগ্রহণমন্ত্রাদি দ্বারা গৃহীত হইলেও সে সকল মন্ত্র নিস্ফল হয় এবং তাহাদের বিবাহ সিদ্ধ হয় না। অতএব ইহা নিশ্চিত হইতেছে যে, বিধবা একবার যখন তাহার মৃত স্বামীর ভার্য্যা হইয়াছে, তখন পুনরায় পাণিগ্রহণ মন্ত্র তাহাতে আর খাটীতে পারে না। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা নিশ্চয় করিয়াছেন যে কৌমার পতি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী অন্যের আশ্রয়ে কিছু কাল থাকিয়া যদি পুনরায় পূর্ব্ব পতির নিকট আইসে তাহা হইলে পূর্ব্বপতি যদি তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করে তাহাহইলেও তাহার ভার্য্যাত্ব এক বার নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহার আর পুনরায় পাণিগ্রহণ হইতে পারে না অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ কন্যাবিবাহের ন্যায় তাহার ধর্ম্ম্য বিবাহ আর সিদ্ধ হয় না; কাজেই সে তখন পুনর্ভূ বলিয়া অভিহিত হয়।

বিবাহ মন্ত্র যে বিবাহিতা কন্যাতে পুনঃপ্রয়োগ করা যাইতে পারে না ইহারও কারণ আছে। বিবাহ মন্ত্রে এই সকল বাক্য উক্ত আছে। যথা,—

ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতি লোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ট।
কন্যা উতত্বয়া বয়ংধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহিদ্বিষঃ॥

টীকা।—কন্যেব কন্যলা পিতৃভ্যঃ পিতৃকুলাৎ পতিলোকং পতিকুলং যতি গচ্ছন্তি অপদীক্ষাং দীক্ষাং বর্জ্জয়িত্বা অপশব্দো-বর্জ্জনে। অযষ্ট ইষ্টবতী। দীক্ষাশব্দেন বৈবাহিকব্রত মুচ্যতে ত্রিরাত্র মক্ষারলবণাশিনৌ দম্পতী ভবেয়াতামিত্যাদিরূপং তদ্ব-র্জ্জনং কৃতং ভবতীর্থঃ। কিঞ্চ কন্যাং বদতি পতিঃ। কন্যা হে কন্যে! উত অপিচ ত্বয়া সহিতা বয়ং দ্বিষঃ শত্রুন্ অতিগাহেমহি অতিক্রমেমহি ধারাঃউদন্যাইব ধারা কর্ত্তৃভূতাঃ উদন্যাঃ পিপাসাঃ কর্ম্মভূতাঃ অতিভবন্তীতি তদ্বদিত্যর্থঃ।

কন্যা পিতৃকুল হইতে পতিকুলে গমন করিবার জন্য বৈবাহিকব্রতাচরণ করিয়া যাগ করিতেছেন। তৎপর পতি বলিতেছেন যে, হে কন্যে! জল ধারা দ্বারা যেরূপ পিপাসা পরাভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ তোমার সহিত আমরা শত্রুগণ জয় করিব। পতিকে পশ্চাৎ করিয়া স্ত্রী অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

পুনশ্চ উক্ত হইয়াছে যথা,—

ওঁ অর্য্যমনংনু দেবং কন্যাঽগ্নিমযক্ষত স ইমাংদেবোঽর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃস্বাহা।

টীকা।—অর্য্যমা দেবতা স্বরূপমনুপদ্যতে। কন্যা পূর্ব্বমর্য্যমনং দেবং অগ্নিঞ্চ অযক্ষত ইষ্টবত্যঃ। নু শব্দশ্চার্থে পূর্ব্বার্দ্ধেন সামান্যোপক্রমঃ উত্তরার্দ্ধেন বিশেষোপ সংহারশ্চ। স চ অর্য্যমা অগ্নিশ্চ ইষ্টঃ সন্ কন্যাঃ ইমাং পরিণীয়মানাং প্রেতঃ ইতঃ পিতৃকুলাৎ প্রমুতঃ, মা অমুতঃ পতিকুলাৎমা ন প্রমুঞ্চাতু পতিকুলাৎ পৃথক করোতু ইত্যর্থঃ। প্রেত ইত্যত্র স্থিতপ্রশব্দস্য মুঞ্চাত্বিত্যনেন ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। মুঞ্চাত্বিত্যত্র বাছন্দসীতি দীর্ঘঃ।

কন্যা পূর্ব্বে অর্য্যমাদেব ও অগ্নিদেবকে অর্চ্চনা করিয়াছেন, সেই অর্য্যমা ও অগ্নিদেব এই কন্যাকে পিতৃকুল হইতে মুক্ত করুন, কিন্তু পতিকুল হইতে যেন পৃথক করেন না।

পুষণ দেবতাকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় ঐরূপ পিতৃকুল হইতে কন্যাকে মুক্ত করিতে এবং পতিকুলে অবিচ্যুত রাখিতে প্রার্থনা করিতে হয়।

এই সকল মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞ হোমাদি করিয়া পরিণীয়মানা কন্যাকে পিতৃকুল হইতে পৃথক করিয়া পতিকুলে আনয়ন করা হয়। এবং এই মন্ত্রেই দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, পরিণীতা স্ত্রী পতিকুল হইতে বিচ্যুতা না হয়। এই যজ্ঞ এবং বেদমন্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে, স্ত্রীর পতিকুল পরিত্যাগ করা বেদের অভিপ্রায়ানুযায়ী নহে। বিবাহান্তে কন্যাকে ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন করিয়া যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহাতে আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, বিবাহিতা স্ত্রী পতিকুলে অচলা থাকিবে। সুতরাং পতিকুল পরিত্যাগ করা যে অবৈধ ও নিষিদ্ধ, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। ঐ বেদ মন্ত্র এই, যথা।—

কন্যা ধ্রুব নক্ষত্র দেখিয়া এই কথা বলিবে,—

ওঁ ধ্রুব মসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসং।

ওঁ অরুন্ধত্য বরুদ্ধাহ মস্মি।

হে ধ্রুব! তুমি নিশ্চল, আমিও তোমার ন্যায় পতিকুলে নিশ্চল হইলাম।
হে অরুন্ধতি! আমি তোমার ন্যায় কায়মনোবাক্যে পতির অনুগত হইলাম।

ইহার পর পতি স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন,—

ওঁ ধ্রুবাদ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।

ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্।

স্বর্গ যেমন নিশ্চল, পৃথিবী যেমন অচলা বিশ্ব চরাচর যেমন অপরিবর্ত্তনশীল, পর্ব্বত যেমন স্থির, অর্থাৎ স্থান পরিবর্ত্তনশীল নহে, তুমিও (স্ত্রী) পতি-কুলে সেইরূপ অচলা হও।

এই উদ্ধৃত মন্ত্রগুলি সমস্তই বেদ মন্ত্র। অতএব পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে স্ত্রীর পতিকুল পরিত্যাগ করা কি বেদের অনুমোদিত, না সর্ব্বতোভাবে বেদ বিরুদ্ধ? এমন সুস্পষ্ট বাক্যদ্বারা বারম্বার স্ত্রীকে পতিকুলে অচলা থাকিতে বলিলেও যদি কেহ বলেন যে, স্ত্রীর পতিকুল পরিবর্ত্তন করা শাস্ত্রসম্মত, তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, এরূপ লোককে বুঝাইবার জন্য কোন বাক্য অদ্যাপি সৃষ্ট হয় নাই। কেহ কেহ ইহাও বলিতে পারেন যে, মন্ত্রে পতিকুলে অচলা থাকিতে বলিয়াছে, সুতরাং যখন যে পতি হইবে, তখন তাহারই কুলে থাকিলে মন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইল। কিন্তু একথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ইহার পূর্ব্বে মন্ত্র সকল পাঠ করিয়া যে কুলে আনয়ন করা হইয়াছে, সেই কুলেই নিশ্চলা থাকিতে এই মন্ত্রদ্বারা কন্যা আদিষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। আরও দেখুন প্রথম পতিকুল হইতে দ্বিতীয় পতিকুলে যাইতে হইলে, তাহাকে পতিকুলে অচলা বলা যাইতে পারেনা। কারণ, যে পতিকুলে প্রথম আসিয়াছে, তখন মন্ত্রদ্বারা সেই পতিকুলে অচলা থাকিবার কথাই বলিয়াছেন। অন্য পতিকুলে যাইতে হইলে প্রথম পতিকুল হইতে সর্ব্বাংশে মুক্ত হওয়া চাই, কিন্তু স্ত্রী পতিকুল হইতে বিধিমতে মুক্ত হইতে পারেন না। "ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ" "ওঁ অর্য্যমনংনু দেবং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞাদি করিয়া কন্যাকে যখন একবার পিতৃকুল হইতে পৃথক করিয়া পতিকুলে আনয়ন করা হইয়াছে, তখন এই মন্ত্র দ্বিতীয় বার কিরূপে উক্ত হইতে পারে? তখন ত স্ত্রী আর পিতৃকুলে নাই। সুতরাং মন্ত্র ও হোম দ্বারা তাহাকে পিতৃকুল

হইতে পৃথক করা নিতান্তই অসম্ভব, এবং ইহা নিতান্তই অসম্বদ্ধ কার্য্য হইয়া উঠে। বরং দ্বিতীয় পতিকুলে যাইবার কালে প্রথম পতিকুল হইতে মুক্তি লাভের মন্ত্র পাঠ করিতে পারে, কিন্তু এরূপ মন্ত্র হিন্দুশাস্ত্রে কোথায়? বিদ্যাসাগর মহাশয় কি এমত মন্ত্র ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধি দেখাইয়াছেন যে, তাহাতে বিধবা স্ত্রীকে দ্বিতীয় পতিকুলে যাইবার পূর্ব্বে প্রথম পতিকুল হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় পিতৃকুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে? হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ পিতৃকুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার মন্ত্রও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কিছু মাত্রও বিধি নাই। এবং যখন একবার যজ্ঞাদিদ্বারা যে স্ত্রীকে পিতৃকুল হইতে অপসৃত করা হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় ঐরূপ যজ্ঞাদিদ্বারা পিতৃকুলে পুনরায় আনয়ন না করিলে "অর্য্য মনংনু দেবং" ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ হইতে পারে না। অতএব বলিতে হইবে যে একবার সপ্তপদী গমন ও লাজহোম সমাপন করিয়া কন্যাকে পিতৃকুল হইতে বিমুক্ত করা হইলে, দ্বিতীয় বার যদি ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তবে তাহা নিতান্তই অর্থ শূন্য এবং উন্মত্তের কার্য্য হয়। অতএব প্রথম বিবাহের মন্ত্র বিবাহিতা কন্যাতে আর প্রয়োগ হইতে পারে না। এক্ষণে একবার পূর্ব্বোক্ত মনু বচনটী স্মরণ করিয়া দেখুন, মনু কি জন্য বলিয়াছেন যে,—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।

পাণিগ্রহণ মন্ত্র সকল কন্যা অর্থাৎ যে কন্যা কোন প্রকারে ভার্য্যারূপে গৃহীত হয় নাই, এমত কন্যার বিবাহেই ব্যবহৃত হইবার জন্য নিশ্চিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার অন্যথা হইলে এই মন্ত্রসকল ব্যবহৃত হইতে পারে না। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিধবার বিবাহে কন্যাবিবাহের মন্ত্রই ব্যবহৃত হইতে পারে, ইহা সম্পূর্ণরূপে অশাস্ত্রীয় এবং নিরর্থক কথা মাত্র।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এস্থলে আর একটী অশাস্ত্রীয় কথার অবতরণা করিয়াছেন যে, স্ত্রী বিধিপূর্ব্বক বিবাহ সংস্কৃতা হইলেও পিতৃগোত্রে থাকে। কারণ গোত্র বলিতে বংশ বুঝায়। সুতরাং স্ত্রী যেগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত বংশ পরিবর্ত্তন কিরূপে হইতে পারে? অতএব তাহার সেই গোত্রই থাকিবে। গোত্র শব্দে যে বংশ বুঝায় তাহার কোন সংশয় নাই। কিন্তু, যদি শাস্ত্র ও ঋষিবাক্য মান্য করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে হোমমন্ত্রাদি দ্বারা যে গোত্র পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ যাবতীয় শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে স্ত্রী সপ্তপদী গমনানন্তর পতিগোত্র ভাগিনী হয়। দানাদি যাহাকিছু করিবে, তাহা পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবে। যথা—

লিখিত সংহিতা,—

বিবাহে চৈব নির্ব্বৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু।
একত্বং সাগতাভর্ত্তুঃ পিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে॥
স্বগোত্রাদ্‌ভ্রশ্যতে নারী উদ্বাহাৎ সপ্তমে পদে।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যং দানং পিণ্ডোদকক্রিয়া॥

বিবাহান্তে চতুর্থরাত্রির ক্রিয়াপর্য্যন্ত সমাপন হইলে স্ত্রী পিণ্ড সম্বন্ধে, গোত্র সম্বন্ধে ও অশৌচাদি বিষয়ে স্বামীর সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। সপ্তপদী গমনানন্তর স্ত্রী পিতৃগোত্রভ্রষ্ট হয়, অতএব পিণ্ডোদক ও দানাদিক্রিয়া পতিগোত্রে করিবে।

বিবাহের পর স্ত্রীর যে স্বামীগোত্রই প্রাপ্ত হয় ইহাতে তাহার স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
ভর্ত্তুর্গোত্রেণ নারীনাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ॥

পাণিগ্রহণ মন্ত্রদ্বারা স্ত্রীগণ পিতৃগোত্র হইতে অপহৃত হয়। তাহাদিগের শ্রাদ্ধ-তর্পন পতিগোত্রে করিবে।

বৃহস্পতিবচনেও পাণিগ্রহণ দ্বারা স্ত্রীগণ পিতৃগোত্র হইতে অপহৃত হয় বলিয়া স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে।

হারীত বলিয়াছেন,—

স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতেনারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদক ক্রিয়া॥

উদ্বাহতত্ত্বধৃত লঘুহারীত বচন।

সপ্তপদী গমনানন্তর স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে বিচ্যুত্য হয়। অতএব তাহার পিণ্ডোদকাদিক্রিয়া পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবে।

হারীতবচনেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কন্যার বিবাহ সংস্কার হইলেই পতি-গোত্র প্রাপ্ত হয়।

বিবাহে হোমমন্ত্রাদি দ্বারা যে স্ত্রীদিগের গোত্রান্তর হয়, তৎসম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তাদিগের যে অভিপ্রায় কি, তাহা পাঠকবর্গ এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। বিধান

কর্ত্তারা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন যে, বিবাহ সংস্কার দ্বারা স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে বিমুক্ত হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়। উপরি উক্ত প্রমাণাদি দ্বারা ইহা স্বীকার করিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তিনি দেখাইয়াছেন যে, কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—

সংস্কৃতায়াস্তু ভার্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তিকং।
পৈতৃকং ভজতে গোত্রং মূর্দ্ধন্তু পতিপৈতৃকম্॥

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যা,—

বিবাহ সংস্কারের পর সপিণ্ডী করণ পর্য্যন্ত স্ত্রী পিতৃগোত্রে থাকে, সপিণ্ডী করণের পর শ্বশুরের গোত্র ভাগিনী হয়।

এ স্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাত্যায়ন বচনের সহিত পূর্ব্বোক্ত শঙ্খলিখিত। বৃহস্পতি ও লঘু হারিতের সুস্পষ্ট বিধান গুলির বিরোধ ঘটাইয়াছেন; এবং এক ঋষি বাক্যের অর্থ সংস্থাপন জন্য তিনটী ভিন্ন ভিন্ন ঋষির স্পষ্ট বিধানের সঙ্কোচ করিয়াছেন ইহা সামান্যতঃ মীমাংসক দিগের আদৃত প্রচলিত বিচার প্রণালীর সম্পূর্ণ বিরোধী। বাস্তবিক পূর্ব্বোক্ত হারিত লিখিত ও কাত্যায়নের বচনের সহিত কাত্যায়নের বচনের সহিত বৃহস্পতি প্রভৃতির বচনের সহিত কাত্যায়নের বচনের কোন বিরোধ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ বিদ্যাবলেই হউক, অথবা আপনার কল্পনা সিদ্ধির নিমিত্তই হউক কাত্যায়ন বচনের পাঠান্তর করিয়া কাত্যায়নের অভিপ্রেত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যবস্থা সুসংগঠন করিয়াছেন। কাত্যায়নের প্রকৃত বচন এইরূপ যথা,—

সংহিতায়াস্তু ভার্য্যায়াং সপিণ্ডী করণান্তিকম্।
পৈতৃকং ভজতে গোত্রং মূর্দ্ধন্তু পতি পৌত্রিকং॥

সংযোগ অথবা মিলন দ্বারা যে স্থলে ভার্য্যাত্ব নিস্পন্ন হয় এমত স্ত্রী পিতৃ গোত্রই থাকে সপিণ্ডী করণানন্তর পতি গোত্র ভাগিনী হয়।

দেখুন লিখিত, বৃহস্পতি ও হারীত ইহাঁরা বলিয়াছেন যে, বিবাহ সংস্কারের সপ্তপদী গমন দ্বারা স্ত্রী পিতৃ গোত্র ভ্রষ্ট হইয়া পতি গোত্র প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে বিবাহে বিধি পূর্ব্বক দান ও পাণিগ্রহণ হয় না যথা গান্ধর্ব্বাদি বিবাহ, তাহাতে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মিলন হইলেই বিবাহ নিস্পন্ন হয়, দান পাণিগ্রহণ করিতেই হইবে তাহাতে এমন নিয়ম নাই। সুতরাং এমত বিবাহে সপ্তপদী গমনাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় না এমত স্থলে স্ত্রীদিগের গোত্র সম্বন্ধে যে কিরূপ ব্যবস্থা দিয়া-

ছেন কাত্যায়ন এ বচনে তাহাই বলিয়াছেন। ব্রাহ্ম্যাদি বিবাহে যেখানে দান পাণিগ্রহণ ভিন্ন বিবাহনিষ্পন্ন হয় না সেস্থলের জন্য কাত্যায়ন এ বচনে কোন বিধি ব্যবস্থা করেন নাই। ইহাতে কেবল গান্ধর্ব্বাদি বিবাহ দ্বারা সংগৃহীত ভার্য্যার গোত্র সম্বন্ধে ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে মাত্র। পাঠকগণ দেখুন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে বৃহস্পতি, হারীত, শঙ্খ লিখিত, ও কাত্যায়ন বচনের তাৎপর্য্য কিরূপে এক স্থলে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

ব্রাহ্ম্যাদিষু বিবাহেষু যা তূঢ়া কন্যকা ভবেৎ।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদক-ক্রিয়া ॥
গান্ধর্ব্বাদি-বিবাহেষু পিতৃ গোত্রেণ ধর্ম্মবিৎ।
পরাশর ভাষ্যে বিবাহ প্রকরণে মাধবাচার্য্য ধৃত মার্কণ্ডেয় বচনং।

যে কন্যার বিবাহ ব্রাহ্ম্যাদি বিবাহপ্রণালী ক্রমে সম্পাদিত হইয়াছে তাহার শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পতি গোত্র উল্লেখ করিয়া করিবে। যাহার বিবাহ গান্ধর্ব্বাদি বিবাহ ক্রমে নিষ্পন্ন হইয়াছে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার শ্রাদ্ধতর্পণাদি তাহার পিতৃ গোত্র উল্লেখ করিয়া করিবে।

পাঠকগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি যেরূপ শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি মার্কণ্ডেয় বচনে তাহা সম্পূর্ণরূপ সংস্থাপিত হইয়াছে। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন, স্ত্রী বিবাহসংস্কার দ্বারা পিতৃ গোত্র বিচ্যুত হয় না, ইহা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা তাহার কোন সংশয় থাকিতেছে না। ইহা সকলেই জানেন যে, অন্য গোত্র হইতে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার কালে গোত্রাপহারক মন্ত্রাদি দ্বারা পুত্রকে গ্রহিতার স্বীয় গোত্রে আনয়ন করিতে হয়, এবং তাহার সমুদয় সংস্কারকালে গ্রহীতার গোত্র উল্লেখ করিতে হয় এমন কি ঐ দত্তক পুত্রের বিবাহকালেও পিতামহাদির নাম ও গোত্র গ্রহিতার বংশানুক্রমে বলিতে হয়। অতএব দত্তক পুত্রের সম্বন্ধে গোত্রাপহারক মন্ত্র যদি তাহার পিতা পিতামহ ও গোত্র এই সকলই পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারে, তবে কন্যার বিবাহ কালে গোত্রাপহারক পাণিগ্রহণাদি মন্ত্র, সেইরূপ কার্য্য না করিবে কেন? "ওঁ অর্য্যমনং নু দেবং" ইত্যাদি বেদ মন্ত্র এবং তদানুষঙ্গিক যজ্ঞাদি যদি স্ত্রীর পিতৃগোত্র অপহরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে দত্তকাদি গ্রহণ স্থলে গোত্রাপহারক মন্ত্র যজ্ঞাদি ফলপ্রদ হইবে কেন? বিধবা-বিবাহ-পক্ষপাতী মহাশয়েরা যখন, দত্তকাদি স্থলে গোত্রাপহারক মন্ত্র যজ্ঞাদির কার্য্যকারিতা স্বীকার করেন, তখন বিবাহ স্থলেও মন্ত্র যজ্ঞাদি দ্বারা স্ত্রী পিতৃগোত্র

হইতে বিমুক্ত হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিবেন। দত্তক পুত্রের সংস্কারাদিতে যেমন তাহার জনক গোত্র উল্লেখ হইতে পারে না, সেইরূপ স্ত্রী দিগের সপ্তপদী গমনের পর কোন ক্রিয়াতেই তাহাদিগের পিতৃ গোত্র উল্লেখ হইতে পারে না। অতএব ইহা নিশ্চয় রূপে প্রতিপন্ন হইল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবার পুনঃ বিবাহ কালে প্রথম বিবাহের ন্যায় পিতৃ গোত্র উল্লেখ করিয়া তাহার বিবাহ হইতে পারে বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহাও যারপরনাই অশাস্ত্রীয় এবং অশ্রোতব্য ব্যবস্থা।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বে ইহা দেখান হইয়াছে যে, বিধবার বিবাহ সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কোন শাস্ত্রে ঘুণাক্ষরেও ইহা বিহিত অথবা ভদ্রসমাজে আচরিত হইবার যোগ্য বলিয়া উক্ত হয় নাই; বরং বিবাহিতা স্ত্রীর পুরুষান্তর গমন অবিহিত এবং ভদ্র সমাজের অগ্রাহ্য বিষয় বলিয়া সমস্ত শাস্ত্রকারেরা একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিধবার অন্যপতি গ্রহণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া ইহা ভদ্রসমাজে কোন মতেই প্রচলিত হইতে পারে না।

তর্কানুরোধে যদি বিধবার বিবাহ শাস্ত্রোক্ত বিধি বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও বর্ত্তমান প্রচলিত দেশাচার অবহেলা করিয়া উহা প্রচলিত হইতে পারে না। কারণ শাস্ত্রসিদ্ধ দেশাচার অবহেলা করাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, দেশাচার বলবৎ প্রমাণ নহে। তাঁহার এইমত সংস্থাপনের জন্য তিনি নিম্নলিখিত তিনটী প্রমাণ দিয়াছেন যথা,—

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ॥

বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত অনুবাদ,—

যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে বেদ সর্ব্বপ্রধান, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ, লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ।

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচার কুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মোনিরূপ্যতে॥

যে স্থলে বেদে অথবা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি অথবা নিষেধ না থাকে, সেই স্থলে দেশাচার ও কুলাচার দেখিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়।

স্মৃতের্ব্বেদ বিরোধে তু পরিত্যাগো যথাভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥

বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে দেশাচার অগ্রাহ্য করিতে হইবেক।

এই সকল প্রমাণের স্থূলতাৎপর্য্য এই যে, যদি কাহারও মনে কোন্ আচরণ

বিহিত এবং কোন্ আচরণ অবিহিত এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, আর ঐ সন্দেহ নিরাকরণ করিবার জন্য ইচ্ছুকহন, তাহা হইলে বেদ অবলম্বন করিয়া সন্দেহ নিরাকরণ করিবেন, এবং যদি বেদে তাহার কোন মীমাংসা না থাকে, তাহা হইলে স্মৃতির আশ্রয় লইবেন. আর যদি স্মৃতিতে তাহার কোন মীমাংসা না থাকে, তাহা হইলে লোকাচার দৃষ্টি করিয়া ব্যবস্থা স্থির করিবেন। যদি শাস্ত্রে বিচার্য্য বিষয় পাওয়া যায়, অথচ সর্ব্বশাস্ত্রে একমত না হয়, তাহা হইলে এইরূপে ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে,—যদি বেদ ও স্মৃতিতে পরস্পর বিরোধী মত হয়, তাহা হইলে বেদের মতই গ্রহণ করিবে, এবং স্মৃতিতে ও লোকাচারে বিরোধ হইলে স্মৃতির মতই অবলম্বন করিবে। কিন্তু, বিচার্য্য বিষয়ে এ প্রমাণ প্রয়োগে যে কি ফল হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। বর্ত্তমান দেশাচারকে প্রমাণ স্বরূপ লইয়া বিধবা-বিবাহ বিহিত কি অবিহিত তাহা স্থির করিতে আমরা প্রবৃত্ত হই নাই। সুতরাং এ সকল প্রমাণ অপ্রাসঙ্গিক বলিতে হইবে। বিচার্য্য বিষয় এই যে,—বিধবার বিবাহ তর্কানুরোধে স্মৃতিসিদ্ধ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান প্রচলিত ব্যবহার ও সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত। এক্ষণে আমরা দুইটী শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবহার পাইতেছি। ইহার মধ্যে একটী সাধুসমাজে আদৃত হইয়া চিরপ্রচলিত রহিয়াছে এবং অপরটী চিরকালই অনাদৃত, সুতরাং অপ্রচলিত। যদি প্রচলিত ব্যবহার অপ্রামাণ্য ও অশাস্ত্রীয় হইত, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ সকল প্রমাণ দেখাইয়া বলিতে পারিতেন যে, হিন্দু বিধবারা যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা অপ্রামাণ্য, সুতরাং চিরকাল প্রচলিত রহিয়াছে বলিয়া ইহা অনুল্লঙ্ঘনীয় নহে এবং ইহার স্থলে স্মৃতিসম্মত পুনর্ব্বিবাহ বিধি প্রচলিত হইতে পারে। কিন্তু বিচার্য্য বিষয় ইহার দিক্ স্পর্শ করিয়াও যায় নাই। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন সর্ব্ববাদী সম্মত ও চিরপ্রচলিত। অতএব ইহার স্থলে অন্য কোন ব্যবহার শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও প্রচলিত হইতে পারে কিনা এ প্রস্তাবে তাহাই মীমাংসা করিবার বিষয়। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রই বলিয়া দিতেছেন যে, শাস্ত্রসম্মত প্রচলিত আচার কখনই উল্লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। অতএব প্রচলিত আচার উল্লঙ্ঘনীয় নহে।

দেশে দেশে য আচারः পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ।
স শাস্ত্রার্থবলান্নৈব লঙ্ঘনীয়ঃ কদাচন।।

নারদস্মৃতির ভাষ্যকার ধৃত বচন।

পরম্পরাক্রমে যে দেশে যে আচার প্রচলিত রহিয়াছে, শাস্ত্র বলে তাহা কখনই লঙ্ঘনীয় নহে।

যস্মিন্ দেশে য আচারোম্নায়দৃষ্টস্তু কল্পিতঃ।
স তস্মিন্নেব কর্ত্তব্যোন তু দেশান্তরে স্মৃতঃ *।
যস্মিন্ দেশে পুরে গ্রামে ত্রৈবিদ্যে নগরেঽপিবা।
যো যত্র বিহিতোধর্ম্মস্তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ ॥

পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্যধৃত দেবলবচন।

যে দেশে যে আচার প্রচলিত রহিয়াছে, শাস্ত্রে না থাকিলেও তাহাকে শাস্ত্র-দৃষ্ট বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। ঐ আচার সেই দেশেই কর্ত্তব্য, দেশান্তরে নহে। যে দেশে, যে পুরে, যে গ্রামে, যে নগরে যে ধর্ম্মবিহিত বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে, কদাচ তাহার পরিচালন (পরিবর্ত্তন) করিবেন।

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন যে, উপরিউক্ত প্রমাণদ্বারা ইহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরম্পরা ক্রমে যে আচার প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা কখনও পরিচালিত করিতে নাই। এমনকি নারদ স্মৃতির ভাষ্যকার যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে এতদূর উক্ত হইয়াছে যে, যে আচার পরম্পরাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও শাস্ত্রবলে তাহা লঙ্ঘন করিবে না। কিন্তু, আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয় ইহা হইতে সহস্রগুণে বলবান্। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত, সর্ব্ববাদী সম্মত, সর্ব্বত্র আদৃত এবং আমাদিগের দেশে যুগানুক্রমে প্রচলিত, সুতরাং ইহাকে পরিচালিত করা নিতান্ত শাস্ত্রদ্রোহিতার কার্য্য। অতএব ইহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন, অশাস্ত্রীয় ও ভদ্র সমাজ বর্জ্জিত বিধবার পুনঃ পতিগ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তন করা কোন মতেই হইতে পারে না। যাঁহারা শাস্ত্র না মানিয়া দেশাচার উপেক্ষা করিয়া, সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিধবার অন্য পতি ঘটাইয়া দেন, এবং যাঁহারা বিধবাকে স্ত্রীরূপে সংগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের সম্প্রদায় যে ভদ্র হিন্দু সমাজ বর্জিত হইবেন, তাহা আর লেখনী পরিচালন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

* দেশাচারঃ স্মৃতোভৃগোঃ ইতি মূল পুস্তকে পাঠঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়গুলির মুদ্রণ কার্য্য প্রায় সমাপন হইলে "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো-সহচরস্য" প্রণীত রত্নপরীক্ষা নামক একখানি বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক পুস্তক আমার হস্তগত হয়। পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল শাস্ত্র দেখাইয়াছেন তাহা ভিন্ন নূতন প্রমাণ ইহাতে আছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য প্রথম পরিচ্ছেদ সমস্ত পাঠ করিলাম। কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম পুস্তকে তাহাই দৃষ্ট হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল প্রমাণ দেখাইয়াছেন ইহাতে তাহা হইতে নূতন কিছুই নাই; তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনর্ভূ'র সংজ্ঞা সূচক বচন দুই একটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে শাস্ত্রকারগণ ইহাতে বিধবার ও সধবার বিবাহের বিধি দিয়াছেন কিন্তু " সহচরস্য " কিছু বেশী পরিমাণে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্র শাস্ত্র হইতে পুনর্ভূ কাহাকে বলে? ইহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ভাবিয়াছেন যে ইহাতে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা অখণ্ডনীয় রূপে প্রতিপন্ন করা হইল। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন যে " যে সুরাপান করে সে সুরাপায়ী বলিয়া কথিত হয়" ইহা ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিলে সুরাপান শাস্ত্রবিহিত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয় না। "সহচরস্য" ঠিক্ এই রূপই বিচার করিয়াছেন। স্মৃতি, পুরাণ এত উদ্‌ঘাটন করিবার কোন আবশ্যকতা ছিলনা, কারণ বিবাহিতা স্ত্রী পুনঃ অন্য পতি গ্রহণ করিলে যে তাহাকে পুনর্ভূ বলে, তাঁহার পতিকে পরপূর্ব্বপতি অথবা দিধিষুপতি, যাহাই বলুন, বলে, তাহার গর্ভজাত দ্বিতীয় পতির পুত্রকে পৌনর্ভব পুত্র বলে, এসকল বিষয়ত কেহই অস্বীকার করেন না, তবে ইহার জন্য এত প্রমাণ প্রয়োগ করা কেন? এসকল বচনেত স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পতিগ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে না। দেখুন, শাস্ত্র দ্বিতীয় পতিগ্রহণ বৈধ কি অবৈধ বলিতেছেন? তাহা না দেখিয়া, দ্বিতীয় পতিগ্রহণের বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্য কোন প্রমাণ না দিয়া কেবল কতকগুলি, পুনর্ভূ'র ও দিধিষুপতির পারিভাষিক বচন লইয়া আড়ম্বর করিলে কোন ফল হইবে না। পুনর্ভূ'র পরিভাষা অনুসন্ধান করিতে যত যত্ন করিয়াছেন, শাস্ত্রে ঐ সকল পুনর্ভূ দিগের কি অবস্থা করিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে কিয়ৎ পরিমাণে যত্ন করিলে রত্নপরীক্ষার প্রথম পরিচ্ছেদের অস্তিত্বের অসদ্ভাব হইত, এবং শাস্ত্রানভিজ্ঞ পাঠকগণকে বৃথা ভ্রান্তি জালে জড়িত হইতে হইত না। দেখুন কন্যাকালে পুত্র জন্মিলে সে ঐ কন্যার পাণিগ্রহিতার কানীন পুত্র

বলিয়া কথিত হয়। ইহার ভূরি ভূরি বচন নানা শাস্ত্রে আছে, কিন্তু ঐ সকল বচন দ্বারা কন্যাকালে পুরুষ সংসর্গ করা শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

যাহা হউক সহচরস্থ রত্নপরীক্ষায় যে কিছু নূতনত্ব আছে তাহার সমালোচন করিয়া এ পুস্তকের উপসংহার করিব।

সহচরস্থ প্রথম প্রমাণ বেদ যথা,—

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি।

হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্ত্বমেতৎ পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব॥ (১)

সহচরস্থ ব্যাখ্যা—

হে নারি! তুমি এই মৃত পতির পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছ; উঠ, জীবলোকে আইস; প্রাণিগ্রহণেচ্ছু দিধিষু পতির যথা বিধানে জায়াত্ব প্রাপ্ত হও।

পুনশ্চ সহচর দিধিষূর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা,—

পুনর্ভূর্দিধিষূরূঢ়া দ্বিস্তস্যা দিধিষুঃপতিঃ। (২)

দুইবার বিবাহিতা নারীকে পুনর্ভূ ও দিধিষু, আর তাদৃশ নারীর পতিকে দিধিষু (পতি) বলে।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে এই বেদবাক্য অন্যপতি গ্রহণ বিধায়ক কি না। শাস্ত্রে এরূপ বিধান আছে, যে আত্মহত্যা করে তাহার মৃত্যু জনিত অশৌচ হয় না, তাহার পিণ্ডোদকাদি দান নাই, অতএব সহমরণে এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে, যে স্ত্রী পতি-সহ চিতাগ্নিতে আত্ম সমর্পণ করে সে আত্মঘাতিনী কি না? অনুগমন অথবা সহগমন জন্য মৃত্যুতে তাহার অশৌচ গ্রহণ অথবা তাহার প্রেত ক্রিয়াদিরূপ পিণ্ডোদকাদি দান করিতে হইবে কি না? শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,

দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং।

নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেৎ জাত বেদসং॥

ঋক্‌বেদ বাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী নভবেৎ আত্মঘাতিনী॥

শুদ্ধিতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণ বচনং।

---

(১) তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ষষ্ঠ প্রপাঠক। প্রথম অনুবাক। চতুর্দ্দশ মন্ত্র।

২) মনুষ্যবর্গ, অমর কোষ।

সাধ্বী স্ত্রী দেশান্তরমৃত স্বামীর পাদুকাদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া চিতাগ্নিতে প্রবেশ করিবেন। ঋক্‌বেদ মন্ত্র প্রমাণানুসারে সে স্ত্রীকে আত্মঘাতিনী বলা যাইবে না।

আরও দেখুন বিষ্ণু পুরাণে যথা।

অন্বিতাপিণ্ডদানন্তু যথা ভর্ত্তুর্দিনে দিনে।

তদন্বারোহিণী যস্মাৎ তস্মাৎ সা নাত্মঘাতিনী ।।

শুদ্ধিতত্ত্বধৃত বচনং।

মৃত স্বামীর পিণ্ডোদক দান যেরূপ যথা বিধি প্রতিদিন করিতে হইবে, সহগামিনীরও পিণ্ডোদনাদি ঐরূপ করিতে হইবে কারণ সহগামিনী স্ত্রী অত্মঘাতিনী নহে।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে পতিপ্রাণা স্ত্রীই সহগমন করিতে পারে অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু যে স্ত্রী সহগমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে সে বাস্তবিক এ কঠোর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন কি না? ইহা দেখা আবশ্যক, কারণ আত্মঘাতিনী হইতে দেওয়া শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। যে স্ত্রী পতিপ্রাণা তাহার পক্ষে পতিসহগমন অতি আনন্দের কার্য্য, ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে বিন্দু মাত্র কঠোরতা নাই। কিন্তু যাহার বিন্দু মাত্র চিত্ত চাঞ্চল্য আছে তাহার শরীরে অগ্নির দাহিকা-শক্তি ভীষণরূপে অনুভূত হইবেই হইবে, অগ্নি প্রদানের সহিত অনতি বিলম্বে হয়ত চিতাভ্রষ্ট হইয়া একটা বিভ্রাট ঘটাইবে; শাস্ত্রকারেরা চিতাভ্রষ্ট স্ত্রী দিগকে প্রায়শ্চিত্তার্হ করিয়াছেন। অতএব এই সকল বিভ্রাট সংঘটন নিবারণ করিবার জন্য, চিতায় অগ্নি প্রদান করিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সহগামীনীকে নানারূপ প্রলোভন বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। সে স্ত্রী বাস্তবিক পতিপ্রাণা কি মোহ বশতঃ পতি সহগমন করিতেছে, ইহার পরীক্ষা কালে এই রূপ বলিতে হয়, যে তুমি একটা মৃত দেহের সহিত একত্র শয়িত রহিয়াছ, তুমি ইহলোকে থাকিলে অন্য পুরুষ প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তুমি আবার সন্তানাদি জন্মাইয়া সংসার সুখ ভোগ করিতে পারিবে, যদি এই সকল প্রলোভনে স্ত্রীর চিত্ত বিচলিত না হয় তাহা হইলে ইহা নিঃশংসয়িত রূপে বুঝা যায় যে পতিসহগামিনী স্ত্রী বাস্তবিক পতিপ্রাণা, সুতরাং সাংসারিক সুখসচ্ছন্দ তাহার তুচ্ছ জ্ঞান হইয়াছে। অতএব এই সকল পরীক্ষান্তে অগ্নি প্রদান করিতে কোন বাধা থাকে না। এক্ষণে পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন যে, উপরিউক্ত বেদ মন্ত্র পতি সহগামিনী স্ত্রীর পরীক্ষার্থ প্রযুক্ত হয়। নতুবা ইহাতে তুমি চিতা হইতে উঠে আসিয়া পুনরায় বিবাহ কর, তোমার পাণিগ্রহণ জন্য কত লোক লালায়িত হইতেছে, এই রূপে বেদে সাধ্বী

পতিব্রতা স্ত্রীকে অন্যপতি সংগ্রহ করিতে উপদেশ দেন নাই। বরং স্মৃতি শাস্ত্রে এরূপ দেখা যায় যে, যে স্ত্রী ঐরূপ প্রলোভন বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া চিতারূঢ় হইয়া প্রত্যাগত হয় এবং পরে অন্য পতিগ্রহণ পূর্ব্বক সন্তানাদি প্রসব করে, সেই সকল সন্তান চণ্ডাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বৃদ্ধ গৌতমে বিষ্ণু বচন যথা।

কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ তা বুভৌ কুণ্ড গোলকৌ ॥
আরূঢ়বণিতো জাতঃ পতিতস্যাপি যঃ সুতঃ।
ষড়েতে বিপ্রচাণ্ডালা নিষিদ্ধা শ্বপচাদ্যপি ॥

কানীন পুত্র, সহোঢ় পুত্র, কুণ্ড ও গোলক, যাহার স্ত্রী একবার চিতারোহন করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছে, তাহার গর্ভজাত সন্তান এবং পতিতের পুত্র, এই ছয় জন ব্রাহ্মণ হইলে চণ্ডাল এবং অন্য জাতি হইলে চণ্ডালাপেক্ষা অধম।

পাঠকগণ এক্ষণে বলুন দেখি আপনারা ভাইপোসহচর কে বিষ্ণু অপেক্ষা বেদজ্ঞ বলিতে চাহেন? যদি আপনাদের প্রবৃত্তি এই রূপই হয় তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্র সমুদয় সাগরে ডুবাইয়া দিয়া হিন্দু নাম পরিত্যাগ করুণ। তাহা হইলে সকল আপদ দেশহইতে এককালে অপসৃত হইয়া যায়। বোধ হয় কোন হিন্দুসন্তান বিষ্ণুর বেদান-ভিজ্ঞতা স্বীকার করিবেন না, কাজেই বলিতে হইবে যে, "সহচরস্থ" যে বেদ বাক্যের মীমাংসা করিয়াছেন তাহা উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি ঐ বেদ মন্ত্র সহগামিনী স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষার্থ না হইয়া বিবাহার্থ হইত তাহা হইলে ভগবান নারায়ণ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা কালে এরূপ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে কথনই হেয় এবং চণ্ডালা-পেক্ষা জঘন্য বলিয়া ভদ্র সমাজ বর্জ্জিত বলিতেন না।

পাঠকগণ আরও দেখুন যে, সহচরের উদ্ধৃত বেদ মন্ত্রে দিধিষু শব্দ আছে অমরকোষের অর্থ দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীকে পুনর্ভূ অথবা দিধিষু বলে কিন্তু মনু বলিয়াছেন;--

ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্য্যায়াং যোহনুরজ্যেত কামতঃ।
ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং সজ্ঞেয়ো দিধিষুপতিঃ ॥ ১৭৩।৩

ধর্ম্মতঃ নিযুক্ত হইয়াই হউক অথবা না হইয়াই হউক, যে ব্যক্তি মৃত অগ্রজের পত্নীতে আশক্ত হয় তাহাকে দিধিষুপতি বলে। অতএব এক্ষণে দেখুন মনু এইরূপ মৃত জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রীতে কামতঃ আশক্ত দেবরের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন।

নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্ত্তেয়াতান্তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতাং স্নুষাগুরুতল্পগৌ। ৬৩।

নিয়োগধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া যে কামতঃ আশক্ত হয় সেই স্ত্রীও পুরুষ উভয়ই পতিত এবং সে পুত্রবধু ও গুরুপত্নী গমনপাপে পাপী হয়। ৬৩।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখুন, যে দিধিষুপতিকে শাস্ত্রকার কিরূপ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন তাহাকে পতিত এবং পুত্রবধু ও গুরুপত্নী গমনের পাপী বলিয়াছেন। অতএব এরূপ গুরুতরদোষশ্রুতিস্থলে কে এরূপ মীমাংসা করিতে পারে যে, দিধিষুপরিগ্রহ করা শাস্ত্রবিহিত কার্য্য? 'অতএব এক্ষণে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্র দ্বারা সহচর যে বিধবার পুনঃ পতিগ্রহণ, শাস্ত্রসম্মত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন ইহা যারপর নাই হেয়।

সহচরের দ্বিতীয়বেদপ্রমাণ এই—

যা পূর্ব্বং পতিং বিত্বা অথান্যং বিন্দতেঽপরম্।
পঞ্চৌদনঞ্চ তাবজং দদাতো ন বিযোষতঃ॥ ২৭।
সমানলোকো ভবতি পুনর্ভুবাপরঃ পতিঃ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণা জ্যোতিষং দদাতি॥ ২৮।

অথর্ব্ববেদ। ৯ম কাণ্ড। বিংশ প্রপাঠক। তৃতীয় অনুবাক।

সহচরকৃত অনুবাদ,—

"যে নারী, প্রথম একপতি লাভ করিয়া, পুনরায় অন্যপতি লাভ করে, সেই নারী ও তাহার দ্বিতীয় পতি, অজপঞ্চৌদন দান করিলে, তাহাদের পরস্পর বিয়োগ ঘটে না। ২৭।

যে দ্বিতীয় পতি, বিহিত দক্ষিণাযুক্ত অজপঞ্চৌদন দান করে সে পুনর্ভূর সহিত একলোকে বাস করে। ২৮।

এই প্রমাণ বলে সহরচর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "যথাবিধানে অজপঞ্চৌদন দান করিলে, দেহান্তে পুনর্ভূর সহিত এক লোকে বাস করে, এই নির্দ্দেশ দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাহিতা বিধবা প্রভৃতি নারীর বিবাহ, কোনও অংশে নিন্দনীয় বা পাপ জনক নহে।"

অথর্ব্ববেদ আমাদিগের নিকট নাই সুতরাং ইহার পূর্ব্বাপর দেখিবারও উপায় নাই এবং গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য উদ্ধার করিবারও অবকাশ

নাই সুতরাং অগত্যা সহচরের প্রদর্শিত দুইটী বচন লইয়াই যথাসাধ্য সহচরের মীমাংসার শাস্ত্রীয়তা অনুধাবন করিতে হইবে।

প্রথমতঃ এই বচনে বিধবার কোন কথাই উক্ত হয় নাই এবং যেরূপ বাক্য বিন্যস্ত হইয়াছে তাহাতে এই বুঝাযায় যে, যে স্ত্রী একবার বিবাহিতা হইয়া পুনরায় অজপঞ্চৌদান দান পূর্ব্বক দ্বিতীয় পতিগ্রহণ করে, তাহার ইহলোকে ঐ দ্বিতীয় পতির সহিত বিচ্ছেদ সংঘটন হয় না এবং পরলোকেও তাহারা ঐ দান হেতু উভয়ে একলোকে বাস করে। ইহাতে নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচনোক্ত পাঁচ আপৎকাল ভিন্ন অন্যস্থলেও ঐরূপ দান করিয়া অন্যপতি গ্রহণ করিলে ইহ লোকে পুনর্ভূ দ্বিতীয় পতির সহিত অবিযুক্ত থাকে এইরূপ বুঝাইতেছে এবং পরলোকে ঐ দান হেতু উভয়ে একলোক বাসী হয় এই মাত্র দেখাইতেছে। লোক শব্দে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিনলোক বুঝায়। উক্তবেদ বাক্যে কোন লোক বিশেষ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে পুনর্ভূ ও তৎপতি অজপঞ্চৌদন দানদ্বারা কোন্ লোক বাসী হইবেন তাহার স্থিরতা নাই। সহচর মহাশয় বড় গরজে পড়িয়া একবারেই স্বর্গলোক কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং সহজেই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে বিবাহিতা স্ত্রী, যখন ইচ্ছা তখন পূর্ব্বপতি পরিত্যাগ করিয়া একবার অজপঞ্চৌদন, দান করিয়া অন্যপতি গ্রহণ করিলে স্বর্গে গমন করিবে, সুতরাং বিবাহিতা স্ত্রীর পুনঃ পতিগ্রহণ আর নিন্দনীয় হইতে পারেনা। ঐক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সহচর মহাশয়ের বিদ্যাবলে স্ত্রীদিগের এক অতি সহজ স্বর্গ গমনের সোপান আবিষ্কৃত হইল। এ পন্থায় নূতন নূতন পতি সম্ভোগ হইবে এবং শীঘ্র স্বর্গেও যাইবেন। স্ত্রী কিছু চতুরা হইলে পতির সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে সশরীরে তাৎকালিক পতিসহ মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আহা! এমত পথ থাকিতে মন্বাদি ঋষিরা কোন্ বিজাতীয় ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত কিম্ভূতকিমাকার বেদ হইতে স্ত্রীদিগের পতি শুশ্রূষা করিতেই হইবে, না করিলে স্বর্গ হইবে না, বিধবার উপবাস করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া, মরাপতির উদ্দেশে দানাদি করিয়া মৃতের ন্যায় কালাতিপাত করিতে হইবে, নতুবা আপনিও পাপপঙ্কে ডুবিবে এবং পতিকেও ডুবাইবে, এসব কথা লিখিয়াছেন। কে বলে ঋষিরা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন! আজ পাশ্চাত্য বিদ্যায় দেশ আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাদেরই বংশধরেরা বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য সকল কেমন সুলভ করিয়া দিয়াছেন যে স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইবার কত সহজ অথচ মধুর পথ বাহির করিয়া দিতেছেন। কৈ, ইহাত তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারেন নাই!!! পাঠকগণ দেখুন দেখি, এই বাক্যে পুনর্ভূ ও পুনর্ভূপতি উভয়ে এক লোকে বাস করিবে

বলাতে কি মর্ত্ত্য লোকে জঘন্য পশু যোনি প্রাপ্ত হইয়া উভয়ে একত্রে বাস করিবে বলিয়া বুঝাইতে পারে না? পাতালে ব্যাল ও ব্যালী হইয়া একত্রে বাস করিবে বলিয়া বুঝাইতে পারে না? স্বর্গ লোকেতেই দেবদেবী হইয়া থাকিবেন এরূপ বুঝিতেই হইবে এমন কি ঐ বেদ বাক্যে আছে? অতএব শাস্ত্রান্তর উদ্ঘাটন করিয়া দেখুন, এরূপ স্ত্রীদিগের গতি শাস্ত্রকারেরা কি লিখিয়াছেন, তবে স্থির করুণ তাহারা স্বর্গে যাইবে কি মর্ত্ত্যে আসিবে অথবা নাগলোকে গমন করিবে। আমি এই গ্রন্থ মধ্যে পুনর্ভূ, পুনর্ভূরপতি, তাঁহাদের পুত্র এবং তাহারা যে পরিবার পবিত্র করেন তাঁহাদের সপরিবারের গতি সংহিতা কর্ত্তারা কিরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহা বিস্তৃতরূপে দেখাইয়াছি একবার মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদিগের অধোগতি ভিন্ন শাস্ত্রকারেরা আর গত্যন্তর বলেন নাই। অতএব বিবাহিতা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ যে নিন্দনীয় এবং পাপজনক নহে বলিয়া রত্নপরীক্ষায় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

পণ্ডিতবর সহচর মহাশয় অথর্ব্ববেদোক্ত প্রমাণ দ্বারা কল্পনা করিয়াছেন যে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ করা নিন্দনীয় অথবা পাপজনক নহে। দেখুন বেদব্যাস চতুর্ব্বেদ তন্ন তন্ন করিয়া কিরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন তিনি বলিয়াছেন।

> ন চাপ্যধর্ম্মঃ কল্যাণ! বহু পত্নীকতা নৃণাম্।
> স্ত্রীনামধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে॥
> আদিপর্ব্ব বকবধ পর্ব্বণি ১৫৮ অধ্যায়।

নীলকণ্ঠের টীকা,—

> পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে—তংবিনা ভর্ত্ত্রন্তর করণে।

হে কল্যাণ! পুরুষদিগের বহুপত্নী গ্রহণ করা অধর্ম্মজনক নহে, কিন্তু স্ত্রীদিগের পক্ষে পতি বিয়োগ হইলে পূর্ব্ব পতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করা অপেক্ষা আর গুরুতর পাতক নাই।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন সহচর মহাশয়ের কাল্পনিক বেদার্থ বেদব্যাসের কথার দ্বারা সমূলে খণ্ডন হইতেছে কি না? এমত কোন হিন্দু নাই, যাহাদের হিন্দুশাস্ত্রে অনুমাত্র বিশ্বাস আছে, তাঁহারা বেদব্যাসের কথা অবহেলা করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিত সহচর মহাশয়ের কথা আদর করিতে পারেন্। সহচর বলিতেছেন স্ত্রীদিগের পূর্ব্বপতি ত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করা পাপজনক নহে কিন্তু বেদব্যাস বলিতেছেন স্ত্রীদিগের পূর্ব্বপতি উলঙ্ঘন করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ

করা অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক আর নাই। অতএব বেদব্যাসই বলিয়া দিতেছেন যে সহচরের মীমাংসা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ইহা শ্রবণ যোগ্য নহে। ব্যাসব্যবস্থানুসারে, পুনঃসংস্কার দ্বারা পরিগৃহীতা বিধবা, পাতকিনী বলিয়া নিঃসংশয়িত রূপে নিরূপিত হইতেছে। অতএব তাহাকে ইহকালে ভদ্রসমাজ বর্জিতা এবং পরলোকে অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হইবে তাহার আর সংশয় কি? সুতরাং সহচরের বেদবাক্যে যে পঞ্চৌদন দানদ্বারা পুনর্ভূ ও পুনর্ভূপতি এক লোকে বাস করে বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে পুনর্ভূ ও পুনর্ভূপতি পঞ্চৌদনাদিরূপ সংস্কার দ্বারা পরস্পর মিলিত হইলে ইহলোকে তাহাদের আর বিচ্ছেদ হয় না। এবং পরলোকেও তাহারা উভয়ই সমান গতিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনর্ভূ তাহার পাতক জন্য যে গতিপ্রাপ্ত হইবে, পুনর্ভূ পতিরও সেই গতি হইবে। পাঠকবর্গও দেখিয়াছেন, যে নিকৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে এইরূপ স্ত্রীসংগ্রহ (সাংহা) করিবার কালে প্রথম বিবাহের ন্যায় বিবাহ পরিপাটী কিছুই অনুষ্ঠিত হয় না কেবল পাঁচজন আত্মীয় বর্গকে একটা ভোজ দিয়া স্ত্রীপুরুষেতে মিলিত হয়।

এই গেল সহচর মহাশয়ের বেদের বিচার, অতঃপর তাঁহার স্মৃতির বিচার দেখুন,—

তাঁহার স্মৃতি বিচারের অন্তঃর্গত ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, প্রমাণ, এবং নিবন্ধকার দিগের গৃহীত প্রমাণ গুলির মধ্যে বাচস্পতিমিশ্র, মিশরুমিশ্র, ভট্ট নীলকণ্ঠ, রঘুনন্দন, নন্দপণ্ডিত, ইহাঁদের গৃহীত বচন, যাহা সহচর মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটী হয় পুনর্ভূ কাহাকে বলে অথবা পৌনর্ভব পুত্র কাহাকে বলে ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই সকল পারিভাষিক বচনে পুনর্ভূ হওয়া বিহিত কি না ইহার কোন মীমাংসা হয় না। "চুরি করিলে চোর বলে" ইহা বলিলে চুরি করা শাস্ত্রবিহিত বলিয়া প্রমাণিত হয় না। অতএব এ সকল, বচনের একটীও পুনর্ভূ হইবার বৈধতা প্রমাণ করিতেছে না সুতরাং ঐ সকল, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক প্রমাণ নহে। পুনর্ভূ ও পৌনর্ভবপুত্র এবং তাহার পিতা ইহারা অপাংক্তেয়, তাহাদের অন্ন অগ্রাহ্য, তাহারা পতিত, পুনর্ভূপতি ও পুনর্ভূ ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম্য প্রতিপত্নীত্ব সম্বন্ধ নাই, জঘন্যবীজ এবং জঘন্য গর্ভজাত নিবন্ধন পৌনর্ভব পুত্র ও ভদ্রসমাজ বর্জ্জিত, যাহার গর্ভে ও যাহার বীজে জন্মিয়াছে তাহাদেরই কেবল শ্রাদ্ধাদি করিতে পারে, পিতামহ ও মাতামহাদির শ্রাদ্ধাদি করিতে অধিকারী হয় না এবং কেবল পিতার স্বোপার্জিত ধন ভিন্ন আর কাহারও ধনাধিকারী হইতে পারে না। ইত্যাদিরূপে পুনর্ভূ, পুনর্ভূরপতি এবং তাহাদের পুত্র ইহাদিগের জঘন্যত্ব বিস্তৃতরূপে শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা এই পুস্তকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এস্থলে পুনরুল্লেখ

অনাবশ্যক, পাঠকবর্গ পূর্ব্বাপর মনোনিবেশ পূর্ব্বক তৎতৎ বিষয়ক প্রকরণ গুলি অনুধাবন করিলে সহজেই পুনর্ভূ হইবার অশাস্ত্রীয়তা বুঝিতে পারিবেন।

নন্দপণ্ডিত বশিষ্ঠ বচনানুসারে "পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ" এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া সহচর মহাশয় বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা পক্ষে ব্যবস্থা দিয়া বসিলেন। ইহাতে কি বুঝায়? বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তৎপক্ষসমর্থণকারী দিগের প্রকৃত লক্ষ্য নহে। তাঁহাদের মতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা ইহাসিদ্ধ করিবার তত্তদূর আবশ্যকতা নাই। মনে বিধবার বিবাহ হওয়া চাই বলিয়া স্থির সঙ্কল্প হইয়া রহিয়াছে তবে দেশের লোকে তত্তদূর উন্নত হইতে পারে নাই, নিতান্ত কুসংস্কাররত অপোগণ্ড শিশুর ন্যায় কেবল শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া বেড়ায় কাজেই যে কোন গতিকে একটা বচনে পুনর্ভূ অথবা পৌনর্ভব এইরূপ একটা শব্দ থাকিলেই, তাহাকে বিধবা ও সধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক বচন বলিয়া তীব্র ভাষায় ধমক দিয়া বলিবেন ইহাই বিচার্য্য বিষয়ের অখণ্ডনীয় প্রমাণ, যদি না বুঝ তোমাদের কণ্ঠি ছিড়ে নিব। কিন্তু সহচর মহাশয় ক্ষমা করিবেন, কি করি, আপনার তীব্রভাষায় হৃদয় দগ্ধ হইলেও যে আপনার মতন বুঝিতে পারি না। যে নন্দপণ্ডিতের দোহাই দিয়া পৌনর্ভবপুত্র দ্বাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধির মধ্যে চতুর্থ পদাভিষিক্ত বলিয়া তাহার প্রাধান্য অথবা উৎকৃষ্টতা দেখাইতেছেন সেই নন্দপণ্ডিত দত্তক মীমাংসায় পৌনর্ভব পুত্রকে কিরূপে বুঝাইয়া দিতেছেন দেখুন দেখি,—

তদাহ বশিষ্ঠঃ,—

অন্যশাখোদ্ভবো দত্তঃ পুত্রশ্চৈবোপনায়িতঃ। স্বগোত্রেণ স্বশাখোক্ত বিধিনা সস্বশাখভাগিতি দত্তাদ্যা ইত্যাদিপদেন কৃত্রিমাদীনাং গ্রহণম্।

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোহপবিদ্ধশ্চ ভাগার্হাস্তনয়া ইমে॥
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভব স্তথা।
স্বয়ন্দত্তশ্চ দাসশ্চষড়িমে পুত্র পাংসনাঃ॥

অভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্বেষাং পরান্ সমভিষেচয়েৎ। পৌনর্ভবংস্বয়ন্দত্তং দাসং রাজ্যে ন যোজয়েদিতি পূর্ব্বোপক্রমাৎ॥

ঔরসপুত্র ও অপর একাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধির মধ্যে ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তঃ, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ এই ছয়জন ধনাধিকারী। এবং অপর ছয়জন অর্থাৎ

কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ন্দত্ত ও দাসীপুত্র, ইহারা অধম ও পুত্রপাংশুল অর্থাৎ পাপিষ্ঠপুত্র।

ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বাভাবে পরপর ধনভাগী হয় কিন্তু পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও দাসীপুত্র (পারশব পুত্র) এই তিনজনে কখনই রাজ্যাধিকারী হইবে না।

ভরতচন্দ্র শিরোমণি এই বচনের স্থূল তাৎপর্য্য দত্তক মীমাংসার পরিশিষ্টে কিরূপ লিখিয়াছেন দেখুন।

"ঔরস পুত্র থাকিতে ক্ষেত্রজাদি পুত্রের রাজ্যে অধিকার হয় না। ঔরস পুত্রের অভাবে ক্ষেত্রজাদি ক্রীতপুত্র পর্য্যন্তেরও ক্রমে রাজ্যে অধিকার হয় কিন্তু পৌনর্ভব, স্বয়ন্দত্ত এবং দাসীপুত্রের কদাচ রাজ্যে অধিকার হইবে না, সে স্থলে জ্ঞাতিদিগের রাজ্যে অধিকার হইবে, ইহারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র ভাগী থাকিবে। ৫৫।৪।"

পাঠকবর্গ দেখুন, সহচর মহাশয়ের মতে পৌনর্ভবপুত্র কোথায় রাজ্যাধিকারী হইবে, না শাস্ত্রকার ও নিবন্ধকারদিগের মতে মুষ্টিভিক্ষা লইয়া প্রস্থান করিতে হইল। তথাপি পণ্ডিতাভিমানিরা বলিবেন "পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ।" অর্থাৎ পৌনর্ভব পুত্র হিন্দুসমাজের আদৃত পুত্র। পৌনর্ভব পুত্রের জঘন্যত্ব প্রতিপন্ন করিবার ভূরি ভূরি শাস্ত্র মীমাংসা সত্বে কেহ চক্ষু কর্ণ থাকিতে কখনই পৌনর্ভব পুত্রকে শাস্ত্রীয় পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না।

সহচরস্থ ৫ম প্রমাণে যে কাত্যায়নের বচন দেখাইয়াছেন তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও দেখাইয়াছেন। এই পুস্তকের বিবাহিতা কন্যার পুনর্দ্দান হইতে পারে না এই প্রকরণে, উহা আলোচিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ ইহার বিচার করিয়া দেখিবেন যে ইহা বিধবা বিবাহের প্রমাণই নহে।

নারদ স্মৃতির স্ত্রী-পুং-সংযোগ নামক দ্বাদশ বিবাদ পদের মধ্যে "নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি বচন বলিয়া নারদ ঋষি প্রোষিত ভর্ত্তৃকা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ বিষয়ে যেরূপ কাল নিয়ম করিয়াছেন, ক্লীব পতি পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ বিষয়ে সেইরূপ কয়েকটী বচনে কাল নিয়ম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুইটী বচন উদ্ধৃত করিয়া সহচর মহাশয় রত্ন পরীক্ষায় ১ম পরিচ্ছেদের ৮ম ও ৯ম প্রমাণ স্বরূপ দেখাইয়াছেন। এ দুইটী বচন তাঁহার ৭ম প্রমাণ "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনের অংশ মাত্র। সুতরাং মূল বচনের যে মীমাংসা হইবে এই দুইটী বচনেরও সেই মীমাংসা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব এই পুস্তকের "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি নারদবচনের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখাত হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, এ বচন বিধবা বিবাহ বিধায়ক নহে ইহা কেবল স্ত্রীদিগের দণ্ড প্রকরণের প্রতি প্রসব বচন মাত্র।

সহচর মহাশয়ের ১০ম প্রমাণ এই।

স্ত্রীণামাদ্যস্য বৈ ভর্ত্তুর্যদ্গোত্রং তেন নির্ব্বপেৎ।
যদি ত্বক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পতিমন্যং সমাশ্রিতা।
তদ্গোত্রেণ তদা দেয়ং পিণ্ডং শ্রাদ্ধং তথোদকম্ ।।
সুধী বিলোচনধৃত ঋষ্যশৃঙ্গ বচন ।।

সহচরের ব্যাখ্যা,—

নারী দিগের প্রথম পতির যে গোত্র, সেই গোত্রের উল্লেখ করিয়া, তাহাদিগের পিণ্ড দানাদি করিবেক; যদি কোনও নারী, অক্ষতযোনি অবস্থায়, অন্য পতি আশ্রয় করিয়া থাকে; তাহা হইলে সেই পতির গোত্রের উল্লেখ করিয়া তাহার পিণ্ড শ্রাদ্ধ ও উদক দান করিবেক।

পাঠকবর্গ! এই বচনে পর পূর্ব্বা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ যে শাস্ত্র বিহিত ইহা কোথায় প্রমাণ হইতেছে? ঋষ্যশৃঙ্গ বচনে এই মাত্র বুঝাইতেছে যে, যদি কোন স্থানে বিবাহিতা স্ত্রী পুনরায় অন্য কর্ত্তৃক গৃহীত হয় তাহা হইলে ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কিরূপে তাহার প্রেতকৃত্য সম্পাদিত হইবে তাহার ব্যবস্থা এই বচনে উক্ত হইয়াছে। ইহাতে যদি বলেন যে পূর্ব্বে এরূপ আচরণ না থাকিলে ইহার ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধর্ম্মশাস্ত্রে সকল প্রকার লোকের জন্য বিধি ব্যবস্থা আছে। পুণ্যবান, পাপী, ভদ্র, অভদ্র, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জাতি চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রে সকল প্রকার সমাজের আচরণীয় ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দেখিতে হইবে যে বিবাহিতা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ কখনও সাধু সমাজে আচরিত হইয়াছে কি না? যে কোন জাতিতে ইহার আচরণ করিয়া থাকিলে কি ইহা আমাদিগের আচরণের আদর্শ স্থল বলিতে হইবে? এবং ইহাকে বৈধ আচরণ বলিয়া কি স্বীকার করিতে হইবে? ইহা কখনই হইতে পারে না। যখন ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ আচরণের ভূরি ভূরি নিন্দা শ্রুতি, জঘন্যত্ব, পাপজনকত্ব কীর্ত্তন রহিয়াছে তখন এরূপ আচরণ যে কোন কালে সাধু আচরণ বলিয়া সাধু সমাজে গৃহীত হয় নাই তাহা বুঝিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় এবং ইহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। আজিও যেমন নিকৃষ্ট জাতীয়দিগের মধ্যে এরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে, সেইরূপ পূর্ব্ব কালেও জঘন্য জাতির মধ্যে কেবল বিধবা বিবাহ কেন, নানাবিধ অবৈধ এবং অশাস্ত্রীয় অচরণ প্রচলিত থাকিতে পারে সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা ঐ বচনে উক্ত হইয়াছে। পরপূর্ব্বা স্ত্রীর মৃত্যুতে পুনর্ভূর স্বামীর ত্রিরাত্রাশৌচ ব্যবস্থা আছে। এরূপ স্ত্রী, শাস্ত্রের বিধি

মতে যে, সমাজ বর্জিত হইবে তাহারত কোন অন্যথা হইতেছে না, তবে তাহার পতি ও পুত্র এ সকলের মধ্যে কে কাহার জন্য কিরূপ অশৌচ গ্রহণ করিবে, কে কাহার শ্রাদ্ধাদি কিরূপে করিবে এই সকল বচনে তাহারই বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে নতুবা এ সকল পুনর্ভূ হইবার কর্ত্তব্যতা বিধায়ক বচন নহে। ইহা যে ভদ্র সমাজোচিত আচরণ নহে তাহা নিশ্চিত ইহার কোন সংশয় নাই।

রত্নপরীক্ষায় একটু নূতনত্ব আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীদিগের পিতৃগোত্র মোচন হয় না স্থির করিয়া পিণ্ডোদকাদি তাহাদের পিতৃগোত্রে হইবে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পিণ্ডসমন্বয় কালে কেবল পতিগোত্র উল্লেখ করিতে হইবে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সহচর মহাশয় দেখিতেছি স্ত্রীদিগের-পতিগোত্রে পিণ্ডোকাদি দান করিবার বিধি স্বীকার করিতেছেন। কলিতে পৌনর্ভবপুত্রস্বীকার শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পৌনর্ভবপুত্র প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত ঔরসপুত্রের সদৃশ অথবা তুল্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু সহচর মহাশয় যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে দেখিতেছি পৌনর্ভব পুত্রও তিনি এক্ষণে প্রচলন করিতে প্রস্তুত। আরও কত হইবে বলিতে পারা যায় না। এই কএকটী বাদপ্রতিবাদেই বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থনকারী দিগের সিদ্ধান্তের স্থিরতা রক্ষাকরা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অপসিদ্ধান্তের পরিণাম অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। যদি বিধবা এবং সধবার পুনরায় দ্বিতীয় পতি গ্রহণ শাস্ত্রবিহিত হইত তাহা হইলে ইহাতে পরপূর্ব্বা স্ত্রীর যত প্রকার শ্রাদ্ধবিভ্রাট সংঘটন হইতে পারে তাহার সমস্ত মীমাংসা শাস্ত্রে কথিত হইত। "নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি বচনকে বিধিকল্পনা করিয়া বিধবার ও সধবার বিবাহ দিলে অক্ষতা, ক্ষতা, প্রসূতা, অপ্রসূতা সকল স্ত্রীর যতবার পরমায়ুতে কুলায় ততবার বিবাহ হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক পতির ঔরসজাত এক একটী পুত্র রাখিয়া যদি ঐ স্ত্রী পরলোকগত হয় তাহা হইলে সকল পুত্রেরই আপন আপন পিতৃগাত্র উল্লেখ করিয়া তাহার শ্রাদ্ধ করিতে হয়। একজনের শ্রাদ্ধে এককালে সকল প্রকার গোত্র উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধকরা বড় মন্দ ব্যবস্থা নহে। এখন কালমাহাত্ম্যে এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা আবিষ্কার করিতে হইবে নতুবা সংসার চলে কিরূপে? আরও দেখুন পরপূর্ব্বা স্ত্রীর মৃত্যুতে শাস্ত্রানুসারে পতির ত্রিরাত্রাশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। কারণ সে স্ত্রী পতির ধর্ম্ম্য পত্নী নহে। সুতরাং শাস্ত্রকারেরা পরস্পরের মৃত্যুতে পরস্পরের পূর্ণাশৌচ বিধান করেন নাই। কিন্তু পুত্রকে পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে কারণ তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, মহাগুরু নিপাতের ব্যবস্থা তাহাতে খাটীতে পারে। অতএব এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে মাতার মৃত্যুতে পিতার ত্রিরাত্রাশৌচ

এবং পুত্রের পূর্ণাশৌচ ব্যবস্থা হইতেছে। এমন বিজাতীয় আচরণ ভদ্রসমাজে না চালাইলেই বা ভারত উদ্ধার কিরূপে হইবে এবং ভারতে চন্দ্র সূর্য্যই বা উদয় কৈ হয়। এরূপ পরপূর্ব্বা স্ত্রীর সপিণ্ড কাহারা? তাহাদেরই বা অশৌচ বিধান কিরূপে হইবে? তিনি যদি ঈশ্বরেচ্ছায় এক এক করিয়া ক্রমে বহু পতি গ্রহণ করেন তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষের লোক তাঁহার সপিণ্ড হইতে পারে। এবং এইরূপ পরপূর্ব্বা স্ত্রী, জন কয়েক হইলেই লোকের অশৌচ গ্রহণ করিতে করিতেই জীবন কাটীয়া যাইবে। শেষে বিরক্ত হইয়াও লোকে হিন্দু আচরণ এককালে পরিত্যাগ করিবে। হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবী হইতে কালে লোপ করিবার এই এক প্রকার মন্দ উপায় নহে।

স্মৃতিরত্নমহাশয়ের ব্যবস্থা পুস্তকে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তদন্তর্গত যে কয়েকটী বিষয়ের সমালোচনা হইয়াছে তাহার মধ্যে ইরাবানের জন্ম বিষয়েয় প্রস্তাবটী অতিশয় হাস্য জনক বোধ হয়, পাছে বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রগোপন দোষে দূষিত হন এই আশঙ্কায় ইরাবান অর্জ্জুনের ঔরস পুত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা তাহার একান্ত বাসনা। নতুবা "এবমেষ সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রেঽর্জ্জুনাত্মজঃ" এই বচনার্দ্ধের অর্থ,—এইরূপে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে অর্জ্জুনের এই পুত্র পরক্ষেত্রে সমুৎপন্ন হইয়াছে—এই সহজ অর্থ থাকিতে তিনি কষ্ট কল্পনা করিয়া ইরাবানকে অর্জ্জুনের ঔরস পুত্র বলিয়া বুঝাইতেন না। এই বচনের দ্বারা বিধবা বিবাহ প্রতিপন্ন করিতে যাঁহাদিগের অন্তর নিতান্ত ব্যগ্র তাঁহারা সম্ভবতঃ যে সকল শব্দার্থ লইয়া তর্ক উদ্ভাবন করিবেন তাহা আমি পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছি। এবং তাহা এক এক করিয়া সমস্ত এই পুস্তকে সমালোচিত হইয়াছে। পাঠকগণ অব্যাকুলিত চিত্তে এই পুস্তকের ১৮১ পৃষ্ঠা দেখিবেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন যে নাগকন্যার অর্জ্জুনের সঙ্গে কি সম্বন্ধ ছিল যে তাহাকে নিয়োগার্থে নাগকন্যাকে প্রদান করিবে? নিতান্ত অনতিক্রম্য প্রয়োজন না থাকিলে একজন প্রসিদ্ধ তর্কশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতের মুখ হইতে এরূপ অকিঞ্চিৎকর প্রশ্ন শুনিতে পাওয়া যাইত না। কারণ কাশীরাম দাসের ছাত্রেরাও জানেন যে, ধর্ম্ম, পবন, ও ইন্দ্র ইহাদের সহিত পাণ্ডুর অথবা কুন্তীর কোন সম্বন্ধ ছিল না অথচ নিয়োগধর্ম্মানুসারে ইহাদিগের নিকট কুন্তী অর্পিত হইয়াছিল। এবং তৎজাত সন্তানও পাণ্ডুর ক্ষেত্রজসন্তান বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু গরজ বড় বালাই, কাজেই কুন্তীর পক্ষে যাহাই হউক না কেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় নাগকন্যার সম্বন্ধে সেরূপ বুঝিবেননা কাজেই বলিতে হয় এ রোগের ঔষধ নাই।

আরও আশ্চার্যের বিষয় দেখুন যে ন্যায়রত্ন মহাশয়

এবমেষ সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রেঽর্জ্জুনাত্মজঃ।

এই ব্যাস বচনের মধ্যে শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়াও অর্জ্জুনের সহিত নাগকন্যার বিবাহ সিদ্ধ করিতে যত্ন করিয়াছেন এইজন্য তিনি বলিয়াছেন যে,

এবমেষ সমুৎপন্নোঽপরক্ষেত্রেঽর্জ্জুনাত্মজঃ।

এইরূপ পাঠও ত হইতে পারে।

পাঠকবর্গ এক্ষণে দেখুন যখন ব্যাসবচনে "সমুৎপন্নঃ" শব্দ স্পষ্টতঃ বিসর্গান্ত রহিয়াছে এবং তৎপরে "পর" শব্দ রহিয়াছে তখন ব্যাসবাক্যানুসারে অপর শব্দ বুঝায় কি? কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ পরশব্দের উপরে একটী অকার বসাইয়া সমুৎপন্ন শব্দের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে ওকার করিয়া "সমুৎপন্ন" শব্দ ওকারান্ত করিয়াছেন। এবং একটী লুপ্ত অকারের চিহ্ন প্রবেশ করাইয়া মহাভারতের সংস্কার করিতে চাহেন। পাঠক মহাশয়েরা কি এইরূপ ন্যায়লঙ্কার ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগের দ্বারা বিকৃত মহাভারতের আদর করিতে চাহেন? জানি না বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই কি এইরূপ শাস্ত্র বিকৃত করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে? তাহা যদি হইয়া থাকে, তবে বিধবাবিবাহ পক্ষ সমর্থন-কারীরা বলিতে পারেন যে তাঁহাদিগের শাস্ত্রমতে এ বিবাহ সিদ্ধ। তাঁহাদের মতানুরূপগঠিতশাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয়। নতুবা পূর্ব্বতন ঋষিবাক্যকে এরূপে অপবিত্র করিয়া দেশকে ধনে প্রাণে নষ্ট করেন কেন? ভাল দেখা যাউক তাঁহার অপর শব্দ সংযোগ দ্বারা কিরূপে অর্জ্জুনের বিবাহ সাব্যস্ত হইতে পারে।

ক্ষেত্রের পরিচয় ক্ষেত্রস্বামীর দ্বারা হইয়া থাকে। কেবল ক্ষেত্র বলিলে কোনরূপ অর্থ উপলব্ধি হয় না। কাজেই ক্ষেত্র শব্দের পূর্ব্বে তাহার পরিচয় বোধক শব্দ প্রযুক্ত হওয়া চাই। শাস্ত্রকারেরা সেই জন্য সকল স্থানেই স্বক্ষেত্র ও পরক্ষেত্র এই দুইপ্রকারে ক্ষেত্রের পরিচয় দিয়াছেন। যে স্ত্রীর যে স্বামী সেই স্ত্রী তাহার স্বামীরই ক্ষেত্র, অন্যের স্ত্রী তাহার সম্বন্ধে পরস্ত্রী অর্থাৎ পরক্ষেত্র। সেইরূপ বেদব্যাস "পরক্ষেত্রেঽর্জ্জুনাত্মজঃ" বলিয়াছেন। আপনার স্ত্রী ও পরস্ত্রী বলিলে স্ত্রী বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ আপনার স্ত্রী ও পরস্ত্রী ইহার মধ্যবর্ত্তী অন্য প্রকার স্ত্রী হয় না। ব্যভিচারিণী, গণিকা, স্বৈরিণী, পুনর্ভূ ইত্যাদি অন্য শ্রেণীর স্ত্রীদিগের পৃথক্‌সংজ্ঞা আছে। কুলস্ত্রী দিগের মধ্যে আমার স্ত্রী, অন্যের স্ত্রী বলিয়া এতকাল পরিচয় দেওয়া হইত। এক্ষণে ন্যায়রত্ন মহাশয় অপর স্ত্রী বলিয়া একটা নূতন কথা তুলিয়াছেন। কূটতর্কে প্রবেশ না করিয়া অপর স্ত্রী বলিলে কি বুঝায় পাঠকবর্গ

একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। স্বস্ত্রী বলিতে আপনার স্ত্রী বলিয়া বুঝায় ইহা চির প্রসিদ্ধ ইহার অন্যথা হইতে পারে না, পর স্ত্রী বলিতে অন্যের পরিণীতা স্ত্রী বলিয়া বুঝায় ইহাও চিরপ্রসিদ্ধ সুতরাং ইহারও অন্যথা হইতে পারে না, অপর স্ত্রী বলিতে এইরূপ বুঝায় যেন একটী পরস্ত্রীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহা ভিন্ন আর একটী পরস্ত্রীকে বুঝাইতেছে। আত্মভিন্ন অন্যকে বুঝাইতে "পর" বলা যায়। এবং স্ব, পর ভিন্ন অন্যকে অপর বলা গিয়াথাকে। অপর বলিতে আপনার কথনই বুঝায় না। সকল স্থানেই অপরের ধন, অপরের ক্ষেত্র বলিতে আপনার ভিন্ন অন্যের ধন, অন্যের স্ত্রী বুঝাইবে।

যদি বলেন একজনের বহুক্ষেত্র আছে। তাহার অপর ক্ষেত্র বলিলে ঐ বহু ক্ষেত্রের মধ্যে একটী বুঝাইতে পারে। এরূপ বুঝাইতে হইলে ইহার প্রয়োগ ভিন্ন রূপে করিতে হইবে। প্রথম তাহার এক ক্ষেত্রের কথা বলিতে হইবে, পরে তাহার অন্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রের উল্লেখ হইবে, তৎপরে তদ্‌ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রের উল্লেখ স্থলে অপর ক্ষেত্র বলিলে প্রসঙ্গ ক্রমে এরূপ বুঝাইতে পারে। যেমন তাঁহার এই পুত্র এক স্ত্রীর, এটী অন্য স্ত্রীর, এটী অন্য আর একস্ত্রীর অথবা অপরস্ত্রীর বলিলে উক্তরূপ অর্থ হইতে পারে। নতুবা স্ত্রীর কোন প্রসঙ্গই নাই অথচ তাহার এ পুত্রটী অপর ক্ষেত্রজাত বলিলে কোন ক্রমেই তাহার স্বক্ষেত্রজাত বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। অতএব অপর ক্ষেত্রে বলিলে অর্জ্জুনের স্বক্ষেত্রজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না। সুতরাং ঋষি বচনকে অনর্থক অপ্রাকৃত করায় ফল কি? ইহা পণ্ডিতের কার্য্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ অংশ এক কালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি এরূপ প্রণালীতে বিচার করিতে সাহসী হন নাই। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তক লিখিবার কাল হইতে আজ প্রায় ৩০ বৎসর কলির বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যুগানুরূপতঃ কিছু ধর্ম্মনিষ্ঠা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম, এই রক্ষা করিয়াছেন যে তিনি তাঁহার গঠিত ব্যাস বচনকে প্রকৃত ব্যাসের বচন বলিয়া জোর করেন নাই। সুতরাং তাঁহার শীলতার জন্য মুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন যে এরূপ পাঠওত হইতে পারে। পাঠকবর্গ এমন প্রমাণ কখন শুনিয়াছেন কি? এইরূপ পাঠ হইলে তবে অর্জ্জুনের বিধবা বিবাহ সিদ্ধ হয় সুতরাং সাধু জনেরা যখন ইহার আচরণ করিয়াছেন তখন আমরাও ইহা আচরণ করিতে পারি। এই অনিশ্চিত কথার উপর নির্ভর করিয়া এক জন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, কিরূপে চক্ষু কর্ণ বুজাইয়া ব্যবস্থা দিলেন যে এইটী অর্জ্জুনের বিধবা-বিবাহ? ইহা আজীবন ভাবিলেও স্থীর হইবার নহে। হিন্দুর যে চরম অধঃপতন হইয়াছে ইহাই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

ব্যাসের প্রকৃত বচনে স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হইয়াছে যে এইরূপে অর্জ্জুনাত্মজ অর্থাৎ অর্জ্জুনের ঔরসজাত পুত্র, পরস্ত্রীর গর্ব্ভে (পরক্ষেত্রে) ইরাবান জন্মিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা আর কত পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে যে ইরাবান তাহার পিতার ক্ষেত্রজ সন্তান। তথাপি ইহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আপনার মনোমত গড়িয়া লোককে বুঝাইতে হইবে যে অর্জ্জুন বিধবা নাগ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ইরাবান তাঁহার পুনর্ভূর পুত্র। ন্যায়রত্ন মহাশয় এটা কি চিন্তা করেন নাই যে এস্থলে শাস্ত্র দৃষ্টে সিদ্ধান্ত করাই ন্যায়পরতা, অভিপ্রায়ানুসারে শাস্ত্র গড়িতে হয় না।

তিনি যে শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে "ঐরাবতেন সা দত্তা" "ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ" এই সকল বাক্য ঐ ব্যাস বচনে আছে, সুতরাং "পরক্ষেত্রেঽর্জ্জুনাত্মজ" ইহা উপেক্ষা করিয়া বিবাহ বুঝিতে হইবে। কি দুর্দ্দৈব! তিনি কি মনু স্মৃতিতে দেখেন নাই যে যদি কেহ পরক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করে সে ঐ স্ত্রীর বীজস্বামী? সুতরাং যাহাকে পুত্রার্থে স্ত্রী নিয়োগ করা যায় তাহাকে ভার্য্যার্থ গ্রহণ কর ঐরূপ বলিবার বাধা কি? সত্যবতী এইরূপ কাশীরাজ সুতার গর্ব্ভে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য যখন ভীষ্মকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তখনও কাশীরাজ সুতাকে ঐরূপ ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন।

দারাংশ্চ কুরুধর্ম্মেণ ম্য নিমজ্জীঃ পিতামহান্ ॥১১

আদিপর্ব্ব সম্ভব পর্ব্বণি ভীষ্ম সত্যবতী সম্বাদে ১০৩ অধ্যায়।

ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে ভীষ্মকে বিবাহ করিতে বলিয়াছিলেন? ইহার পূর্ব্ব বচনে স্পষ্টাক্ষরে নিয়োগ করিবার কথা রহিয়াছে যথা,—

মন্নিয়োগান্মহা বাহো ধর্ম্মং কর্ত্তুমিহার্হসি॥১০

এখানে কি নিয়োগের কথাটা উপেক্ষা করিয়া "দারাংশ্চ কুরু" এই কথা লইয়াই বিবাহ স্থির করিতে হইবে? বিধবার বিবাহ সাব্যস্ত করিতে হইলে সকল স্থলেই এইরূপ করিতে হয়। তাহা না হইলে বিধবার বিবাহ পূর্ব্বে ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল ইহা প্রতিপন্ন করিবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই একটী প্রমাণ যে একেবারে রসাতলে যায়।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দ্বিতীয় শ্রুতি "ঐরাবতেন সা দত্তা"। এখন দেখুন নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে যখন নিযুক্তা স্ত্রীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করা ব্যাস বচনে স্পষ্টতঃ প্রকাশ রহিয়াছে, তখন গুরুদ্বারা, নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে অন্য পুরুষে দত্তা বলিতে বাধা কি?

দত্তা না হইলে গ্রহণ কিরূপে হইতে পারে? পুত্রকামা স্ত্রী আপনিই অন্য পুরুষের আশ্রয় লইতে পারে না। ইহা নিয়োগ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। ইহাতে স্ত্রীকে তাহার গুরু দ্বারা পুত্রোৎপাদনার্থ পুরুষান্তরে অর্পিতা হইতে হয় অতএব ইহা কি বলা যাইতে পারে না যে নাগ কন্যা পুত্রধারণ জন্য ঐরাবত দ্বারা দত্তা অর্থাৎ পুরুষান্তরে অর্পিতা হইয়াছিলেন?

নাগ কন্যা যে অর্জ্জুনে নিযুক্তা হইয়াছিলেন তাহাতে কোন সংশয় নাই। কারণ বেদব্যাস পুনরায় বলিয়াছেন।

স নাগলোকে সংবৃদ্ধো মাত্রাচ পরিরক্ষিতঃ।
পিতৃব্যেণ পরিত্যক্তঃ পার্থদ্বেষাদ্দুরাত্মনা॥ ৯

ভীষ্ম পর্ব্ব, ভীষ্মবধপর্ব্বণি, ৮৭ অধ্যায়।

সেই ইরাবান্, অর্জ্জুনদ্বেষী দুরাত্মা পিতৃব্যকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নাগলোকে মাতাকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ও বৰ্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

এই ব্যাসবচনে ইহা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে ইরাবান্ পিতৃকুল হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাহার পিতৃব্য অর্জ্জুনদ্বেষী ছিল, সুতরাং ইরাবান অর্জ্জুন-জাত বলিয়া তাহাকে ও তাহার মাতাকে ভরণ পোষণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। ইহাতে স্বভাবতই বুঝা যায় যে ইরাবানের পিতা বর্ত্তমান ছিল না সুতরাং পিতৃব্যকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইবার কথা। কিন্তু অর্জ্জুনের সহিত তাহার পিতৃব্যের শত্রুভাব ছিল, কাজেই শত্রুজাত সন্তান বলিয়া পিতৃব্যকর্ত্তৃক ইরাবান পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হয়, তজ্জন্য মাতুল কুলে মাতা কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়াছিল। এক্ষণে পাঠকবর্গ একবার মনোনিবেশপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন যদি ইরা-বান অর্জ্জুনের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত হইত এবং অর্জ্জুন যদি ইরাবানের পিতা হইতেন তাহা হইলে অর্জ্জুনের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী সদাত্মা পিতা বর্ত্তমানে তাহার পিতৃব্যকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইবার কথা কি নিতান্ত অসম্ভব উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়া বোধ হয় না? অর্জ্জুন তাহার পিতা হইলে অবশ্যই যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবচতুষ্টয়কে তাহার পিতৃব্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহইত অর্জ্জুনদ্বেষী ছিল না, সুতরাং ইঁহারা যে ইরাবান্‌কে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন ইহাও বলা যাইতে পারে না। তবে কুরুবংশীয়েরা অর্জ্জুনদ্বেষী ছিল বটে এবং ইঁহারা ইরাবানের পিতৃব্যপদবাচ্য হইতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মশীল পিতা ও আত্মপিতৃব্যগণ সত্বে কুরুবংশীয় পিতৃব্যগণ ইরাবানের ভরণপোষণের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। অতএব বলিতে হইবে যে, ব্যাসবচনে ইরাবানের

পিতৃব্যের পরিচয় রহিয়াছে তাহা কুরু বা পাণ্ডববংশীয় দিগের মধ্যে কেহই নহে। ইনি অবশ্যই অপর বংশীয় তাহার মৃত পিতার ভ্রাতা হইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এক্ষণে ইহা দেখা যাইতেছে যে ইরাবান তাহার মৃতপিতার ক্ষেত্রজ পুত্র, অর্জ্জুন তাহার পিতা বলিয়া পরিচিত নহেন। অতএব ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে অর্জ্জুন বিধবা নাগকন্যাকে বিবাহ করেন নাই, তাহার গর্ব্ভে নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন করিয়া ছিলেন মাত্র।

আরও দেখুন নীলকণ্ঠ "পিতৃব্যেণ"—"অশ্বসেনেন" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতে কুরুপাণ্ডবদিগের যতদূর পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে অশ্বসেন নামক কুরু অথবা পাণ্ডববংশীয় কোন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। কাজেই অশ্বসেন যে একজন ভিন্ন বংশীয় ব্যক্তি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইরাবান অর্জ্জুনের পুত্র হইলে ভিন্নবংশীয় অশ্বসেন তাহার প্রতিপালন কর্ত্তা পিতৃব্য হইতে পারে না। এক্ষণে ইহাতেও দেখা যাইতেছে যে, অশ্বসেন ইরাবানের মৃত পিতার ভ্রাতা ভিন্ন আর কেহ নহে। সুতরাং অর্জ্জুন তাহার মাতার বীজস্বামী ভিন্ন আর কিছুই প্রতিপন্ন হইতেছে না। পাঠকগণ একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে ন্যায়রত্ন মহাশয় ব্যাসবচন বিকৃত করিয়া যেরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইতেছে।

সহচর মহাশয়ের শিবোক্ত বিধি, স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাঁহার বিধবাবিবাহের পুস্তকে বিচারপূর্ব্বক ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বিধবার বিবাহ যখন স্মৃতি ও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তখন শিবোক্ত তামস বিধি অবলম্বনীয় হইতে পারে না। এইজন্য তাহার অলোচনা করা বৃথা ও অনাবশ্যক বিবেচনায় তাঁহার স্মৃতির বিচার পর্য্যন্তই আলোচিত হইল।

সহচর মহাশয়ের আর একটী কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া উপসংহারে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। তাঁহার কন্যা শব্দের বিচারই এক্ষণকার আলোচ্য বিষয়। পাঠকবর্গ ইহার বিষয়টী একবার বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিবেন।

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু কচিৎ নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়াহি তাঃ ।।২২৬।৮

পাণিগ্রহণ মন্ত্র কন্যা বিবাহেই প্রয়োগ করিবার জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। অকন্যা বিষয়ে কেহ কখন ঐ মন্ত্র সকল ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করেন নাই কারণ বিবাহমন্ত্রে কন্যা শব্দ আছে বলিয়া অকন্যা বিষয়ে অর্থের সমবেত হয় না।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই মনু বাক্যের অভিপ্রায়ানুসারে বলিয়াছিলেন যে;—

"বিবাহিতা নারীকে অকন্যা বলে। অকন্যার বিষয়ে পাণি-গ্রহণ মন্ত্র নিষিদ্ধ। কিন্তু, যথা বিধানে মন্ত্র প্রয়োগ ব্যতিরেকে, বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয় না। স্নতরাং একবার যে নারীর বিবাহ হইয়াছে, আর তাহার বিবাহ হইতে পারে না।

পণ্ডিতবর সহচর মহাশয়ের মতে ইহা যারপরনাই অপসিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহা দৃষ্টে তিনি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া অনর্গল অশ্রোতব্য কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। শাস্ত্রের বিচারে এরূপ কটূক্তি আজ "উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতিশীল" পুরুষদিগের পক্ষে ত সম্ভব পর নহে। তবে এ ব্যভিচার কেন? বোধ হয় বাদ প্রতিবাদে ইহা গ্রাহ্য নতুবা শাস্ত্র মীমাংসকেরা কি কখন অবৈধ আচরণের আদর করিতে পারেন? ইহাত কখন বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। সহচর মহাশয় অবশ্যই ইহার বৈধতা বুঝিয়া থাকিবেন নতুবা এইরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করাকে সম্মানসূচক বলিবেন কেন? সে যাহা হউক, সহচর মহাশয়, বিষ্ণু পুরাণ, উত্তর রাম চরিত, রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, অভিজ্ঞান সকুন্তল, উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত স্মৃতি, উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত যমবচন, উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত কাশ্যপ বচন, মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র, অমরকোষ, বিশ্বকোষ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র পুরাণ, তন্ত্র, কাব্য নাটক প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাই-য়াছেন যে,

কন্যা শব্দে,—অবিবাহিতা ও বিবাহিতা স্ত্রী ও দুহিতাকে বুঝায়।

ইহা দেখাইয়া বাল্যকালের উপার্জ্জিত একটী বিদ্যার স্নদীর্ঘ পরিচয় দিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মূর্খতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন মাত্র। এরূপ বিচারে পাঠকবর্গ কি বুঝিলেন? সহচর মহাশয় মনুবাক্যের যে কি তাৎপর্য্য হইল তাহাত বুঝাইবার জন্য একটী অক্ষরও ব্যয় করিলেন না। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যাতে অপসিদ্ধান্ত হইয়াছে এইরূপ উপক্রম করিয়া কন্যা শব্দের অর্থ বলিয়া পরিশেষে কতকগুলি কটূক্তি করিয়া প্রস্তাবনার উপসংহার করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাই-তেছে যে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রতি তিনি জাত ক্রোধ হইয়াছেন সেই জন্য শাস্ত্রীয় বিচারের ভান করিয়া কতকগুলি কটূক্তি বর্ষণ করাই এ প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য।

ভাল এক্ষণে দেখা যাউক কন্যা শব্দের তিনি যে অর্থ বলিয়া দিয়াছেন তাহাতে মনু বাক্যের কিরূপ অর্থ সম্ভব হইতে পারে।

মানিলাম কন্যা শব্দে কুমারী, অকুমারী, বিবাহিতা, অবিবাহিতা, দুহিতা ইত্যাদি স্ত্রী জাতির (ব্যাভিচারিণী, স্বৈরিণী ভিন্ন) যাবতীয় অবস্থাকে

বুঝায়, কিন্তু বিবাহিতার আবার দুই অবস্থা,—সধবা ও বিধবা। সহচর মহাশয় দুই অবস্থার কথা কিছুই বলেন নাই, তা নাই বলুন, আমরা বিবাহিতা বলিতে বিধবা, অবিধবা দুই প্রকার স্ত্রীই বুঝিব, আর একটু বিস্তৃত অর্থ করিলে ব্যভিচারিণী, স্বৈরিণী ইহাও বিবাহিতার মধ্যে আসিতে পারে। অতএব স্থূলতঃ কন্যা শব্দে বিবাহিতা, দুহিতা ও অবিবাহিতা স্ত্রীকে বুঝিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক এই সকল অর্থ এক কালেই হউক অথবা এক এক করিয়াই হউক মনুবচনে প্রয়োগ করিলে কিরূপ অর্থ স্থির হয়।

মনু বাক্যের স্থূলমর্ম্ম এই,—

পাণিগ্রহণ মন্ত্র কন্যাতেই প্রয়োগ হইতে পারে অকন্যাতে প্রয়োগ হইতে পারে না।

যদি কন্যা শব্দে এক কালেই বিবাহিতা অবিবাহিতা ও দুহিতা বলিয়া বুঝায় তাহা হইলে মনু বাক্যের এইরূপ অর্থ হইতেছে যথা,—

বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা স্ত্রীর ও দুহিতার বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু অকন্যা অর্থাৎ অবিবাহিতা অথবা বিবাহিতা স্ত্রীর ও অদুহিতার অর্থাৎ পুত্রের বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র ব্যবহার হইতে পারে না।

পাঠকবর্গ দেখুন ইহা অপেক্ষা উপহাস জনক নিরর্থক বাক্য আর কি হইতে পারে। কারণ ইহাতে কন্যা শব্দের ব্যাবৃত্তিই থাকে না। অর্থাৎ অকন্যা শব্দের স্থলই থাকে না।

সুতরাং—সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি।

এই ন্যায়ানুসারে মনুবচনের অর্থ করিতে হইবে। অতএব কন্যা শব্দের যত প্রকার অর্থ সহচর মহাশয় বলিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটী লইয়া পৃথক পৃথক রূপে অর্থ করিয়া দেখা যাউক কোন্ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে।

কন্যা শব্দে প্রথমতঃ বিবাহিতা স্ত্রী এই অর্থ গ্রহণ করা যাউক। ইহাতে মনু বচনের এইরূপ অর্থ হইতেছে।

বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র ব্যবহার হইতে পারে কিন্তু অবিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইতে পারে না।

পাঠক মহাশয় এ অর্থ কিরূপ সঙ্গত হয় দেখা যাউক। ইহাতে এইরূপ বুঝায় যে সধবা অথবা বিধবার বিবাহ ভিন্ন আর কোন স্থলে পাণিগ্রহণমন্ত্রপাঠ হইতে পারে না। কিন্তু মনু আর এক স্থলে বলিয়াছেন যে ব্রাহ্ম্যাদি বিবাহে পাণি গ্রহণ মন্ত্র পাঠ না হইলে বিবাহই নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং অবিবাহিতা কন্যার বিবাহে যখন সহচর মহাশয়ের অর্থানুসারে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইতে পারে না, তখন অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব ফলস্থির হইল এই, সহচর মহাশয়ের ব্যবস্থা যতদিন না চলিতেছে তত দিন পর্য্যন্ত যত বিবাহ হইবে, হইতেছে অথবা হইয়াছে তাহা বিবাহই নহে। সমস্তই মিথ্যা। যাহউক এক্ষণে কন্যা শব্দে বিবাহিতা নারী বুঝিলে মনু বাক্যের যেব্যবস্থা হয়, তাহা আমি আর কি বলিব পাঠক মহাশয়েরা ইহাকে যেখানে ইচ্ছা হয় রাখুন।

যদি কন্যা শব্দে দুহিতা বুঝেন তাহা হইলে মনুর ব্যবস্থা এই রূপ হইবে।

দুহিতার বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ করিবে অদুহিতার অর্থাৎ পুত্রের বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইবে না।

এত বড় বিপদের কথা। দুহিতার বিবাহে কন্যা পক্ষীয়েরা পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবেন নতুবা মনুবাক্য লঙ্ঘন করিতে হয়, ওদিকে বরপক্ষীয়েরা পাণিগ্রহণ মন্ত্রপাঠ করিতে দিবে না, কারণ তাহাদিগের পাণিগ্রহণ মন্ত্রপাঠ করিলে মনুবাক্য লঙ্ঘন হয়। কাজেই বৈবাহিক যুদ্ধ নিবারণ করিতে হইলে দুহিতার বিবাহ কাহার পুত্রের সহিত হইতে পারে না।

এক্ষণে কন্যা শব্দে অবিবাহিতা স্ত্রী বুঝিতে বাকি রহিয়াছে, ইহাতে মনুবচনানুসারে এইরূপ অর্থ হইতেছে।

অবিবাহিতা কন্যার বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইতে পারে কিন্তু বিবাহিতা কন্যার বিষয়ে ইহার প্রয়োগ হইতে পারেনা।

ইহাতে আবার সেই স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। কেবল অভিধান দেখাইলে হয়না, সহচর মহাশয় কন্যা শব্দের যে সকল অর্থ দেখাইয়াছেন তাহার কোন অর্থটি মনু বচনের বিষয় তাহা একবার ভাবা উচিত ছিল। কেবল অজস্র গালি বর্ষণ করিলে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ হয়না।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহাশয় দায়ভাগের যৌতুক ধনাধিকার প্রকরণে ৬২ শ্লোকের টীকায় কন্যা শব্দের কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন তাহা দেখুন।

মনু বলিয়াছেন;—

স্ত্রিয়াস্তু যদ্‌ভবেদ্বিত্তং পিত্রাদত্তং কথঞ্চন
ব্রাহ্মণী তদ্ধরেৎ কন্যা তদপত্যস্য বা ভবেৎ ॥

স্ত্রীদিগের পিতৃদত্ত ধন কন্যায় পাইবে তদভাবে পুত্রের প্রাপ্য হইবে।

এস্থলে এই জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে কন্যা শব্দে অনূঢ়া কি ঊঢ়া কন্যায় মাতার ধন পাইবে এই প্রশ্নের আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার বলিতেছেন,—

অনূঢ়াত্বেনৈব কন্যাপদস্য সপত্নীকন্যাবোধকতয়া অমুখ্যত্বা প্রসক্তেঃ তদ্রূপেণৈব কন্যাপদস্য শক্তেঃ।

এই বাক্যের মর্ম্ম এই যে

অনূঢ়ত্বই কন্যা শব্দের মুখ্যার্থ অর্থাৎ যেখানে কন্যা শব্দ থাকিবে সেইখানেই ইহার মুখ্যার্থ অনূঢ়াই বুঝাইবে তবে তাৎপর্য্যানুরোধে অথবা কোন বিশেষ বিশেষণ শব্দ নিকটে থাকিলে দুহিতা, নারী, ইত্যাদি অর্থ ও বুঝাইতে পারে। অতএব কোন বিশেষ বাক্য দ্বারা ইহার মুখ্যার্থের অপলাপ্‌ না হইলে কন্যা শব্দে কুমারীই বুঝাইবে ইহার কোন সংশয় নাই।

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিবেন যে বিবাহ মন্ত্রের কন্যা শব্দ ও উপরি উক্ত মনুবচনের কন্যা শব্দ অবিবাহিতা কন্যাকেই বুঝাইতেছে সুতরাং অকন্যা অর্থাৎ যথাবিধানে বিবাহিতা অথবা কোন পুরুষ কর্ত্তৃক ভার্য্যারূপে সংসৃষ্টা কন্যা বিষয়ে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইতে পারেনা এই মনুবচনানুসারে বিবাহিতা কন্যার হোম মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ হইতেছে।

রত্ন পরীক্ষক স্থলান্তরে অকন্যা শব্দে কি বুঝায় তাহা স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে বুঝাইবার নিমিত্ত কয়েকটী বচন লিপিবদ্ধ করিবাছেন। আমাদের মতে উভয় পক্ষেই গ্রন্থকারের পণ্ডশ্রম হইয়াছে। প্রথমতঃ কন্যা শব্দে কি বুঝায় অকন্যা শব্দেই বা কি বুঝায় তাহা আমাদের দেশে আচণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই অবগত আছেন, এজন্য এত বুদ্ধি খরচ না করিলেও চলিত। দ্বিতীয়তঃ যেন স্বীকারই করিলাম যে অকন্যা শব্দে কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্তা, সংস্পৃষ্ট মৈথুনা অর্থাৎ পুরুষভুক্তা ও অন্যগতভাবা অর্থাৎ পুরুষান্তরে অনুরাগ বিশিষ্টা স্ত্রীকে বুঝাইতেছে, কিন্তু তাহাতেও তো রত্ন পরীক্ষকের কিছুমাত্রই স্বার্থ সিদ্ধি হইতেছে না, যেহেতুক রত্ন পরীক্ষকের মতে বৈবাহিক মন্ত্র কন্যাতেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যে মনু লিখিয়াছেন সে কন্যা শব্দের অর্থ

দীর্ঘ রোগাদিবর্জ্জিতা পুরুষসংসর্গ-রহিতা এবং পুরুষান্তরে আশক্তি-শূন্যা স্ত্রী। সুতরাং ঐরূপ স্ত্রীদিগের বিবাহেই বৈবাহিক মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, আর অকন্যা শব্দে ইহার বিপরীত অর্থাৎ কুৎসিত-রোগগ্রস্তা পুরুষ-সংভুক্তা ও পুরুষান্তরাভিলাসিনী স্ত্রী সুতরাং তাহাদের বিবাহে বৈবাহিক মন্ত্রপ্রযুক্ত হইবে না, ভাল, ইহাই আমাদের স্বীকার্য্য। এখন রত্নপরীক্ষকের কথাতেই জানা গেল যে পুরুষভুক্তা স্ত্রী ও পুরুষান্তরাভিলাসিনী স্ত্রীর বিবাহে বৈবাহিক মন্ত্র প্রযুক্ত হইবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে সকল বিধবা পুরুষভুক্তা না হইতে পারেন বটে কিন্তু পুরুষান্তরে অভিলাস না থাকিলে তাহার পুনর্ব্বিবাহের কিছুমাত্রই প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং বিধবা অনেকেই পুরুষভুক্তা যাহারা অক্ষতযোনি তাহারাও যখন বিবাহ করিতে বসিয়াছে তখন অবশ্যই পুরুষান্তরাভিলাসিনী, অতএব রত্নপরীক্ষকের মতেই বিধবাগণ অকন্যা বলিয়া অভিহিত, সুতরাং তাহাদের বিবাহে কোনমতেই বৈবাহিক মন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন যে কন্যা শব্দে অবিবাহিতা স্ত্রী, তাহাদের বিবাহেই বৈবাহিক মন্ত্র প্রযুক্ত হইবে, বিবাহিতার বিবাহে হইবে না। রত্নপরীক্ষক নানা কৌশল করিয়া নানা শাস্ত্র উদ্‌ঘাটন করিলেন তথাপি যদি সেই স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অর্থই দাঁড়াইল তবে আর এত আস্ফালন কেন? ঘাটের নৌকা ঘাটেই বান্ধা রহিল মধ্য হইতে দাঁড়িরা এক প্রহর জোরে দাঁড় টানিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া হাঁপাইয়া পড়িলেন ইহা যেমন নিতান্তই হাস্যজনক দৃশ্য এস্থলেও ঠিক সেইরূপই হইয়াছে। আরও দেখুন রত্নপরীক্ষকের কোন পক্ষেই নিষ্কৃতি নাই। তাঁহার মতে বিবাহিতা কন্যা যদি মৈথুন-সংস্পৃষ্টা না হইয়া থাকে অর্থাৎ যদি অক্ষতযোনি হয় তাহা হইলে সে কন্যা অকন্যা নহে, সে কন্যা-পদবাচ্য, সুতরাং তাহার পুনর্ব্বিবাহ অনূঢ়া কন্যার বিবাহের ন্যায় হোমমন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক নিষ্পন্ন হইতে পারে সুতরাং অনূঢ়া কন্যার বিবাহ আর বিবাহিতা অক্ষতযোনির পুনর্ব্বিবাহ একই প্রকার ইহার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু রত্নপরীক্ষকের মত ত শাস্ত্রকারেরা গ্রহণ করেন না। সকলেই জানেন যে, কন্যার যথাবিধানে বিবাহ হইলে সে পাণিগ্রহীতার ধর্ম্মপত্নী হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে না, কিন্তু বিবাহিতা অক্ষতযোনি পত্যন্তর গ্রহণ করিলে সে ধর্ম্মপত্নী হয় না, সে পুনর্ভূ বলিয়া কথিত হয়।

নারদ বলিয়াছেন যথা,—

কন্যৈবাক্ষতযোনির্যা পাণিগ্রহণ-দূষিতা।
পুনর্ভূঃ প্রথমা প্রোক্তা পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ৪৬।

নারদস্মৃতি ১২শ বিবাদপদ।

পাণিগ্রহণ দূষিতা অক্ষতযোনি কন্যা পুনঃসংস্কৃতা হইলে তাহাকে প্রথমা পুনর্ভূ বলে।

ইহা কি অনূঢ়া কন্যার বিবাহের তুল্য হইল? তাহা হইলে ইহাকে পুনর্ভূ শ্রেণিভুক্ত করা হইল কেন? এবচনে "পাণিগ্রহণদূষিতা" বলাতে সে কন্যাকে কি দোষবতী কন্যা বলা হইল না? যে কন্যার একবার বিবাহ হইয়াছে সে কন্যা যদি বিবাহ বিষয়ে দূষিতা কন্যা বলিয়া স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে তাহাকে কেবল কন্যা না বলিয়া অক্ষতযোনি **পাণিগ্রহণ-দূষিতা** বলিবার ত কোন অর্থই থাকে না। অতএব নারদ বচনে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কন্যার বিবাহ হইলেই, পতিসংসর্গ হউক আর নাই হউক, সে কন্যা মুখ্যার্থে কন্যা পদবাচ্য হইতে পারে না। অনূঢ়া কন্যাতে যে কন্যাত্ব আছে পরিণয় দ্বারা তাহার সেই অনূঢ়াত্ব শক্তির লোপ হইয়া ভার্য্যাত্ব শক্তি জন্মায়। বিবাহ মন্ত্রে যে কন্যা শব্দ আছে তাহার অর্থ উঢ়া-কন্যাতে সমবেত হয় না বলিয়া তদ্দ্বারা ধর্ম্ম্যক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। অতএব পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে পাণিগ্রহণিকা মন্ত্র ইত্যাদি বচনে যে কন্যা শব্দ আছে তাহার অর্থ অনূঢ়া কন্যা না বুঝিলে পদে পদে অশাস্ত্রীয় মীমাংসায় উপনীত হইতে হইবে তাহার কোন সংশয় নাই।

উপসংহার।

পাঠকগণ! আপনারা বোধহয় এখন নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, বিধবা বিবাহ কোন কালেই আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হয় নাই। কি শ্রুতি, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি ইতিহাস সমস্ত শাস্ত্রই একবাক্যে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আসিতেছে, এবং বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ এই উভয় পদ্ধতি ব্যতিরেকে আর ধর্ম্ম পথ নাই, একথা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষিগণ শত সহস্র স্থানে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াগিয়াছেন। পক্ষান্তরে পুরুষান্তরগামিনী বিলাসিনী-দিগকে পুনর্ভূ সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তাহাদের অন্নাদি অগ্রাহ্য, অভক্ষ্য এবং তাহাদিগের নব্যপতি ও গর্ভজাত সন্তানগণ অপাংক্তেয়, পতিত ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ঐ পুনর্ভূ দিগকে তাহাদিগের সংসৃষ্ট পরিবার বর্গের সহিত সমাজ হইতে একেবারে বর্জ্জন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আর্য্যসন্তানগণের ইহাই চিরসংস্কার ও দৃঢ় বিশ্বাস যে, পুরুষানুক্রমিক অবৈধ ও অপ্রচলিত বিধবা বিবাহ শাস্ত্রাচার বিরুদ্ধ। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন এত বড়ই বিপদের কথা, যে বৈধব্যধর্ম্মকে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আর্য্য বিধবাগণ অম্লানবদনে সাধুপথ বলিয়া অবলম্বন করিয়া আসি-তেছেন, যে বৈধব্য ধর্ম্মপালনে পতির সদ্গতি, পিতৃকুল ও পতিকুলের উদ্ধার এবং আত্মার অনন্ত স্বর্গলাভ হয় বলিয়া আর্য্যদিগের ধ্রুব বিশ্বাস, যে বৈধব্যব্রতাচারণের সংস্কার আর্য্যদিগের অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়া আত্মগত হইয়া রহিয়াছে, যে বৈধব্য-ধর্ম্মের প্রতিপালন দ্বারা আর্য্যরমণীগণ, সমস্ত জাতির উপরে পাতিব্রত্য ও সতীত্বের আদর্শ হইয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আজ যতই কেন কল কৌশল খাটান যাউক না, যতই কেন যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আন্দোলন করা হউক না কিন্তু কিছুতেই আর্য্যসন্তানেরা বিচলিত হইবেন না। যে ধর্ম্মশাস্ত্রের বলে আর্য্যসমাজে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, কলে কৌশলে যেরূপে হউক সে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া লোকগুলির মত পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে অন্যকোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিয়াই ঋষিবাক্যে কল কৌশল সংযোগের নিমিত্ত অপার শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একথা তিনিই ভঙ্গীক্রমে বিধবা-বিবাহ পুস্তকে প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার প্রণীত বিধবা বিবাহ পুস্তকের উপসংহার ভাগ দৃষ্টি করিলে সুন্দর রূপে বুঝিতে পারিবেন যে তিনি কতদূর গভীর সাম্যভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে তিনি আর্য্য সমাজের আচার ব্যবহার আলোচনা করিয়া ন্যায়ের চক্ষে দেখিলেন যে, ঈশ্বরের রাজ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই সমান উভয়েরই তুল্য শক্তি, তুল্য সুখ দুঃখ, তুল্য অভিলাষ সুতরাং সকল বিষয়েই উভয়ের সমান অধিকার, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম ও জগদীশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায়; অন্যান্য দেশে প্রকৃতির গতি অনুসারে বিধবা বিবাহ চলিতেছে, কেবল হতভাগ্য আর্য্য সমাজেই তাহার অপ্রচলন। পুরুষের স্ত্রী মরিলে কিম্বা স্ত্রী থাকিলেও যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবে কিন্তু হতভাগিনী অবলাগণ, পতি লোকান্তর হইলেও অন্যপতি গ্রহণ করিতে পারিবে না। নির্ব্বোধ আর্য্য বংশধরেরা ইহা বুঝিয়া ও এবিষয়ে উদাসীন এই হেতু সহৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সকরুণ বিস্তর আর্ত্তনাদ করিলেন। মনোদুঃখে দেশের প্রতি, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি, দেশীয় আচারের প্রতি, অবলা গণের প্রতি অনেক ধিক্কার প্রদান করিলেন। কিন্তু ফলে এরূপ আক্ষেপে কোন ফল ফলিবার আশাই নাই কেবল ইহা তাঁহার অরণ্যে রোদন করিবার তুল্য, কারণ দগ্ধ ভাগ্য লোকে কিছুতেই পূর্ব্ব পুরুষ দিগের কথায় অনাস্থা করে না, অবমাননা করে না, কিছুতেই মহর্ষিদিগের শাস্ত্রীয় বাক্য লঙ্ঘন করে না; কোন মতেই তাহারা শাস্ত্রের অবাধ্য হইয়া চলে না। ইত্যবধানে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থির করিলেন যে এসমস্ত অত্যাচারের মূলীভূত কারণ একমাত্র শাস্ত্র। অতএব তীব্রভাবে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সিন্ধুর উলুতপ্লুতভাবে মন্থন করিতে বসিলেন। বলিতে কি! মন্থন কার্য্যটী অতিগুরুতর ভাবে সম্পাদিত হইতে লাগিল সমস্ত ঋষিবাক্য ও কোন কোন বেদবাক্য পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কোনটীর পদভঙ্গ, কাহার বা অর্থলোপ, কাহার বা মস্তক বিচূর্ণিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে মন্থনের তীব্র প্রভাবে কোন কোন ঋষিবাক্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে অগ্রপশ্চাত্ হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা ভয়ে বিহ্বল হইয়া রূপান্তর ধারণ করিয়া আসিলেন। শাস্ত্রসমুদ্রে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে পড়িল, অর্থশাস্ত্রের কথা ধর্ম্মশাস্ত্রে গড়াইতে লাগিল। অর্থাৎ ব্যবহারপ্রকরণোক্ত "নষ্টেমৃতে ইত্যাদি নারদ বচনের দ্বারা স্ত্রীগণ পঞ্চাবস্থাতে পত্যন্তর গ্রহণ করিলেও রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় নহে বলিয়া যে, উক্ত হইয়াছে তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিবাক্যরূপে পরিণত হইয়া উঠিল। পৃথিবী আর ভার সহ্য করিতে পারেন না। "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং" অতি মন্থনে অমৃতাধার হইতে হলাহল উঠিয়া পড়িল। শাস্ত্রে আছে পূর্ব্বকালে

দেবদানব প্রভৃতি মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করাতে ক্রমশঃ সিন্ধু হইতে গজবাজী-রত্ন অমৃতাদি অতি উপাদেয় সামগ্রীসকল সমুত্থিত হইয়াছিল। দেবতারা সে সমস্ত বস্তু বিভাগ করিয়া নিলে পরে, দেবাদিদেব মহাদেব সে স্থানে উপস্থিত হইয়া অধিকার্থ লালসায় পুনর্ব্বার মন্থনারম্ভ করিলেন। যাহা উঠিবার তাহা পূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছে, সুতরাং ঘোরতর মন্থন সত্বেও আর রত্নরাজি উঠিল না, সুধা উঠিল না, উচ্চৈঃ শ্রবাও উঠিল না; তবে উঠিল কি? না কেবল হলাহল! বিষের জ্বালায় কেহই আর স্থির থাকিতে পারে না। সকলেই বিমোহিত হইয়া পড়িল, সৃষ্টি নাশের উপক্রম। আজ হতভাগ্য হিন্দুসমাজ মধ্যে ঠিক্ যেন সেই-রূপ দশাই উপস্থিত। পূর্ব্বকালে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষিগণ, মানবহিতার্থ সমস্ত শ্রুতি-সাগর মন্থন করিয়া অমূল্য রত্নরাজি উত্তোলন পূর্ব্বক স্বস্বগ্রন্থে গ্রন্থন করিয়া গিয়াছেন। বহুকাল পরে আবার মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সারগ্রাহী সংগ্রহকারগণ সেই রত্নরাজি মন্থন করিয়া মন্থনোদ্ধৃত পদার্থ গুলির কোনটী, কি ভাবে কি অবস্থায় কাহার পক্ষে ধারণের উপযুক্ত বিশদরূপে তাহা নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় বারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘোরতর বিকৃত মন্থনে ভীষণ হলাহল সমুত্থিত হইয়াছে। সৃষ্টি রক্ষার জন্য মহাদেব উত্থিত হলাহল নিজকণ্ঠে ধরিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। কিন্তু কালের অনিবার্য্য অধোগতি নিবন্ধন আমাদের ভাগ্যে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। আমাদিগের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং অমৃতাদি পরিত্যাগ করিয়া আমরা ঐ হলাহলের জন্য লালায়িত। কি আশ্চর্য্য! যুগধর্ম্মের মাহাত্ম্যে লোকে এত অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন মতেই ইহা যে অধঃপাতের একটী সহজ পন্থা বলিয়া বুঝা তাহা বুঝিবে না। আজ কাল এই বিষের জ্বালায় বর্ত্তমান আর্য্যসমাজ দিন দিন শত সহস্র গুণে নিবীর্য্য হইতেছে। হিন্দুশাস্ত্রানভিজ্ঞ বিকৃত মস্তিক তরলমতি যুবকগণ যে ঐ হলাহলের অসম্বরণীয় প্রলোভনে যথার্থজ্ঞান ও দিশাহারা হইয়া ভীষণ শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইবেন তাহার ত আর কথাই নাই। কতরমণী, ধন, মান, কুল, শীল, লজ্জাভয়, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আর্য্যগৌরবের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পশুবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। বোধহয় যেন যুগ প্রলয় উপস্থিত। আবার সেই কন্যাহরণ সেই পৈশাচ বিবাহ, সেই অসবর্ণা বিবাহ প্রভৃতি কত যে, লীলাখেলা চলিতেছে তাহা বলিতেও লজ্জা ও ঘৃণা বোধহয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐ হলাহলই পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিপরীত ভাবগুলির মূল কারণ। পাঠকগণ! একবার স্থিরচিত্তে অবলোকন করুন, বিদ্যাসাগর মহা-শয়ের দর্শিত পথে পদার্পণ করিয়া কত লোকের কত সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, কত

জনক জননী হাহাকার করিতেছে, নিজ নিজ সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে, কত দেখাইব, দেখাইতে গেলে অনন্ত অসীম। একেইত বিধবা-বিবাহ আর্য্যদিগের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, আচার-বিরুদ্ধ, তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে যে সকল বিধবা-বিবাহ দেখাযায় তন্মধ্যে প্রায় পোণর আনাই অতিশয় ঘৃণাও লজ্জাজনক, অতি জঘন্য শ্রেণীর অত্যদ্ভুতরকমের বিবাহ। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে আসুরাদি বিবাহ চতুষ্টয়কে পরস্পর অতিশয় জঘন্য বলিয়াগিয়াছেন। বাস্তবিক রাক্ষস ও পৈশাচ এই দুইটী কেবল নামমাত্র বিবাহ, এ উভয়বিধবিবাহকে সম্পূর্ণ বলাৎকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইদানীং যত স্থানে বিধবা-বিবাহ দেখা যায় অধিকাংশ স্থানেই গান্ধর্ব্ব বিবাহের সূত্রপাত হইয়া রাক্ষস অথবা পৈচাশ বিবাহে পরিণত হয়। এরূপ অনেক স্থলে বিবাহকর্ত্তা, গূঢ়োৎপন্ন-পৌনর্ভব অথবা সহোঢ়-পৌনর্ভব পুত্রলাভ করিয়া থাকেন। বিধবার রাক্ষস বিবাহ অতি আদরের সামগ্রী, সোণায় সদ্গন্ধের প্রবেশ, মণির সহিত কাঞ্চনের সংযোগ হইয়া পৃথিবীর এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ভাগ্যে অজাতশ্মশ্রু বালক বিধবা-বিবাহ, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই, ইহাতেই এই, কিন্তু এই বিধবা বিবাহ, পূর্ণ যৌবনে কার্য্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হইলে ভারতের যে কত অকথ্য শোচনীয় দশা উপস্থিত হইবে তাহা ভাবিতেও হৃৎপিণ্ড কম্পিত হয়। যদিও এরূপ বিকৃত বিবাহ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রেত না হউক তথাপি এরূপ অনুকরণ প্রিয়তার সময় বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া কলে কৌশলে শাস্ত্রানভিজ্ঞ বিকৃত মস্তিষ্ক কতকগুলি যুবকের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া সরল হৃদয়া অবলাগণকে প্রলুব্ধ করিয়া কণ্টকাকীর্ণ অসাধুপথে উপনীত করা হইয়াছে। তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তিনিই সমস্ত অনর্থের মূল, এবং এ প্রকার বিবাহ অবশ্য তাঁহার শাস্ত্রান্দোলনের ফল তাহার কোন সংশয় নাই।

একেই মনসাদেবী তাহাতে আবার ধুনার গন্ধ, আরকি রক্ষা আছে? বিধবার একধন ব্রহ্মচর্য্য, তাহাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অব্যবস্থার বেগে ভাসিয়া চলিল। একেইত যুক্তিপ্রিয় নব্য ভারতীয়গণ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে ম্লেচ্ছের অনুকরণ করিতে একান্ত ব্যগ্রচিত্ত, তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কুপরামর্শে যে, কি মহান্ অনর্থ সঙ্ঘটন হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান দুষ্কর। কি বিষম পরিতাপের বিষয়! রক্ষক ভক্ষক হইলে বড়ই বিপদের কথা। যিনি সর্ব্বদেশ বিখ্যাত একজন মান্য গণ্য প্রবীণ পণ্ডিত, যিনি সমাজকে প্রকৃত শাস্ত্রার্থ বুঝাইবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া সকলের বিশ্বাস, যাঁহার কথায় অনেকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তিনিই যদি অধর্ম্মকে ধর্ম্মবলিয়া অশাস্ত্রকে শাস্ত্রবলিয়া নানাপ্রকার কলে কৌশলে সমাজকে

বুঝাইবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্নবান হয়েন, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা অথবা পরিণাম চিন্তা না করেন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের স্থির মঙ্গল কোথায়? অনতিকাল বিলম্বেই সাগরগর্ভে আর্য্যনাম বিলুপ্ত হইবে; ইহার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় উপসংহারে বিধবা বিবাহের অনুকূলে যে দুইটী সযৌক্তিক উদাহরণ দেখাইয়াছেন তাহা বড়ই আশ্চর্য্য জনক। উদাহরণ দুইটী এই প্রকার— বিধবা-বিবাহ আমাদের দেশাচার বিরুদ্ধ হইলেও তাহাকে দেশাচার সিদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত। কারণ দেশাচার পরিবর্ত্তনশীল, চিরকালই যে, একরূপ চলিয়া আসিতেছে তাহা নয়। কালের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশাচারের ও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রথম উদাহরণ শূদ্রজাতির ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন। পূর্ব্বকালে শূদ্র, ব্রাহ্মণের আসনে একত্র উপবেশন করিলে মনুর বিধানানুসারে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইত, এখন সে বিষয়ে কেহ ভ্রুক্ষেপও করে না, ব্রাহ্মণ শূদ্র অনবরত একাসনে উপবেশন করিতেছেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ বৈদ্যজাতির পঞ্চদশ দিবস অশৌচ ও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বৈদ্যজাতি চিরদিনই একমাস অশৌচ পালন করিতেন, এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না। কেবল রাজা রাজবল্লভের সময় হইতেই এতদুভয়ের আরম্ভ হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যখন অন্যান্য কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের আচার পরিবর্ত্তিত হইতেছে তখন বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে দেশাচারের পরিবর্ত্তন হইতে কোন বাধা নাই।

এই উদাহরণ ও যুক্তি প্রদর্শন, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে কোনরূপেই সুসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ! শূদ্র, ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে যে দণ্ডার্হ হইবে ইহা রাজনীতির কথা, কোন ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা নহে। হিন্দু রাজারাই এই শাস্ত্রোক্ত রাজনীতি প্রতিপালন করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে রাজা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রমতে রাজনীতির প্রতিপালন হইতেছে না। পূর্ব্বে শূদ্র, ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইলে রাজার নিকট দণ্ডার্হ হইত। দণ্ডের কর্ত্তা সে সময়ে রাজাই ছিলেন ব্রাহ্মণেরা ছিলেন না, সমাজ ও ছিলেন না। এখনও যদি দেশ হিন্দুরাজার অধীনস্থ হইত তবে তাহারাই তাদৃশ শূদ্রের দণ্ড বিধান করিতেন, ব্রাহ্মণেরা কি সমাজ, কিছুই করিতেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা কি সমাজ ইহারা, পূর্ব্বেও করেন নাই এখনও করেন না। দণ্ডবিধান করা না করা রাজার অধীন, রাজার সে সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই হইতেছে। কিন্তু পাঠকবর্গ দেখিলে দেখিতে পারেন এখনও হিন্দুদিগের ক্রিয়া কলাপের সময় শূদ্রের ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসিবার

নিয়ম নাই, পূর্ব্বতন রাজনীতি, চলিতেছে, কেবলমাত্র আধুনিক রাজার নিকটেই তাহার অন্যথা পরিলক্ষিত হয়। যেথানে সমাজের কোন ক্ষমতা নাই সে স্থলে একত্রে উপবেশন না করিয়া উপায় কি?

অতএব এস্থলে ইহাই বুঝাইতেছে যে হিন্দুদের কদাচিৎ যদিও রাজনীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু সমাজনীতির অথবা ধর্ম্মনীতির কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

এক্ষণে পাঠকবর্গ অনুধাবন করিয়া দেখুন শূদ্র ব্রাহ্মণের আসনে বসিলে পূর্ব্বে দণ্ডার্হ হইতেন এখন সে রাজনীতির আংশিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়াই যে ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে (অর্থাৎ বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে হইবে) ইহা কোন মতেই যুক্তিও বিচার সিদ্ধনহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় মনুর প্রকৃত অভিপ্রায়ে লক্ষ্য না করিয়া আচারের পরিবর্ত্তন মানসে যে দৃষ্টান্তদ্বয় দর্শাইয়াছেন তাহা নিতান্ত উপহাস জনক। অল্পদিন হইল উক্ত মনু বাক্যের অভিপ্রায়ানভিজ্ঞ আর্য্যধূরন্ধর ভারতোদ্ধার চিকীর্ষু কোন শিক্ষাগ্রস্ত যুবক, মনুকে পোড়াইয়া কীর্ত্তিনাশার জলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কি পরিতাপের বিষয়!

"অস্থানে পততা মতীব মহতা মেতাদৃশী স্যাদ্ গতিঃ।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় উদাহরণে বলিয়াছেন যে, বৈদ্য জাতির পঞ্চদশ দিবস অশৌচ ও যজ্ঞোপবীত রাজা রাজবল্লভের সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে ইহার পূর্ব্বে তাহাদের যজ্ঞোপবীতাদি ছিলনা এই অদ্ভুতসিদ্ধান্ত কোন্ যুক্তি ও প্রমাণানুসারে তিনি করিলেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা জানি "স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতাদ্বিজধর্ম্মিণঃ" ইত্যাদি বচন দ্বারা মন্বাদি মহর্ষিগণ চিরকালই বৈদ্য জাতির উপনয়নাদি বিধান করিয়া গিয়াছেন। হইতে পারে মধ্য সময়ে কোন কোন দেশীয় বৈদ্যগণ উপনয়নাদি বিরহে শূদ্রবৎ আচার প্রতিপালন করিতেন; রাজা রাজবল্লভ তাহাদিগকেই যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যজ্ঞোপবীতাদি গ্রহণ করাইয়া ছিলেন। তদ্ভিন্ন বৈদ্য জাতির যজ্ঞোপবীতাদি ছিলনা একথা কোনমতেই বলা যায়না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা জানিয়া শুনিয়াও যে এরূপ যৎসামান্য সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন বোধ করি ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে। যাহা হউক সে বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবের অনুপযুক্ত বলিয়া এস্থলে তাহা আলোচনা করা হইল না। বাস্তবিক পূর্ব্বাবধিই বৈদ্য জাতির যজ্ঞোপবীতাদিছিল রাজা রাজবল্লভের সময় হইতে যে উপনয়নাদি প্রচলিত হইয়াছে তাহা নহে। বিশেষতঃ "ইদানী মম্বষ্ঠানামপিতথা" রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শুদ্ধিতত্ত্বে এই কথাটী বলাতে অন্যান্যযুগে যে বৈদ্য জাতির উপনয়ন ছিলনা এরূপ সিদ্ধান্ত কোন মতেই ধীসম্পন্ন

মানব মণ্ডলী স্বীকার করিবেন না ইহা নিশ্চয়। এরূপ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়া আচারবতী বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্যন্তর গ্রহণ করা যে কতদূর সঙ্গত, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। আচ্ছা, তর্কের অনুরোধে যেন স্বীকারই করা গেল, আমরা পূর্ব্বাপেক্ষায় আংশিক ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছি, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পাপাচার ও আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে তাই বলিয়া কি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সমস্ত অবৈধ আচরণ ক্রমশঃ সমাজে প্রবেশ করাইতে হইবে? ইহা কোন দেশী যুক্তি?

কোন ব্যক্তি পলাণ্ডু খায় কিম্বা সুরাপান করে বলিয়া কি তাহাকে কুক্কুট ভক্ষণ কিম্বা ব্রহ্মহত্যার উপদেশ দিব? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে যেন বোধ হয় তাহা দিলে ক্ষতি নাই। উপপাতকীকে মহাপাতক করিতে বলাও যে কথা আর্য্য সমাজে বিধবা-বিবাহ দিতে বলাও ঠিক সমান, ইহাতে কিছুই বৈষম্য দৃষ্ট হয় না।

আজ কালকার সমাজ সংস্কারকেরা যদি ঐরূপ যুক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তাহাদিগের নিরস্ত হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা অতি সত্বরে তাঁহারা নিজেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের আধার হইয়া দাঁড়াইবেন, এবং তখন আমাদিগকে বলিতে হইবে যে,

"আপনি মজিলে ভাই মজাইলে দেশ।"

আজ কাল যুক্তি প্রিয় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সমদর্শী যুবক একমাত্র বিধবার প্রতিই অত্যন্ত করুণার্দ্র চিত্ত, অন্য কোন বিষয়ের বড় একটা ধার ধারেন না, তাঁহারা বিধবার দুঃখ মোচনেই কায়মনোবাক্যে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। পাশ্চত্য শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত বলে ইহারা আর্য্য সামাজিক প্রথাকে সাতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং কোন প্রকার সুযোগ পাইলেই সমাজ সংস্কারক হইতেও সর্ব্বদা বাসনা করেন। সেই আদিম অসভ্যকালের হিন্দুশাস্ত্র নিতান্ত অসার ও অকর্ম্মণ্য বলিয়াই তাঁহারা একমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিধবা-বিবাহ নিতান্তই প্রয়োজনীয় মনে করিয়া থাকেন। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ইহা সমাজে প্রচলিত হইতে পারে তন্নিমিত্ত যতদূর যত্ন করিতে হয় তাহা করিতে ক্রটি করিতেছেন না। অনেকে বলেন কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া কোন কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে না। কেননা যুক্তিহীন বিচারেতে ধর্ম্মহানি হয়।

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

এই শাস্ত্রীয় প্রমাণটিকে তাঁহাদিগের বাক্যের সাধকার্থ উপন্যস্ত করেন। কিন্তু এই প্রামাণ্য বাক্যটীর যে কিরূপ তাৎপর্য্য তাহা তাঁহারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা না করিয়া কেবল স্বস্ব কল্পিত বাহ্যার্থদ্বারা শাস্ত্রমর্য্যাদা অতিক্রম করতঃ দেশশুদ্ধ সকল লোককে প্রতারিত করেন। এই বচনের যথার্থ তত্ত্ব বিশদ করিয়া বলিলে বোধ করি পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে পূর্ব্বোক্ত রূপ অর্থ সঙ্গত কিনা? উক্ত বচনের তাৎপর্য্যার্থ এই—যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া যথাদৃষ্ট শাস্ত্রা কোন কর্ত্তব্য নির্ণয় করা হয় তাহা হইলে ধর্ম্মের হানি হয়, যুক্তি ধ মহর্ষিদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ। কিন্তু কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিয় নির্ণয় করিবে এ প্রমাণে তাহা বুঝাইতেছেনা। অতএব স্থির হইল শাস্ত্র দ্বারাই নির্ণয় করিবে, কেবল যুক্তি কি কেবল শাস্ত্রদ্বারা কর্ত্তব্য নি পারে না। যেমন নারদ কি পরাশর সংহিতায় "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি আছে; যিনি কোন দিনও স্মৃতিশাস্ত্র দেখেন নাই বা জানেন না, আপাততঃ উক্ত বচনের অর্থ এই রূপই বোধ করিবেন যে নারদ f বাস্তবিকই নষ্টাদি পাঁচ আপদবস্থায় নারীগণের পত্যন্তর গ্রহণের বিধান বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া এইরূপ যথাদৃষ্ট শাস্ত্রা নিশ্চয় করিলে ধর্ম্মের হানি উপস্থিত হয়। অতএব দেখিতে হইবে যে, অ- সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য আছে কিনা? নারদ কি পরাশর সংহিতার অগ্রপশ্চ গুলি এই বাক্যের প্রতিপোষক কি বিরোধী? এবং উক্ত মহর্ষিদ্বয় কি অ উদ্দেশে উক্ত বচন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইত্যাদি রূপ অনুসন্ধান পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া অবিসম্বাদিত রূপে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য অর্থ সুসঙ্গত হইতে পারে সেরূপ অর্থদ্বারা কর্ত্তব্যস্থির করিবে, এক মাত্র যথা শ্রুতার্থ দ্বারা কোন বিষয় নির্ণয় করিবে না।

অতএব উক্ত বচনে এরূপ বুঝাইতেছে না যে, শাস্ত্রের সমস্ত বিধিনিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহার মনে যে প্রকার যুক্তি আইসে অথবা সম্প্রদায় বিশেষের অধিনায়কের মনে যেরূপ যুক্তির উদয় হয় তাহাদ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে? যদি তাহাই হয় তবে সত্য সত্যই সমস্ত আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র কীর্ত্তিনাশার জলে ভাসাইয়া কেবল যুক্তির দাস হইয়াই সংসারক্ষেত্রে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কিন্তু কেবল যুক্তি, কোন কার্য্যেরই ভিত্তি হইতে পারেনা, কারণ যুক্তির স্থিরতা নাই। আজ তুমি মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়া এক প্রকার যুক্তি বাহির করিলে এবং সেই যুক্তিদ্বারা অল্প বুদ্ধি মানবের মতি গতির পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলে, দুই দিন পরে তোমার অপেক্ষায় অপর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আসিয়া তাহার প্রবল যুক্তি দ্বারা

তোমার যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিল তখন তুমিও যুক্ত্যনুসারে অবশ্য তাহার মত গ্রহণ করিবে। আবার হয়ত কিছু দিন পরে অতিশয় বুদ্ধিমান্ অপর কোন ব্যক্তি আসিয়া তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রসূত প্রবলতর যুক্তি দ্বারা এ যুক্তিকেও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল, তখন আবার তোমার সহিত তোমার পূর্ব্ব যুক্তি দর্শকেরও অবশ্য পরাস্ত হইয়া শেষ যুক্তিদাতার মত গ্রহণ করিতে হইবে, এ প্রকারে বুদ্ধির তারতম্যানুসারে ...াইতে খাটাইতে কেবল অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায় অনন্তকাল অতি-বাহিত করিতে হইবে, কোন বিষয়েরই স্থির সিদ্ধান্ত হইবে না। এই জন্যই আর্য্য মহ... ছেন, যুক্তির স্থিরতা নাই, যুক্তি প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। ... ঋষিগণের মতে প্রমাণ নীয়া মতামত আছে। কেহ বলেন প্রত্যক্ষ, ...শব্দ * এই তিন প্রমাণ। কাহার কাহার মতে উপমিতি নীয়া প্রত্য-... প্রমাণ। কোন দেশে, কি কোন শাস্ত্রে ইহা ভিন্ন প্রমাণ নাই। ঋষিরা ... প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে, অনুমানদ্বারা তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। আবার ...হার ছায়া মাত্র স্পর্শ করিতে অক্ষম একমাত্র আপ্ত বাক্য দ্বারাই তাহার ...য়। অতএব দেখা যাইতেছে যে যুক্তি, এ সকল প্রমাণের মধ্যে কেহই ...ং যুক্তি স্বয়ং প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। শব্দ প্রমাণ যে ... পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা সম্প্রদায় বিশেষের ...র উপর নির্ভর করিয়া চলিলে যে কত গণ্ডগোল কত সর্ব্বনাশ উপস্থিত ... শাস্ত্রদর্শী মাত্রেই তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। উক্ত ... কল্পিত যুক্তিকে মহর্ষিরা কদাচও আদর করেন নাই। আধুনিক ব্যক্তি ...কিম্বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বকপোল কল্পিত যুক্তি হইতে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের বাক্য শত সহস্র গুণে প্রমাণ বলিয়া গণ্য। এজন্যই আর্য্য ধর্ম্মের মূল ভিত্তি, তাদৃশ বাক্যের উপর সংস্থাপিত হইয়া রহিয়াছে। যদি নিত্য নূতন কাল্পনিক যুক্তির উপর সংস্থাপিত হইত তবে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এত আক্রমণ, অত্যা-

---

* সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার, ন্যায়মতে চারি প্রকার। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নিত্য সম্পর্কিত পদার্থ দ্বয়ের একের দর্শনে অন্যের যে প্রতীতি জন্মে তাহাকে অনুমান প্রমাণ কহে। যেমন পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান এবং কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান। শব্দ অর্থাৎ আপ্তবাক্য, ভ্রম প্রমাদ শূন্য ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিদিগের বাক্যকে শব্দ প্রমাণ কহে। যেমন প্রত্যহ সন্ধ্যা করিবে। সাদৃশ্য জ্ঞানদ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে উপমিতি প্রমাণ কহে। যেমন গোর সাদৃশ্য জ্ঞানদ্বারা গবয় জ্ঞান॥

চার, ঝঞ্ঝা বাতাদি সহ্য করিয়া অন্তঃসারবান্ অচল অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে ... অচিরাৎ লয়প্রাপ্ত হইত, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় হইতে ... ছেন যে, তাদৃশ কাল্পনিক যুক্তিদ্বারা গঠিত বলিয়া কত ধ... া ঘটিতেছে। কত ধর্ম্মে তিন দিনেই ত্রিপাপ প্রবেশ ... ক্রা প্রাপ্ত হইতেছে। আবার জলবুদ্বুদে ... লন করিয়াই জলে মিশিয়া যাইত

অতএব ... মহর্ষিদিগের তাদৃশ বাক্যই গ্র গ্রাহ্য, কাল্পনি... লিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

যদিচ তর্ক... রি যে, যুক্তিই সর্ব্বপ্রধান প্রম অকর্ম্মণ্য শাস্ত্রাদি ... কিছু আইসে যায় না। বিধবা বিবাহ প্রচলি... টী কিরূপ; তাহা একবা চনা করিয়া দেখাইলে ... মাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারি সারবান্ পদার্থে সে যুক্তিটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে সাম্যবাদী শিক্ষিত নব্য মহাপুরুষদিগের যুক্তি ঈশ্বর সর্ব্বভূতেই সমদর্শী, তিনি স্ত্রী পুরুষ সাধারণ তুল্যরূপে ক্ষমতা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আলোচনাতেও উভয়ই তুল্য উপাদানে বোধ হয়। সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, ইচ্ছা, দ্বেষ, হর্ষাদি চিত্তবৃত্তি সাধারণে তুল্যরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। অতএব স্ত্রী পুরুষ উভয় সমস্ত বিষয়ে তুল্য অধিকারী তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এমতাবস্থায় স্ত্রী মরিলে অথবা স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে পুরুষে য... করিতে পারিবে, কিন্তু পতি মরিলে, স্ত্রী, আর বিবাহ করিতে পারিবে রূপেই ঈশ্বরাভিপ্রেত নহে। অতএব বিধবা-বিবাহ যুক্তি সম্মত বলিয়া প্রচলন করা কর্ত্তব্য।

পাঠকগণ! বলি, দেখিলেনত, যুক্তির মূর্ত্তি? ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি কতকগুলি সামান্য চিত্তবৃত্তির ও রক্ত মাংস প্রভৃতি ... গুলি সাধারণ শারীরিক উপাদানের সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া যদি ... অধিকারী এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় তবে তাদৃশ সাদৃশ্য ... কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদির সঙ্গেও তা... খিতে পাইবেন না। অতএব এ... ভ করিতে সক্ষম হইয়া উঠিল ... শেষ থাকিতেছে না।

... বলাবলের তারম্য বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষিগণ

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কিরূপ বলিয়া গিয়াছেন তাহাই এস্থলে দর্শান যাইতেছে চরকের শারীর স্থানে লিখিত আছে—

"স্নানাৎ প্রভৃতি যুগ্মেষু [illegible] পুত্রকামৌ
ঘ্মেষু দুহিতৃকামৌ।।"

পুত্র কামনায় ঋতুস্নানের [illegible]
করিলে অযুগ্ম দিবসে সহ [illegible]
তে।" অর্থাৎ যুগ্ম দিবসে [illegible]
াধিক্যে ভবেন্নারী [illegible] যোঃ
দেব নপুংসকং।।" [illegible] বাহু-
সাম্যাদুভযোর্নপুংস্ব [illegible] রক্তাধিক্য
শুক্র শোণিত উভ [illegible] প্রমাণদ্বারা
শারীরিক সূত্রপাতের সময়ের [illegible] ত হইয়াছে।
হা বুঝিবার নিমিত্তই আকৃতির বৈব [illegible] রূপে সাক্ষাৎ দৃষ্ট

গত বিভিন্নতা আছে কি না? পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া দেখুন তন্ত্রা-
যয়ে কিরূপ উক্ত হইয়াছে—

তাত্বিকাঃ স্ত্রিযোজ্ঞেয়াঃ। সৌম্যাস্তু পুরুষামতাঃ।।"

উক্ত হইয়াছে রক্তাধিক্যে নারী শুক্রাধিক্যে পুরুষ হয়। আগ্নেয় প্রভৃতি গুণ রক্তে ও পিত্তে সমভাবে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং নুসারেই তন্ত্রান্তরে উক্ত হইল, স্ত্রীগণ স্বভাবতই পিত্ত প্রকৃতি, পুরুষগণ শ্লেষ্ম প্রকৃতি বিশিষ্ট।

এখন দেখা যাউক শাস্ত্রে পিত্ত ও শ্লেষ্ম প্রকৃতিতে কত বিভিন্নতা পরিদর্শিত হইয়াছে—যথা—

"পীত শিথিলাঙ্গ স্তাম্রনখ নয়ন তালু জিহ্বৌষ্ঠ পাণিপাদ-
তলো দুর্ভগো বলী প [illegible] ত্যা যুক্তো বহুভুক্ উষ্ণদ্বেষী,
ক্ষিপ্রকোপপ্রসাদো [illegible] ভবতি। সুপ্তঃসন্
কনক পলাশ কর্ণিকা [illegible] বিদ্যুদুল্কাঃ।।
ভুজঙ্গোলূক গন্ধর্ব্ব যক্ষ মার্জ্জার [illegible] নুকৈঃ
পৈত্তিকাস্তনরাঃ স্মৃতাঃ।। ইতিসুত

ব্যবহার, এখনও বহুল পরীক্ষা দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইলে কল্প কল্পান্তরে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারাদির সমকক্ষ হইতে পারে কিনা সন্দেহ। দেখিতেছি সেই সকল আধুনিক সভ্যজাতির আচার ব্যবহার, বিশুদ্ধ বলিয়া আপনাদিগের ভ্রান্তি জন্মাইতেছে ইহাতে কি এরূপ বুঝায় না যে বহুকাল কায়মনোবাক্যে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর সহবাসে তাহাদের ধর্ম্মসংক্রামিত হইয়া আপনাদের আর্য্যধর্ম্ম পরাভূত হইয়াছে। এবং এই জন্যই দেশ হইতে আর্য্যধর্ম্ম বিদূরিত করিতে এত যত্ন ও চেষ্টা। হা বিধাতঃ! ভারতের রত্ন অপহৃত হইয়াছে। আবার অতি গুপ্তভাবে হিন্দুনারীদিগের বহুল বহু আদরের যে সতীত্বধন অন্তরে নিহিত ছিল তাহা এখন যাহাতে সম্যক্‌রূপে অপহৃত হয় তজ্জন্য আপনা আপনিই চেষ্টা হইতেছে। অবলাগণ স্বভাবতই বিলাস প্রিয় অতি সহজেই প্রলুব্ধ ও বিমোহিত হইয়া পড়ে। অথবা স্ত্রীদিগের দুর্ব্বলচিত্ত যাহাতে অধর্ম্মে আশক্ত না হয় ইহার শাসন করিবার ভার যাহাদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে হিন্দুকুলের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারাই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশি চঞ্চলস্বভাবা অবলাদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে ক্রমান্বয়ে বহুপতি গ্রহণ করিতে পার, একপতিত্ব ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন দোষাবহ নহে। এই বিশ্বাস যদি অবলাহৃদয়ে স্থান পায় তাহাহইলে হিন্দুদিগের পবিত্রতা এককালে আকাশকুসুমবৎ শশশৃঙ্গে পরিণত হইবে, ইহাতে অনুমানও সংশয় হইতে পারে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, দময়ন্তীর যখন পতি নিরুদ্দেশ হইয়াছিল তখন তিনি দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বর হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখন পত্যন্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ হইলে তিনি দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বরে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না যে দময়ন্তী কখনই মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত পরপুরুষের নামও স্মরণ করেন নাই; সেই নলেরই ভার্য্যা ছিলেন, সেই নলের অনুধ্যানে কাল কাটাইয়াছিলেন এবং যখন নলের সংবাদ পাইয়াছিলেন তখন তাঁহাকেই পাইবার জন্য এত আয়োজন। কিন্তু যদিও ধর্ম্মতঃ দময়ন্তীর হৃদয়কে পাপস্পর্শ করিতে পারে নাই তথাপি তিনি ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আয়োজন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার ফল তাঁহাকে বিলক্ষণ ভোগ করিতে হইয়াছিল। পাঠকগণ! একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলেই স্ত্রীদিগের পত্যন্তর গ্রহণ বিষয়ে তখনকার লোকদিগের কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহা বুঝিতে পারিবেন। নলের সহিত দময়ন্তীর সাক্ষাৎ হইলে নল বলিতেছেন,—

কথং তু নারী ভর্ত্তার মনুরক্ত মনুব্রতম্।
উৎসৃজ্য বরয়েদন্যং যথা ত্বং ভীরু! কর্হিচিৎ?
দূতাশ্চরন্তি পৃথিবীং কৃৎস্নাং নৃপতিশাসনাৎ।

বৈদর্ভী কিল স্ম ভর্ত্তারং দ্বিতীয়ং [illegible]তে ॥ ২৩॥
স্বৈরবৃত্তা যথাকামমনুরূপমিবাত্মনঃ
শ্রুত্বৈব চৈবং [illegible]তো [illegible]ঙ্গাসুরিক্রপ[illegible]বং॥
বনপর্ব্ব নলোপাখ্যান পর্ব্বণি ৭৬ [illegible]।

হে ভীরু! তুমি যেমন অনুরক্ত পতি [illegible]ত্যাগ করিয়া [illegible]ণে প্রবৃত্ত [illegible] কোন কালে কোন স্ত্রী কি এমন করিয়াছে? ॥২২॥

[illegible] অনুজ্ঞানুসারে দূতেরা দেশে দেশে ঘোষণা [illegible] যে দময়ন্তী স্বৈরিণীর ন্যায় দ্বিতীয় পতি বরণ করিতে [illegible] ইহা শুনিয়া আমার [illegible]-বাঞ্ছা শশব্যস্ত হইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হই[illegible]।

দেখুন নলের কথানুসারে ইহা স্পষ্টতঃ বুঝাইতেছে যে কুত্রাপি কেহ কখন পত্যন্তর গ্রহণ করে নাই এবং এরূপ কার্য্যকে পূর্ব্বতন লোকেরা স্বৈরবৃত্তি বলিয়া বুঝিতেন। পাঠকবর্গ দেখুন দেখি কালের কেমন মাহাত্ম্য, সেই শাস্ত্রই সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগে বিরাজ করিতেছে কিন্তু তখনকার এবং এখনকার লোকের বিদ্যা বুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞানের মধ্যে কত প্রভেদ [illegible]য়াছে যে, তখন যে আচরণ স্বৈরবৃত্তি বলিয়া লোকে বুঝিয়াছে এখন তাহা[illegible] বলিয়া লোক[illegible] আদরে গ্রহণ করিতে লোলুপ হইতেছে এবং যে তাহাকে [illegible] বলিয়া মানিতে না চাহে তাহাকে কটূক্তি করিবার জন্য সকলে উদ্যতগ্রীব। বলুন দেখি ভারত কি ছিল, এখন কি হইয়াছে। ইহাকে কি আপনারা উন্নতির চিহ্ন বলিতে চান? না ইহা অধোগতির চরম সীমা? ম্লেচ্ছ সংসর্গে ধর্ম্মভাব বিলুপ্ত প্রায় এবং মন এরূপ মলীন হইয়াছে যে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। বুদ্ধি [illegible] বিপরীত ভাবই গ্রহণ করে এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা"। নতুবা শূদ্রবংশধর রমেশ বাবুই বা বেদব্যাসের জ্ঞানের প্রার্থী কেন? এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বা স্ত্রীদিগের [illegible]